প্রথম ভাগ

গিরীশ-গ্রন্থাবলী।



শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(নাটক, গীতিনাট্য ও কবিতা।)

কলিকাতা ১৩ নং বসুপাড়া হইতে

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩নং বীডন স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপরমসুখ সাহা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

মূল্য ৪৲ টাকা।

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত যে কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে, সাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গ তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, অধুনা বাঙ্গালা নাটকের আদর বাড়িতেছে, সেই আশায় আমরা উৎসাহিত হইয়া, উক্ত গ্রন্থকার মহাশয়ের লিখিত, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, প্রবন্ধাদি সমস্ত সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাবলীরূপে সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

"গিরিশ-গ্রন্থাবলী" তিন ভাগে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। সত্বর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিবার বাসনা আছে।

কলিকাতা,
বৈশাখ ১২৯৯।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

আগমনী।

[গীতি নাট্য।]

মঙ্গলাচরণ।

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল।

প্রমথ-পুঞ্জবিহারী বামাচারী।
চন্দ্রচূড় মূঢ় ধূর্জ্জটি ভোলা॥
জলদজাল-জটা জাহ্নবী লোলা॥
যোগাসন জগজন শুভকারী॥
ডম্বুর-রব হর বিভূতি-ছাদন।
ঈশান ভীষণ, বিষাণ-বাদন॥
গৌরীপ্রিয় মতি-গতি-মনোহারী।
কপাল-মাল ত্রিশূলধারী।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

স্থান—হিমালয়।

গিরিরাজ নিদ্রিত ও মেনকা সুপ্তোত্থিতা।

মেনকা। ওমা গৌরি! গৌরি—অ্যাঁ একি স্বপ্ন! হায় আমি এ দুঃস্বপ্ন কেন দেখ্‌লাম! মহারাজ উঠ, উঠ, বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি; মহারাজ! উঠ—

রাগিণী আলাহিয়া—তাল আড়াঠেকা।

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিত বরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি॥
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বালশশী;
যোগিনী-দল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি॥

গিরি। মহিষি! এত উতলা হোচ্চ কেন? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? তুমি সম্বৎসর উমাকে দেখনি, তাই তোমার মন এত ব্যাকুল হয়েছে; মনের চাঞ্চল্য এই দুঃস্বপ্নের কারণ। দেখ, কন্যাকে যখন পরকে দিয়েছি, তখন তা'র উপর অধিকার কি? মহিষি, রোদন সম্বরণ কর, তুমি জান ত কুস্বপ্ন দেখ্‌লে শুভ হয়।

মেনকা। মহারাজ! তুমি ত কখন তনয়া গর্ভে ধর নি, তোমায় ত কখন উমা আমার বিধুমুখে মা বলে ডাকে নি। মহারাজ! মিনতি কোচ্চি, উঠ, একবার কৈলাস-ভবনে গিয়ে আমার উমাকে দেখে এস।

গিরি। মহিষি! অধীরা হ'ও না; দেখ, রজনী গভীরা, প্রকৃতি তিমির-বসনে আবৃতা;

এ সময়ে সেই যোগিনী-পরিবেষ্টিতা ভয়ঙ্করী কৈলাস-পুরীতে কেমন করে গমন করি? কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড়াঠেকা।

কেন ব্যাকুল রাণি! কালি এনে দেব নয়নতারা
পোহাইলে নিশীথিনী, কৈলাসে যাইব রাণি,
ধৈর্য্য ধর, নিবার নয়ন-ধারা॥

মেনকা। মহারাজ! তুমি পাষাণ! নতুবা এ দুঃস্বপ্নের কথা শুনে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছ। লতিকার ক্রোড় হ'তে প্রফুল্ল কুসুমটিকে যখন ছিন্ন করে লয়ে যায়, লতা নীরবে রোদন করে; লতার হৃদয় নাই, তবু রোদন করে; ফুলটিকে আদর করবে জানে, তবু রোদন করে। আমার এই ফুলটিকে হস্তিপদতলে দিয়াছি; আমি রমণী, আমি রোদন কোচ্চি কেন? মহারাজ! আমি রোদন কোচ্চি কেন?—আহা! যার চাঁদবদন সম্বৎসর দেখি নি—

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়াঠেকা।

পাষাণ হৃদয় তব, আমি হে পাষাণী।
নহে কেবা প্রাণ ধরে বিসর্জ্জি নন্দিনী॥
দিয়ে ভাঙ্গড়ের করে, তত্ত্ব নাহি সম্বৎসরে,
আছে মা ভিখারী ঘরে, হয়ে ভিখারিণী।

গিরি। মহিষি! ধৈর্য্য ধর, তুমি গৃহকার্য্যে থাক, আমি কৈলাসে গিয়ে উমাকে এনে দিচ্ছি।

মেনকা। আমার উমা আস্‌বে শুনে—

রাগিণী বসন্ত—তাল আড়াঠেকা।

প্রমোদিনী বিহঙ্গনী, গায় বন-বিমোহিনী,
হাসে উষা বিনোদিনী, জড়িত রতনে।
বিভোর গাইছে অলি, হাসিছে কমলকলি,
সরোবরে ঢলি ঢাল, সুমন্দ-পবনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

কৈলাস উপবন—হরগৌরী আসীন।

নন্দী ও ভৃঙ্গী।

ভৃঙ্গী। তুই কাল গাঁজা সেজেছিলি, আমি আজ সাজ্‌ব।

নন্দী। তুই সে দিন সিদ্ধি ঘুঁটেচিস্, আমি কিছু বলিচি?

ভৃঙ্গী। আরে বেটা, তুই নেশাটা ভাং-টার ভেতর কেন আসিস্?—চেহারা দেখ্‌লে বিশ মণ সিদ্ধির নেশা একেবারে কেটে যায়। তুই ত্রিশূল হাতে করে গিয়ে দাঁড়া।

নন্দী। তোর যে চেহারার থৎ, তবু যদি তোর গালা বাঁকা না হ'ত; তোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মুখ দেখ্‌বার যো নাই, তোর চেহারা দেখ্‌লে ভয় পায় বলে, বাবা তোকে ভক্তকে আন্‌তে পাঠায় না।—গাঁজা সাজ্‌তে এসেছেন!—গাঁজার বুটি চিনস্?

ভৃঙ্গী। তোর এঁড়ে ধরা হাত,—ওতে কি সিদ্ধি ঘোঁটা যায়? তোর এক ঘোঁটনেই সিদ্ধির চাস্ মরে যায়। নেশাটা ফেসাটার কারখানা, একটু তোয়াজি হাত চাই।

নন্দী। চুপ্ কর্,—পূর্ব্বদিক থেকে কথা কচ্চেন, পশ্চিমে থুথু বৃষ্টি হচ্চে! চুপ।

মহাদেব।—

রাগিণী শ্রী—তাল ঝাঁপতাল।

প্রবলা, অচলা, বিশ্ববিমোহিনী, সৃজন-কারিণী,
সৃজন-নাশিনী, অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী।
গিরিশ-ধ্যান, গিরিশ-প্রাণ, গিরিশ জায়া-
যোগ-যুক্তি, শক্তি মুক্তি দায়িনী॥

গৌরী। আশুতোষ!—

রাগিণী পাহাড়ী—তাল যৎ।

কেন ব্যাকুল আজ মন, আশুতোষ হে!
মিনতি চরণে, জনক ভবনে,
জননীর দরশনে করিব গমন।

মহাদেব। নগ-নন্দিনি! আমি কি তোমার কোন অপরাধ করেছি? তুমি জনকভবনে যাবে শুন্‌লে, আমার হৃৎকম্প হয়। একবার তুমি জনকভবনে গিয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছিলে, আর তোমায় যেতে দিব না।

গৌরী। আশুতোষ! দুঃখিনী জননীকে এক বৎসর দেখি নি।

মহাদেব। দেবি! বিশ্ব-বিমোহিনি! এ তোমার কোন্ মায়া? আমি সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্ব-সংসারে আমার অবিদিত কিছুই নাই; কিন্তু যোগিণি! যোগরূপিনি! যুগে যুগে যোগাসনে ধ্যান কোরে তোমার অন্ত পাই নি। কোন্ ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের আবশ্যক, কোন্ যজ্ঞ বিনাশের প্রয়োজন, কোন্ মূর্ত্তি ধারণের আবশ্যক? আবার কি দশমহাবিদ্যা রূপের প্রয়োজন? যদি হয়, ত দেবি! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আর প্রদর্শন ক'র না। আদ্যাশক্তি! জনকভবনে যাবার নিমিত্ত আমার অনুমতি চাচ্চ? ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনি! কার অনুমতি লয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেছিলে? কার অনুমতি লয়ে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মচারী কোরেছ? কার অনুমতি লয়ে শিবকে শ্মশানবাসী কোরেছিলে? মায়াবিনি! মায়াজাল বিস্তার কোরে আমাকে প্রতারণা কর না।

গৌরী। ভূতনাথ! নীলকণ্ঠ! দাসীকে এত বিনয় কেন?

মহাদেব। ভগবতি! পিত্রালয়ে যাবে যাও, কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ কোরে যেও না। চল, আমরা উভয়েই গিরিপুরে যাই।

গৌরী। আশুতোষ! দাসীরও সেই মিনতি।

(যোগিনীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা।

গাঁথিব মালা ধুতুরা ফুলে।
মেলে কি না মেলে ভাঙ্ নালে॥

প্রমথগণ।—হর, হর, হর, হর, দিগম্বর,
শ্মশান বিহর বিষাণ কর,
রজত ভূধরজিনি কলেবর,
গরজে গম্ভীর ফণিকুলে॥

যোগিনীগণ।—বামা বিমোহিনী,
চম্পক-বরণী,
চরণে দিব জবা তুলে॥

মহাদেব। ভগবতি! একান্তই কি গিরিপুরে যেতে হবে?

গৌরী। নাথ! অনুমতি ত দিয়েছ।

নন্দি, ভৃঙ্গী। ওরে, মামার বাড়ী যেতে হবে রে!

রাগিণী কামদ—তাল ধামাল।

চল চল মোরা যাই গিরিপুরে।
আনন্দে মাতিয়ে, ভ্রমিব নাচিয়ে,
সুখ-সলিলে ভাসি গাইব মনপুরে,
অবিরত বিভোরে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

—*-

হিমালয়—গিরিরাজপুরী।

(গিরিরাজ ও মেনকার প্রবেশ)

গিরি।—

রাগিণী সর্‌ফর্‌দাবাহার—তাল একতালা।

আমার উমা এল রে দেখ গো রাণি নয়ন ভরে।
দশভুজ ধরি, আহা মরি মরি, বিহরে সিংহোপরে॥
কিবা হেমোজ্জ্বল বরণে, লোটে চাঁচর চিকুর চরণে,
কিবা রক্তোৎপল আভা, হেম-জড়িত বিজলী প্রভা,
মরি ঢল ঢল ঢল, সুধা চল চল, বিমল মধুর অধরে॥

মেনকা। মহারাজ! উমা আমার কৈ?—উমা আমার ত দশভুজা নয়, তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য হ'ল?

(উমার প্রবেশ)

উমা। মা! মা! আমি ত দশভুজা নই, আমিই তোমার উমা।

মেনকা।—

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলে উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে মরে যাই॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে বল্‌বো উমা আমার ঘরে নাই॥

গৌরী।—

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

তুমি ত মা ছিলে ভুলে
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা,
জানেনা মা আমা বই॥
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে,
থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল মন্দ হয় গো পাছে,
সদাই মনে ভাবি ওই।
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় ত খেতে যায় গো ভুলে,
খ্যাপার দশা ভাব্‌তে গেলে,
আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে,
ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে,
একলা পাছে যায় গো চলে,
আপন-হারা এমন কই।

(প্রমথ ও যোগিনীগণ বেষ্টিত মহাদেবের প্রবেশ ও শিবঅঙ্কে মেনকার উমা প্রদান।)

সকলে। হর হর বম্ বম্!

যোগিনীগণ।——

রাগিণী সাহানা—তাল খেম্‌টা।

যুগল মিলনে মন হরে।
হের সবে আঁখি ভরে॥
রজত তরুবরে, হেমলতিকা
হাঁসি বেড়িল সাদরে॥
ধূসর নীরদে, খেলিছে দামিনী,
মোহন মাধুরী সুধা ক্ষরে॥

—

যবনিকা পতন।

আনন্দরহো।

[ঐতিহাসিক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

আকবার শাহ	দিল্লীর সম্রাট্
রাণা প্রতাপ	উদয়পুরের রাণা
সেলিম	আকবারের পুত্র।
মানসিংহ	আকবারের সেনাপতি।
নারায়ণসিংহ	মৃত ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র।
মন্ত্রী	সম্রাটের ———
ভামশা	রাণা প্রতাপের মন্ত্রী
বেতাল	* * * *

স্ত্রী।

মহিষী	রাণা প্রতাপের
লহনা	মানসিংহের কন্যা।
যমুনা, কানুন	মানসিংহের ভাগ্নী।

সংযোগস্থল ——দিল্লী ও আরাবল্লী পর্ব্বত।

সভাসদ্গণ, দূত, খঞ্জ, মল্ল, সেনানায়কদ্বয়, কোতোয়াল, গুপ্তচর, সৈন্যগণ, প্রহরী, ভৃত্য ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বনমধ্যে পথ।

আকবার ও মানসিংহ।

আক। রাজকরও তো আবশ্যক—

মান। সত্য; কিন্তু যে দীন প্রজা, তীর্থ দর্শনে মানস কর্ব্বে, এই কর যে তার সুমতির প্রতিরোধক হবে, তার সন্দেহ নাই।

আক। তীর্থযাত্রীর কর এক পয়সা মাত্র, আপনি কি মনে করেন, এক পয়সা সুমতির প্রতিরোধ করে?

মান। জাঁহাপনা! তথাপি সে সুমতি—

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক। এমন দীন প্রজাও কি দিল্লীতে আছে?

মান। জাঁহাপনা! ইহা অপেক্ষাও দীন প্রজা দিল্লীতে আছে।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক। যদি আপনাকে আমি বিলক্ষণ রূপ না জান্‌তেম, আপনাকে মিথ্যাবাদী বল্‌তেম। আমার সন্দেহ ক্ষমা করুন, আপনি

কি যথার্থই জেনে বলছেন যে, একরূপ দীন প্রজা দিল্লীতে আছে? বিশেষ তত্ত্ব নিয়েছিলেন কি?

মান। বিশেষ তত্ত্ব না নিলে, এক পয়সার কথা জাঁহাপনার সম্মুখে নিবেদন কত্তে সমর্থ হতেম না।

আক। ওঃ!

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক। মহারাজ! আপনার বাহুবলে আমি দিল্লীশ্বর। আপনার দেবতুল্য বাক্যে আজ জান্‌লেম, আমি দিল্লীর ঈশ্বর—বলে, প্রজার প্রেমে নয়। আমি ভোজনান্তে সুখ-শয্যায় শয়ন করে মনে কর্ত্তেম যে, আমার রাজনিয়মে প্রজাগণ সকলেই সুখী, অতএব, কিঞ্চিৎ বিরামে হানি নাই; কিন্তু অদ্য আমার ধারণা হলো যে, অন্য বিষয় জানি না জানি, প্রজার বিষয় জানি না, এ কথা নিশ্চয়।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

আক। মহারাজ! প্রজাদের অন্য কি অভাব বল্‌তে পারেন?

মান। জাঁহাপনা! আমি সেনাপতি মাত্র, তবে আমি হিন্দু, এই নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ হিন্দুর অভাব বল্‌তে পারি। কিন্তু দৈন্যতার অভাব সম্বন্ধে দীন ব্যক্তি প্রকৃত উপদেষ্টা।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। "আনন্দ রহো!! আনন্দ রহো"!!!

মান। কি রে বেতাল! তুই এখানে যে?

বেতা। দেখ্‌চি।

আক। মহারাজ! ওর নাম কি বল্লেন?

মান। বেতাল।

আক। এত বড় আশ্চর্য্য নাম—এমন নাম তো কখন শুনি নি।

বেতা। ঢের শুনেছ—ভুলে গেছ। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

মান। ওর নাম কি তা জানি না। যেখানে সেখানে একটা বেতালা কথা কয়ে ফেলে, তাই ওর নাম বেতাল।

আক। ওহে বাপু "আনন্দ রহো!" মুসলমানের রাজ্যে কেমন আছ বল্‌তে পার?

বেতা। রাজা রাজড়ার কথাতে আমি থাকি নি বাবা! একটা পয়সা দাও, গাঁজা খাই।

মান। তোমার একটা পয়সার সংস্থান নাই, তুমি বল্‌চো "আনন্দ রহো!"

বেতা। এক টান হ'লেই, "আনন্দ রহো"। (হস্ত দ্বারা গাঁজা খাওয়া দেখান)

(বাদশাহর একটি মোহর প্রদান)

পয়সা কৈ,—এতে গাঁজা দেবে?

মান। দেবে।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!" (গমনোদ্যত)

মান। জাঁহাপনা! দেখুন, মুদ্রা চেনে না, এমন দীন প্রজাও আছে।

আক। অদ্যই আমি যাত্রিকর নিবারণ কর্‌বো। "আনন্দ রহো," গেলে নাকি?

বেতা। পয়সা খুঁজে পেয়েছিস্ না কি? এই নে। (মোহর দিতে উদ্যত)

আক। না, আমি অন্য কথা বল্‌চি।

বেতা। ওঃ!

আক। তোমরা সুখে আছ, না দুঃখে আছ?

বেতা। একটা পয়সার সঙ্গে খোঁজ নেই, বেটার লম্বা চৌড়া কথা দেখ না। না—তোর ফিরে নে! (মোহর ফেলিয়া দেওন) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!!

মান। বেতাল দেখ্‌লেন?

আক। রাণা প্রতাপ এখন কি অবস্থায় আছেন, বল্‌তে পারেন?

মান। রাণা প্রতাপ কি অবস্থায় আছেন, আমি বিশেষ অবগত নই। জাঁহাপনা! দীন প্রজাদের কথা হচ্ছেল।

আক। আমিও প্রজার কথা তুলেছি।

মান। জাঁহাপনা! রাণা বিদ্রোহী।

আক। মহারাজ! প্রজার অধিক আর কিছু পরিচয় দিলেন না। আপনি যাহাকে দীন বলেন, সে আপনার সম্মুখেই আমাকে তাচ্ছল্য কল্লে,—এক পয়সার প্রার্থী, মোহর দিলাম, ফিরিয়ে দিলে। আর, রাণা কিছুই প্রার্থনা করে না, কেবল আপনার সম্পত্তি ভোগ কত্তে চায়। আমার বল আছে, বলপূর্ব্বক সেই সম্পত্তি হতে তাকে আমি বঞ্চিৎ কর্‌বো।

মান। রাণা দাম্ভিক।

আক। অথচ আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে দুর্ব্বল। প্রজা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আজ আমার ধারণা হয়েছে; নতুবা, বল্‌তেম রাণা একজন দীন প্রজা।

(নেপথ্যে)"আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো"!!)

মান। বেতাল বেটা!

উভয়ের প্রস্থান

(নারায়ণ সিংহ, লহনা ও সখীগণের প্রবেশ)

লহ। নারাণ সিং! আর কতদুর যেতে হবে?

নারা। নিকটেই।

লহ। আর কত দুর?

নারা। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, এই কুঞ্জের আড়ালে।

লহ। উঃ! কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি!

নারা। আহা! প্রতিমা যেন হাস্‌ছে! এ কল্পতরু পদে সচন্দন রক্তজবা দিলে যে মনস্কামনা পূর্ণ হবে, তার আশ্চর্য্য কি! গুরুদেব যথার্থই বলেছ, আহা! এমন ঠাম কথন দেখি নি।

(নেপথ্যে)"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

নারা। লহনা! যাও, দেবি পূজা কর—মনের মানস ব্রহ্মময়ীকে জানাও।

লহ। যমুনা কেবল জবাই দিলে পূজা কর্‌তে, অমন গোলাপ গুলি দাও নি?

নারা। (যমুনার প্রতি) তুমি ফুল রাখ্‌লে না?

যমু। আমি একটি রেখেছি; রাজকন্যা যে নিলেন, তার সাজাতে সাধ হয়েছে।

নারা। ভাই! এ বনে ফুলের অভাব কি। এই দিকে এস, যত ফুল নেবে এস, ভাল ভাল পদ্ম ফুটে রয়েছে। তোমরা সকলেই এস, যার যত ইচ্ছা ফুল নেবে এস।

[লহনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লহ। মাগো! আমার দুরাশা কি পূর্ণ হ'বে। সতীত্ব নারীর পরম ধর্ম্ম, যেন মনে থাকে মা! যদি মনঃস্থির না কর্‌তে পারি, ইহকালও যাবে পরকালও যাবে।

(নেপথ্যে)গীত—ছায়ানট—খেম্‌টা।

ভুবনে রাঙ্গা কমল,
রাঙ্গা পায়ে সাজ্‌বে ভাল।
চল ত্বরা পূজ্‌বো তারা,
থাক্‌বে না আর মনের কাল॥
নাচ্‌বে শ্যামা হৃৎকমলে,
ধোবো চরণ নয়ন-জলে,
বদন ভরে ডাকবো ওমা,
মায়ের রূপে জগৎ আলো॥

(নারায়ণসিংহের প্রবেশ)

লহ। তোমরা আমাকে একলা রেখে কোথায় গিয়েছিলে?

(সখীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত—তুলে নে রাঙ্গা কমল ইত্যাদি)

লহ। ভাই! পূজা করতে এসে এখন গান কেন? পূজা করে নাও, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী চল।

(সকলের পূজা করিতে গমন)

লহ। (নারায়ণসিংহের প্রতি) পদ্ম-ফুল দে বুঝি আমার পূজা করতে সাধ যায় না।

নারা। পূজা করুন না—আরও ভাল ভাল পদ্ম রয়েছে, ওঁরা তো সব তুল্‌তে পার্‌লেন না, আমি এনে দিচ্চি।

যমু। এই যে রাজকন্যা! আমার কাছে অনেক আছে।

কানু। (একটি ছোট ফুল লইয়া) আমি কিন্তু ফুলটি দেবো না।

লহ। কুঁড়িতেই এত মায়া, না জানি ফুট্‌লে কি করতিস্?

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

লহ। (নারাণের প্রতি) ও মিন্‌সে কে? ওকে ডাক্‌তে পার, কত আনন্দ দেখি।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!!"

নারা। ভাল বাপু! তুমি "আনন্দ রহো"! বল কেন?

বেতা। আরে সে মজার কথা—আমায় একজন শিখিয়ে দিয়েছে। গাঁজা খাই নি —পেট দম্‌সম! আর এই রোদ তো জান! জিভ্ শুকিয়ে গেছে! মাঠের মাঝখানে পড়ে আছি, আর বেটা এলো।

নারা। এলো কে?

বেতা। আরে তোকা একেবারে পাতি বেছে গাঁজাটি সেজেছে। গন্ধ পেয়ে উঠে বসে দেখি, আমার পাশেই বসে! দপ্ করে কল্‌কে জ্বলেছে। আমার হাতে দিলে, কসে দম্—ভরপূর নেসা! "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"! তেমনটি হয় না; "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

[প্রস্থান

(নেপথ্যে)"চুপ্! আস্তে"!)

লহ। ওমা! কে করে "চুপ"!

কানু। রাজকুমারী বাতাসে বাতাসে শিউরে উঠ্‌ছে।

নারা। সব ঠিক্, সব ঠিক্।

লহ। না ভাই! তোমাদের সখের বনে তোমরা দাঁড়াও। কেউ কর্‌ছেন "চুপ্!" কেউ করছেন "আনন্দ রহো"!! আবার নারাণও সুর ধরেছেন "সব ঠিক্"!

নারা। (হাসিয়া) আমি বল্‌ছিলাম পূজা হয়ে গেছে, বাড়ী চলুন।

(নেপথ্যে)"কোন দিকে? চুপ্!"।)

লহ। ঐ দেখ ভাই! এই জন্যই এখানে আস্‌তে চাই না। মা গো!

যমু। তোমার ভয় দেখে যে বাঁচি নি; নারাণ রয়েছে ভয় কি?

লহ। তুমি তো সব খবরই রাখ; এমন জায়গা নেই যে, রাণা প্রতাপের চর নাই, তা এতো বন। নারাণ একলা কি কর্‌বে বল তো?

নারা। যদি কেউ বিরোধী হয়, তোমা-দের জন্য—তোমার জন্য প্রাণ দিব।

লহ। ইস্! এতও পার্‌বে! তার পর আমাদের বেঁধে নিয়ে যাক্।

কানু। কার সাধ্য!

[সকলের প্রস্থান।

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

উভয়ে। মা! রণরঙ্গিণী মা!

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"
(রাণা প্রতাপের গুণগান করিতে করিতে
কতকগুলি সৈনিকের প্রবেশ)

সারঙ্গ—তেওরা।

দুর্দ্দম শাসন রিপু-কুল-নাশন,
পবন গমন, নীল হয় বাহন,নিবীড় জটাজূট
শির বিভূষণ।
আধ চাঁদভালে; তিলক ঝলক, বিষমোজ্জ্বল
জ্বালা, নয়ন পাবক,
দিন কর, হর বর, কৃপাণ ঝক ঝক, পীন
বাহুমূল, বিশাল বক্ষঃস্থল,
দুর্ব্বল প্রবল, ত্রাসিত দুর্জ্জন ॥

১ম নায়। কোথা যাব?

১ম সৈন্য। পদ্ম কুণ্ডুতে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। কিরে শালা কি বল্‌তো বল্‌তো?

২নায়। (মারিতে উদ্যত)

১নায়। আরে মেরো না! মেরো না!

বেতা। সেই চোখ জ্বল্‌ছে, কি বল্‌তো? ঐ যে, নীল ঘোড়া—না কি বল্‌ছিলি, এখন আর বাক্যি সরে না,—আঁ?

১নায়। সে গান শুনে তোর কি হবে?

২নায়। তুমিও যেমন পাগলের সঙ্গে বক্‌ছো। চল যাই—স্নান হয় নি, আহার হয় নি।

বেতা। সেই শালারও চোখ জ্বলেছিল, একটা চোখ ছিল। সে শালারও একটা কি ঘোড়া, কিন্তু তার পোশাকটা কাবুলের ধরণ। তুই পোশাকটা কি রকম বল্লি?

১নায়। ওহে শুন্‌ছো! কর্ত্তাটী নিজে কাবুলে সেজে, এ ধার দে হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল কোথায়?

বেতা। আচ্ছা, তোরা ও গানটা গাস কেন।

২নায়। ও গানটা গাইলে, আমরা খুব লড়্‌তে পারি।

বেতা। কৈ, কেমন লড়িস্ দেখি? "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! (গণ্ডে চপেটাঘাত)

(২নায়ক কাটিতে উদ্যত ১নায়ক বাধা দেওন)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(১ম সেনাকে চপেটাঘাত ২নায়ক মারিতে উদ্যত)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! গান ধর, তোরা গান ধর—দূর শালা! গান ভুলে গেলি, আমি ও গান শিখ্‌বো না। দুঃ-ও হেরে গেলি! দুঃ-ও! "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! (গমনোদ্যত)

২নায়। ধর্‌লে কেন? আমি ওর পাগ্‌লামী বা'র করে দিতুম!

বেতা। ধর্‌লে, তা আমার বাবার কি রে শালা? "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(প্রস্থান)

১নায়। পাগল! ওর হাত দুটো ধর্‌লে হতো; তুমি তলোয়ার খুলে বস্‌লে।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতা। গাঁজা আছে?

২নায়। দাঁড়া শালা। তোকে গাঁজা দিচ্চি আমি। (মারিতে উদ্যত)

বেতা। আমি খাবো না; তুই বড় মার খেয়েছিস্, একটান টান্। (গাঁজা ফেলিয়া দেওন) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! (মন্দিরে প্রবেশ)

২নায়। বেটা পাগ্‌লা কোথাকার!

১নায়। গাঁজা ছিলেমটা কুড়িয়ে নিলে না।

(প্রস্থান)

বের্ত্তা। বল্‌তো—উঃ! কত ফুল দেখ্ রে! আজ যেন আমি বাসর ঘরে এসেছি! না, ফুল শয্যা। (কালীর পদে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

(নেপথ্যে গীত) রাগিণী নাগধ্বনি—আড়াঠেকা

ঊর্দ্ধ জটাজুট, গভীর নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা, অশিব বিমর্দ্দিনী॥
দনুজ হ্রাস ত্রাস, লক লক রসনা।
অসুর শিরঃ চূর, ভীষণ দশনা॥
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী।
নরকর বেষ্টিত, কপাল-মালিনী॥
রুধির অধরা তারা, শিশু শশি-ভালিনী।
নয়ন অনল জ্বালা, সুর হৃদি বর্দ্ধিনী॥

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

—*—

(লহনা, সখীগণ ও নারায়ণসিংহ)

যমু।ভাই! তোমার যে অত ভয় হয়েছিল, তা কি আমি জান্‌তেম?

লহ।. তোমাদের ভাই, পাহাড়ে সাহস, আমায় মাপ কর।

যমু। নারাণসিং তো পাহাড়ে নয়।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি। ও আবার পাহাড়ে নয়; কি হে নারাণ! তোমার বাড়ী না আরাবল্লী পর্ব্বতে?

লহ। (কাহ্নের প্রতি) ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটে যেন সাত রাজার ধন! এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে,তোর মন ওঠে না বুঝি? ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটা হাতে করে নিয়ে বেড়াচ্চিস্!

কানু। হ্যাঁ ভাই যমুনা! বাসি তোড়া গুলো জলের উপর বসিয়ে রাখ্‌লে অনেক ক্ষণ থাকে—না?

লহ। দেখ্‌লি ভাই! নেকাম দেখ্‌লি? তোড়া গুলো জলে বসিয়ে রাখে বলে, উনি শুক্‌নো কুঁড়িটা জলে বসিয়ে রাখ্‌বেন। তুমি ভাই, আমার তোড়ার সঙ্গে রেখ না, রাখ্‌তে হয়, তোমার ঘরে ভাল করে জল দে রাখ গে।

কানু। আমার রাখতে হয় রাখবো, ফেলে দিতে হয় দেবো; তোমার কি?

(নেপথ্যে)"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহ। প্রহরীরা সব ঘুমুচ্চে না কি? তুমি বল্ল ভাই? "রাগিস্ কেন," বাগানে বসিছি, দু দণ্ড কথা ক'ব না?"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! (সেলিমের প্রতি) তুমি "চুপ চুপ" কর, আর নারাণ সিং বলুগ,"সব ঠিক্!"তা হইলেই হয়েছে।

যমু। আমি সাধে বলি, "তুমি রাগ কেন?"রাস্তায় কে কচ্চে"আনন্দ রহো?"—তা প্রহরীরা কি কর্‌বে?

নারা। ঠিকই তো।

লহ। তুমি কর "চুপ! চুপ?"

নারা। আচ্ছা,না রাজকুমারি আমি কথা ক'ব না।

যমু। *আচ্ছা, ভোমরাগুলো কেমন করে মধু খায়?

লহ। এই নাও—ও'কে বলে দাও,বলি আমার সঙ্গে নাই বা কথা কইলে? যমুনাকে

বুঝিয়ে দাও না,—ভোম্‌রা কেন মধু খায়? কাঠঠোক্‌রা কেন কাঠে ঘা মারে, পাপীয়া কেন ডাকে? পাথরে পাথরে কেন আগুন ওঠে?

কানু। না ভাই, আমি একখানি পাথরে জল বেরুতে দেখেছিলেম, মস্ত পাহাড়! ঝুর, ঝুর, করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

(নেপথ্যে)"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!")

লহ। ঐ নাও ভাই!

সেলি। তুমি ব'স আমি প্রহরীদের বল্‌ছি, ওকে পাগলা-গারদে দিতে।

(প্রস্থান)

নারা। ও তো পাগল না, রাজকুমারি! ওকে গারদে দিতে মানা করুন।

লহ। না,পাগল না—ও সাধুপুরুষ তো গারদে গিয়ে "আনন্দ রহো" করুগ না? সেইখানে ওর"আনন্দ রহো"বেরিয়ে যাবে?

যমু। আহা! ও পাগল হোক যা হোক, ওতো কারু কিছু করে না।

কানু। আমায় ফুলটী হাতে দিয়ে বল্লে, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

লহ। ভাই! অত সোহাগ যদি আমার ভাল না লাগে? তোমাদের দয়ার শরীর! তোমরা এখান থেকে উঠে যাও।

কানু। তুমি ভাই যখন তখন উঠে যাও বলো সে দিন অম্‌নি যমুনা-দিদি কাঁদ্‌ছিল।

লহ। তোমার যমুনা দিদিটী কেমন! সে দিন নারাণসিংহের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, ওঁর আর প্রাণে সইলো না,—মাঝখান থেকে এক কথা তুল্লেন। তাই, একটা কথার মতন কথা হক' না; "ফুল গুলি আর পাখীগুলি ঠিক এক," ওঁদের পাহাড়ে দেশে বুঝি পাখী পুঁৎলে ফুল ফোটে? দেশ তো নয়, যেন মরুভূম!

যমু। ভাই! আমার পাহাড়ে দেশ আমারই ভাল; তোমার দিল্লী সহরে ভাই, আমার কাজ নাই।

(প্রস্থান)

কানু। তা সত্যি তো, যার যে দেশ, তার সে ভাল। এই যে তোমার এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে, আমি কি তা নিচ্চি? আমার এই শুক্‌নো কুঁড়িটীই ভাল।

(প্রস্থান)

লহ। না, তোমার জন্য এই যে ফুল তুল্‌তে উঠিছি, দাঁড়িয়ে নিয়ে গেলে না?

নারা। রাজকুমারি! রাজপুতানার নিন্দে কল্লেন! আপনি দিল্লীতে এই কুসুম-কাননে ব'সে আছেন, আপনার পিতা বাদসার সেনাপতি, বাদসা কর্ত্তৃক রাজা। আরাবল্লী পর্ব্বতের দীন প্রজাও, সে সম্মা-নের প্রার্থনা করে না—হিন্দু-কুলভূষণ প্রতাপ ব্যতীত কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না, স্বয়ং বাদসাও তাঁর সৌহার্দ্দ্য প্রার্থনার পত্র লিখেছেন।

লহ। নারাণ! তোমার যে বড় বাড়!

নারা। না, বড় দীনতা! আপনি স্ত্রীলোক,—

(প্রস্থান)

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি। লহনা! তুমি একলা আছ, ভাল হয়েছে। আমি শীঘ্র বাদসা হ'ব, তার সন্দেহ নাই; আমার আক্ষেপ কিছুই নাই, কিছুই বাকি থাকবে না; কিন্তু কার কাছে প্রাণ জুড়াবো, এমন কেউ নেই। লহনা তোমায় ভালবাসি, কিন্তু—

লহ। আপনি কি বল্‌ছেন?

সেলি। এই বল্‌ছি,আমার চিত্তের স্থিরতা

নাই। তোমায় আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে না—তোমায় আর দেখ্‌বো না। হায়! হায়! যদি প্রস্তর হ'তে বারি নির্গত হলো, সে বারি মরুভূমি বয়ে যাবে?

লহ—আপনি কি আমায় ভালবাসেন?

সেলি। না ভালবাসি নি, কে না ভাল বাসে? তুমি দেবী নও তুমি রাক্ষসী—একবার হারটা পর, আমি দেখি, আমার যত্নের সামগ্রী নিতে বিলম্ব কচ্চো? বহুমূল্য হার, বড় সাধ ক'রে কিনেছিলেম আমার যে বেগম হ'বে, তাকে পরা'ব।

(রুধিরাক্ত কলেবরে বেতালের প্রবেশ)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!

(নেপথ্যে) "সব ঠিক্! "হর হর হর হর হর হর!"

লহ। (মূর্চ্ছা)

বেতা। বলি হাঁ রে। তুই আমাকে গারদে দিতে বল্লি কেন? তাইতে তো রক্তারক্তি হয়ে গেল! তুই পালা! তোকে ধত্তে আস্‌ছে! কেটে ফেল্‌বে।

সেলি। প্রহরি! প্রহরি! ওরে কে আছিস্ রে?

বেতা। আবার বুঝি একটা খুনোখুনি কর্‌বি? আমি যাই। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

(নেপথ্যে) সব ঠিক্!" "হর হর হর!"

বেতা। ওই শোন্! "সব ঠিক্" আস্‌ছে! পালা। অমি বলি, উল্লুক ভাল্লুক সং সেজেছে; তা নয়, কাটাকাটি কোত্তে সেজেছে! তাই কাল বনের ভিতর ছিল! "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !! (প্রস্থান)

সেলি। (স্বগত) এই তো সুযোগ! এখনে কেউ কোথাও নেই—এমন সময় আর হ'বে না! সম্মত হোগ বা না হোগ—মূর্চ্ছা, এখন তো আর বল করতে পার্ব্বে না—এ সুযোগ ছাড়া নয়।

(দুইজন আহত সৈনিকের প্রবেশ)

১সৈন্য। এই খানেই সেই বেটা আছে, এইখানেই "আনন্দ রহো!" ডেকেছে।

সেলি। তোমরা সে পাগ্‌লাকে ছেড়ে দিলে কেন?

২সৈন্য। সাহাজাদা! আমাদের কোন অপরাধ নাই, এমন ইদের দিনে যে সর্ব্বনাশ হ'বে, কে জান্‌তো?

১সৈন্য। আমরা মনে কল্লেম যে, ইদের দিন, তাই সং সেজে আমোদ কোরে বেড়াচ্চে। পাগ্‌লটাকে নিয়ে আমরা গারদের দোর গোড়ায় গিয়েছি, আর "সব ঠিক্!" ব'লেই কোপাতে আরম্ভ কল্লে।

২সৈন্য। শুন্‌লেম জেলের প্রহরীদেরও মেরে ফেলেছে, দুশো সৈন্য কেটে ফেলেছে। সহরে হুলুস্থুল! আর কোথাও কিছু নাই।

১সৈন্য। সাহাজাদা! বল্‌তে ভয় হয়, আপনাব এ তলোয়ার কোথা পেলে? ভাঙ্গা রাস্তায় পড়েছিল।

সেলি। এ তলোয়ার আমি নারাণ সিংকে দিয়েছিলেম।

লহ। (উঠিয়া সেলিমকে ধরিয়া) নারাণ আমার ভয় কচ্চে!

সেলি। এই যে আমি, লহনা।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!"

ওকে ধর, রাণা প্রতাপের চর।

(সৈনিকদিগের প্রস্থান)

লহ। আমায় কোলে কোরে নাও, আমি চল্‌তে পাচ্চিনি।

সেলি। ভয় কি?

(চুম্বন)

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!)"

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাণা প্রতাপের শয়নকক্ষ।

রাণা প্রতাপ ও মহিষী।

রাণী। হ্যাঁগা, জটা গুলো কাটবে না?

প্রতা। হ্যাঁগা, চিতোর পাব না!

রাণি। চিতোর বুঝি আমার হাতে?

প্রতা। জটা বুঝি আমার হাতে?

রাণী। না তোমার মাথায়, তাই কাট্‌তে বল্‌ছি। আমি এক দিন কেটে দেবো— ঘুমিয়ে থাক্‌বে, আর এক দিন কেটে দেবো।

প্রতা। আর তুমি ঘুমুবে না?

রাণী—হাঁ, ও সাজাটা আর বাকি রাখ কেন, চুল গুলো কেটে দিয়ে বাঁদী সাজিয়ে দাও!

প্রতা। রাজরাণী বুঝি তোমার চুলগুলি?

রাণী। দেখ দেখি কি কথায় কি কথা তুল্‌ছো, চুলগুলি বুঝি রাণী!

প্রতা। দেখ দেখি তুমি কি কথায় কি কথা তুলছো, জটাগুলো বুঝি খারাপ!

রাণী। খারাপই তো!

প্রতা। চুলগুলো রাণীই তো!

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ দানসিং?

দূত। রাজসভায় যেতে অনুমতি হয়।

প্রতা। আমি যাচ্চি, চল।

(দূতের প্রস্থান)

রাণী। যাচ্চো যাও, কিন্তু যমুনা কোথা, খবর দিতে হবে। দেখ দেখি তার বাপ, তোমার জন্য মারা গেল!

প্রতা। প্রিয়ে! কেন আর আমায় লজ্জা দাও? আমি কোন্‌ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পেরেছি,—যবনকে সিংহাসন দিয়ে আপনি কুটীরবাসী, আমার রাজরাণী ভিখারিণী আত্মীয় হত, সৈন্য সামন্তের পরিবার অনাথা! প্রিয়ে! তবুও তুমি আমায় জটা কাট্‌তে বল? জটা কাঠবো, সে. আছে—তোমায় যবে রাজেশ্বরী কর্‌বো তবেই জটা কাট্‌বো।

রাণী। নাথ! তোমার প্রেমে আমি রাজ-রাজেশ্বরীর অধিক।

প্রতা। তাই তো আমি ভুলে থাকি, আমি চিতোরহারা!

(প্রস্থান)

রাণী। (স্বগত) হায়। চিতোর যদি পাই তোমায় সুখী দেখি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

—*—

সভাসদ্‌গণ ও মন্ত্রী।

১ম সভা। সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহই হয়।

২য় সভা। বাদসাহ তো কম লোক নন।

মন্ত্রী। এ সন্ধির প্রস্তাবে যে, রাণা সম্মত হবেন, এমন তো বোধ হয় না।

৩য়। আমার বিবেচনায় এ সন্ধিতে সম্মত হওয়াই উচিত, বল-প্রকাশের তো ত্রুটি হয় নাই।

মন্ত্রী। আপনার বিবেচনার সময় মহা-রাণা এলেই হবে' এক্ষণে আসুন, অপর

বিষয় পরামর্শ করা যাক্; সন্ধি তো হ'বেই না; বোধ হয়, যবন জয়ী হলো।

৪র্থ। কেন রাণার সন্ধিতে অমতের কারণ? বাদসাহ তো অতি বিনীত ভাবে পত্র লিখেছেন।

মন্ত্রী। মহাশয়, সে বিষয়ে তর্ক কচ্ছেন কেন? আপনারা কি এখনও বুঝ্‌তে পারেন নি যে, বাদসাহ অতি বিচক্ষণ।

১ম। অতি বিনয়ী, অতি বিনয়-পূর্ব্বক পত্র লিখেছেন,—"মহারাণার সৌহার্দ্য যাচ্ঞা করি" বাদসাহ অপরের নিকট কখন কোন প্রার্থনা করেন নাই।

৩য়। রাণা পত্র পেয়েছেন কি?

মন্ত্রী! পেয়েছেন, কপট বিনয়ে দ্বিগুণ অগ্নিবৎ জ্বলে উঠেছেন।

২য়। কপট-বিনয় কেন?

মন্ত্রী। আপনি কি জানেন না, রাণা সকল সহ্য কর্ত্তে পারেন, মুসলমান আকবর হীন বিবেচনায় দয়া প্রকাশ করবে, এ তাঁর অসহ্য। (রাজাকে দেখিয়া) এ কি মূর্ত্তি!

সকলে। কি ভয়ঙ্কর!

(রাণা প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতা। কখন যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বে স্থির কল্লে? আমি প্রস্তুত! চৈতক নাই, হলদি-ঘাটে চৈতককে হারিয়েছি; কিন্তু যে সকল অস্ত্রাঘাতে চৈতকের প্রাণনাশ হয়েছে, তার প্রতিফল দিতে পেরেছি কি না জানি না। এইবার যুদ্ধে—কখন যাত্রা।

মন্ত্রী। মহারাণা!

প্রতা। আমার মতে শুভ কর্ম্মে আর কাল বিলম্ব কি? রজপুত রমণী তো সকলেই জানে যে, স্বামী যুদ্ধমৃত্যু প্রার্থনা করে।

মন্ত্রী। আর বল ক্ষয়ে আবশ্যক কি?

প্রতা। মন্ত্রি! আমি যদি স্বয়ং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় নরাধম না হতেম—তোমার উচিত আমায় উত্তেজনা করা, রজপুতের অসি—বাঁশী নয়।

মন্ত্রী। সভাসদ্‌গণ সকলেরই মতে——

প্রতা। কি?

মন্ত্রী। একবার এ বিষয়ে বিচার করা উচিত।

প্রতা। মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ বিচার! স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরা বিচার করে গিয়েছেন—আমাদের আর আবশ্যক নাই। চল, ওঠ, আবার রণরঙ্গে মাতি! চৈতক,—কি আমার এক চক্ষু, তাও অন্ধ হলো নাকি? যথার্থই তোমরা উঠ্‌লে না? ভাল, ভাল মৃত্যু-কালে মনকে প্রবোধ দিব যে, আমা অপেক্ষা হেয় রজপুত আছে, আকবর সাহ! তুমি ধন্য! তুমি সিংহের নিকট শৃগা-লের ভক্ষ্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত রহিলে! হা! এত অপমান জন্মেও সহ্য করি নি। রণস্থলে কি শত্রু কি মিত্র সহস্র সহস্র বীরপুরুষ বীর-পুরুষের ন্যায় পড়্‌তে দেখেছি। হা! সে রণ-উল্লাসে আমার মৃত্যু হলো না; আমায় কেউ গুরু বল, কেউ প্রভু বল, কি মোহি-নীতে আমার এই বুকের শেল তুল্‌তে হস্ত প্রসারণ কচ্ছো না? আকবর সাহ! ধন্য তোমার মোহিনী! দেখ দেখ, আমার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হচ্চে! আমার বীর-হস্ত হ'তে তরবারি খসে প'ড়ছে!

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

প্রতা। হা! আজ আমায় ধর। এ কথা বল্‌বার ইচ্ছা হ্'লো, প্রাণ কি বজ্র হ'তে কঠিন, যেন ফুলের ন্যায় আমার হৃৎপিণ্ড খসে পড়ছে।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। হ্যাঁরে! রাগ করেছিস্? তুই গাঁজা ছিলেমটা ফেলে এলি কেন রে?

সভ্যগণ? কে এ বেটা, মেরে তাড়াও একে। (প্রহার)

বেতা। "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! কিন্তু গাঁজা দিতে হবে, আমিও মেরেছিলেম গাঁজা দিয়েছিলেম।

[প্রহরীগণের দূরীকরণের চেষ্টা ও প্রহার,

বেতা। "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো"!! এইবার তার মতন হয়েছে! তবে না শালা! তার মতন বল্‌তে পার্‌বো না?

প্রতা। উত্তম! উত্তম, রজপুত বাহু দুর্ব্বল পীড়নের নিমিত্তই বটে; রমণী-বলাৎকার, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত এখন দেখ্‌তে বাকি।

বেতা। আরে কথা শোনে না! আর কি আমায় মাত্তে পার্‌বি? "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! [বেতালের প্রস্থান।

মন্ত্রী। প্রহরী! এ পাগ্‌লাটা কমেন থেকে এল?

প্রতা। মন্ত্রি! ও পাগল, ও এই নিরানন্দ ধামে আনন্দ রব তুল্‌তে এল, তোমরা ওকে মেরে তাড়ালে—আবার, "আনন্দ রহো"! বল্‌তে বল্‌তে চলে গেল॥

(নেপথ্যে! হি হি হি হি) আমি আবার আস্‌বো, আজ নয়—গাঁজা ছিলেম্‌টা খেলেনা কেন দেখিগে।

[বেতালের পুনঃ প্রবেশ]

বেতা। মনটা কেমন খুঁত মুঁত কচ্চে, কেন খেলে না, জিজ্ঞেস করে আসি, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

[প্রস্থান।

প্রতা। মন্ত্রি, কে ও। আমার এ অবস্থায় বল্‌লে "আনন্দ রহো"? ওকে ওর আনন্দ গান কত্তে বল।

[মূর্চ্ছা।

মন্ত্রী। ওরে সর্ব্বনাশ হলো!

[প্রতাপকে লইয়া সকলের প্রস্থান]

বেতা। কৈ? কেউ কোথাও যে নেই?

(কাঁদিতে কাঁদিতে একজন মল্ল ও একজন খঞ্জের প্রবেশ)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!

মল্ল। নিশ্চয় বেটা জাদুকর, বাঁধ্‌ বেটাকে!

খঞ্জ। না, সন্ধান নাও; ও বোধ হয়, আকবরের কোন চর হবে, তার পর ধর্‌লে—বুঝ্‌লে কি না।

মল্ল। ঐ দেখ্‌ ভাই! তোকেও যাদু করে—করে, করেছে, তুই কি আবল তাবল বক্‌চিস?

খঞ্জ। ওরে নারে, কৈ দেখ্‌ না—জিজ্ঞাস কর না—খবর দেবো? টাকার আণ্ডিল!

মল্ল। ঐ!

খঞ্জ। আরে মজা হ'বে এখন! জিজ্ঞাস কর্‌ না, মুসলমান—টাকা—চর—চর।

মল্ল। তুই বেল্‌কোপণা ছাড়্‌তো! আমার একে ভয় কচ্চে।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে পাগল কে? পাগল নাকি! ওরে ধর্‌রে? ধল্লে মজা আছে!

মল্ল। না ভাই! অমন কর তো তোমার সঙ্গে দাঙ্গা হবে। তুমি যে সে দিনে অশথ তলায় ভয় পেয়েছিলে, আমি কি তোমায় অমনি করে ভয় দেখিয়েছিলুম?

খঞ্জ। আরে সে নয়! এ ঢিল পড়েছিল—

মুসলমান—পা খোঁড়া—ধর্ ভাই—জিজ্ঞাস কর্—পালাবে! ভয় পাইনি—অনেক টাকা পা খোঁড়া—বুঝ্লিনি।

মল্ল। ওমা! কি বলে গো!

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

মল্ল। বাবা রে!

খঞ্জ। ওরে ধর্ রে! কি কর্‌বো—পা খোঁড়া! ওরে ধর রে—ওরে যায় রে! ওরে মুসলমান! ওরে যায় রে!

মল্ল। ও বাবারে।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

মল্ল। ওরে গেলুমরে। (মূর্চ্ছা)

বেতা। (খঞ্জের নিকট গিয়া) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

খঞ্জ। (বেতালের হস্ত ধারণ) এইবার পেয়েছি।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

খঞ্জ। আরে পা খোঁড়া, দাঁড়া।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(খঞ্জকে ফেলিয়া প্রস্থান)

খঞ্জ। ওরে আমিও পড়ে গেছি, ওঠ্না; গেলরে—বড় কোমরে লেগেছে।

(তুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

১ম সেনা না। আহা বীরের হাতের অসি এত দিনে খসলো।

২য় সেনা না। আকবার! তুই সুধা পাত্রে গরল পাঠিয়েছিলি।

১ম সেনা না। ফুলের দ্বারা যে বজ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব তা আজ আমার ধারণা হলো; আহা! যে সংবাদে রাজ্যে আনন্দ উৎসব হয়েছিল সে সংবাদে এত নিরানন্দ হবে, কে জানতো।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!)

খঞ্জ। ঐরে—ধর রে—কোমরে ব্যথা রে—পড়ে গেছি রে।

২য় সেনা না। আহা! রজপুতসভায় কি একজন বলতে পাল্লেনা যে "মহারাজ যুদ্ধে চলুন আমি আপনার সাথি"। আহা! তা হলে সে ভস্ম হৃদয়ে এক বিন্দু বারি পড়তো।

১ম সেনা না। আমি এই অশ্রুবারি দিই, যদি কিছু শীতল হয়; ভাইরে, হলদি ঘাটের যুদ্ধে রাণাশিরোলক্ষিত তলোয়ার আমার ললাটে মুকুট পরিয়ে দিয়েছি; ভাইরে, সে রাজাকে কি আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখতে পাব না।

খঞ্জ। আরে বলি শোন্‌না, সে যা হবার তা হবে; কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

খঞ্জ। আরে বলি শোন্‌না, এখনো যায় নি

২য় সেনা না। একি তুমি এমন করে পড়ে রয়েছে কেন?

খঞ্জ। কোমর ভেঙ্গে গেছে, ধর।

১ম সেনা না। মন্ত্রি মহাশয়কে বলা যাক আসুন, যুদ্ধ ঘোষণা দিন। আমরা দিল্লীতে যুদ্ধে যাই, এ সংবাদে রাণা আরোগ্য লাভ কল্লে ও কত্তে পারেন। সে বজ্র হৃদয় যখন ফুলে ভেঙ্গেছে, তখন ঘোর রণরঙ্গে, সিংহ-নাদ বজ্রনাদে তূর্য্যনাদ অরির হৃদিভেদ আর্ত্তনাদে রজপুতের ব্রহ্ম-রন্ধ্র ভেদী সিংহ-নাদ, শৃগাল—ত্রাসক রুধির স্রোত ঘূর্ণবায় স্তম্ভিতকরী অরির হাহাকার ধ্বনি মিশ্রিত দুন্দুভি নিনাদে আসন্ন জয়োল্লাস; আকবার যদি পুনর্ব্বার সিংহের নিকটে সিংহের ভেট পাঠায় তা হইলে বজ্র যোড়া লাগে, নচেৎ

বজ্র কুসুমেই ভেদ হবে। রাণা প্রতাপকে দয়া প্রকাশ! বজ্র ভেদ হবেই তো।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

খঞ্জ। ঐ যে মশাই! ধরুণ, ঢের টাকা! রাণা প্রতাপ মলোই বা—ঢের টাকা!

২য় সেনা না। হা অভাগা পাগল! এ পাগ্‌লাটা বল্‌ছে দেখ্‌ছো? বলে, রাণা প্রতাপ মরে মরুগ!

১ম সেনা না। ওকে কেটে ফেল, হলো-ইবা পাগল। রক্ষি! একে গারদে নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে) "না, না, মরে নি!"

২য় সেনা না। আর এ দিকে এক কাপ্ দেখ!

(খঞ্জের প্রস্থান)

মল্ল। ও বাবা রে! একটা নয়, দুটো রে!

(নেপথ্যে) খঞ্জ। ভয়—গেল—ধরিছিলুম—পড়ে গেলুম—টাকা!)

২য় সেনা না। এ্যকি! এ মূচ্ছা গেছে নাকি!

১ম সেনা না। আহা! যাবেই তো, রজপুতের প্রাণ!

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!"

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

—•—

(প্রজাগণ, খঞ্জ, মল্ল, সেনানায়ক ও অপর লোক)

১ম প্রজা। হায়! হায়! কি হলো!

২য় প্রজা। গরিবের মা বাপ গেল!

৩য় প্রজা। পৃথিবী বীরশূন্য হলো! শিব! শিব! শিব!

বালক। ও মা! তুই কাঁদছিস্ কেন?

১ম স্ত্রী। ওরে বাবা! আমার বাবা বুঝি যায়!

বালক। তোর বাবা কে মা?

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

খঞ্জ। ওরে ধর্! টাকা—ধর্! আর গারদে পুরিস্‌নে, আর গারদে পুরিস্‌নে, আমি পালিয়ে এসেছি, টাকা—টাকা—কাম্‌ড়ে ধর্‌লে হতো। (নিজ হস্ত দংশন)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

মল্ল। ও বাবা রে! একটা নয়, দুটো!

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!"

মল্ল। (মূর্চ্ছা)

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

১ম সেনা না। কি বল্লে, দেখ্‌তে পাই কি না? ওঃ বীরকুলচূড়ামণি!

বেতা। ওরে! গাঁজা খাস্‌নে কেন?

১ম সেনা না। সরে যা।

বেতা। না, তুই না; "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

২য় সেনা না। বেল্লিক বেটা, আবার সাম্‌নে পড়ে! (বেত্রাঘাত ও প্রস্থান)

বেতা। না, তুইও না; "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!" উঃ বড় জ্বলছে! তা মার্‌লুম না কেন?—একবার চড় মেরে তো দেশে দেশে গাঁজা নে বেড়াচ্ছি; ওদের দুজনকে নিদেন পক্ষে কত মার্‌তে হতো,—অত ঘুরতে পারি নে—পা ধরে গেছে। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!" ঐ নাও, "আনন্দ রহো!" খারাপ হয়ে গেছে, বস্‌তে দিলে না; চল্লুম, জিজ্ঞাসা করিগে

কেন গাঁজা খেলে না। "আনন্দ রহো! আনন্দ রাহা"!!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মঞ্চ।

(প্রতাপ, মহিষী, নারাণ, যমুনা, কান্নুন।)

প্রতা। (নারাণসিংহের প্রতি) তোমার পিতা, আমার মস্তক হ'তে ছত্র নিয়ে হল্‌দি-ঘাটের যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সে ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে পারি নাই; আর তুমি আমার নিমিত্ত মানসিংহের দাসত্ব স্বীকার করেছ, তুমি আমার সম্মুখে থেকো; তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কি বল্লে, যে দিন সন্ধির পত্র রওনা হলো, সেই দিন দিল্লীতে মোগল সেনা আক্রমণ কর্‌লে? ক্ষত্রকুলোত্তম মহাত্মা রাণার হাত থেকে অসি খসে গিয়েছে, রাণা বনবাসী!—এ রজপুত দস্যুর আর কি আছে? তুমিও একজন রজপুত দস্যু। আমার বল নাই, তুমি এসে কোল নাও।

নারা। প্রভু! আমার আর কেউ নাই। কোল দিলেন, পদধূলি দিন; যেন এ ঋণ শোধ দিতে পারি।

প্রতা। তোমার পিতার ন্যায় তোমার গৌরব আরাবল্লীর প্রতি প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হোক।

নারা। প্রভু প্রদত্ত এই অসি হস্তে মৃত্যু, গুরুর চরণে লহরী-মোহনের এই প্রার্থনা।

প্রতা। তোমার বীর বাসনা পূর্ণ হোক। যমুনা, তুমি আমায় দেখ্‌তে এসেছো, তোমার মাতুল তো রাগ কর্ব্বেন না? হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে তোমার মাতুল আমার বক্ষে ভল্ল লক্ষ্য করেছেন, তোমার পিতা বুক পেতে নিয়েছেন, সে ঋণ যতদূর পারি পরিশোধ করি, তোমার পিতৃ-সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পার্‌লেম না; কিন্তু নব অর্জ্জিত ঘোলা সহরে তুমি অধিশ্বরী হও, অন্য আশীর্ব্বাদ কি কর্ব্বো, তোমার পিতার ন্যায় তোমার পুত্র হউক।

যমু। আর আশীর্ব্বাদ করুন যে, সূর্য্য-বংশীয় রাণার কার্য্যে প্রাণদানে পরলোক গমন করে।

প্রতা। মা, তুমি বীরাঙ্গনা! বীরপ্রস-বিনী হও। মা কান্নুন, তুমি তোমার দিদির কাছে থেকো। আশীর্ব্বাদ করি, উপযুক্ত স্বামী হউক, উপযুক্ত পুত্র হউক, অধিক আর কি বল্‌বো।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

প্রতা। কেউ ওকে ডাক; দেখ, যদি কোন রকমে আন্‌তে পার, ও আমায় "আনন্দ রহো!" শোনায় কেন? প্রিয়ে! তোমায় কিছু বল্‌বো না, তোমার সঙ্গে কথা ফুরোবার নয়; তোমার মুখখানি আমার হৃদয়ে ফুরবার নয়, ও মুখখানি আমি রণে বনে অন্তরের অন্তরে দেখেছি, ভোজনে দেখেছি, সুখশয্যায় শয়নে দেখেছি, এখনো দেখ্‌চি; প্রিয়ে! কথা ফুরবার নয়।

রাণী। নাথ! এমনি করে চুল কেটে আমার দাসী কল্লে?

প্রতা। প্রিয়ে! তবু জটা মুড়াতে পার্‌লেম না। আত্মীয় স্বজন, আমি যারে যারে দেখি নি, আমার সম্মুখ দিয়ে যাও

আমি দেখি; শক্তি নাই, কোল দিতে পার্ব্বো না; জানত হাত থেকে অসি পড়ে গিয়েছে।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

ওকে ডাক্তে গিয়েছে?

রাণী। আমি পাঠিয়েছি।

প্রতা। মহিষি! তুমি কে? আমি যুদ্ধে উঠ্তে বলিছি—যারা আমার জন্য অকাতরে শোণিত ব্যয় করেছে, তারা উঠ্লো না—মন্ত্রি! তোমার মনে এই ছিল! আমি তো হল্দিঘাটের পর অর্থহীন দীন হয়েছিলেম; কেন তুমি তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় আবার রণ রঙ্গে মাতালে? ওঃ! রাণাবংশে তাচ্ছল্য! যবনের—যবনের তাচ্ছল্য! কেন হল্দিঘাটে কি ভল্লের পরিচয় দিইনি?

মন্ত্রী। মহারাণা! ক্ষান্ত হোন, অপরাধীর শাস্তি দিন; আবার উঠে বলুন, যুদ্ধে চ; দেখুন, আপনার সভাসদ্ যুদ্ধে যায় কি না? সে দিন আপনার ভৈরব মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেম, তাই উঠ্তে পারি নি; কিন্তু যখন এই মূর্ত্তি দেখে এখনও দাঁড়িয়ে আছি, তখন অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তিতে ডাক্লে আপনার সভাসদ্ ভয় পাবে না; মন্ত্রীর সতর্কতায় ভয় পায় কি না জানি না। হায়! হায়! সতর্ক হয়ে কি রাজশ্রীই দেখ্লেম!

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। (দ্বিতীয় নায়কের প্রতি) ওরে! তুই এখানে এসেছিস্? আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস্, ভাগ্যিস্ রাস্তায় বোসে নেই, তা হলে তো তোর সঙ্গে দেখা হতো না। আমি যার তোর জন্যে এই দেখ গাঁজা ছিলিমটা নিয়ে বেড়াচ্চি—বড় লেগেছিল না? তা গাঁজা ছিলিমটা খেলি নে কেন?

২য় নায়। তা দে।

বেতা। (গাঁজা প্রদান) দুজনে খাস্, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!" তোরে ক'ঘা চড় মেরেছিলুম, মার্ব্বি? আমি "আনন্দ রহো!" বল্বো এখন; রাগ করিস নে—ও একটা হয়ে গেছে। মারিস্ তো মার? নইলে যাই।

প্রতা। "আনন্দ রহো!" তুমি এ দিকে এস, তোমার আনন্দ আমায় একটু দাও, আমি এই নিরানন্দ রজপুতধাম আনন্দময় করি।

বেতা। (প্রতাপের প্রতি) ওরে, তুই যে রে! (রাণীর প্রতি) তোমায় আমি চিনি নে। (প্রতাপের প্রতি) তোর সে কাবুলের পোশাকটা কোথায়, তোর মনে আছে তো? পেট দম সম্ হয়ে শুয়ে পড়ে আছি তুই আমায় গাঁজা খাওয়ালি, বল্লি—ভুলিয়ে দিলি কেন? "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

প্রতা। তুমি সাম্নে এস না?

বেতা। তোর মুখ দেখ্লে আহ্লাদে "আনন্দ রহো"! ভুলে যাই। দাঁড়া, আমি "আনন্দ রহো"! একশো বার—দুশো বার—হাজার বার বলি, তার পর, তোর সাম্নে যাই।

প্রতা। না ভুল্বে না, মনে করে দেবো এখন।

বেতা। আরে না! ভুল্লে মুস্কিল হবে বল্‌ছি।

প্রতা। আমি মনে করে দেবো।

বেতা। আচ্ছা, কি বল্বি বল; আচ্ছা, বল দেখি "আনন্দ রহো"!

প্রতা। "আনন্দ রহো"!

বেতা। হাঁ হাঁ বেশ! বেশ! কিন্তু তেমনটী হলো না। ওরে তোর, এমন চেহারা হয়ে

গেছে কেন রে? তুই "আনন্দ রহো" বল্ শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল্—চেঁচিয়ে না বল্‌তে পারিস্, মনে মনে বল।

প্রতা। প্রিয়ে! তোমার মুখখানি নীচে আন, আর অত দূরে থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

বেতা। ও তোর কে? তুই "আনন্দ রহো" বল্।

প্রতা। ভাই! তুমি বল, আমি শুনি।

বেতা। আস্তে বলি কেমন? "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

প্রতা। আচ্ছা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি "আনন্দ রহো"! বল কেন?

বেতা। তুই যে শিখিয়ে দিয়েছিলি।

প্রতা। যদি আমি তোমায় "আনন্দ রহো" শিখিয়ে থাকি, তুমিও আমায় "আনন্দ রহো" একবার শোনাও। হায়! আমি কি দয়ার পাত্র! আকবারের দয়ার পাত্র! বাহু! তুমি আর উঠ্‌বে না। সেই দিনকার শেলাঘাতে তো পদ অকর্ম্মণ্য! প্রিয়ে! এ যাতনাতেও সে যাতনা মনে পড়েছে; কাণের কাছে, মুখ আন, কাণের কাছে মুখ আন; জিভও বুঝি যায়! ভাই "আনন্দ রহো"!—প্রিয়ে! এইবার——

বেতা। ওরে, তুই যেই হোস্, "আনন্দ রহো"! বল্‌তে বল্; নইলে, আমি বলি, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

প্রতা। প্রিয়ে! তৃণে বজ্র ভেদ হলো।

রাণী। তাই কি এই তৃণের উপর বজ্রাঘাত করছো?

প্রতা। প্রি—ই—ই—ই—য়ে—য়ে—

বেতা। "আনন্দ রহো"! বল্‌তে বল্, বল্লি নে?

সকলে। ওঃ!! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বেতা। আচ্ছা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দরবার।

(আকবার, মানসিংহ, নারাণ-সিংহ, মোগল, ওমারাও, মন্ত্রী ইত্যাদি।)

আক। মহারাজ মান! আপনার ভুজ-বলে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত আবদ্ধ, আপনার মন্ত্রণা-কৌশলে আমি সেই শৃঙ্খল অনায়াসে ধারণ করে আছি, যোগ্য পুরস্কার আমি কি দিব?—আপনার শারদ-কৌমু-দীর ন্যায় বিস্তৃত গৌরবে সহস্র বদনে উল্লাস ধন্যবাদই আপনার পুরস্কার। এই তরবারি আপনি গ্রহণ করুণ, আমি এ তরবারি নিত্য পূজা করি।

মান। শিরোপা শিরোধার্য্য! আমার হস্তে এই ভুবন-পূজ্য তরবারি, বাদসাহের রিপুর ভয় বর্দ্ধন কর্ব্বে, সন্দেহ নাই; রাণা জীবিত থাক্‌লেও সতর্কে এ অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌তেন।

নারা। শৃগাল! কুলাঙ্গার! যবনভৃত্য! যবনশ্যালক! গুরুদেবের নিন্দা! (অসি নিষ্কাসন)।

(চতুর্দ্দিক্ হইতে নারাণকে মারিতে অসি উত্তোলন)

আক। স্থির হও রাজপুত! নিদ্রিতের প্রতি অস্ত্রাঘাত কি তোমার গুরুদেবের শিক্ষা? মানসিংহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত নয়।

নারা। মানসিংহ কুলাঙ্গার।

আক। অস্ত্রপ্রভাবে রাজপুত পরিচয় দিতেও পরাঙ্মুখ নন।

ওম। আপনার গুরু জীবিত নাই, নচেৎ হল্‌দিঘাটে—

আক। অনধিকার চর্চ্চায় প্রাণদণ্ড হ'বে। রাজপুত! যদি ইচ্ছা হয়, আমার বক্ষে তুমি অস্ত্রাঘাত কর, রক্ষার্থে একটী অসিও নিষ্কোসিত হ'বে না।

নারা। আমি যোদ্ধা, নরঘাতী নই।

(নেপথ্যে) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

আক। তবে আমার সঙ্গে এস।

(নারাণ ও আকবরের প্রস্থান)

২য় ওম। মহারাজ মান! আপনার ভৃত্য না?

মান। বাদসাহের তো পরিচিত দেখ্‌লেম।

১ম ওম। অতিথের প্রতি রূঢ় বাক্যও নিষেধ।

(কতিপয় প্রহরী বেষ্টিত বেতাঙ্গের প্রবেশ)

১ম প্রহ। মহারাজ মান! গত বৎসর যে প্রতাপের সৈন্য দিল্লীতে উৎপাত করেছিল, এই ছদ্মবেশী "আনন্দ রহো" তার মধ্যে একজন।

১ম-ওম। প্রহরি! তোমরা তো খুব সতর্ক! অনধিকার চর্চ্চা কর নি, বিদ্রোহী জেনেও বাঁধো নি।

২য় প্রহ। রাণা প্রতাপের লোককে বাদসার আজ্ঞায় পীড়ন নিষেধ।

১ম-ওম। অনধিকার চর্চ্চা——

মান। এরেও বা খাস মহলে নিয়ে যাবার আজ্ঞা হয়।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(দুইজন রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষ। বাদসার আজ্ঞায় দরবার ভঙ্গ হয়।

মন্ত্রী। আচ্ছা, একে এখন গারদে রাখ, পীড়ন করো না; কি জানি, যদি বাদসার পরিচিত হয়। আমি বাদসাকে সংবাদ পাঠাই, পরে যেরূপ আজ্ঞা হয়, সেইরূপ হ'বে।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

—*—

(আকবার ও নারাণসিংহ।)

আক। আপনি যদি অনিচ্ছুক হন, আপনার পরিচয় আমিই দেবো। আপনি মৃত বীরপুরুষ ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র, আপাততঃ মানসিংহের দাস, এ কথা ভাণ; যমুনা বা লহনার প্রেমে আবদ্ধ—আপনার চিত্ত তুমি আপনিই জান না, আমি জান্‌বো কি করে? এক্ষণে বাদসা আকবার সার সম্মুখীন,—যদি ইচ্ছা করেন, বাদসার সহোদরের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে বস্‌তে পারেন।

নারা। সে সম্মানপ্রার্থী নই। আচ্ছা, আমার পরিচয় আপনি কিরূপে অবগত হ'লেন?

আক। যদি ইচ্ছা করেন তো রাণা মৃত্যুকালে যে কথা বলেছেন, আমার সংবাদদাতার নিকট শুন্‌তে পারেন।

নারা। যদি অনুগ্রহ করে সংবাদদাতাকে ডাকান, সে কুলাঙ্গারের মূর্ত্তি আমি একবার দেখ্‌তে চাই।

(নেপথ্যে)—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক। ঐ আমার সংবাদ দাতা।

নারা। ঐ পাগল আপনার চর?

আক। আপনিও আমার একজন চর!

নারা। বাদসাহের ভ্রম হচ্চে।

আক। না, গত বৎসরের কথা মনে করে দেখ, যে দিন তোমার সেনারা দিল্লী আক্রমণ করে, বাদসার প্রাণরক্ষা কিরূপে হলো বল্‌তে পার? পার্‌বে না, আমিই বল্‌ছি; রেসবৎ সিংহকে চেন, সে দিন স্বয়ং আকবর সাহই রেসবৎ সিংহ। মানসিংহের প্রাণ নাশের নিমিত্ত সেই ভাণ। মানসিংহের দাসীর ভ্রাতাকে মনে আছে? (দাড়ি গোঁপ পরিয়া) এই দেখ, কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বাকি।

নারা। বুঝ্‌লেম আপনি বহুরূপী, কিন্তু মানসিংহকে বধ কর্‌বার আপনার অভিপ্রায় কেন?

আক। আপনি যেরূপ বীরপুরুষ, চিত্তচর্চ্চায় সেরূপ দক্ষ নন। যখন রাজা মানকে আমি তরবারি দিলেম, রাজা মান কি উত্তর কল্লেন স্মরণ আছে? সেই অস্ত্রের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন পরাজয় করিবেন্! অন্তরের ভাব মুখে ব্যক্ত হয় নাই—বাদসাহও সম্মুখীন হ'তে সাহসী হ'বেন না।

(প্রহরীর সহিত বেতালের প্রবেশ)

বেতা! "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক। আজ অবধি এ ব্যক্তির কোন স্থানে যাবার বাধা নাই, এ কথা যেন দিল্লীর সকলেই অবগত থাকে। (প্রহরীদের প্রতি) তোমরা যাও; "আনন্দ রহো!" বসো।

বেতা। ওরে দাঁড়া, তোর যে বেশ ঘর রে! আমি দেখি, দাঁড়া।

নারা। ভাল, বাদসাহের প্রয়োজন কি, জান্‌তে ইচ্ছা করি।

আক। তোমার সহিত সৌহার্দ্দ্য।

নারা। তাতে ফল?

আক। তোমার সাহস আমার বুদ্ধির দ্বারা চালিত হউক, উভয়ে সাম্রাজ্য ভোগ করি। যখন আমার তোমার ন্যায় সাহস ছিল, তখন এ প্রবীণ বুদ্ধি ছিল না; প্রবীণ বুদ্ধির সহিত সে সাহস নাই।

নারা। কি কার্য্যের অনুমতি করেন?

আক। মানসিংহ তোমার শত্রু, সম্মুখ যুদ্ধে বধ কর।

নারা। আকবর সাহ! আমি আপনার কৃতদাস, হৃদয়-বন্ধু! ভাল, সম্মুখ যুদ্ধ কিরূপে ঘটনা হবে?

আক। আমি সভায় তোমার পরিচয় দিয়ে প্রচার কর্ব্বো যে, মানসিংহের কন্যার নিমিত্তে তুমি বাতুল, দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেছ; লহনাও তোমায় ভালবাসে, কেবল মানসিংহ সে বিবাহে প্রতিরোধী, এই নিমিত্ত তুমি মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে চাও। প্রাণভয়ে ভুবন-বিজয়ী রাজা মান তোমার সম্মুখীন হয় না।

নারা। যদি পাগলই ঘোষণা কর্‌লেন, তবে যুদ্ধ হবে কেন?

আক। আমি পাগল বল্‌বো, কিন্তু সংঘটন বড় পাগ্‌লাম নয়। সকলেই অবগত আছে যে, বিনা রক্ষকে তোমার সহিত লহনা কালী দর্শনে গিয়েছিল। নারায়ণসিংহ রাজপুতানায়,—লহনা ও যমুনাকে আন্‌বার নিমিত্ত রাজপুতানায়; এ পাগল ঝাল্লার বংশধরের বিরুদ্ধে মানসিংহকে অসি মোচন কর্‌তেই হ'বে।

নারা। আপনার মিথ্যার জন্য আপনি দায়ী।

আক। মিথ্যা নয়, একটা ভুল মাত্র, লহনা অর্থে যমুনা।

নারা। আপনি কি পিশাচ-সিদ্ধ ?

আক। হাঁ, মানসিংহ আমার গুরু—

নারা। সে কিরূপ ?

আক। মানসিংহই আমাকে উপদেশ দেন যে, প্রজার বিষয় আমি কিছু জানি না। পরে প্রথম শিক্ষা পেলেম যে, আমি বাদসা তাঁর ভুজবলে! মূর্খ! দাম্ভিক! দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের পাঠান-বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা যদি দেখ্‌তিস্ তো এ দম্ভ তোর হৃদয়ে স্থান পেত্তো না।

নারা। ভাল, আমায় আপনি বিশ্বাস কর্‌লেন, আমি যদি এ কথা প্রকাশ করি।

আক। দিল্লীশ্বরো বা! জগদীশ্বরো বা! তিনি কি এ কাজ কর্‌তে পারেন! রাণা প্রতাপের অনুচর, রাজা মানের সহিত বিচ্ছেদ ঘটনার অভিপ্রায়ে এই ঘোষণা করেছে। বাদসা কি দয়াশীল! এখনও তার প্রাণ বিনাশ করেন নাই! হা! হা! দয়ার প্রভাব দাম্ভিক রাণা পর্য্যন্ত অনুভব করে গিয়েছে।

নারা। কি ?

আক। ক্রোধের প্রয়োজন নাই, আপনি কি যুদ্ধ চান না।

নারা। ভাল, যুদ্ধ সংঘটন হোক পরের কথা পরে।

আক। দিল্লীর সুখ ভোগ?

নারা। (হঠাৎ নিম্নে অবতরণ) এ কি!

আক। আপাততঃ বন্দী।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

আক। দেখ, তোমার যেথানে ইচ্ছা সেথানে যেও। সেই তোমায় যে "আনন্দ রহো" বলেছিল, সে অমনি শুয়ে পড়ে রইলো আর তুমি "আনন্দ রহো"! বল্‌তে লাগ্‌লে।

বেতা। আমার আবার কান্না পায়, তুই, ও কথা বলিস্ নি, কান্না যদি না পেতো আমি "আনন্দ রহো" বল্‌তুম, সে শুন্‌তে পেতো।

আক। তুমি এই আংটীটি নাও, যেথানে যাবে, এই আংটী দেখালে, কেউ কিছু বল্‌বে না।

বেতা। দেতো। (আংটী লইয়া) এ রাখ্‌বো কোথা ?

আক। আঙ্গুলে পর, দেখ, রোজ তুমি সকাল বেলা এসে, যেথানে যা শুন্‌বে, বলে যাবে।

বেতা। আর আমি "আনন্দ রহো" বল্‌বো, আর তুই বল্‌বি "আনন্দ রহো!" হাঁ! হাঁ! বেস মজা হ'বে! দেখ, তুই একবার ওঠ্‌তো, আমি ঐ খানে বসি।

(আকবরের উত্থান)

বেতা। (আংটি দেখাইয়া) এটা কি ভাই? এ কার ভাই? (অন্য মনে সিংহাসনে পদ উত্তোলন)

আক। কেন? এই যে আমি তোমায় দিলুম।

বেতা। না ভাই। আমি নেবো না, আমার বড় ভাবনা হচ্চে। (আংটি ফেলিয়া দিয়া) আমায় কেউ কিছু বলো না—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

(প্রস্থান)

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাত। যোধা বাইয়ের চরকেমেরে ফেলেছি!

আক। মোহর কৈ ?

ঘাম। জাঁহাপনা! (নিম্নে গমন করিতে করিতে) আমার অপরাধ নাই, আমার অপরাধ নাই।

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনু। যেস্থান পুড়িয়ে দিতে বলেছিলেন, তা দিয়ে এসেছি।

(প্রস্থান)

(কোতয়ালের প্রবেশ)

কোত। এ ঘর জ্বালান অপরাধে কোন্ কোন্ বন্দীর দোষ সাব্যস্ত হবে ?

আক। (পরিচ্ছদ দেখাইয়া) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ; সংখ্যার সময়ে তাদের এই এই পরিচ্ছদ ছিল, যেন সাব্যস্ত হয়।

(কোতয়ালের প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!
(মোহর দেখাইয়া) এটা কার বল্‌তে পারিস্?

আক। ও আমার, দাও তুমি, এ পেলে কোথায় ?

বেতা। রাস্তায় একজন শুয়েছিল, গাঁজা খেতে পায় নি, আমি গাঁজাটী সেজে "আনন্দ রহো"! বলে,তার কাছে গেলুম, আরউঠে দৌড়! দেখি, সে এইটে চেপে শুয়েছিল।

আক। (ইঙ্গিত করণ, ও কোতয়ালের প্রবেশ)।

যোধাবাইয়ের দূত মরে নাই, প্রাতঃ-কালে ধৃত হয়ে যেন খুনী অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো "!!

আক। এতেই বলে বেতাল।

(প্রস্থান)

(লহনার প্রবেশ)

আক। দেখ লহনা! তোমায় আমি ভালবাসি কি না বল দেখি ?

লহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহে আমার সকলই।

আক। তুমি যা বলেছ, আমি তাই শুনেছি, সে কথার পরিচয় দেবে বলে ডাকি নি; তোমায় ভালবাসি কি না পরিচয় দাও।

লহ। (নীরবে অবস্থান)।

আক। কিন্তু এক বিষয়ে তোমায় অসুখী করেছি—আমি যে তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, এ কথা জানিয়েছি, তুমিও আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবো বলে, তুমি কার প্রেমে আবদ্ধ জানাও নি; তাতে আমি দুঃখিত। আবার আহ্লাদিত এই যে, তোমার যৎকিঞ্চিৎ প্রতারণা শিক্ষা হলো। নারীর ছলই বল, আজ এই শিক্ষা দেবার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই কথাটি যেন মনে থাকে,আজ স্বাধীন ভাণ্ডার হ'তে তিন লক্ষ মুদ্রা তোমার মাসিক বরাদ্দ, অট্টালিকা বাগিচা তোমার জন্য রেখেছি, আজ হ'তে তুমি তার অধিকারিণী। তোমার প্রণয়ীকেও আমি ভুলি নাই; আমি জানি, যে, আমার মত বৃদ্ধকে তোমার ন্যায় রূপবতী যুবতী ভাল বেসে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। এখন তুমি স্বাধীন,—কথাটি মনে রেখো, "নারীর ছলই বল," এমন কি, সতীত্বও কথা মাত্র।

লহ। আমি জাঁহাপনা ভিন্ন আর কাকেও জানি না।

আক। প্রাণ অত সরল করো না; চল, তোমার প্রণয়ীকে দেখাইগে।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

(দুইজন প্রহরী, ও কারাগার মধ্যে নারাণসিংহ।)

১ম প্রহ—ভাই, মিছি মিছি কেন রাত জাগ্‌বি, তুইও ঘুমুগে আমিও ঘুমুইগে, সাত তলা মাটীর নিচে কয়েদখানা তার ভিতর থেকে কি মানুষ বেরুতে পারে।

২য় প্রহ। রাতও দুপুর বেজে গিয়েছে, শুইগে।

১ম প্রহ। সেই ভাল।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো"!!)

২য় প্রহ। ভাই! ও কি শব্দ হলো?

১ম প্রহ। কোন কয়েদখানায় কে নাখেয়ে শুকিয়ে মর্‌ছে।

২য় প্রহ। খাবার জন্য তত নয়, জলের জন্য যে করে রে, দেখ্‌তে ভারি তামাসা; —বলে দে দে এক ফোঁটা দেরে, আমার যে ভাই হাসি পায়।

১ম প্রহ। ওর চেয়ে আবার ঢেরঢের মজা আছে রে; পেরেকে শোয়া, মাতায় ফোঁটা ফোঁটা করে জল,—চল শুইগে।

২য় প্রহ। তামাসা শুন জেলের ভেতর হয় বলে, তা নইলে একজন কয়েদির চিৎ-কারে সহরপুরে যেতো।

১ম প্রহ। বলিস কি সামান্যি মজা, নিচে আগুন রেখে ওপরে তাত দেওয়া।

(উভয়ের প্রস্থান)

নারা। অদ্ভুত চরিত্র, আমি কোন পথ অবলম্বী, গুরুদেব! আমি যথার্থই বালক, আর আমায় কে উপদেশ দেবে? আমি বালক নই পরিচয় দিবার জন্য কার নিকট অভিমান করব? রাজপুতনার মৃত্তিকা ভিন্ন অপর মৃত্তিকাই অপবিত্র। আমি কারাগারে বালকের ন্যায় কাঁদতে বসেছি, অপদার্থ—ক্ষুদ্র প্রহরীতেও রজপুত ভীত বলুগ।

(সহসা একপার্শ্বের দ্বার উদ্ঘাটন ও লহনার প্রবেশ)

নারা। কি লহনা তুমি হেথা?

লহ। নারাণ এতেও কি তুমি আমায় ভাল বাস্‌বে? কথার উত্তর দিলে না?

নারা। দেখুন আমি নারাণ কিনা, আমার সন্দেহ হচ্চে।

লহ। সন্দেহের কারণ তোমার কঠিন প্রাণ, আমি কি মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত কালী-মন্দিরে গিয়েছিলাম জান, যাতে তোমায় পাই সেই জন্যই কালী-মন্দিরে গিয়েছিলাম। ভাল কঠিন হও আর যাই হও, লহনা থাক্‌তে তুমি এস্থানে কেন? আমার সঙ্গে এস, আবার রাজপুতানায় যাও, যমুনার পাণি গ্রহণ কর।

নারা। লহনা!

লহ। কি?

নারা। লহনা তুমি যথার্থই কি আমাকে ভালবাস?

লহ। ক্ষমা কর তোমায় এ অবস্থায় পরিহাস করে ভাল করি নাই, আমার অনু-রোধ বা আদেশ—যে কথায় বোঝ, আমার সঙ্গে এস।

নারা। লহনা যদি যথার্থ ভালবাস এক-বার বসো।

লহ। তুমি যথার্থই পাষাণে গঠিত, ভাল কি বল্‌বে বল।

নারা। লহনা স্থির হও, শোন, আমি তোমার শত্রু, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে পিতার মৃত্যু হয়। আমি রাণা-প্রতাপের অসি স্পর্শ করে শপথ করেছি, যে আমি গুরুবৈরী মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে স্বহস্তে নিধন কর্‌ব, এই আশায় তোমার পিতার দাসত্ব স্বীকার করেছি, সেই আশায় এই কারাগারে, সেই আশায় আমি ছদ্মবেশী অনুচর নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করি, সহস্র কামান গর্জ্জনের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত, যদি আশা সফল হয় জানলেম জীবন সার্থক; যতদিন সে আশা পূর্ণ না হয়, যমুনা কি ছার—গুরুদেবের ন্যায় গৌরবও প্রার্থী নয়। লহনা তোমার প্রেম অতি অসৎ পাত্রে অর্পিত।

লহ। তোমার পিতা কে?

নারা। ভুবন-বিখ্যাত ঝাল্লার অধিকারী।

লহ। আপনি আমায় মাপ করুন, এখন জান্‌লেম যে আপনি যমুনারও নন; কেন না যদি আপনি প্রেমিক হতেন প্রেমিকের চিত্ত বুঝতে পাত্তেন, কিন্তু দাসী বা শত্রু-কন্যা—অধিনীকে যে নামে সম্বোধন করুন, তার সহিত কারাগার পরিত্যাগ কর্‌তেও কি হানি বিবেচনা করেন?

নারা। আমার কারা মোচনে তোমার এত যত্ন কেন?

লহ। সত্য, সকল যন্ত্রণা নিবারণ কর্‌বার উপায় তো আমার হাতে আছে। নারাণ! তোমায় ভাল বেসে কি, আমি আত্মঘাতী হব? আমার প্রেমের কি এই পরিণাম!

নারা। লহনা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি এ অবস্থায় আছি তুমি কিরূপে জান্‌লে, আর তুমিই বা হেথায় কিরূপে এলে।

লহ। প্রেমের অসাধ্য কিছুই নাই, নারাণ তা তুমি জাননা?

নারা।—লহনা যদি আমায় ভালবাস কথার উত্তর দাও, আমি স্বয়ং জানিনা কিরূপে এ কারাগারে এলেম, এ সংবাদ তুমি কিরূপে জানলে; আকবারসাহ্ তোমায় কখন বলেননি।

লহ। আকবারই আমাকে বলেছেন।

নারা। কৌতূহল বৃদ্ধি হলো কেন?

লহ। আমি এতদিন মনের আগুন মনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তুমি ভৃত্য, তোমায় কিরূপে বিবাহ কর্‌ব, বিবাহে পিতা সম্মত হবেন কিনা, তোমার অবস্থা ভাল নয় এই নিমিত্ত প্রাণ ভস্ম হয়েছে, তথাপি আগুন প্রকাশ করিনি। আজ তার সকলি বিপরীত, আমি স্বাধীন, আকবারসাহ আমার ইচ্ছাধীন, তুমি রাজার তুল্য ব্যক্তি; তবে কেন বৃথা ক্লেশ করি,—তুমি তো আমার সকল কথাই শুন্‌তে, আজ শুনচোনা কেন?

নারা। লহনা সে প্রাণ আর নাই। অথবা কেনই বা তোমার কথা শুনতেম তাও বল্‌তে পারিনি।—লহনা, স্বয়ং প্রতারিত হয়েও; আমায় যদি ভাল বাস্‌তে তা হলে, যে দিন সেলিমের ঘরে যাও, বন থেকে তোমার জন্য যত্ন করে ফুলটী তুলে এনেছিলেম, সে ফুল তুমি অযত্ন করে বল্‌তে না, "তুই চাকর, আমার হাতে ফুল দিস্"।

লহ। না জেনে অপরাধ করেছি, মার্জ্জনা কর।

নারা। তখনি মার্জ্জনা করেছি, কিন্তু তুমি আমায় ভাল বাসনা তাও জেনেছি।

লহনা! তোমার মুখ চেয়েই আমি গুরু-বৈরী নিধন করি নাই, প্রতিফল—সঙ্গে তরবারি থাকতে রজপুতকে একজন রমণী কারামুক্তি কর্‌তে এলো। তুমি বৃথা ক্লেশ পাবে আমি তোমার সঙ্গে যাবো না।

লহ। না গেলে কি হবে তা জান।

নারা। বিশেষ ক্ষতি কি হবে, জানিনি।

লহ। কারাগারে অনাহারে মৃত্যু হবে; জান, আকবরসাহ আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা।

নারা। তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আকবর-সাহ হন বা সেলিম হন বা অপর কোন মহৎ ব্যক্তি হন, আমি জানতে ইচ্ছুক নই।

লহ। কি বল্লি নিজ কর্ম্মোচিৎ ফল পা। (প্রস্থান)

নারা। মনুষ্যের জীবন আশা কি এত প্রবল বা আমারই হীন প্রাণ, যে লহনা আমায় ভয় প্রদর্শন করে গেল। যমুনা! গুরুদেবের মৃত্যুকালে তোমায় কাঁদ্‌তে দেখেছি; আমার এ কারাগারেও সাধ হয়, যে যখন শুন্‌বে আমি নিরুদ্দেশ, সেই বারি এক বিন্দু দিও, আমার তাপিত প্রেতাত্মা শীতল হবে?

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

যমু। এ যে বড় অন্ধকার।

(বালক-বেশে যমুনা, ও বেতালের প্রবেশ)

যমু। প্রহরীরা কোথা?

বেতা। এরা সব ঘুমিয়ে, (দেওয়ালে চাবি দেখাইয়া) আমি চল্লেম, এই চাবি নাও, এই চাবিতে খুলে যাবে। আর যদি পথ না চিনতে পার ঐ ঘরের ছাদে হাত বুলিয়ে দেখো পেরেক আছে, সেই পেরেকটা টেনো খস করে খুলে যাবে। এখানে এমন খারাপ দেখছো, তার পরে ওপরে উঠেই দেখতে পাবে কেমন বাড়ী, তার পর বাগান দিয়ে রাস্তায় পড়বে, আমি চল্লুম; "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! (প্রস্থান)

যমু। মোহন চন্দ্র যদি পালাবার উপায় থাকে তো এই।

নারা। যমুনা! তুমি হেথা? তুমিও কি বন্দি, না এও আকবারের ছল?

যমু। আমায় অবিশ্বাস করোনা, অনেক দিন কোন সংবাদ না পেয়ে রাজপুতানা হতে দিল্লী এলেম, শুনলেম, যে তুমি কারা-গারে উন্মাদ অবস্থায় অবস্থান কচ্চো, মানসিংহের সহিত যুদ্ধ চাও, কোথায় আছ কিছুই স্থির কত্তে পাল্লেম না, পাগলের সঙ্গে দেখা হলো, সেই আমায় এস্থানে নিয়ে এল।

(নেপথ্যে—১ম প্রহরী—তুই বেটাও যেমন—পাগলা, বেটা আবার লোহার গরাদে ভাঙ্গবে? ঘুমুচ্ছিলুম)

(নেপথ্যে ২য় প্রহরী। একবার দেখে এসে ঘুমুনো যাবে এখন।)

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহ। ওরে চাবি কোথা গেল?

২য় প্রহ। ওরে দোর খোলা।

১ম প্রহ। ওরে দুবেটা যে!

(নারাণ—অসি লইয়া একজনকে আঘাৎ ও অপর চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান; আর আর সকল প্রহরী জাগ্রত)

যমু। হা পরমেশ্বর! এতেও কি বিমুখ হলে!

(অপর দিক্ দিয়া বেতাল মুখ বাড়াইয়া)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! ওরে তোরা আস্‌বি, আয়।

যমু। লহরিমোহন, শীঘ্র এস, স্বয়ং পরমেশ্বর দোর খুলে দিয়েছেন।

(সকলের প্রস্থান)

(প্রহরীদিগের প্রবেশ)

২য় প্রহ—ওরে কোথা গেল, ফুস মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?

৩য় প্রহ। শালা ঘুমুবে না, ওরে জেন্ত পুতে ফেল্‌বে।

৪র্থ প্রহ। ওরে এখানে গোল করে কি হবে। নায়েবের কাছে চল, এ বেটাকেও নিয়ে চল।

(সকলেব প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষান্তরে যাইবার পথ।

—*—

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি। যদিও মন মুগ্ধ কত্তে না পেরে থাকি, অন্ততঃ মন নরম হয়েছে তার সন্দেহ নাই। যদি চেঁচায়—ও কেও? হাওয়া—স্ত্রীলোক অসম্মত হবে এও কি হয়?

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

এ আবার কোথা, কোথা রাস্তা ঘাটে চেঁচাচ্চে। একি! পায়ের শব্দ কোথা হয়? না, আর একটু সরাপ খাই। বাদসা আর টের পাবে কি করে, উদ্দিক্‌কার দোরটা দিয়েছি—হাঁ দিয়েছি বৈকি।

(প্রস্থান)

(বেতাল, যমুনা ও নারাণসিংহের প্রবেশ)

বেতা। ওরে এই দিক্ দিয়ে দরজা, ঐ যা! যখন লোহার দরজা বন্ধ হয়েছে তখন তো খুলবেনা, এই দিক্ দিয়ে চল, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

যমু। তুমি চেঁচাও কেন?

বেতা। চেঁচাব না, তবে চুপ করে বল, আমি মনে মনে "আনন্দ রহো" বলি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(লহনা নিদ্রিতা, সেলিমের প্রবেশ)

সেলি। এমন গোলাপের ঘ্রাণ আমি নেবোনা তো নেবে কে? নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেন কুচ-যুগ আমায় আহ্বান কচ্চে। একি! অকস্মাৎ ঝড় উঠ্‌লো না কি? আল্লা! আল্লা! একি বজ্রাঘাৎ, আমি কি বালক, কোথায় বজ্রাঘাৎ আর কোথায় আমি এ মধুপান করবো না, আর একটু সরাপ খাই।

লহ। ওকে পোড়াও, যমুনার সামনে পোড়াও।

সেলি। ও কে কথা কয়? আমি বালক আর কি, আর কি প্রহরী কেউ জাগ্রৎ আছে, সকলেই মদ খেয়ে অচেতন, টাকায় কিনা হয়।

লহ। আগুনে পোড়েনা,—এখনও যমুনার হাত ধরে হাঁসি।

সেলি। আজ বুঝি মদে নেসা হয়েছে। আলোটা নড়ছে, কে যেন বারণ কর্চ্চে, আমারই তো—একবার ভাল করে দেখি, বুকের কাপড় গুলো কেটে দিই। (কাপড় কাটিতে উদ্যত)

(নেপথ্যে, যমুনা।) এই পথে আলো! এই পথে আলো!

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!)

লহ। নারাণ কেটোনা, আমি তোমায় পোড়াতে বলিনি।

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

লহ। বাবা গো!

সেলি। চুপ, চুপ, আমি সেলিম।

(যমুনা, বেতাল ও নারাণের প্রবেশ)

নারা। উত্তম আকবরের পুত্র!

(অসি নিষ্কোসিত করিয়া উভয়ের যুদ্ধ)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

লহ। ওঃ! (মূর্চ্ছা)

যমু। (বেতালের প্রতি) আপনি দেবতা কি মনুষ্য জানিনা, এই বিপদ্ হতে উদ্ধার করুন।

(নেপথ্যে—"কোন দিকে, কোন দিকে"— কোলাহল)

নারা। এইবার শমন দর্শন কর।

(নারাণের অস্ত্রাঘাৎ)

সেলি। তোমরা দেখ, বাতুলকে ধর, বুঝি মৃত্যু উপস্থিত।

(সেলিমের পতন)

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান। একি!

নারা। (সেলিমের অসি লইয়া মানসিংহের প্রতি) এই অস্ত্র লও যুদ্ধ কর, নচেৎ পশুবৎ প্রাণত্যাগ কর।

(যমুনা ও বেতাল উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হওন)

বেতা। "আনন্দ রহো"!

নারা। আপনি কে?

বেতা। "আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো"!!

যমু। যুদ্ধ করবার আগে দেখুন যুবরাজ সেলিম কেন হেতায়।

মান। নারাণসিংহ, এ ঘটনা আমি কিছুই বুঝ্তে পাচ্চি না। তুমিই কি যমুনা? তুমি জান যদি বল। নারাণসিং ক্ষণেক বিলম্ব কর—যদি যুদ্ধ সাধ থাকে পরে মিটাব। আগে বল যুবরাজ সেলিম এখানে কেন।

নারা। বোধ হয় তোমার কুলটা কন্যার উপপতি। যুদ্ধ কর।

সেলি। না না আমি ধর্ম্মনাশ কর্‌তে আসিনি, আর মাথায় বজ্রাঘাৎ করোনা।

যমু। শুনুন।

মান। রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গে, আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি।

নারা। মানসিংহ এতদিনে চৈতন্য হলো, আর তোমার সহিত বিবাদ নাই।

মান। এই আমার বীর গর্ব্ব, এই আমার বুদ্ধি-কৌশল! ভাল, উত্তম,—আপনার কন্যার উপপতি সংঘটন কল্লেম,—রাজপুতানা! আর কি আমি রজপুত নামের যোগ্য হব, ইতিহাসের পত্র অবশ্যই আমার নামে কলঙ্কিত হবে, রাণা প্রতাপের নামে বন্ধ্যা আরাবল্লি কুসমময়-কুঞ্জ-ভূষিত হবে, আমার নামে বাড়বানল প্রজ্জলিত হবে, হলদিঘাটে প্রতি পরমাণু রাণার ভুবনাদর্শ পরাজয় গান কর্ব্বে, আমার জয় গান প্রতি

বায়ু অজ্ঞাত শিশুর হৃদয়ে আমার নামে ঘৃণার উদ্রেক কর্ব্বে। মা জন্ম-ভূমি! সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্বে কি? আজ যবনের দাসত্ব হতে আমি মুক্ত; হায়! হিন্দু হয়ে যবনের দাসত্ব কল্লেম—নারাণ, তুমি হেথায় কিরূপে?

লহ। কেও পিতঃ! আমায় ধরুন আমি কিছুই জানিনি, আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলুম যে কে যেন আমায় কাট্‌তে এল, তার পর দেখি এই সব।

মান। লহনা এস্থান হতে যাও।

যমু। তুমি একলা যেতে পার্ব্বেনা আমায় ধরে চল, (মানসিংহের প্রতি) ইনি পালাচ্চেন, ইনি পাগল নন বান্দ, আপনি দেখবেন।

(লহনা ও যমুনার প্রস্থান)

মান। নারাণ আমার সঙ্গে এস, আমি তোমারি আশ্রিত।

(নারাণ ও মানসিংহের প্রস্থান)

বেতা। "আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!! ওরে উঠ্‌নারে, এখন উঠ্‌লিনি; সব চলে গেল।

সেলি। দোহাই, আল্লা! আল্লা!

(প্রস্থান)

বেতা। "আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো"!! (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

—*—

(মানসিংহ ও নারাণসিংহ।)

মান। তবে তোমায় এইরূপেই বন্দি করেছিল। সভায় তার পরদিন বল্লে যে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ চাও; আমি অসম্মত হলেম, বোধ হয় সেই নিমিত্তই তোমায় কারাগারে রেখেছিল, কি জানি যদি তুমি কথা প্রকাশ করে দাও। তোমারি কথা সত্য, লহনাকে আকবর পাঠিয়ে ছিল সন্দেহ নাই, বোধ হয় তুমি ভুল্‌ছো, লহনা বাদসাহ না বলে বলে থাকবে সেলিম আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা—আমার বিশেষ স্মরণ নাই, সেলিমই বলে থাকবে। আপনি সেলিমের সঙ্গে লহনার বিবাহ দিন, যবনী হোক তবু দ্বিচারিণী হবে না।

মান। তাতে আর এক ফল, লহনা সেলিমের বেগম হলে বাদসার অনেক সংবাদ পাওরা যাবে।

নারা। মহাশয়! ক্ষমা করবেন। যদি রাজপুতানায় আপ্ত-বিচ্ছেদ না হতো, দিল্লী হতে যবন দূরীকৃত কর্ব্বার নিমিত্ত সেলিমকে কন্যা দিতে হতোনা। গুরুদেব, ভারতবর্ষের এই দুরাবস্থা দূর কর্ব্বার জন্য আজীবন জটাভার বহন করেছেন, বীরদেহে সহস্র অস্ত্রলেখা ধারণ করেছিলেন; গিরিশিরে, উপত্যকায়, অধিত্যকায়, গহন বনে বন্যের ন্যায় ভ্রমণ করেছেন, অরি-শোণিতে রাজপুতানার প্রতি মৃত্তিকাখণ্ড কর্দ্দমিত করেছেন।

মান। লহরিমোহন অধিক তিরস্কার বাহুল্য, আবার কবে দেখা হবে? প্রায় রজনী প্রভাত হয়।

নারা। কল্য কালী-মন্দিরে দেখা হবে তো কথা হলো।

মান। কালী-মন্দিরেই, তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

নারা। মহাশয়! উতলা হবেন না সকল কথা স্মরণ রাখবেন, আকবারের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আকবারের চর এখানে থাকাও অসম্ভব নয়।

(নারাণের প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। "আনন্দে রহো! আনন্দ রহো"! ওরে সে কোথা গেল রে?

মান। তুমি হেথা কেন?

বেতা। বারণ করে দিয়েছে তোকে বলি আর কি। বলনা কোথা গেল?

মান। কে?

বেতা। সেই দুটো ছোড়া। সে বড় মজা, বড় ছোড়া অন্ধকার ঘরে ছিল জানিস্ তো; আর ছোট ছোড়া পথে বসে কাঁদছে আর কি বল্‌ছে। আমি বলি "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! ও বলে আমার আনন্দ কোথা, শুন্‌লেম বড় ছোড়ার জন্য কাঁদছে; অন্ধকার ঘরের ভিতর আছে জানেনা, পাহারাওয়ালারা ঘুময়, সচ্ছন্দে গেলেই হয় দেখা করে আসে। তাকে খুঁজি কেন তা জানিস্, এই সকাল হয়েছে তার কাছে যেতে হবে, কোথায় কি দেখেছি বল্‌তে হবে।

মান। কাকে বল্‌বে?

বেতা। আরে! তুই হ্যাকা আর কি, সেই যে যার ঠেঙ্গে গাঁজা খাবার পয়সা চেয়েছিলাম, তুই দিলি; সে যেন পাগ্‌লা, তার ঠেঙ্গে পয়সা চাইলুম একটা কি বার করে দিলে; আবার একটা আঙ্গুলে কি দিয়েছে দ্যাক্।

মান। তোমায় আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনা এ আংটী কোথায় পেলে?

বেতা। জিজ্ঞাসা করে আমি বলিনি; আমি বলি "তোর কি, সে পাগল ছাগল মানুষ কেউ চিনুগ বা না চিনুগ।

মান। তবে আমায় বল্লে কেন?

বেতা। তোর সঙ্গে খুব ভাব আছে তাই বল্লুম, আমি সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াই, তোদের এইখানে আস্‌তে আমায় আবো বলে। হাঁরে সে ছোড়া কোথায় গেল।

মান। কোন ছোড়া?

বেতা। তুইও পাগল, দূর—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

মান। এও আকবারের চর।

(প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। সত্যি সে ছোড়া কোথায় গেল? দূর হোক্ আজ গল্প কর্ত্তে যাবো আর বলে আস্‌বো আর রোজ রোজ গল্প কর্ত্তে পার্ব্বোনা; আমার ঘুম পাচ্চে, এখন সকাল হয়নি, কোথায় শোব। ঐ দিকে যাবো, হাঁা সেই কথাই ভাল, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

—*—

(আকবার ও মানসিংহ)

আক। আমি তো পুনঃ পুনঃ বলছি, যাতে আপনার মত তাতে আমার অমত কি?

মান। তবে আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম।

(প্রস্থান)

আক। সর্প যে মন্ত্রে মুগ্ধ থাকে তাই ভাল, কিন্তু তথাপি সন্দেহ দূর হচ্চে না।

(লহনার প্রবেশ)

আক। লহনা বসো, তুমি যে সেলিমের প্রেমে বদ্ধ তা আমি জান্‌তেম না, আমি মনে কত্তেম নারাণসিং তোমার প্রিয়, সেই নিমিত্ত তারে কারাগারে আবদ্ধ করেছিলেম তার পর তার উদ্ধারের উপায় তোমার হাতেই দিই।

লহ। যে রাত্রে বন্দি করেন, সেই রাত্রে তো আমায় সকল কথাই বলেছেন।

আক। আজ হতে তুমি আমার পুত্র-বধূ হলে, এইখানে বসো সেলিম আস্‌ছে; আমি সভায় যাই।

প্রস্থান

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। ওরে শোন্ শোন্ এ ছোট ছোড়াটা (ছোড়া কি ছুঁড় তা জানিনি)। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রস্থান

লহ। ওমা যেখানে যাই, সেই খানেই কি এই মিন্‌সে।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি। লহনা আমার অপরাধ নাই, তোমার রূপেরই অপরাধ। লঘুপাপে গুরু-দণ্ড দিওনা, তোমায় ভাল বেসে আমার প্রাণ না যায়, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর পিতা আমার প্রাণ দণ্ড কর্ব্বেন।

লহ। সেলিম! তোমার জন্য যে আমার অন্তরের অন্তর পুড়্‌চে তাকি তুমি জান না!

সেলি। প্রিয়ে! তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী। (স্বগত) স্ত্রীলোক ভোলাবার কৌশল বিধাতা আমায়ই দিয়েছিলেন, তা না হলে অপক্ষপাতি বাদসার নিকট দণ্ড পেতে হতো।

লহ। নাথ! কি ভাব্‌চো?

সেলি। লহনা! তুমি কি আমায় ভাল বাস? আহা! এ হোরি-নিন্দিত নারী রত্নটি কি আমার? লহনা বল, যতবার জিজ্ঞাসা করি বল তুমি আমার।

লহ। নাথ! আমি তোমার।

সেলি। লহনা! আবার বল।

লহ। আমি তোমার।

সেলি। তবে এখন বিদায় হই, বাদ-সাহের নিকট সভায় যেতে হবে। (স্বগত) সকালটা কিছু আমোদ হলো না।

(সেলিমের প্রস্থান)

লহ। আমার এমনি কপালটা খারাপ, বুদ্ধি করে করে করে এনে ঠিকটী করি আর কোথায় যায়। কলিকালে কি দেবতা আছে, কালীর পায়ে জবা দাও, মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; মাগো! কি বিভীষিকা মূর্ত্তি! পূজা কর্ত্তে ভয় করে। কোথায় বেগম হব মনে কাচ্ছলেম, নারাণকে মন্ত্রী কত্তেম, সেলিম এসে এক কাল কল্লে,—বুড়ো বাদ-সাহকে উঠ বোস করাতেম। আচ্ছা—আজ যদি বাদসা মরে কাল তো সেলিম বাদসা হবে, দাঁড়াও—এ কথা এখানে ভাব্‌বো না; নিরিবিলি ঘরে দোর দিয়ে ভাবতে হবে, বাদসার খাবার তদারক কর্ত্তে হবে,— নারাণকে নেবোই নোবো। এত করে না পাই ইঁদারার ভিতর পুরে মুখ গেড়ে দিব।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! এ বেটাকে তো আগে শূলে দেব, যমুনা

ঘলেম তোমার ভয় দেখে বাঁচিনে, আঃ নেকি লো। নারাণকে আর এক রকম করে যত্ন কর্ব্বো, যমুনা তো আমাদের বাড়ীতে, বাদসার সঙ্গে যে কাজ কর্ত্তে হবে একবার ঘরে পরক করা ভাল (দর্পণে মুখ দেখিয়া) শুদ্ধ মুখখানিতে কি হতো, বুদ্ধি না থাকলে—

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! মিন্সে মরেনা গা, এখন যাই।

প্রস্থান

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। ওমা কেউ নেই যে গো, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী হইতে বাগানে যাইবার পথ।

(আকবার ও বেতাল)

আক। আচ্ছা "আনন্দ রহো" এই ঝোপে তুমি লুকিয়ে থাকতে পার কতক্ষণ।

বেতা। কেনরে লুকুবো?

আক। তুই লুকুবিনি? আমি লুকুই।

বেতা। এই দেখ আমিও লুকুই, আমি এই খানটায় শুয়ে একটু ঘুমুই।

আক। আচ্ছা তুই এই আংটী ফেলে দিয়ে গিয়েছিলি আবার পেলি কোথায়?

বেতা। তুই ফেলে রেখে গেলি আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।

আক। আচ্ছা তুই শো।

(বেতালের প্রস্থান)

আক। (স্বগত) একক সকল সংবাদ রাখা নিতান্ত সহজ নয়, আমার কি বুদ্ধির ব্যতিক্রম হচ্চে? তিনবার মানসিংহকে বধ কর্ব্বার উপায় কল্লেম, আনন্দ রহোই তা নিবারণ কল্লে। কি জানি ওর আনন্দ রহোর কি গুণ, আমার আসন হতে উঠিয়ে সে আসনে পা রাখ্‌লে, নারাণসিংকে কারা মুক্ত কল্লে, কোথায় মানসিংহের অনিষ্টের নিমিত্ত ওকে নিযুক্ত কল্লেম কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ঘট্‌লো, আমার সন্দেহ হচ্চে কোন যাদু-কর; নচেৎ অস্ত্রধারীর অস্ত্র পড়ে যায়, যেখানে খুন বলাৎকার সেই-খানেই উপস্থিত। এ কোন রজপুতের চর সন্দেহ নাই, যিনি হোন্,—আজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

অতি সতর্ক পূর্ব্বক পাহারায় নিযুক্ত থাক, যে আসুক্ বা যে যাক্ তার প্রাণ বিনাশ কর। যদি কেউ লুক্কাইতভাবে এ ঝোপে ঝাপে অবস্থান করে তাকেও বিনাশ কর, স্ত্রীলোককে কিছু বলোনা।

(সৈনিকদিগের প্রস্থান)

(লহনার প্রবেশ)

লহনা। এতদিন তোমায় চিনেও চিনিনি আমি মূঢ়, তোমার সেলিমের সহিত বিবাহ হবে মাত্র কিন্তু তোমায় নিয়ে আমি মরকত-কুঞ্জে থাক্‌বো, কিন্তু হায়! তোমার পিতা জীবিত থাক্‌তে তো নিশ্চিন্ত হতে পার্ব্বো না; দেখ যদি আজ কোন

কৌশলে তাঁকে এইদিকে নিয়ে আস্‌তে পার।

লহ। কি বল্‌বো ?

আক। তুমি কৌশলময়ী প্রতিমা তোমায় আমি কি শিখাব, আমি স্বয়ং কৌশল করে তিনবার বিফল হয়েছি।

লহ। এবার সফল হবে তার নিশ্চয় কি ?

আক। এবার তুমি আমার সহায়,আর কারে ভয় করি।

লহ। তিনবার বিফল হলে কেন ?

আক। আমার দুর্ব্বুদ্ধি, "আনন্দ রহো" তোমার পিতার চর তা বুঝ্‌তে পারিনি।

লহ। মিন্‌সেকে মেরে ফেলনা, আমার বড় ভয় করে।

আক। অবশ্যই চর—ভয় করেই বটে, আমি স্বয়ং অস্ত্র ধরে মানসিংহের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, "আনন্দ রহো" সাম্‌নে এলো অস্ত্র পড়ে গেল, পাচকের হাত থেকে বিষপাত্র পড়ে গেল, মহম্মদের অব্যর্থ সন্ধান বিফল হলো, কিন্তু আজ নিস্তার নাই।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

কি প্রহরী ! কাকেও পেলে ?

১ম সৈ। জাঁহাপনা ! জনপ্রাণীও নাই।

আক। অবশ্য আছে, তোমরা আমার চক্ষে দেখ্‌বে এস, অকর্ম্মণ্য !

(আকবারের সহিত সৈনিকদের প্রস্থান)

লহ। (স্বগত) বুড় বানর ! তুমি মনে করেছ আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসা আগুনে ঢেলে দিই না। আজ আমাদের দু'জনের কৌশলে মানসিংহ, তারপর আমার কৌশলে তুমি, তারপর সেলিম। নারাণ ! নারাণ আমার না হয়, গুলের আগুনে ছেঁকা দে মার্ব্বো, যেমন জ্বল্‌ছি তার শোধ তুল্‌বো। বাবাকে ভুলিয়ে এ পথ দিয়ে আন্‌তে পার্ব্বো না ?

(প্রস্থান)

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ। ওরে বাদসা খেপেছে নাকি, এদিকে বাদসার মহল, এদিকে মানসিংহের মহল, মাঝে বাগান, এ পথে দুশ্‌মন কোথেকে আস্‌বে।

২য় সৈ। আর যা বলিস ভাই কোমরটা লাথিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

১ম সৈ। আর আমার চড়টা বুঝি যেমন তেমন।

২য় সৈ। আরে নে চড় রাখ, আবার যদি এসে দেখে দুজনে কথা কচ্চি তো খুন কর্ব্বে, তুই ও পাশে টওলা আমি এ পাশে টওলাই। আরে কোন শালারে, শালার জন্য লাথি খাই।

(গাছে তলোয়ারের এক কোপ)

১ম সৈ। ওরে আমারও দাঁত গিয়েছে—আমিও ঘোরাই, আমিও ঘোরাই।

(তলোয়ার ঘোরান)

(নেপথ্যে পদশব্দ)

২য় সৈ। ওরে চুপ, কার পার আওয়াজ পাচ্চি।

১ম সৈ। আরে দুঃশালা ! নারে পার আওয়াজই বটে।

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান। বাদসা এত প্রসন্ন, কালই বে দেবেন—যবনের সঙ্গে তো কুটুম্বিতে করেছি।

১ম সৈ। চুপ।

২য় সৈ। হুঁসিয়ার।

মান। বাদসার অপরাধ কি, তবে কেন রজপুত বিগ্রহে যোগ দিই।

(লহনার প্রবেশ)

লহ। (স্বগত) কে কাটবে দেখি, আমারও তো দরকার আছে। (দুইজন সৈনিক মানসিংহকে আক্রমণ ও বৃক্ষডাল হইতে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!", সৈনিকদিগের হস্ত হইতে অসি পতন, ও লহনার মূর্চ্ছা)

মান। একি!

সৈ দ্বয়। রাজা মান।

মান। তোমরা হেথায় কেন?

১ম সৈ। বাদসা আমাদের এখানে রেখে গেছেন।

মান। তোমাদের শ্রেণীর সংখ্যা দেখে বোধ হচ্চে তোমরা আমার অধীনস্থ, আমার সঙ্গে এস।

২য় সৈ। বাদসা আমাদেরি রেখে গেছেন।

মান। যদি মৃত্যু কামনা না কর, আমার সঙ্গে এস।

বেতা। ওরে একে সঙ্গে করে নিলিনি, এ যে পড়ে গেছে।

মান। একি! লহনা! বিষপাত্র পূর্ণ হয়েছে; আমি যেমন কুলাঙ্গার আমার কন্যা আমার উপযুক্ত। "আনন্দ রহো!" তুমি যেই হও, একদিন তোমায় আমি ঘৃণা করেছি আজ তুমি আমার জীবনদাতা।

বেতা। ওরে এর মুখে জল না দিলে কথা কইবে না, আমি একে পুকুর ধারে নিয়ে যাই, শুধু "আনন্দ রহো" বল্লে হবে না, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

(লহনাকে কোলে লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জলটুঙি।

-*-

(আকবার ও মন্ত্রী)

আক। মানসিংহ আজও অন্ধকারে, নতুবা এ পত্র নারাণসিংকে লিখতেন না। মানসিংহ আপনাকে অতি উচ্চ ব্যক্তি বিবেচনা করেন, কিন্তু উচ্চতর ব্যক্তি আকবার—তাকে রজ্জু ধারণ করে নাচায়; মানসিংহ! তোমার ন্যায় শত শত্রু দমনে আমি সক্ষম। বল—সিংহ বলবান কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ, সাগর বলবান্ কিন্তু কৃতদাসের ন্যায় মনুষ্য বহন করে, তুমিও বলবান্ কিন্তু আকবারের বুদ্ধিবলে কৃতদাস;—কি স্পর্দ্ধা! পত্রে লিখেছেন এই আক্রমণের উত্তম সময়, মানসিংহ! সময় জ্ঞান তোমার নাই, আকবার সদা চৈতন্য সময় সুযোগ তার দাস, ধন্য সাহস! আমার মতের বিরুদ্ধে খসরু রাজা, নির্ব্বোধ! তোমার লাভ—আকবার স্থাপিত সিংহাসনে যবন রাজা হিন্দু রাজা নয়, কিন্তু তথাপি খসরু রাজা নয়। মন্ত্রী সম্ভব হিন্দুর বশীভূত হতে পারে, মন্ত্রী! যে শৃঙ্খলে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত বন্ধন করেছি, এ ভারত সিংহাসনে যতদিন আমার মতাবলম্বী রাজা বসবে, তাদের হিন্দু হতে কোন আশঙ্কা নাই। তারা বিবেচনা করে যে তারা শাস্ত্রবিৎ কিন্তু তারা জানেনা বশীভূত

বলে বা ছলে একই কথা। আঃ ধিক্! এই আমার চৈতন্য, রাজনৈতিক উপদেশে সময় অতিবাহিত কচ্চি।

(কাগজ পাঠ)

মন্ত্রী। (স্বগত) একার বুদ্ধির সর্ব্বদা চেতন অবস্থা থাকে না, আকবার! এ উপদেশ তোমার আবশ্যক। খসরু রাজা হোক বা না হোক বিষ প্রদানে মানসিংহের প্রাণ বধ হবে না।

আক। মন্ত্রী! নারাণসিং কোন্ কারাগারে?

মন্ত্রী। ছয় সংখ্যার কারাগারে।

আক। এইবার কোন "আনন্দ রহো!" তোমার কারামুক্ত করে দেখ্‌বো। কিন্তু সে ছোকরাকে কিছুতে অনুসন্ধানে ঠাওর পেলাম না; হকিম বিশ্বাসী তুমি জান?

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? ঐ হকিম আস্‌ছে।

আক। তবে তুমি এখন যাও।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

যাক রাজপুতানার ভয় এক রকম গেল,—দুই তিনটে যুদ্ধ মাত্র, সেলিমই করুগ বা আমিই করি।

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!")

আক। কি ভ্রম! এখানে শুনলুম যে "আনন্দ রহো, আনন্দ রহো" বল্‌ছে; এতদিনে সে রব ফুরিয়েছে—গারদে কত দিন চলে।

(হকিমবেশী বেতালকে লইয়া একজন প্রহরীর প্রবেশ)

আক। এত বিলম্ব হলো কেন?

প্রহ। উনি গারদ তদারকে গিয়েছিলেন, খুঁজে খুঁজে সেইখানে ধর্‌লেম।

(প্রস্থান)

বেতা। (স্বগত) ওর সাক্ষাতে কোন কথা কব না যদি "আনন্দ রহো" বেরিয়ে পড়ে, এও "আনন্দ রহো" শুন্‌লে ভয় পায়।

আক। (মোড়ক লইয়া হকিমকে প্রদান) এই ঔষধ লহনার, লহনা পাগল হওয়া আবশ্যক—বুঝলে, মানসিংহের পাচকের হাতে এই ঔষধ (তার খাবার জন্য নয়) এই বিষে মানসিংহের প্রাণ সংহার।

বেতা। ওরে আর থাকৃতে পারিনি বাবারে, "আনন্দ রহো" বলি।

আক। (মুখের দিকে চাহিয়া) অ্যাঁ এ কাকে এনেছিস্?

বেতা। "আনন্দ রহো"! (নৃত্য করিতে করিতে) "আনন্দ রহো"! এইবার "আনন্দ রহো" সয়ে যাবে।

আক। একি এ! ওরে কে আছিস্ রে ধর।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ, অসি মোচন করিয়া)

একি! মানসিংহ।

(মূর্চ্ছা)

দুইজন প্রহরী বেতালকে মারিতে উদ্যত, বেতালের সরিয়া যাওন ও আপনাদের অস্ত্রে আপনারা পতন)

বেতা। একি সবাই ভয় পেলে, আমি কি করি বাপু, সবাই ভয় পাবে কেবল সেই ছুড়িটে ভয় পায় না, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, সে আমার চেয়ে "আনন্দ রহো!" বলে, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! আনন্দ রহো"!!! সে যার শুকনো ফুলটাকে বলে "আনন্দ রহো"! হাহা "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! না, না, না আমি যাই—এরে বলে মূর্চ্ছা, সেই ছুড়িটে মূর্চ্ছা

গেছলো, আরে সেই যে—যেদিন লুকোতে বলেছিল, আমি যার সে পথ দে গেলে, নাক মুখ টিপে পেটের ভেতর করে যাই। "আনন্দ রহো"! বলে চোক বুজে চলি, কি করি কি জানি বাপু যদি চোক দিয়ে "আনন্দ রহো"! বেরিয়ে যায়, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক। (মাথা তুলিয়া) দেও! দেও!

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা)

বেতা। আচ্ছা আমি করি কি? পাগলা বেটারা ভয় পায় বলে আমি যার এই পোষাকটা পরেছি। আমি যাই, সে আবার নাইতে গেছে—অরে যাবোই এখন, না হয় খানিক ন্যাংটো থাকবে—এখন না, এরা জাগ্‌লে ভয় পাবে, "আনন্দ রহো" টিপে যাই।

(প্রস্থান)

১ম প্রহ। ওরে কোথা গেল? অ্যাঁ কোথা গেল।

২য় প্রহ। অ্যাঁ পালা লো।

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

আক। নিশ্চয় যাদুকর, ও হেথায় এল কি করে?

১ম প্রহ। জাঁহাপনা! হকিমকে আমি চিনতেম না, হকিমের ঘরেতে ও পেছন ফিরে বসে ছিল, আমরা আপনার শিক্ষা মত বল্লেম "আকন্দ ভয়" ও বল্যে "আকন্দ ভয়" আমরা ইঙ্গিত কল্যেম ও সঙ্গে চলে এলো, জাঁহাপনা! এই ভ্রমে একার্য্য হয়েছে, নচেৎ এ নিভৃত স্থানে, অপরকে আনতে সাহসী হতেম না।

২য় প্রহ। জাঁহাপনার যেরূপ অনুমতি হয়।

আক। তাকে ধরলিনি কেন?

১ম প্রহ। আমরা উভয়ে উভয়ের অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছাগত।

আক। গুপ্ত চর, যাদুকর নয়—কারোই প্রত্যয় নাই, সকল বেটাই "আনন্দ রহো"।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

আক। চল শীঘ্র তাকে ধরিগে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রুগ্ন-শয্যায় লহনা, ও সেলিম আসীন)

লহ। সেলিম একটু বোস, তুমি যে বল্‌তে আমায় ভালবাস—ওকি! ওকি! ওকি! বাবা কেটোনা, বাবা কেটোনা; সেলিম! যেওনা; ও নারাণসিং—সেলিম মরে যাক, সেলিম উঠনা।

সেলি। তোমার কাছে যে থাকা ভার, তোমার বছর বছর এই রোগ চাগাবে, আর আমায় শুধু বল্‌বে "বাবা কেটোনা, সেলিম বোস"।

লহ। সেলিম যেওনা আমার ভয় করে।

(হস্ত ধারণ)

সেলি। এই তো তোমার গায়ে জোর।

লহ। সেলিম! তোমার কি একটু দয়া হয় না, একটু ভাল বাসনা?

সেলি। অরো রোগ করে মুখ তুবড়ে রাখ খুব ভাল বাসবো, আমি তোমায় বলি জান্ ফুরতিতে রাখ, তা নয় এক কথা ধরেছে "বাবা কেটোনা।"

লহ। সেলিম! সেলিম! ঐ "আনন্দ রহো! ঐ আনন্দ রহো"!

সেলি। বাঃ! "আনন্দ রহো" আমার মহলায় এলো আর কি? বন্ধু, সে গারদে।

লহ। (হস্ত জোর করিয়া ধারণ) সেলিম! সেলিম!

সেলি। ওঃ বিবি পঞ্জাদার!

লহ। গা ডুলি মেরেছিল, ভাল হয়নি।

সেলি। রোস বাবা, বাচলুম; এইবার সেতারের মতন গৎ চল্‌বে।

(সেলিমের প্রস্থান)

লহ। গা ডুলি মারা ভাল হয়নি, একলা বনের ভিতর প্রাণ খাঁ খাঁ করেছিল, ওমা আমি কাট্‌তে চাইনি, আমি কাট্‌তে চাইনি, সেই বুড়ো বেটা বলেছিল, পিড়িং পিড়িং, খিড়িং খিড়িং, পুড়ুং পাড়াং, চুড়ুং চাড়াং; ওমা মন্ত্র বল্‌ছি, ও মাগো! কি ভয়ঙ্কর গো! ওমা সূয্যের মত দুটো চোক, ওগো গেলুম গো।

(মানসিংহ, যমুনা, কান্নুন ও হকিমবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মান। (যমুনার প্রতি) মা এখানে আসা হকিমের নিষেধ, তাই বারণ করি।

যমু। এমন নিষেধও শুনিনি।

লহ। যমুনা! দিদি এস, ওরে নোখে ছিড়ে ফেল, প্রাণ জলে গেল, না না কেটোনা, কেটোনা, বাবা!

যমু। লহনা দিদি! কে তোমায় কাট্‌বে বলতো? এই দেখ আমি এসেছি, কান্নুন এয়েছে।

কান্নুন। চানা লো! তোর বাপ এয়েছে দেখ্‌না।

লহ। ও বোন! উনিই আমায় কাট্‌বেন—নিশ্বেসে মরে যা, নিশ্বেসে মরে যা।

কান্নুন। মরে যাই যাব, তুই চোক্ খোল্ তো?

লহ। কান্নুন দিদি! এস বসো—মর।

যমু। মর মর কেন কচ্চো বল তো?

লহ। যমুনা দিদি! তোমার চোক দুটো উপ্‌ড়ে নিই, ওমা—আঃ ও বাবা—আঃ!

মান। দেখ দেখি সাধে নিষেধ করি, তোমরা চলে যাও; কান্নুন! তোমার সে শুকনো কুড়িটী আননি?

কান্নু। সকলে ঠাট্টা করে বলে নিয়ে আসিনি।

যমু। আশ্চর্য্য! ঝরে পড়ে গেল না গা, শুকনো ফুল এতদিন থাকে তা আমি জানিনি।

(কান্নুন ও যমুনার প্রস্থান)

মন্ত্রী। ভাল, আপনার কন্যার চিকিৎসা করেন না কেন?

মান। সময়ে সময়ে ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয়, যে সে চিকিৎসকেরও শোনা উচিৎ নয়;—তাতে আমাদের মন্ত্রণা সিদ্ধির ব্যাঘাৎ জন্মাতে পারে।

লহ। কেও বাবা! আমি জানতুম না ফাটবে—আমায় ডেকে দিতে বলে ছিল—আমি কি জানি, আমায় কেটোনা, কেটোনা, কেটোনা।

মন্ত্রী। বাদসা তো এই ঔষধ দিতে বলেছেন, অকারণ প্রাণ বধ কি আবশ্যক।

মান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমায় দিন; এতে প্রাণনাশ হবে না, আকবারের বিষে একদিনে মৃত্যু হয় না, তিনি সতর্ক লোকে পাছে বিষ প্রয়োগ আশঙ্কা করে।

মন্ত্রী। দেখুন আপনি পিতা, আপনার যেরূপ বিধি হয় কর্ব্বেন, (ঔষধ প্রদান) কাল সরবতের সঙ্গে আপনাকে বিষ প্রয়োগ হবে এই সে বিষ, আমি পাচককে দিতে চল্যেম এখন বুঝুন আমি খসরুর পক্ষ কি না?

মান। মশাইকে তো কখন অবিশ্বাস করিনি।

মন্ত্রী। ভাল করুন বা না করুন আমি চল্যেম, দেখবেন স্ত্রীহত্যাটা না হয়।

(প্রস্থান)

মান। এও আকবারের ছলনা হতে পারে, তা আমিও অসতর্ক নই, কিন্তু সতর্কতাঁর চেয়ে অন্তরের আগুন আর নাই; এই যে সুন্দর পবন হিল্লোল অন্যকে শীতল করে কিন্তু আমার বোধ হয় যেন আমার বিরুদ্ধে কে পরামর্শ কচ্চে, কুঞ্জে কুঞ্জে যেন অস্ত্রধারী ঘাতক আমার প্রাণ বিনাশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, গৃহিণীর করে দুগ্ধ-পাত্র বিষ-পাত্র অনুমান হয়, হোক; সতর্কতার বলে আমি জীবিত আছি; নচেৎ আকবারের কৌশলে এতদিন জীবন যাত্রা উদ্যাপন কত্তে হতো, কিন্তু সেদিন "আনন্দ রহো" আমার প্রাণ দাতা, (ঔষধ গুলিয়া) যন্ত্রণা বৃদ্ধি কর্ব্বে সন্দেহ নাই, মা ঔষধ খাও।

লহ। কেও বাবা!

মান। কেন মা অমন কচ্চো?

লহ। আজ অনুগ্রহ করে বলে যাবেন একটু জল ঘরে রেখে যায়। ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, ভয় পাবো অখন, একটু জল চেয়ে রাখি।

মান। কেন দুধ রয়েছে, জল যে নিষেধ মা, এই ঔষধটা খাও।

লহ। না বাবা ও ঔষধ খাবোনা, বাবা তোমার হাতের ঔষধ বিষ। বাবা, বাবা ঔষধ আর আমি খেতে পাচ্চিনি, বাবা দাঁড়িওনা, নথ দে আমি তোমার চোক গেলে দেব, এখনও দাঁড়িয়ে—এই দিলুম (উঠিতে উদ্যত) মাগো! (পতন)।

মান। উত্তম।

(প্রস্থান)

(জল লইয়া কানুনের প্রবেশ)

কানু। ওমা অনাছিষ্টি কথা, রুগি জল খাবে না তো কি হাওয়া খেয়ে বাঁচ্‌বে, দিদিও ধরেছে জল খেলে বাঁচ্‌বে না, রেখে দাও তোমার হকিমের কথা।

লহ। মুখ ছিড়ে দিই, মুখ ছিড়ে দিই, মুখ ছিড়ে দিই!

কানু। ও মাগো! দিদি এই দোরগোড়ায় জল রইলো খাস্‌। এ রুগির কাছে দশজন থাকতে হয়, তা না একজন থাকবার যো নেই, বলেন হকিমের হুকুম।

লহ। (দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় হবেনা, এই এম্নি করে, এম্নি করে দাঁড়িয়েছে।

(জিব মেলিয়ে দেখান)

কানু। ও মাগো! দিদি যেন কি করে।

(প্রস্থান)

লহ। ও মাগো আবার এসেছে (পতন) জল, জল, জল।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। ভয় পায় পাবে, ওর ঔষধ কাকে দিব, ওরে এই ঔষধ তোকে দিয়েছে।—(ঔষধ প্রদান)

লহ। জল! প্রাণ যায়।

বেতা। (জল লইয়া) ওরে খা খা।

লহ। (জল খাইয়া) বাবা হলেও তোমার ঔষধ ভাল।

বেতা। চুপি চুপি বলি, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

লহ। অ্যাঁ "আনন্দ রহো!"

বেতা। আর ভয় পাসনি, এই দ্যাক্ তোকে আমি জল দিচ্চি।

লহ। "আনন্দ রহো" আর তোমায় ভয় পাবো না।

বেতা। তবে জোরে বলি "আনন্দ রহো!"

লহ। বল আর আমি ভয় পাব না; যদি ভয় পাই একটু জল দিও।

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!" ভয় পাচ্চিস্ জল খা।

লহ। (জলপান করিয়া) এইবার গায়ে জোর হয়েছে, বাবা! তোমায় দেখবো, ফের বল "আনন্দ রহো" আর একটু জল দেও।

বেতা। আচ্ছা বলছি তুই জল খা, (জল প্রদান।)

লহ। বাবা! তোমার মুখ ছিঁড়ে ফেলবো।

(প্রস্থান)

নেপথ্যে—মাগো (পতন শব্দ)।

বেতা। ঐ যা তুই ভয় পেলি। আমি পালাই, জল দিয়ে যাচ্চি খাস, আবার আর একজনকে ঔষধ দিতে হবে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অপর এক কক্ষ

(আকবার ও মানসিংহ)

আক। এ চমৎকার সরবৎ পান করুন, (খাইয়া) একি—বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক।

মান। রাজা মান সতর্ক, সাবধানের বিনাশ নাই, আকবারসা জাননা, তোমার বিষপাত্র তোমারই মুখে।

আক। মানসিংহ সে দর্প করোনা, পাচক তোমার অর্থে ভোলে নাই, এ আল্লা, আমার বাটিতে বিষ দিয়েছে।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! ওরে নারে, আমি তোর ঔষধ ঢেলে রেখে গেছলুম, সাদা গুঁড়ো যাকে দিতে দিয়েছিলি তাকে দেখতে পেলুম না, তাই

এই বাটিতে ঢেলে রেখে গেলুম। তোর তো আর কাগজখানা দরকার নেই, আমি গাঁজাটা আসটা মুড়ে রাখবো।

আক। ও হো! হো! হো! হো! মানসিংহ সরে যাও, কাউকে পাঠিয়ে দাও একটু জল দিগ, আমি সকলকে নিষেধ করেছি, ওঃ—দিলে না———দিলে না———

মান। আমার কন্যার প্রতি ঔষধ প্রয়োগ করে জল নিষেধ, আপনার প্রতিও সেইরূপ ব্যবস্থা; এখানে তো অপর হকিম নেই।

আক। জল দিলে না, জল দিলে না, ওরে কে আছিস্ রে।

মান। নিকটে কারুর থাকবার তো জাঁহাপনার হুকুম নেই।

বেতা। ওরে আমি দিচ্চি (জল লইয়া দিতে যাওয়া ও পড়িয়া গিয়া জল পতন, ও আর একজনের পাত্র গ্রহণ।)

মান। না না "আনন্দ রহো" জল দিলে মরে যাবে, (বেতালকে ধরিয়া)।

আক। "আনন্দ রহো" শুনোনা, জল দাও।

বেতা। ওরে ছেড়ে দে।

আক। ছাড়িয়ে এস; তুমি আসতে পাচ্চোনা? ওঃ এ সব কে? দাও দাও একটু জল দাও, দাও দাও, আঃ বাঁচিনি—হাসে! (ওয়াক) আবার সরবৎ দিলে, ওরে আবার সরবৎ দিলে, কাটা মাথা থেকে রক্ত পড়ছে, ওরে মুখে পড়, মুখে পড়, জলে গেল—আগুন, আগুন। "আনন্দ রহো" এসো, তুমি কারাগার ভেঙ্গে আসতে পার, গারদ থেকে আসতে পার, আমার সিংহাসনে পা দিতে পার, আমায় বিষ আমার খাওয়াতে পার, একটু জল দিতে পার না? "আনন্দ রহো" তুমি কত গুন হয়েছ, সকলকে কি মানসিংহ ধরে রেখেছে? ঐ যে তোমার হাতে জল—দাও, দাও দাও।

বেতা। ওরে "আনন্দ রহো" বল, আমায় ছাড়বে না, আমি গাঁজা খেয়ে তৃষ্টা পেলে বলি, ওরে ছাড়চেনা, ওরে ছাড়, ছাড়, মরে রে ছাড়বিনি (জোর করে ছাড়াইয়া লওন)।

আক। দাও, দাও, (জল লইয়া পতন ও জল ফেলিয়া দেওন)।

বেতা। ওরে তুইও ফেলে দিলি, (কাপড় ভিজাইয়া মুখে দেওন)

আক। কালো! কালো! কালো! কালো ঢেউ, কালো মেঘ, সমুদ্র তুফান ঢাল্‌চে কালো, ফুটচে কালো, উঠছে কালো, কালো! কালো! কালো! কালো উথলে উঠছে, "আনন্দ রহো!" তোমার "আনন্দ রহো" বলো—শুনতে পাইনি, শুনতে পাইনি, ওঃ বজ্রাঘাৎ হচ্চে, ঐ কালো মেঘ থেকে বজ্রাঘাৎ, উঃ কত বজ্রাঘাৎ! কালোতে কি নীল রংঙের বিদ্যুৎ হয়, ও বাবা! কালো আগুন নাকের ভিতর সেঁদোলো, জলে গেল, পুড়ে গেল।

বেতা। এত কথা বলছিস, "আনন্দ রহো" বল।

আক। ওরে পেটের ভেতর কালো ঢেউ উঠছে।

মান। এখন কি কর্ত্তব্য, এই তো প্রায় শেষ, প্রচার করিগে যে জাঁহাপনা অকস্মাৎ কিরূপ হয়েছেন। সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতাই মনুষ্যের জীবন, এখন সতর্ক হই কেউ না বলে বাদসাকে আমি খুন করেছি, সন্দেহ কর্ব্বেই—দেখা যাক্, সতর্কতা! সতর্কতা! (প্রস্থান)

আক। ওই পেটের ঢেউ বুকে এলো।

বেতা। আমি একটু জল পাই তো দেখি "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(প্রস্থান)

(দুইজন ভৃত্যের সহ মানসিংহের প্রবেশ)

মান। যতদূর পাল্লেম্ কল্লেম্, জল টল মাথায় দে দেখলুম কিছুতেই চেতন হলোনা, এই দেখ জল পড়ে রয়েচে।

১ম ভৃ। মহারাজ কি আর মিছে কথা বলছেন।

২য় ভৃ। আর কাকে নিয়ে যাবো।

মান। না না ধুক ধুক কচ্ছে, টেনে তোল, কণ্ঠা নড়চে, দেখতে পাচ্চোনা।

(আকবারকে লইয়া দুইজন ভৃত্যের প্রস্থান)

(নেপথ্যে। আহা হাঁ কচ্চে একটু জল দেরে।)

মান। যদি একবার লোকের ধারণা হয় যে, আমি বিষ দিইনি,—আকবার বড় চমৎকার উপায় শিখালে, যার প্রতি সন্দেহ তার প্রতি বিষ প্রয়োগ, সতর্কতা, সতর্কতা। অর্থের অভাব নাই খসরু দেবে, কিন্তু খসরু মুসলমান উপকার মনে রাখিবে কি? দেখা যাক—সতর্কতা!

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!"

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাপী তট।

(যমুনা আসীনা)

—*—

গীত।

রাগিণী খট্ ভৈরবী—তাল যৎ।

যমুনা—

পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বাদ সেধেছ আমার সনে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পায়ে,
মনের সাধ মা রইল মনে॥
রাঙা চরণ পূজে তারা,
নয়ন-তারা হলেম্ হারা।
দেখ মা তারা তাপ হরা,
বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনে॥

(কাঙ্গনের প্রবেশ)

কাঙ্গ। দিদি এই অন্ধকারে একা বসে গান কচ্চো, উঃ আকাশে একটী তারা নেই, বিদ্যুৎগুলো যেন লড়াই কত্তে কত্তে আকাশটা মেপে চলেছে, এস ভাই ঘরে এস।

যমু। দিদি অন্ধকার যামিনী ভিন্ন আমার এ গান শোনাব কারে? চাঁদ শুন্‌লে মলিন হবে, ভাই, মেঘ আপনার প্রাণ ধুয়ে দেবে, আমি কি আপনার প্রাণ ধুয়ে কাঁদিতে পারিনি? দিদি! আমি বড় অভাগিনী, তোমার মতন প্রফুল্ল কুসুমকলিও আমার নিঃশ্বাসে মলিন হয়।

দিদি! আমার মতন ভগ্নী কি আর কারুর আছে ?

কানু। দিদি! বিশ্বাস কর, মনস্কামনা করে কালীর পায়ে জবা দিয়েছ অবশ্য তোমার সঙ্গে নারাণের সঙ্গে দেখা হবে ; এই দেখ দেখি আমি মেনেছিলুম্, আমার এ কুঁড়িটী আজও রয়েছে !

যমু। কানুন! আমি বালক সেজে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় গান করে বেড়িয়েছি, সূর্য্যের উত্তাপে কাতর হইনি, ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় নদীর জল অমৃত বলে পান করেছি, তাতেই সবল হয়েছি, আবার লহরীমোহনের অনুসন্ধান করেছি ; মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস মা কালী মনস্কামনা পূর্ণ কর্ব্বেন।

কানু। অবশ্যই করবেন, আমার ফুলটী দেখে তোমার বিশ্বাস হয় না ?

যমু। না ভাই! যখন পেয়ে হারালেম্, তখন আর বিশ্বাস হয় না।

কানু। আচ্ছা ভাই! আমি কাল সকালে তোমার মতন বালক সেজে পথে পথে ঘুরবো, দেখি পাই কি না ?

যমু। কানুন! আমার প্রাণ বল্‌ছে তাকে পাবো না, তুমি মিছে প্রবোধ দিওনা।

কানু। আচ্ছা এসো, ওদিকে ফুল ফুটেছে দেখিগে।

যমু। না দিদি, তুমি দেখগে।

কানু! বুঝেছি, বসে কাঁদবে, আচ্ছা আমি তোমার জন্য ফুল তুলে আনছি, তখন কিন্তু নিতে হবে।

(প্রস্থান)

যমু। তুমিই সুখী—মা কালী! এ জন্মে মনের সাধ মনেই রইলো। যদি জন্ম হয় যেন যমুনাই হই লহরীমোহনকে নিয়ে খেলা করি, আর যদি সে সাধ না পূর্ণ হয়, যেন কানুন হই, একটী শুক্‌নো কলি নিয়ে চিরকাল বেড়াই।

গীত।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা শ্যামা ইচ্ছাময়ী কল্পতরু।
পূজে তোরে বাঞ্ছা পূরে
বলেছে শিব জগৎ গুরু
তমময়ী ঘোর ত্রিযামা,
মা বলে গো কাঁদি শ্যামা,
হররমা দেখা দে মা,
মা তো কঠিননয় গো কারু॥

(অপর দিক দিয়া নারাণকে বহন করিয়া বেতালের প্রবেশ)

নারা। ভাই "আনন্দ রহো"। তুমি কেন বৃথা যত্ন কচ্ছো আমি কি আর বাঁচবো ? আমি বিশ দিন অনাহারে কারাগারে বাস কচ্চি, যদি কোথাও জল পাও আমার মুখে এক বিন্দু দাও। গুরুদেব! "কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না" মৃত্যুকালে তোমার উপদেশ বুঝলেম্, যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমার পদে ভক্তি অচলা থাকে।

বেতা। এই সামনেই পুকুর।

(জল আনিতে গমন)

যমু। মা তারা! বিদ্যুৎগুলি যেন তোমার রাঙ্গা পার মতন খেলা করে লুকুচ্চে, ত্রিযামা যেন রাক্ষসীরূপে নৃত্য কচ্চে, চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীরব মধ্যে মধ্যে বজ্র-নিনাদ যেন মহিষাসুরের যুদ্ধে রণরঙ্গিণী আপনি মেতেছেন।

গীত।

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ—তাল একতালা।

প্রলয় দামিনী চরণে নলকে।
নখর নিকর ভাতে প্রভাকর,
বরণ নিবীড় কাদম্বিনী,
ব্রহ্মডিম্ব ফুটে পলকে পলকে ॥
নরকর্ণ নিকর কপাল মালা,
তর তর ত্রিনয়ন উজল জ্বালা,
ঘন ঘোর গরজন, সুর নর কম্পন,
শিব পদতলে ভালে অনল জ্বলে;
মোহি ত্রিভুবন প্রলয় ঝলকে ॥

নারা। এ কে গান করে, ওর কাছে আমায় নিয়ে চল,—যমুনা?

যমু। মা ইচ্ছাময়ী! দাসীর ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ কল্যেন, (নারাণের নিকট গমন)।

নারা। যমুনা!

বেতালের প্রবেশ।

বেতা। ওরে এই জল নে, (পাতায় করিয়া মুখে জল দেওন)।

নারা। যমুনা! মুখের কাছে এসো, একবার ভাল করে দেখি;

(যমুনা তথাকরণ)

অগ্নি থাক, বেশ দেখতে পাচ্চি।

যমু। মা! তোমার মনে এই ছিল মা! এই দেখা হবে, লহরীমোহন! কথা কও, কথা কও, এখন আমার প্রাণ ভরেনি, আর একটি কথা কও।

নারা। রাঙ্গা, রাঙ্গা, সূর্য্য উঠছে, দেখ যমুনা, নীল ঘোড়া।

বেতা। সরে যাই, এখনি "আনন্দ রহো" বলে ফেল্‌বো।

যমু। একবার চেয়ে দেখ, মা ইচ্ছাময়ী! তোমার ইচ্ছায় আমি লহরীমোহনকে আবার পেয়েছি, আমার গান শুনিতে তুমি বড় ভাল বাস্‌তে, আমি গান গাইতে গাইতে তোমার সঙ্গে যাচ্চি।

গীত।

রাগিণী বাহার-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

নেচে নেচে চল মা শ্যামা ভুবনে
তোর সঙ্গে যাবো।
দেখবো রাঙ্গা চরণ দুটী বাজ্‌বে
নূপুর শুন্‌তে পাবো।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে,
ডাক্‌বো শ্যামা অভয়ারে,
ওমা বলে যাবো চলে,
'মা' বলে মা প্রাণ জুড়াবো ॥

নারা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" বলো, আনন্দের সীমা নাই, গুরুদেব ঘোড়া চড়িয়ে নিয়ে যাচ্চেন; যাচ্চি—একটু কাহিল আছি, গুরুদেব হাসছেন, ভাল কথা "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

বেতা। এই যে,! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(কানুনের প্রবেশ)

কানু। দিদি! তুমি এইখানে বসে গান কচ্চো আমি ছিষ্টি খুঁজচি, মটকা মেরে পড়ে থাললে হবেনা, ফুল পত্তে হবে; উঠলে না তবে নমো নমো করে সর্ব্বশরীরে দিই (ফুল দেওয়া ও বিদ্যুৎ দীপ্তি) একি লহরীমোহন!

নারা। হাঁ! কানুন।

যমু। কানুন! বিদায়—

বেতা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!

কানু। একি "আনন্দ রহো"?

বেতা। দূর কর, আমার গাঁজার কল্‌কে ফেলে দিই, তুমি ওদিকে দেখ না।

কানু। (অন্যমনে ফুল ফেলিয়া দেওয়া)

বেতা। তুমিও ফুল ফেলেছ, ওদিকে কি দেখছো, দেখতে গেলে অনেক দেখতে হবে। বল "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!

উভয়ে। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

যবনিকা পতন।

ধ্রুব-চরিত্র।

[পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক।]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

উত্তানপাদ	রাজা।
ধ্রুব	সুনীতির পুত্র।
উত্তমকুমার	সুরুচির পুত্র।
নারদ	দেবর্ষি।

মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন, মদন, নন্দী, ভৃঙ্গী, মুন্ত্রী, বিদূষক ও বালকগণ, সৈনিক, ভৃত্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সুনীতি, সুরুচি	রাণীদ্বয়।
দীর্ঘিকা ...	রাক্ষসী।

লক্ষ্মী, বিদ্যাধরীগণ, সুরুচির সখীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(সুরুচি।)

সুরু। বৃথা বেণী বাঁধিনু যতনে,
অঙ্গরাগ বিফলে করিনু,
কণ্টক না ঘুচিল আমার;
নাহি গেল ছোট রাণী নাম।
ছোট ছোট ছোট,
ছোট হয়ে চির দিন কেন রব?
এক মাত্র অধিশ্বরী যদি নাহি হই
কি কায্ এ রাজ্য ভোগে?
পুরুষ চঞ্চল মতি,
কি জানি যদ্যপি পুনঃ চাহে সুনীতিরে,
পূর্ব্ব প্রেম যদি পুনঃ জাগে;
এবে রাজা বশীভূত মম,
পারি যদি সুনীতিরে করি দূর,
কত দিন চিন্তায় কাটাব কাল?
সুনীতিরে দিক্ বনবাস,
নহে আমি যাব রাজ্য ত্যজি।

বৃদ্ধ স্বামী—অর্দ্ধ অংশ তার,
খার ঢালি এ পোড়া কপালে,
নৃপতির মন আজি পরীক্ষা করিব।
নিত্য বলে আমার আমার,
যদ্যপি আমার,
অংশ কেন দিব সতিনীরে ?
ঐ বুঝি আসিছে ভূপাল,
রহি আমি ক্রোধ ভরে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কেন কেন প্রাণ প্রিয়ে ধরণী শয়নে ?
কুসুম শয্যায় ব্যথা তব লাগে কায় ?
ধরি পায়,
বলনা আমায় কি মনো বেদনা তব ?
অন্ধকার নেহারি সংসার,
রোষাগারে কেন রাণি ?
হে প্রিয়সি ! হৃদয়ের মসি করি দূর,
হাসি হেরি চাঁদ মুখে।
কিঙ্কর তোমার পদ প্রান্তে
দেখ লো রূপসি।

সুরু। মহারাজ !
বাক্য বাণে জর জর প্রাণ মোর,
সহিতে না পারি আর !
রাজ্য সুখে কায্ নাই
পিত্রালয়ে দেহ পাঠাইয়া !

রাজা। একি কথা কহ চন্দ্রাননে !
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল
কটু কথা কহিল তোমারে।

সুরু। রাখ ছল্, হে ভূপতি, মিনতি চরণে,
যাব আমি পিত্রালয়ে ;
জানি আমি সুনীতি তোমার প্রিয়
নিত্য নিত্য কত সহি,
অন্তরের জ্বালা অন্তরে গোপনে রাখি ;
তব মুখ চাহি,
কভু কোন কথা নাহি কহি।
সুনীতির সনে,
এক গৃহে আর না করিব বাস।

রাজা। কি কায্ তোমার বল এক গৃহে রহি
স্থানান্তর করিব তাহারে।

সুরু। প্রধানা মহিষী তব,
স্থানান্তর কি হেতু করিবে তারে ?
আমি যাই পিত্রালয়ে,
মিছা ভান্ করোনা রাজন্ !

রাজা। তুহি প্রিয়ে প্রাণের অধিক
প্রধানা মহিষী কেবা ?
আহা শেল সম বাক্যে তার
কত তুমি সহেছ সুন্দরি।

সুরু। মহারাজ !
প্রাণের বেদনা পরে কি বুঝিবে বল ?
তবু প্রাণ বুঝেনা আমার,
যার তরে অন্তর অঙ্গার,
সেত কভু নাহি চাহে ;
মহারাজ বুঝেছি সকলি ;
কথার মহিষী আমি,
প্রাণের মহিষী তব সুনীতি সুন্দরি।
নাহি জানি কেন এ কথার ভান্,
সত্য কথা কহিতে কি দোষ,
বলিলেই হয় মনে নাহি ধরে মোরে
আমি নারি কি করিতে পারি ?

রাজা। প্রিয়ে ! কি সে তব জন্মিবে প্রত্যয় ?
প্রাণ দেখাবার নয়,
নাহি জানি জান কি মোহিনী,
দাস তব পদে আমি।

সুরু। সত্য রাজা, দেখাবার নয় প্রাণ,
নাহি জানি কেন নিত্য সহি অপমান ;
প্রাণ দেখাইতে চাহ ?
কহ কি দেখাবে নরপতি ?
সেত আর নাহি তব পাশে,
বাঁধা সুনীতির ঘরে।

রাজা। বাঁধা প্রাণরূপ ফাঁদে তোর;
ছি ছি প্রিয়ে, ত্যজ মান, ত্যজ অভিমান,
সুনীতি কি দাসী যোগ্য তোর?
নয়নের শূল সে আমার।
সত্য মোরে বল প্রাণেশ্বরি,
কভু কি দেখেছ মোরে সুনীতির ঘরে?

সুরু। কেন আর থাকে বাকি;
যদি ইচ্ছা হয়, কহ মোরে মহারাজ,
মানময়ী সুন্দরী তোমার
করিতেছে অভিমান,
পায় ধ'রে এসহে সাধিবে তারে;
নারী ভুলাইতে পার রাজা বিধিমতে,
ভুলাবে আমায় নহে বড় কথা;
যাও বা না যাও কেমনে জানিব আমি

রাজা। অসঙ্গত কথা তব;
নিশি দিন আছি তব পাশে।

সুরু। অসঙ্গত সকলি আমার,
নহে পতি কেন বাম মোরে;
কারে তুমি ভুলাও ভূপাল?
সুনীতিরে নাহি তব প্রয়োজন
তবে রাজ পুরে কি হেতু বসতি তার?
দ্বন্দ্ব করে সুনীতি আসিয়ে,
বুঝাইতে আস মোরে।
কায্ নাই কাথর ছটায়,
কথায় হে কান্দে প্রাণ;
কপটতা কেন কর আর?

রাজা। ভাল, কথায় নাহক কায্,
কিসে তৃপ্তি হইবে তোমার?

সুরু। তৃপ্তি মম তুমি মহারাজ;
কিন্তু তুমি ত পরের,
সে তৃপ্তি কেমনে পাব?

রাজা। পায়ধরি ত্যজ রোষ প্রিয়ে।

সুরু। রোষ কিবা,
সুনীতির সনে আর না রব এখানে।

রাজা। ভাল প্রিয়ে, অন্য স্থানে,
রম্য উপবনে রহিব তোমারে লয়ে।

সুরু। নাথ, মনো ভাব গোপন না রহে সদা;
প্রধানা মহিষী সেই রবে অন্তঃপুরে,
আমি যাব বনে না কোথায়?

রাজা। বল যদি, তারে রাখি অন্যস্থানে।

সুরু। বলায় কি কায্ আর,
মোরে রেখে এস বনে।
রাজ-পুরে না রবে জঞ্জাল,
হায় এত ছিল কপালে আমার!

রাজা। প্রিয়ে, রম্য উপবন।
বনে?
প্রাণ ধ'রে একথা কি কহিবারে পারি?
কহ যদি,
আজি সুনীতিরে পাঠাইব স্থানান্তরে।

সুরু। কোথা, রম্য উপবনে?
নিৰ্জ্জনে সে স্থানে কেলি।

রাজা। কিছুতে না উঠে তোর মন।
পায় ধরি মুছহে বয়ান,
যেখানে কহিবে তুমি পাঠাইব তাঁরে।

সুরু। ইস! যেখানে কহিব?
দেখ রাজা এখনি পড়িবে ধরা।
কাযে কি কথায়,
বোঝা যাবে এখনি সকলি।
বনে দিতে পার তারে?

রাজা। বনে?
বনে পারি দিতে পাঠাইয়ে,
কিন্তু নিন্দা হবে তাহে।

সুরু। মহারাজ, আগে হ'তে জানি এ উত্তর;
নূতন কোন্দল নহে আজি,
ডরে সুনীতিরে নাহি কহ কোন কথা,
নিত্য ছলে বুঝাও আমায়।

রাজা। পায়ে ধরি উঠলো সুন্দরি।

সুরু। মানা করি ছুঁওনা আমায়
সুনীতি করিবে ক্রোধ।
শুন রাজা অনেক সহেছি,
আর না সহিতে পারি।
উঠিতে—বসিতে—
সুনীতির বাক্য আর নাহি সহে।
বুঝিয়াছি—নহি আমি রাণী
বনে যাব, রব একাকিনী,
মনো ব্যথা কব তরু লতা গণে;
ছি ছি ধিক্ প্রাণ,
মুকুরে দেখিলে মুখ,
সতীনে কুকথা কহে;
যদি বাঁধি বেণী—সতিনী তাহাতে বাদী;
আমি যাব বনে, তাহে নিন্দা না রটিবে;
নহিত মহিষী,
এক দিন ছিলাম ক্রীড়ার দাসী;
গিয়েছে সে দিন,
নাহি সে বদন চারু মোর;
নয়নে নাহিক রাগ;
অনুরাগ ফুরায়েছে তব।
রাজ-পুরে কি হেতু হে রব আর?

রাজা। কি কথায় কি কথা তুলিছ প্রিয়ে?

সুরু। নাথ ছাড় মোরে, এখনি বিদায় হব।

রাজা। ধৈর্য্য ধর প্রাণেশ্বরি,
সুনীতিরে দিব প্রতিফল।

সুরু। নাথ কিবা দিবে প্রতি ফল?
যে অনল জ্বলে বাক্যে তার
প্রাণ ত্যাগ বিনা কভু না শীতল হবে;
নিশ্চয় যাইব কেন মিছে রাথ ধরে?

রাজা। শুন প্রিয়ে, শান্ত কর ক্রোধ;
যা কহিবে তাহাই করিব,
সেই শাস্তি দিব,
শান্ত হ'ও প্রাণেশ্বরি!

সুরু। বলেছে সতিনী মোরে, পাঠাইবে বনে,
তোমা হতে সে জ্বালা না নিভিবে আমার।
কিবা শাস্তি দিবে তুমি তারে,
সত্য কহি,
অন্ততঃ দিনেক যদি যায় সেই বনে,
তবে রব তব পুরে;
নহে রাজা এই শেষ দেখা।

রাজা। ভাল তাই হবে।

সুরু। রাথ ছল,
আগুনে কি হেতু ঘৃত ঢাল!

রাজা। না না সত্য কহি।

সুরু। ভাল, পাল সত্য, তবে থাব অন্ন পানি।
(অপর কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করণ)

রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে শুন কথা।

নেপ সুরু। রাজা, কথা কব, নেভে যদি জ্বালা,
নহে অনশনে ত্যজিব এ প্রাণ।

রাজা। কথা শুন ধরি পায়।

নেপ সুরু। পায়ে ধরা রীতি তব,
পায়ে ধর স্থানান্তরে গিয়ে।

রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে,
আর না উত্তর দিবে।
বিষম জঞ্জাল, উপায় করিব কিবা!
সুনীতিরে বার বার করিয়াছি মানা
কথা না কহিতে এর সনে।
সত্য,—ভ্যান্ ভ্যান্,
এক কথা শত বার আছে সুনীতির;
দিব বনে দিনেকের তরে।
বড়ই কাঁদিবে।
সুনীতির পতি ভক্তি কহে সবে;
কিন্তু তৃপ্তি মোরে নাহি দেয় তিল।
তুই আপনি বিবাহ দিলি,
কোথা ফেলি তারে!
বনে দোষ কিবা?
অর্থ বলে বন হয় অট্টালিকা।

যাক্ স্থানান্তরে,
রহুক কয়েক দিন,
সুরুচির বড় অভিমান;
আসিলাম বিলাস আশায়,
দেখ প্রাতঃকাল গেল রোষে।
পায়ে ধরি তবু কথা নাহি শুনে।
মন্ত্রীরে সুধালে মন্ত্রী কভু না কহিবে,
দিব বনে।
কথা কও বা না কও, শুন প্রিয়ে
সুনীতিরে দিব বনে,
তা হলে ত হবে তোর?
কোনও কথা নাহি কবে।
যাই কিন্তু কি বলিব সুনীতিরে?

(প্রস্থান)

(দর্পণ হস্তে সুরুচীর প্রবেশ)

সুরু। সাধে কি রে বেণী তোরে বাঁধিতে যতন
সাধে কি অধরে করি রাগ?
আরে রে নয়ন!
তোর ধার সুধিতে নারিব;
বুঝি তোরে—যদি সতিনীরে হয় দূর।
পড়েছে শকটে—আজ নহে কাল।
এসেছিল বিলাস আশায়,
মনাগুন কত দিন চেপে রবে?
পুরুষ অবোধ
ভাবে, পায়ে ধ'রে নারীরে করিবে বশ!
পায়ে ধরে ফিরে অঞ্চলের ধারে;
দেখি কত দূর হয়।
অবশ্য পাঠাবে,
নহে কেন এত—কেন কথা কব?
বৃদ্ধ পতি ভাগ্য ভাগি তার,
এ হতে বৈধব্য ভাল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

—*—

(মন্ত্রী ও সুনীতি দণ্ডায়মানা)

মন্ত্রী। দেবি, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ
কল্যাণ করুন মাতা;
নিবেদন চরণে মা মোর,
আমা হ'তে রাজ্যভার আর না সম্ভবে।
রাজ কার্য্যে রাজা উদাসীন,
কার্য্য কথা কহিলে কহেন কটু;
সিংহাসনে প্রজাগণে দেখিতে না পায়;
আমারে না মানে,
শঠ জনে করে উত্তেজনা;
নিয়মিত কর্ নাহি দেয় সবে;
ব্যয় অতিশয়;
রাজ কোষ শূন্য প্রায় তায়;
হেরি বিশৃঙ্খল,
অরি দল প্রবল মা চারি দিকে;
কর্ম্মচারি সশঙ্কিত সবে,
কবে কার্য্যচ্যুত হবে,
ছোট মাতা কবে করিবেন রোষ!
কু নয়নে পড়িলে তাঁহার,
নাহিক বিচার—রাজদণ্ডে সর্ব্বনাশ!
হতাশ এ সমুদায় রাজ্যময়;
উপায় না পাই,
তাই মাতা তোমারে সুধাই!
কি করিব কেমনে ফিরাব ভূপে!
সৈন্যগণ,
রাণীর প্রভাবে স্বেচ্ছাচারী সবে;
নিত্য করে প্রজার পীড়ন;
কোন দিকে না দেখি মঙ্গল।

সুনী। বল মন্ত্রি, আমা হ'তে কি হবে উপায় ?
রাজা আর নহেত আমার,
শ্রীচরণ তাঁর কভু নাহি দেখা পাই,
ভেঙ্গেছে কপাল,
এ জঞ্জাল আপনি করেছি—
পরে বিলায়েছি,
আর কোথা পাব প্রাণনাথে !
করিয়ে মিনতি পাঠাইলে দূতী
নৃপতি কহেন কটু ;
রূপমোহে মুগ্ধ তাঁর প্রাণ ;
আমি রে দুঃখিনী নহি আর রাণী,
নৃপমণি ঠেলেছেন পায় ;
মনোব্যথা লজ্জায় না কহি কারে,
আঁখিবারি অঞ্চলে নিবারি,
পাছে কেহ দেখে আসি।

মন্ত্রী। তবে আর উপায় না দেখি।

সুনী। মন্ত্রি !
ফণিনীরে আপনি আনিনু পুরে ;
দুগ্ধ দিয়ে যতনে পুষিনু
দংশিতে হৃদয়ে মোর !
চিরদিন নৃপতির সন্তানের সাধ,
অভাগিনী নারিনু সন্তানে দিতে কোলে !
তাই মাটি খেয়ে কহিনু রাজায়
বিবাহ করিতে পুনঃ ;
পড়ে মনে ফুলশয্যা দিনে
কত মোর গলা ধ'রে কাঁদিল ভূপতি !
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ,
কত আমি বুঝানু রাজায়,
হায় হায় নিজে শেল ধরিনু হৃদয়ে ;
এবে রাজা নাহি ফিরে চায়,
সুধাইলে কথা নাহি কয় ;
কি কহিব যে ব্যথায় আছি আমি।
আমি অভাগিনী,
হাতে ধ'রে স্বামী বিলায়েছি পরে ;
আর কারে বুঝাইব ?
আর মম কথা কে শুনিবে।

মন্ত্রী। অল্পদিনে কিছু না রহিবে আর,
অরি আসি বসিবে এ সিংহাসনে,
মাতা বিলাসীর রাজ্য নাহি রহে।

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। মন্ত্রি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার !
রাজার না রাজ্য রবে,
বিরলে মন্ত্রণা কর তাই !

মন্ত্রী। মাতা, যাচি আমি রাজ্যের কুশল।
অমঙ্গল হেরি চারি দিকে ;
শুন মাতা কহিতে ছিলাম যাহা,—
বিলাসীর—

সুরু। শুনেছি সকলি।

মন্ত্রী। মাতা, প্রণাম চরণে,
চিরদিন মন্ত্রী কহে সত্য কথা।

(প্রস্থান)

সুরু। আরে রে সাপিনী,
এততেও উঠেনা তোমার মন ?
বু'ড় হলি, সোহাগ না গেল ?
আহা তবু যদি থাকিত যৌবন !

সুনী। বল যত আসে,
কোন দিন নাহি সহি !
সকলিত সয়,
সয় যবে পতির বিরহ !

সুরু। আহা,
বিরহ বিধুরা মানিনী আমার ধনি ;
পতিরে করিবে রাজ্যচ্যুত !

সুনী। কর নাট যত মনে আছে।

(প্রস্থান)

সুরু। এই অহঙ্কার যায় ছার খার !
মদগর্ব্বে কথা নাহি কন,
উত্তম সুযোগ,

রাজারে কহিব গিয়ে
"সুনীতি মন্ত্রণা করে মন্ত্রীরে লইয়ে,
রাজ্য যাহে যায় তব।"
দেখি রাজা আপনি কি করে।
(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

—*—

(রাজা ও বিদূষক)

পড়িয়াছি বিষম বিপদে,
সুরুচি করেছে ক্রোধ
কিছুতে প্রবোধ নাহি মানে।
কহে সুনীতিরে পাঠাইতে বনে।
ছিল রোষাগারে,
পায়ে ধ'রে সাধিলাম যত,
অভিমান বাড়ে তার তত।
দ্বার দিল কথা না কহিল আর,
এইমাত্র পাইনু উত্তর,
অনশনে ত্যজিবে জীবন।
বিদূ। তবে আর উপায় ত নাই,
পাঠাইয়া দেহ বনে।
রাজা। কি বল কি বল!
কেমনে পাঠাব বনে!
বিদূ। নহে কথা কবে সুরুচী কেমনে।
রাজা। তবে আর ভাবিতেছি কিবা?
বিদূ। দিন দুই কথা নাহি শুনে
ত্রিভুবনে মরে নাই কেহ,
এইরূপ আছে সংস্কার;
কিন্তু ছোট রাণী—নূতন বিচার তাঁর,
এ বিচারে সকলই সম্ভব।
রাজা। রাখ পরিহাস।
বিদূ। মহারাজ, পাইয়াছি ত্রাস!
রাজা। বল, বল, কি উপায় করি?
বিদূ। রাণী রোষাগারে—কথা নাহি শুনে,
কেমনে বাঁচিবে রাজা।
রাজা। সত্য, এত কিনা জানি,
বিনা অপরাধে কেমনে পাঠাব বনে?
নাহি কয় নাহি কবে কথা।
কিন্তু বলিতে কি,
সুনীতি সামান্যা নহে ধনী,
নিত্য ফেরে ফেলে সে আমায়।
বিদূ। জিজ্ঞাসিলে সুনীতিরে,
উত্তর পাইতে রাজা;
হের দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
আমারে এ প্রশ্ন কেন?
রাজা। কি উত্তর?
কোন কথা বোঝে না।
সুরুচির যৌবন উদয়,
যদি আমারে না পায়,
কিসে বল মন রবে স্থির?
সুনীতির বুঝা এ উচিত।
ভাল সুধাই তোমায়—বনে দিব?
অর্থ বলে হবে অট্টালিকা সেথা।
বিদূ। মহারাজ! মুষ্টি যোগ প্রথমে দিয়েছি
বলেছিত দাও বনে।
রাজা। উপায় যা হয় তোমারে করিতে হবে'
বিদূ। মহারাজ,
বিচার তোমার চরা চরে রবে গাঁথা,
আর আমি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ কুমার,
আমার আচার—
বালক প্রাচীন বনিতা মিলিয়া গাবে,
মলয় বাতাসে চন্দন হইব আমি।
রাজা। কেন ভাব, বনে নাহি হবে ক্লেশ।
বিদূ। হাঁত, রাজ পুরে দুঃখের অশেষ,
বনে গেলে পেড়ে খাবে পাকা ফল।

রাজা। লও পত্র লও, সুনীতিকে দাও,
কিছু না বলিতে হবে ;
রেখে এস বনে,
লও ধন,—প্রয়োজন মত দিও,
ধনী জন কোথায় অসুখে রয় ?।

বিদূ। নহি ধনী,—
বিশেষ কাহিনী অবগত নাহি রাজা,
পত্র মর্ম্ম কিবা মহারাজ ?

রাজা। শুন।
"প্রিয়ে, আসিবে বয়স্য সনে
অন্যথা করো না।"
যাও পত্র দাও, কিছু নাহি ব'লো হেথা,
বনে ব'লো সমাচার।
কাঁদে যদি বলো বুঝাইয়ে,
নিত্য নিত্য যাব মৃগয়ায়
দেখা হবে তার সনে।

বিদূ। মহারাজ, ব্রাহ্মণের ছেলে
কত দিনে পাপ পূণ্য ফলে ?

রাজা। দিও ধন যত চাহে ;
হেথায় ত আমারে না পায়,
ভাল সেত, দুই জনে রহে দুই স্থানে
নিত্য নিত্য না হবে কোন্দল।

বিদূ। ভাল দিয়ে দেখ বনে,
সহজেই যাক্ মিটে—
আর আছি রাজ গৃহে
আমার ত কায চাই ;
রাণী লয়ে সাফাই পালাই।

রাজা। এত বড় কথা তোর !

বিদূ। এত আর নহে রাণী, বন বাসী
তোমার কি জোর রাজা ?

রাজা। না না, বল, অন্য কি উপায় আছে।

বিদূ। কেন ক্ষুধা বাড়ালে রাজন্,
বনে দিন বলেছি প্রথমে।

রাজা। গৃহে পুনঃ আনিতে কি ভার ?

বিদূ। আহা, সুবিচার এমন কি আছে আর !

(বিদূর প্রস্থান)

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। নাথ, যদি দিলে বনে,
কি হেতু পাঠাবে ধন ?
বুঝি আকিঞ্চন রাজ্যচ্যুত হবে রাজা ?
রাজ্য তব যাবে,
বার বার সুনীতি যে কয় ;
মন্ত্রী সনে মন্ত্রণা যে সব,
স্ব কর্ণে শুনেছি আমি,
হয় নয় জিজ্ঞাস মন্ত্রীরে ডাকি।
কহে বিলাসীর রাজ্য নাহি রয়।
নাথ সকলি সহিতে পারি,
মরি নিন্দা যদি শুনি তব।

রাজা। অ্যাঁ এত তার স্পর্দ্ধা অধিক !
বনে না পাঠাব ধন।
দেখ প্রিয়ে, বনে দিছি মন্ত্রী নাহি শুনে।

সুরু। কার সনে মন্ত্রণা তাহার আর !

রাজা। না না মন্ত্রী মম হিত চিন্তে সদা।

সুরু। (স্বগত) থাক্ মন্ত্রী আজ।

রাজা। প্রিয়ে চল যাই তব অন্তঃপুরে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন

—*—

(বিদূষক ও সুনীতি)

বিদূ। অশ্বগণ উদ্যোগী সবল,
উদ্যোগী সারথী,
উদ্যোগী এ ব্রাহ্মণ কুমার
শীঘ্র কার্য্য হ'ল সমাধান।

সুনী। বন মাঝে কোথা লয়ে যাও ?

বিদূ। বিষম বিভ্রাট, উত্তর কি দিব ছাই!
এসময়ে রাজারে পাইলে,
চট্‌পট্‌ আসিত উত্তর।
সুনী। বল বল, নীরব কি হেতু তুমি?
বিদূ। (স্বগত) মন কেন কাঁদ?—
এত কিসে তব মাথাব্যথা?
রাজা দিবে বনে,
তোমার কি গরীব ব্রাহ্মণ?
সুনী। বল, কোথা লয়ে যাও?
কোথা মম স্বামী?—
শঙ্কা হয় অরণ্য হেরিয়ে!
বিদূ। (স্বগত) অচল এবার!
সুনী। শঙ্কা হয় কেন কথা নাহি কহ?
এ যে ঘোর বন!
ডরে সূর্য্যরশ্মি নাহি পশে,
ত্রাসে কাঁপে কায়—দেখিয়া শুখায় প্রাণ,
কোথা যাব মহাবনে প্রয়োজন কিবা!
বলহ সত্বর—কোথা প্রাণেশ্বর,
রবহীন দারুণ দুর্গম,
কণ্টকে চরণ নাহি চলে,
ডাক প্রাণ-নাথে—আর না চলিতে পারি!
হের শ্রম-বারি ঝর ঝর ঝরে গায়;
ছিন্নকায় কণ্টকের ঘায়;
রাজার মহিষী
বনে কবে আসিয়াছি বল?
বল গিয়ে প্রাণনাথে,
অপরাধ নাহি লন,
আর নারি চলিবারে,
কৃপা করি আসুন এস্থলে।
বিদূ। দেবি, কোথা যাব?—
কোথা হেথা মহারাজ?
সুনী। তবে কি কাযে আনিলে হেথা?
বিদূ। দেবি,রাজ আজ্ঞা তোমারে রাখিতে
বনে।
সুনী। বনে! কিবা দোষে দোষী তাঁর পায়?
হায় নাথ, আশা দিয়ে কেন বজ্রাঘাত!
দাসী, পদে নহি অন্য দোষী,
অধীনীরে চিরদিন করিয়া বঞ্চনা,
তবু কি বাসনা পুরিল না মহারাজ?
দুর্গম কান্তার না পাব নিস্তার,
কেন প্রাণ বধহে আমার?
রাজার মহিষী,
দেখে নাই রবি শশী তারা মোরে;
এবে ঋক্ষ ব্যাঘ্র সনে ভ্রমিব কাননে
কেমনে হে মহারাজ!
হায় নিরুপায়,
অবলায় কেন হে ঠেলিলে পায়?
প্রভু, তুমি ধ্যান জ্ঞান,
রেখেছিনু প্রাণ তব দরশন আশে;
দেখা পাই বা না পাই
এক পুরে বাস,
ছিল আশ্‌ দেখা পাব কভু;
হায় প্রভু!
তাও কিহে সহিল না সতিনীর প্রাণে?
বনে মরে হে অধীনী,
গুণমণি কৃপা করি দেখা দাও।
খেদ নাই ঠেলেছ হে পায়,
দাসী চায় এ অন্তিমে দরশন!
দেখ তব ঘুচিল জঞ্জাল,
আর জ্বালা সুনীতি না দিবে!
স্মার পদ-বিপদে পড়িয়ে,
পতি বিনা কে আছে নারীর!
যাও বিদূষক
রাজ পদে কর নিবেদন;
আজ্ঞা তাঁর হবেনা লঙ্ঘন;
ব'লো ব'লো'হে স্বামীরে,
ছলে কিবা ছিল প্রয়োজন,
কবে আজ্ঞা করেছি হেলন,

অনায়াসে পারিতাম দিতে প্রাণ,
কণ্টক ঘুচিল তাঁর।
বনে মরিব নিশ্চয়,
এই খেদ হয়,
পতি দেখা না পাইব আর!
হায় সাধ পোরেনি আমার
দেখিব আবার অরণ্যে গো উঠে মনে!

বিদূ। দেবি, কেঁদে বল কি হবে উপায়?
সতি তুমি পতি আজ্ঞা পাল,
চিরদিন কুদিন না রহে শুনি,
চল রাণি, তপোবন দূরে;
মুণি কন্যাগণে, তোমারে গো রাখিবে যতনে।

সুনী। যার তরে রেখেছিনু এ জীবন,
তার অযতন, আর যত্ন নাহি চাহি;
যাও ফিরে যাও,
আজ্ঞা তুমি করেছ পালন;
আমি অভাগিনী,
কেন আর আছ মোর সনে?

বিদূ। দেবি, এদশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব?
তুমি সতি পতি পরায়ণা,
ক'রোনা কামনা প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন!
পতি হেতু সহেছ বিস্তর,
বনবাসে না হও কাতর,
সহ দেবি, পতি আজ্ঞা ভাবি।
রাজা একদিন ছিল গো তোমার,
লিপী বিধাতার আজি তব সতিনীর;
তব পতিগত প্রাণ,
ভগবান্ কৃপাবান্ হবেন তোমায়,
সতি, ধর্ম্মে রাখ মতি,
প্রাণে নাহি কর হেলা।
এস ধীরে ধীরে অদূরে আশ্রম।
ক্ষম দরীদ্র ব্রাহ্মণে,
শত শত জনে,
রাজার আজ্ঞায় আনিত তোমারে বনে;
কিন্তু কেবা কোথা রেখে যাবে,
বন মাঝে কোথায় আশ্রম পাবে,
সেই হেতু এসেছি নির্দ্দয় কাযে।
শুনহ বচন শান্ত কর মন,
বিধি বাম তোরে অভাগিনী!
চির দিন সমান না যায়,
হরি, পদ-তরী অবশ্য দিবেন তোরে।
এস দেবি আশ্রম অদূরে।

[দ্বি]তীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী ও বিদূষক)

রাজা। একি স্বপ্ন চমৎকার!
বহুকাল করি নাই পিতৃলোক ক্রিয়া,
পাপাত্মা আমি;
সেই হেতু
পিতৃ দেবগণে স্বপনে দিলেন দেখা
পালিব আদেশ, আজি যাব মৃগয়ায়,
মৃগ মাংস আনি, করি শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
চিরদিন অলসে কাটিল,
কলঙ্ক রটিল স্ত্রৈন কহে দেশে দেশে!
চিরদিন অন্তঃপুরে বাস,
উচ্চ আশা সুখায়েছে একে একে!
রাজকার্য্য রয়েছে সকলি,
কিন্তু কি করি কি করি,
দিবস সর্ব্বরি এই সদা চিন্তা মম!
কোন কার্য্যে মন নাহি বসে,
অল্পে হয়, শ্রম বোধ।

রাজ্য শুনি বিশৃঙ্খল সব,
সৈন্যের প্রভাব নায়কে নাহিক মানে!
দেখি,
কোন ক্রমে পারি যদি চালিতে অলস;
মৃগয়ায় করিব গমন;
সৈন্যগণ দেখিব কেমন,
দেহ আজ্ঞা সুসজ্জিত রহে সবে।
মন্ত্রী। প্রভু, বিশৃঙ্খল আর নাহি রবে।
সিংহাসনে রাজ দরশনে
প্রজাগণে শাসন মানিবে,
সেনাগণ হবে নত শীর;
হবে স্থির উৎসাহিত আর,
আজি রাজ্যে কি আনন্দ দিন!
আজ্ঞায় তোমার প্রভু,
রাজ্যময় দিব এ ঘোষণা;
প্রজার বাসনা পূর্ণ হ'ল এতদিনে।
রাজা। ভাল, যে বা অভিরুচি তব করহ
সচীব!
শীঘ্র কর মৃগয়ার আয়োজন।
(মন্ত্রীর প্রস্থান)
বিদূ। রাজা, আছে মনে।
বন্ নহে সুরুচীর গৃহ;
নাহি তথা কঙ্কণ ঝঙ্কার
বিষম হুঙ্কার করে ঋক্ষ ব্যাঘ্রগণে।
রথে, আর কুসুম শয্যায়,
প্রভেদ কিঞ্চিৎ প্রভু।
পূর্ব্ব কথা আছে ত স্মরণ?
রাজা। কেন মিছে কর জ্বালাতন!
কহি শুন আজি যেন নূতন জীবন
উৎসাহ প্রবাহ ধমনীতে ধায় দ্রুত,
ধনু মুষ্টি পড়ে পুনঃ মনে;
দূরে ফিরে ফিরে চায়
আশঙ্কায় কুরঙ্গ পলায়,
উচ্চপুচ্ছ বাজী ধায় পাছে;
নাচে প্রাণ
পুনঃ দীপ্তমান সে ছবি নয়নে আজি?
বিদূ। মহারাজ, শয্যা ত্যজি একেবারে বনে?
মধ্যে কয় দিন ব'সো সিংহাসনে,
উৎসাহ অধিক ভাল নয়।
বসি সিংহাসনে রাজ কার্য্য হয়,
হ'লো,—
কানে কানে দুটো মধুমাখা কথা কয়,
যা রয় সয়—সেই ভাল মহারাজ।
বড় টান,—বনে আন চান পাছে কর?
রাজা। সত্য কহি, রাখ পরিহাস।
গৃহবাস বিলাস বিভ্রম,
আর নাহি চাহে প্রাণ।
সেই—সেই সেই সমভাব,
নাহিক অভাব,
মনে মম অভাব সকলি।
ভাবহীন প্রাণ বহি,
সখা, বুঝিবে কি,
সুখ আর সহিতে না পারি।
বিদূ। শুনি দুঃখে প্রাণ ফেটে মরি,
সুখ নাহি সয়,
দুঃখ পেতে কষ্ট নাহি বহু।
গৃহে যদি ব্রাহ্মণীরে কহি,
পরিপাটি আয়োজন করে এক দিনে,
প্রাণ ভরে দুঃখ গিয়ে কর ভোগ।
রাজা। কি বুঝিবে সুখে দুঃখ কত।
রাণী, রাজা ব'লে ভাল বাসে,
বয়স্য না সত্য কহে ত্রাসে,
না চাহিতে সিদ্ধ হয় প্রয়োজন;
আকিঞ্চন আশা
হৃদে নাহি করে বাসা আর।
পরিতোষ—পরিতোষ,
অসন্তোষ এ হ'তে অধিক কিবা?
বনে, ব্যাঘ্র নাহি শুনে রাজা আমি,

ভয়ে কুরঙ্গ না লুটে পায়,
তরুলতা সম্ভ্রমে না নমে,
রাজ্যে কপটতা চারি দিকে!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, সজ্জিত সেনানী।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

রাজা। চল সখা যাই।
বিদূ। রাজা, যাবে মৃগয়ায়, মৃগাক্ষি পশ্চাৎ।

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। মহারাজ, মৃগয়ায় নাকি যাও শুনি?
রাজা। দোষ কিবা রাণি,।
ফিরিব, না আসিতে যামিনী।
সুরু। সারা দিন একাকিনী রব?
ভাল ভাল বিচার তোমার নাথ,
আমি নাহি যেতে দিব।
রাজা। না না, সৈন্যগণে দিয়েছি আদেশ,
সৈন্যগণ সুসজ্জিত রয়েছে দাঁড়িয়ে।
সুরু। আজ্ঞা দেহ যাবে সবে ফিরি।
রাজা। রাণি, যাই মাত্র দিনেকের তরে,
নানা মত বিহঙ্গিনী কত
আনিব কানন হ'তে।
সুরু। আজ্ঞা দেহ বন্যগণে, এনে দেবে।
রাজা। রাণি, লোকে বড় হব হাস্যাস্পদ
মৃগয়ায় যদি নাহি যাই।
সুরু। তবে চল, আমি যাব সাথে।
রাজা। প্রিয়ে, সে কি হয়, কানন
দুর্গম অতি।
সুরু। তবে তুমি কেমনে যাইবে?
রাজা। বাল্যাবধি অভ্যাস আমার,
বিশেষতঃ কঠিন পুরুষে সহে যত,
নারী কোমল প্রকৃতি সহিতে না পারে।
শ্রম নাহি সহে,
অল্প শ্রমে কাতরা হইবে প্রিয়ে!
দেহ আজ মৃগয়ায় যেতে
অন্য কোথা, কভু নাহি যাব আর।
চল সখা,—আসি প্রিয়ে।
বিদূ। মহারাজ, বিষম বৈরাগ্য তব,
পথে অত রয় বা না রয়।
সুরু। বুঝিয়াছি, সকলি তোমার খেলা।
বিদূ। মন রাজা ছেড়ে ধরে তোরে।
গরীব ব্রাহ্মণ পালা!
দেবি, আমি আরও বলি,
বনে কে দিবে মোহন ভোগ্?
রাজা। আসি প্রিয়ে।
সুরু। আর কভু যেতে নাহি চাবে?
রাজা। না।
সুরু। ফিরিবে, না আসিতে যামিনী?
বিদূ। গোধূলিতে পদধূলি পড়িবে রাজার!
আমি আছি কোন্ কাযে?
পারি যদি ফিরাইব পথে হতে।

(রাজা ও বিদূষকের প্রস্থান)

সুরু। স্বামী, সারা দিন কাছে ভাল লাগে।
হলো গেল একাযে ও কাযে,
অনুরাগে অছি ব'সে।
এল, দেরি হলো, ঝুটো বা সোহাগ করি
কভু মান্ করি বদন ঝাপিয়ে রহি!
ঝুটো কথা কয়, ঝুটো বা ভোলায়,
কখনও বা ধরে পায়;
পায়, পায়, এও জ্বালা কম নয়।

(সুরুচির প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(সুনীতি ও মুনিপত্নী।)

সুনী। মা গো,বনে ভুলেছি সকলি,
কিন্তু এক দিন
ছিলাম মা পতিসোহাগিনী।
দিবা নিশি শয়নে স্বপনে
পাসরিতে নারি তাহা।
কেন গো না জানি,
অভাগিনী প্রাণে গায়,
পাব পুনঃ পতি দরশন।
কত মত বুঝাই মা মনে,
সে স্বপনে দিতে জলাঞ্জলি
একাকিনী কত কাঁদি ভাবি তাই।
পোড়া প্রাণ মেনেও না মানে,
পাব প্রাণ ধনে—
এই আসে উন্মাদিনী নাচে গায়।
ঘোর নিশা চমকিয়া উঠি!
ভাবি এল প্রাণনাথ!
শিহরি মা নিজ ছায়া হেরি।
দিবা নিশি পাই পাই—
হারাই হারাই যেন!
বেদনায় কভু পড়ে কাঁদি,
পুনঃ প্রাণ বাঁধি;
আশা কানে কহে সুমধুর,
নহে দূর, পতি তোর আসে।
চমকি জননী বসনে বদন ঢাকি,
অবিরাম নিরখি সে ঠাম,
অবিরল নেত্র জলে ভাসি
লইয়ে কলসী—বারি লয়ে আসি;
জলে যদি হেরি মুখ,
লজ্জা পাই মলিন দশায় মম,
পাছে পতি মোরে দেখে।
হেরি ফুল কুল, অতুল আদরে!
ভাবি বন ফুল হারে,
গেঁথে দিব মালা গলে।
ও মা, প্রাণ তো বোঝেনা,
নিত্য করি কুটীর মার্জ্জনা;
নিত্য নব পাতা সাজাই শয্যার পরে;
নিত্য নিত্য বিফল বাসনা,
তথাপি কামনা—নিত্য নিত্য
জাগে প্রাণে!
এত দুঃখে মরণে না হয় সাধ।

মুনি-প। আহা, মা গো, তুমি পতিপরায়ণা
তোর সাধ অবশ্য মিটিবে;
পতি জ্ঞান—পতি ধ্যান তব
শ্রীপতির কৃপা হবে।

সুনী। ওমা পেয়ে কেন হারাইব তবে?
আহা দেখে দেখে আঁখি না ভরিল,
মন না পূরিল,
অঙ্গ নাহি ভুলিল পরশ সাধ!
ওমা, সতিনী সাধিল বাদ,
প্রাণ নাথ মোরে বাম,
মা গো, পতি প্রেম কাঙ্গালিনী আমি।
ওমা কথায় কথায় বিলম্ব করেছি কত,
বুঝি মা দুর্য্যোগ হবে।

মুনী-প। হাঁ মা, আসি আমি আজি;
তুই মা অনাথা,
অনাথের নাথ হরি ডাক তুমি তাঁরে।
আহা,অভাগিনী কথা শুনে কাঁদে প্রাণ।

সুনী। মা গো, দুর্য্যোগ নিকট,
বহু দূর যাইতে নারিবে।

মুনী-প। না গেলেই নয়,
অন্ন পাণি না পাইবে মুনি।

(মুনিপত্নীর প্রস্থান)।

সুনী। প্রাণ নাথে পূজে ছিনু অট্টালিকা মাঝে
প্রাণ চায়,
বারেক পূজিতে তাঁরে এবিজন বনে।
ধুই পা ডুখানি,
খুলে বেণী যতনে মুছাই;
দূর্ব্বাদলে তরুতলে আদরে বসাই;
ফুল তুলে দিই উপহার!
আনি বন ফল নির্ঝরের জল,
পদ্ম পত্রে সলাজে নিকটে রাখি
প্রভু যদি কুটিরেতে যান্,
ঢাকিয়ে বয়ান—পাছু পাছু যাই ধীরে।
আরে-আরে, কেন প্রাণ হও উন্মাদিনী?

গীত।

জয় জয়ন্তী মল্লার।
গরজে নব বারিদ শুন, খেল সৌদামিনী।
খেল খেল মেঘমাল,
সোহাগে মেঘে খেল লো সোহাগিনী॥
হের আঁধার ঘোর, মম অন্তর সম
চমকি ভ্রম আমোদিনী।
মৃদু হাসি ভাল বাসি, আমি স্বামী—
কাঙ্গালিনী।

(দূরে রাজার প্রবেশ।)

রাজা। কোথা পথ, কণ্টক সকলি,
হেথা নাহি লোকালয়।
(সুনীতির গীত)
সাওন মল্লার।
কেন কাঁদ যামিনী।
বল কি বেদনা তোর আমিও দুঃখিনী॥
কেন গো মলিন বেশে, তারা শশী
নাহি কেশে।
আয় কাঁদি উন্মাদিনী, আমি উন্মাদিনী॥

রাজা। একি, কার কণ্ঠ স্বর!
বিষাদিনী কেবা গায়?
সঙ্গীত নহে ত দূরে!
(সুনীতির গীত)
ইমন্, আড়াঠেকা।
শুন শুন সমীরণ।
হৃদি ভেদি বহে শ্বাস তাপিত গহন॥
এঘোর আঁধার সম, আঁধার অন্তর মম,
নাহিক রোদন ধারা দহে হুতাশনে॥
রাজা। আহা, কে রমণী বন-নিবাসিনী!
বিরহ বিধুরা,
শূন্য প্রাণে সমীরণে কহে মনোব্যথা!
যেন কোথা শুনেছি এ স্বর!
শ্রবণ বিবর সুশীতল বহুদিন পরে।
কে গো তুমি বিপিন বাসিনী,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় করহ দান।
সুনী। নাথ! (মূর্চ্ছা)
রাজা। একি!
সুনীতি—না ছায়া তার!
হা ধিক্ আমি কি নির্দ্দয়,
এত কষ্টে আমারে এ চায়,
সুনীতি, সুনীতি—উঠ প্রিয়ে!
ক্ষম অপরাধ,
আমি অতিথি লো তোর ঘরে।
এস, প্রিয়ে এস হে কুটীরে!
সুনী। নাথ, নাথ, কত বল।
চিরদিন পিপাসী এ প্রাণ,
মত্ত হবে এত সুধা পানে!
রাজা। দিওনা গঞ্জনা,
এস প্রিয়ে, এস তব বাসে।

(উভয়ের কুটীরে প্রবেশ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন।

(বিদূষক)

বিদূ। কড়, কড়, হড়, হড়, হড়!
কর যত আছে মনে!
দিব্য মোর মানা যদি করি।
বাবা, বাল্যাবধি আছে সংস্কার,
গৃহে আর অরণ্যে প্রভেদ আছে বহু।
পুণ্য বল, দেখা না হইবে আর ব্রাহ্মণীর সনে।
ঠোনা খেয়ে যেত প্রাণ,
হুকুল সমান,
যায় যাক প্রাণ বনে!
তবু ভাল কণ্টক কেবল।
ভেবেছিনু
প্রেমিক ভল্লুক দেন বুঝি আলিঙ্গন;
আর কেন চক্ চকি,
আর কেন আঁধার বাড়াও,
এই নিশ্চিন্ত বসেছি;
রাজারে যদ্যপি আর খুঁজি,
যদি আর চলি এক পদ
যত মনে ক'রো খেলা।
রে ব্রাহ্মণ!
সুখ যত পাস্ নাহিপাস্
পেট ভরে দুঃখ কর ভোগ!
আর কেন থাকে খেদ।
বাবা জলের কি জেদ।
আমি বলি—আঃ! কি শীতল বারি
পরাণ জুড়ায়।
আঃ—তবু যে ধরেনা?
তামাসা কি বুক ফেটে যায়!
আর পদ নাহি চলে,
কোথায় রাজায় খুঁজি?
দেখনা বুঝেছে;
চারি দিকে চক্ চক্ চক্,
খুঁজে নাও রাজ পথ আছে পড়ে;
না না, এত অনুগ্রহ কেন?
থেমনা—থেমনা?
রাজা যদি বেঁচে থাকে,
দেখা যদি পাই,
যা আসে তা বলি।
আহা বনে বড় রস।
নিকুঞ্জ কানন।

(সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। একি, হেথায় আপনি!
পাইয়াছি রাজার সংবাদ,
আছেন পরম সুখে।
বিদূ। কোথা যেতে বল মোরে?
থাকিতে পরম সুখে বল কি আমায়;
ভাল কোথা মহারাজ?
সৈন্য। বড় রাণী আছেন এ বনে,
গিয়েছেন কুটিরে তাঁহার।
বিদূ। বলেহারি, কপালের গুণ,
তাই বলি রাজ বুদ্ধি।
আমি বলি বনে কেন দাও,
রসো—গোটা দুই করিব ব্রাহ্মণী
একটারে রাখিব কাননে।
সৈন্য। প্রভাত হইল, নগরে ফিরিব সবে,
আসুন এ পথে রাজারে আনিতে যাব।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুটীর দ্বার।

(সুনীতি ও রাজা)

সুনী। আর কভু চরণ দর্শন,
দাসী কি পাইবে প্রভু ?
দেখা পাই বা না পাই,
মনে রেখো কিঙ্করী তোমার ;
আর ভার নাহি দিই প্রাণ নাথ।

রাজা। প্রিয়ে, ভেবোনা বিষাদ,
দেখা পুনঃ হবে ত্বরা ;
আজি সাথে লয়ে যেতে নারি।
সৈন্যগণে চেনে বা না চেনে,
ভাবিবে সকলে ;
বনে হ'তে লয়ে যাই তপস্বিনী,
নিন্দুকে কুৎসিত কথা কবে।

সুনী। নাথ, আমি কাঙ্গালিনী ;
যাচ্ঞা অধিক নাহি মোর ;
তুমি কি করিবে ?
অদৃষ্ট লিখন কেমনে খণ্ডন করি ?
দিও দেখা অবসর যদি হয়,
ছিল সাধ,—
কুটীরে তোমারে বারেক করিব পূজা,
সাধ, নাথ মিটেও মেটেনা।
অধিক মিনতি নাহি করি শ্রীচরণে,
কভু মনে ক'রো—
বনবাসী দাসীরে তোমার
তৃষা মম পয়োধি শুষিতে চাহে।

রাজা। আসি প্রিয়ে।

সুনী। এস নাথ,
কত ক্লেশ পেয়েছ কুটীরে ;
সাধ হয় মরণ সময়,
মরিব তোমারে দেখে ;
কিন্তু নহি ভাগ্যবতি,
অধিক মিনতি আর পদে না করিব,
মনে প্রভু রাখ বা না রাখ,
বলে যাও রাখি হে মনে।

রাজা। ভেব'না প্রিয়সী ত্বরা পুনঃ দেখা হবে

সুনী। বল ভুলিবেনা ?

রাজা। ভুলিব না।

(রাজার প্রস্থান)

সুনীতির গীত।

রামকেলী—কাওয়ালী।

দেখিতে দেখিতে লুকাল।
বিনোদে বিদায় দিয়ে, নিভিল নয়ন আলো॥
আসে বা না আসে ফিরে, আশে ভাসি
আঁখি নীরে।
ভুলিবে না বলে গেল, বলে গেল তবু ভাল॥

(মুনি পত্নীর প্রবেশ)

মুনি-প। ওমা রাজা তোর আসিবে কি
জানি ?
মরি গো সরমে, কিছুত ছিল না ঘরে,
লয়ে যেতে বলিলি রাজায় ?

সুনী। মা গো, লয়ে যেতে আমি কি বলিব ?
পতি মোরে রাখিবেন যথা,
রহিব তথায় সুখে ;
মা গো, এ কুটীর আর না ত্যজিব,
হেথা সতীনীর নাহি ভয় ;
হেথা বিরলে কাঁদিব,
রহিব পতির ধ্যানে,
প্রাণ নাথ রাখিবেন মনে,
দিয়েছেন আশ্বাস দাসিরে ;
সে আশ্বাসে রাখিব বিশ্বাস,
সে পদ প্রয়াস কভু না ছাড়িব,

ইষ্ট দেব পতি মোর;
দুঃখে আছে সুখ
শিখেছি মা কুটীর নিবাসে।
মুনি-প। এস যাই বারি আনিবারে
(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—*—

গৃহ।

(সুরুচী ও সখীগণ)

সখী। একি, একি শুনি!
রাজা নাকি
সুনীতির পাসে সারা নিশা কাটায়েছে।
সুরু। কি বলিস, কি বলিস সুনীতির ঘরে?
ওমা বনে এত দিন বাঁচে।
ছি ছি কি কপাল
বনে দিনু তবু না জঞ্জাল গেল
তাই বুড়া অত রস প্রাতে;
ওলো মোর মনে সাত পাঁচ নাই
নিশ্চিন্তে ঘুমায়ে ছিনু,
ঝড় বৃষ্টি কিছুই না জানি,
প্রাতে শুনি বজ্রাঘাত মোর শিরে।
ছি ছি পরে মন সঁপে পাই জ্বালা,
সই আমি লো অবলা
ভুলায়ে সে গেল চলে।
সখী। থাক রাণি মানে,
কথা কও পায়ে ধরাইয়ে।
সুরু। নিত্য পায়ে ধরে সেত বড় কথা;
ভাবি যদি সুনীতির গর্ভ হয়,
আমি অভাগিনী
গর্ভ না হইল মোর
ভাবি তাই কি হবে কি হবে!
সখী। ঐ আসিতেছে রাজা।
(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)
রাজা। দেখ, সাক্ষ্য দিও দারুণ দুর্যোগ,
তাই লয়েছিনু আশ্রয় কুটীরে।
বিদূ। আরও সাক্ষ্য দিব,
তাঁরে আনিবারে—
মন্ত্রী সনে পথে কত হইল মন্ত্রণা।
রাজা। একি বাতুল না কি হে তুমি?
বিদূ। কে বাতুল শীঘ্র তাহা হইবে প্রকাশ।
রাজা। ঐ দেখ, মান ক'রে আছে শুয়ে।
বিদূ। নহে,
বাতুল হইবে রাজা কি ঔষধ গুণে;
ঘরে গিয়ে আমিও বাতুল হব,
কিন্তু এক রক্ষা
বনে নাহি ব্রাহ্মণী আমার।
বনে যা করেন অশ্বত্থের মূল
মহারাজ!
একুল ওকুল দুকুল রেখেছ ভাল।
রাজা। এস,
রাণি কেন হও অভিমানী
জিজ্ঞাস সখায়
কি বিভ্রাট ঘটিল কাননে।
বিদূ। দেবি সত্য কহি ব্রাহ্মণের ছেলে
আদ্যোপান্ত ঠিক এ কথাটি;
মহারাজ হউন সত্বর,
আমার ত রয়েছে ব্রাহ্মণি;
তার পর অন্ন পানি
সেথা অঞ্চলে বদন নাহি ঢাকে
তেড়ে এসে গলায় লাগায় ডুরি।
নাহি মৌন রয়,গালে কান ফেটে যায়।
দেখি যে তোমার দশা হইবে কাঁদিতে,
মোরে হবে হাঁপাইতে;

কাঁদি না পাব অবকাশ,
বেশী মাত্রা হুড়হুড়ি।

রাজা। সত্য কহি প্রাণেশ্বরি,
বড় হ'লো বিভ্রাট বিপিনে,
তাই চন্দ্রাননি ; ফিরিতে নারিনু গৃহে,
একা ঘোর অরণ্যের মাঝে
বৃষ্টি পড়ে মুষল ধারায়,
কাঁটা বন সংশয় জীবন,
দেখ ক্ষত অঙ্গ ঝরিছে রুধির।

সখিগণ। (গীত)

কাফি, ঝিঁঝিট—জলদ একতালা।

ছার মান ধর না পায় নৈলে নাগর মান
যাবে না।
না হলে মানিনীত বদন তুলে আর চাবেনা॥
সেধোনা করিমানা,তুমি নারীর মান জাননা,
সহজে মান্ গেলে হে, মান ফিরে ত আর
পাবেনা॥

বিদূ। হুতাশনে লেগেছে পবন,
সাবধান মহারাজ।

রাজা। দেখ প্রিয়ে, তোমা বিনা নাহি জানি
তব বাক্যে সুনীতিরে দিছি বনে।

বিদূ। মহারাজ!
এ খতে কি দিতে হবে ঢেরা সৈ ?

রাজা। ধরি পায় ক্ষম লো প্রিয়সি।

সুরু। সুনীতির ধর গিয়ে পায়,
ছি, ছি কেন এবঞ্চনা
কেন এত ভালবাসা ভান্ ;
কালা মুখ আর না দেখাব,
বঞ্চক আমার স্বামী,—
ছি, ছি কি লাঞ্ছনা
লোকের গঞ্জনা, চির দিন কত সব ;
যদি সতিনীর পতি
কেন তার করি সাধ।

রাজা। শুন প্রিয়ে শুনলো বচন,
দৈব বিড়ম্বনা।

সুরু। দৈব বিড়ম্বনা মোরে,
রাজ পুরে অট্টালিকা পরে
পতি বিনা একাকিনী কাটে রাতি,
সতীনির ভাগ্য অনুকূল
বনে পায় রত্ন নিধি,
পুত্র পাবে কোলে,
রাজা হবে তারি ছেলে ;
বন বাস এখনও তখনও
আর কেন মানে মানে হই অগ্রসর।

রাজা। এই হেতু চিন্তা প্রাণেশ্বরী,
নহেত সম্ভব
সত্য যদি পুত্র হয় তার,
সত্য করি তোর কাছে
সিংহাসনে তারে নাহি দিব স্থান।

বিদূ। থামিল সমর
রয়ে গেল খাঁগড়ার প্রাণ।

(গীত)

বেহাগ খাম্বাজ, একতালা।

সখিগণ।

দেখ হে দেখ বদন
মেঘ হতে চাঁদ বেরি যে এলো।
ছি ছি হে ভুলে গেলে, অধর সুধা উছলে গেল
তুমি ত প্রেম জাননা,
বলে দিলে তাও মাননা,
কত আর সয়হে বল মান ক'রেত পড়ে ছেল॥

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

ধ্রুব ও বালকগণ।

(গীত)

আজ খেল্‌বো খালি ঘরে যাবনা ?
লুকাব গাছের পাশে খুঁজ্‌তে এলে মা।
লতার দোলায় আয় খানিক দুলি,
না ভাই ডাল ধ'রে ঝুলি,
চুপ্ চুপ্ গাছে উঠে, পাড়বো বুলবুলি;—
আগে ভাই আয় না ঘুরি কেমন মজার
ঘুরবে গা॥

১ম বা। আয় চোর চোর খেলি আয়, ধ্রুব তুই চোর হ'য়ে ছোট্ আমরা দৌড়ে ধরি।

ধ্রুব। কেন ভাই, চোর হয় কেন ভাই ? মা যে ব'লেছে চোর হতে নাই।

২য় বা। তোর মা আর দেখ্‌তে আস্‌বে ?

ধ্রুব। আমায় যে ভাই জিজ্ঞাসা কর্‌বে, আজ কি খেল্‌লি।

১ম বা। তুই বল্‌বি কেন ?

ধ্রুব! মাকে যে ভাই সব বল্‌তে হয়।

২য় বা। তুই চোর হবি নি ?

ধ্রুব। না ভাই চোর যে খারাপ।

১ম বা। তবে যা তোর সঙ্গে খেল্‌বো না।

ধ্রুব। কেন ভাই খেল্‌বিনি ? আচ্ছা ভাই তোকে কাঁদে ক'রে নিয়ে যাই আয়না।

২য় বা। তবে তো বড্ডই খেলা হলো, তুই ছুট্‌বি ধর ধর করে দৌড় বো সে কেমন।

ধ্রুব। তা ভাই আমি ঘোড়া হয়ে দৌড়ুই আয়না।

১ম বা। না চোর হস্‌তো হ নইলে খেল্‌বো না।

ধ্রুব। মা যে মানা করে ভাই।

২য় বা। খেল্‌বি না, ভারি জাঁক হয়েছে।

১ম বা। তোর বাবা নাই; তোর আবার জাঁক কিশের ? আয় ভাই যার বাবা নাই তার সঙ্গে খেল্‌বো না।

ধ্রুব। আমার বাবা আছে।

১ম বা। হ্যাঁ, তোর বাবা আছে বই কি ?

ধ্রুব। না নাই বই কি আমার ভাল বাবা আছে।

১ম বা। হ্যাঁ তোর বাবা আছে!

ধ্রুব। না বাবা আছে।

১ম বা। তোর বাবার নাম কি ?

ধ্রুব। তা ভাই জানি নি।

সকলে (হাস্য)

১ম বা। তোর বাবা আছে, তোর বাবার নাম জানিস নি ? দুও; তোর বাবা নাই, দুও।

ধ্রুব। রস্‌তো আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি, বাবা নেই বই কি, যেমন হাস্‌ছে, আমামার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসে বল্‌বো তখন টের পাবে।

(প্রস্থান।)

সকলে। দুও তোর বাবা নেই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কুটীর।

সুনীতি।

সুনী। হায়! এ কুমার অন্ধিল কুটিরে,
আঁখি দুটি রাজার মতন
নাহি তায় ভেদ,
মুখ ভাব তেমতি সুন্দর;

এতসব বন ফল পেড়ে খায়,
বস্ত্র নাহি গায়
দিগম্বর বনে বনে নেচে ফেরে,
অভাগিনী
নারিনু এ পুত্রে দিতে ভূপতির কোলে,
যদি মৃগয়ায় পুন রায় আসে রাজা,
দেখে মোর পুত্রের বদন
চুমি মুখ অবশ্য সে নেয় কোলে।
(মুনি পত্নীর প্রবেশ)
মুনি-প। ওগো বড় ভাগ্যবতী তুই,
পুত্র তোর,
রাজ রাজেশ্বর, বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
লক্ষণে কহিল মুনি ;
আরেরে দুঃখিনী
তোরে বুঝি হরি করেছেন কৃপা।
সুনী। মাগো নয় মম কপাল তেমন,
হেরি পুত্রের বদন
চোকে মোর এসে জল,
রাজ্যেশ্বর ধ্রুব মোর হবে,
একথা না মন মানে,
রাজার কুমার বনবাসী কেন তবে।
অভাগিনী, আমি অধিক না চাই
বেঁন বেঁচে থাকে ধ্রুব মোর,
কর আশীর্ব্বাদ
মা ব'লে ডাকুক চির দিন,
সত্য তোরে বলি
ছিল সাধ রাজারে দেখিতে,
সে সাধ নাহিক আর,
কুটিরে মা পুত্রে করি কোলে
মনে ভাবি তুচ্ছ সিংহাসনে,
ভয় হয় এত কি মা সবে এ কপালে।
মুনি-প। ওমা, পুত্র তোর সর্ব্ব সুলক্ষণ
বিষ্ণু পরায়ণ, বৈষ্ণব এ পুত্র তোর
ত্রৈলোক্যে তাহার নাহি নাশ,
গেছে দিন, কুদিন কেটেছে
সুদিন উদয় তোর।
(ধ্রুবর গান করিতে করিতে প্রবেশ)
(অহং থাম্বাজ—কাওয়ালী)
ধ্রুব। ছুলে ছুলে খেলে রাঙ্গা পাতা
ধ্রুব খেলিতে যায়।
খেলেধ্রুব খেলে, কত পাখীতে গায়॥
মাব'লে দেছে,
নেচে নেচে ধ্রুব খেলে কাছে,
ধ্রুব রাঙ্গা রবি পানে চায়॥
হাঁ মা বাবা কেমা?
শিশুগণে করিল জিজ্ঞাসা
বলিতে নারিনু হাসিল সকলে,
ব'লে দাও বলিব বাবার নাম,
হাঁ মা কাঁদ কেন, বলিতে কি নাই?
মুনি-প। উত্তানপাদ রাজার নন্দন তুমি।
ধ্রুব। যাই ব'লে আসি।
(গান করিতে করিতে প্রস্থান)
কাফি সিন্ধু, একতালা।
ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না,
ফুলে পূজা হবে তাত ভোলে না,
ধ্রুব রাজার ছেলে, মা দেছে বলে,
ধ্রুব বলিতে খেলিতে ধায়॥
সুনী। মাগো, হয় যদি সহস্র নয়ন
দেখিয়ে না পূরে মন,
শত কর্ণে সাধ হয় শুনি গান,
ভাবি গো মা কি আছে কপালে!
মুনি-প। আহা নৃত্য করে, ননীর পুতলি।
সুনী। মাগো, সুধাইল নাম ফেটে গেল প্রাণ
রাজার সন্তান,
কেমনে গো পরিচয় দেব।
(ধ্রুবর গান করিতে করিতে প্রবেশ)
অহং থাম্বাজ, কাওয়ালী
ধ্রুব। ওমা হলো না, দেনা মা দেনা ভূষণ,

আমি রাজার ছেলে; কেন নাইক বসন,
ওমা হাসে তারা, ওগো দেগো ত্বরা,
হাসে সবে মিলে, মাগো লাজ পায়॥
মাগো, হাসিল আবার,
রাজার কুমার কেন নাই বসন ভূষণ,
বসন ভূষণ দাও,—
নহে বলে দাও কি বলিব
বড়ই হেসেছে সবে।

স্নুনী। বাছা কোথা পাব বসন ভূষণ,
দুঃখিনী-নন্দন তুই।

ধ্রুব। না না দাওমা ভূষণ
বড়ই হেসেছে সবে।

স্নুনী। নাইরে বসন ভূষণ তোর,
হাসে যারা বাস্‌নে তাদের কাছে।

মুনি-প। পিতা তব নাহি হেথা
কে দিবেরে বসন ভূষণ।

ধ্রুব। তবে কোথা পিতা?
আনিব বসন ভূষণ,
না নিয়ে বসন ভূষণ খেলিতে যাইলে
কতই হাসিবে সবে।

মুনি-প। আজ্ না বল গিয়ে শিশুগণে,
পিত্রালয়ে যে দিন যাইবে
সেই দিন দেখাইবে বসন ভূষণ;
যাও, খেল গিয়ে।

ধ্রুব। কেঁদনা মা বসন ভূষণ হেতু
আমি তোরে এনে দিব।

মুনি-প। আয় মা;
শুষ্কপত্র আনিতে যাবিনে?

স্নুনী। চল যাই দেবি।
যাস্‌নেরে বহু দূরে।

(গান করিতে করিতে ধ্রুবর প্রস্থান)

করোয়া, খাম্বাজ।

যাবে কি না যাবে ধ্রুব ভাবে,
নাই বসন ভূষণ ধ্রুব লাজ পাবে,
চাব না আর কেন কাঁদাব মায়।

স্নুনী। সাধে কি মা দিবা নিশি ভাসি আঁখি জলে,
দুগ্ধের কুমার দুগ্ধ নাহি পায়
কেন দিই দুগ্ধ ব'লে;
কত কথা কয়, কত দ্রব্য চায়
কোথা পাব, কথায় ভুলাই,
কভু মনে হয় রাজারে গে বলি;
ভাবি পুনঃ রাজা কি চিনিবে,
দ্বারপালে যেতে কেন দিবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ধ্রুবর গান করিতে করিতে প্রবেশ)

করোয়া খাম্বাজ—একতালা।

ধ্রুব। বলে শিশু মিলে, বাবা নেবে কোলে,
ধ্রুব যাবে গো রাজসভায়,
ওমা, দেমা বিদায়॥

কোথা মা,—
নাহি যাব জননীরে কয়ে,
আগে আনি বসন ভূষণ
দেখিলে মা কাঁদিবে না আর;
কেন এত কাঁদে মা আমার।

স্নুরট খাম্বাজ—একতালা।

আনিলে বসন ভূষণ মা কাঁদিবে না,
যদি মানা করে আমি বলিব না,
মনে মনে নিই বিদায় পায়।
রাঙ্গা পাতা দোলে, ধ্রুব-নাহি খেলে,
বসন ভূষণ ধ্রুব আনিতে যায়,
চলে রাজসভায়।

(গান করিতে করিতে প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ক্রীড়া বাটী।

—*—

(রাজা, বিদূষক ও উত্তম কুমার)

রাজা। দেখ সখা কোথা যায়।
বিদূ। দেখি,
কিন্তু নাহি যাব বহু দূরে;
তা হ'লে যে রাজপুরে ঘুমাবে সকলে।
রাজা। সুরুচি শুনিলে হবে তোর সর্ব্বনাশ!
উত্তম। (যষ্টি লইয়া) এই মারি।
বিদূ। মহারাজ!
ছোটরাণী, অতদূর যেতে বা না হয়,
এ'হতে হয় বা সে কায্;
এই যে বাড়ি নিয়ে আসিছেন ধেয়ে।
রাজা। ছি, মারিতে কি আছে?
(উত্তম কুমারের বিদূষককে প্রহার)
বিদূ। আছে বা না আছে দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
রাজা। এস বাবা, ব'স এই খানে।
উত্তম। নাব তুমি—এই লও মার।
রাজা। ছি, মারিতে কি আছে?
উত্তম। র'সো যাই মার কাছে;
মা দাঁড়াবে,
তোমাকে মারিব—একেও মারিব।
মা মা,
দেখ বাড়ি নিয়ে মারেনা মা।
বিদূ। মহারাজ, দিন গোটা দুই;
ঝাঁটা হ'তে ছড়ি ভাল।
(সুরুচির প্রবেশ)
সুরু। মহারাজ; নাহি জান ছেলে ভুলাইতে,
বলে কোথা, মারনা না হয়।
রাজা। সখারে মারিতে বলে।
উত্তম। দাও বাড়ি আমি মারি।
(মারিতে উদ্যত ও বিদূষকের সরিয়া যাওন)
সুরু। আহা সরে যাও কেন?
মরে ত যাবেনা।
কেঁদে কেঁদে পেট ফুলাইল।
বিদূ। যাক তবে—যাক পিট ফুলে।
সুরু। নারে কায নেই, বাড়ি দেত ফেলে।
মহারাজ,
ছেলে যে কাঁদায়, হাওয়া তার নাহি সয়।
খেয়ে যাবে;
দুধের পুতলি ছেলে,
তার মারে যাবে যমালয়!
(উত্তমকে কোলে লইয়া প্রস্থান)
বিদূ। ছেলেটিত দুধের পুতলি,
লাটিটি যে লোহার গুঁটলি;
দুটি ঘায়ে স্বাদ পাইয়াছি।
(ধ্রুবের প্রবেশ)
রাজা। দেখ সখা, কার এ নন্দন,
এ চাঁদ বদন কভু কি দেখেছি আর?
দেখ দেখ নাহিক ভূষণ,
বল্কল বসন,
তবু প্রাণ স্নিগ্ধ হয় হেরি।
নাহি জানি মণিময় আভরণ পরি
হেন শোভা কেবা ধরে।
যেন পঙ্কজ পুতলি;
পঙ্কজ বদন—পঙ্কজ লোচনে চায়।
আয়, আয়, কাররে রতন!
আয় তোরে কোলে করি।
ধ্রুব। ধ্রুব মম নাম,
উত্তানপাদ রাজার কুমার,
মার সনে থাকি বনে,
রাজা কোথা ব'লে দাও মোরে।
বসন ভূষণে তরে

এসেছি পিতার কাছে ;
শীঘ্র যাব ফিরে—মা কাঁদেন আমা বিনে,
বন বহু দূর যেতে বড় পরিশ্রম।

রাজা। আয় কোলে আমি তোর বাপ,
জুড়াক তাপিত প্রাণ।

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। মহারাজ, এই সত্য এই অঙ্গিকার,
কারে তোল সিংহাসনে ?
আরে কেরে তুই,
সিংহাসনে উঠিবারে চাস্ ?
হেন পুণ্য কিবা তোর,
কভু কি রে ভজেছিস হরি ?
সিংহাসনে পাবি স্থান।
ত্যজি কলেবর,
জন্ম জন্মান্তরে হরির সাধন করি,
পার যদি জন্মিতে জঠরে মোর,
তবে তোর পূরিবে বাসনা।

ধ্রুব। কেন তুমি কর মানা ?
দেখিলাম আসিতে নগরে,
পিতা কোলে করে সবাকারে,
আমি যাই পিতার সদন,
কি কারণ কর গো বারণ ?
মহারাজ পিতা মম,
থাকি বনে,
আসিয়াছি বসন ভূষণ তরে,
কোলে লও পিতা।

সুনী। রাজা সুনীতির গর্ভের এ ছার !
এ কোন্ বিচার,
দাসীর কুমার এ হেন আদর তারে ?
আছ তুমি বদ্ধ অঙ্গীকারে,
মম উত্তমকুমার বিনা
অন্য কারে নাহি দিবে সিংহাসনে ;
অন্য কেহ পুত্র নহে তব।

বুঝেছি বুঝেছি সকলি তোমার ছল,
যাই আর রবনা এস্থলে।

রাজা। রাণী, এত কি হে জানি ;
দেখিলাম সুন্দর কুমার,
আমি বলি কার ছেলে !

(রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার প্রস্থান)

বিদূ। কেঁদনা কেঁদনা শিশু,
আয় তোরে রেখে আসি বনে,
আহা !
অভিমানে কাঁদে শিশু কথা নাহি কয়।
লোকে বলে রাজ দণ্ড থাকিলে কপালে
নিশ্চয় সে হয় রাজা,
আহা সর্ব্ব সুলক্ষণ
এ নন্দন বনবাসী,—
মার কাছে যাবে নাকি তুমি ?

ধ্রুব। কার করিলে সাধন পিতা লন কোলে ?

বিদূ। আসিয়াছ বসন ভূষণ তরে,
আয় তোরে দিব বাস দিব অলঙ্কার।

ধ্রুব। আর অলঙ্কার নাহি চাই,
মার কাছে যাই,
সুধাইব কার পদ করিলে সাধন ;
পিতা দেন আলিঙ্গন।

বিদূ। নাহি কাঁদ শিশু হরি পদে রাখ মন,
আশীর্ব্বাদ করি,
আকিঞ্চন পূরিবে তোমার।

ধ্রুব। হরি, কোথা তিনি ?

বিদূ। কে এ শিশু হরি করে অন্বেষণ ?
অতি সুলক্ষণ নহে সামান্য এ জন।

ধ্রুব। কোথা হরি, বল কৃপা করি,
যাব আমি মার কাছে।

বিদূ। ক্ষুধা নাহি পেয়েছে তোমার ?

ধ্রুব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর মোর নাই,
হরির নিকটে যাব।

বিদূ। চল, হেথা আর কাঁদিলে কি হবে!

ধ্রুব। কাঁদিব না আর,
কাঁদিব গো হরির চরণে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কুটীর সম্মুখ।

—*—

(সুনীতি ও মুনিপত্নী দণ্ডায়মানা)

সুনী। মাগো, বন, উপবন করি অন্বেষণ
ধ্রুবর না দেখা পাই!
ওমা, অন্ধের নয়ন,
কোথা গেল দুখিনীর নিধি।
জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কয়,
দুরন্ত তনয়,
নাহি জানি কি আছে কপালে!
স্থানে স্থানে কতই খুঁজিনু
কোথা না পাইনু,
কোথা গেল কুমার আমার?
ওমা, কোথা যাব ধ্রুবে কোথা পাব?
পরাণ ত্যজিব মা গো।
ক্ষুধার সময় কোথাও না রয়,
সারাদিন গেল কেটে,
ওমা এনে দেগো ধ্রুবরে আমার,
বুঝি বসনের তরে, করেছে গো অভিমান!
গ্যাছে দূর বলে—আর কি ধ্রুবেরে পাব?

(ধ্রুবের প্রবেশ)

মুনি-প। এই তোর ধ্রুব এল!
বলেছিনু কোথা একা বসে খেলে।

ধ্রুব। কোথা হরি বল মা আমায়,
সাধন করিব তাঁর,
হরির না করিলে সাধন
যেতে নাই পিতৃ স্থানে,
কেন মোরে বলনি জননি?
যাইতে নগরে, দেখেনু মা শিশুগণে,
সকলেরে পিতা কোলে লয়,
তুমি কোলে লও মা যেমন;
কিন্তু আমি হরি সাধি নাই,
না পাইনু যাইতে পিতার ক্রোড়ে।

মুনি-প। ওমা দুঃখের কুমার গিয়েছিল
রাজ-পুরে!

ধ্রুব। পিতা চাহিলেন কোলে লতে,
এক নারি করিল গো মানা,
শুনিলাম বিমাতা আমার,
বলিল ব্রাহ্মণ রেখে যেই গেল মোরে।
বাহু তুলে যাই কোলে,
পিতা ধরিলেন হাত,
সিংহাসনে তুলিতে চরণ,
বিমাতা আসিয়ে বারণ করিল মোরে।
কহিল সে নারী
"পূজ গিয়ে হরি, সাধ যদি সিংহাসনে"।
ওমা, কোথা হরি বলে দে আমায়,
কেঁদে গিয়ে ধরি তাঁর পায়;
আমি অভাজন,
হরির সাধন করি নাই জন্মান্তরে,
তাই পিতা বাম মম প্রতি।

মণি-প। দেখ মা সুনীতি,
বলেছি বৈষ্ণব তোর ছেলে;
ওমা যেতে চায় হরির সাধনে।

সুনী। আহা দুঃখিনী সন্তান,
কেন গেলি রাজপুরে?
আহা,
অভিমানে দুনয়নে ঝরিয়াছে ধার,
চিহ্ন তার রয়েছে বয়ানে!

ধ্রুব। মাগো, ও কথা বলোনা,

কান্না পায় মোর;
হেথা আমি কাঁদিব না আর
কাঁদিব হরির পায়!
বল মা কোথায় হরি,
হরিপদ করিব সাধন;
কোথা হরি বলে দাও মোরে
হরি হরি কোথা হরি?

সুনী। চল বাছা,—
সারা দিন খাও নাই যাদুমণি।

ধ্রুব। মাগো, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই—হরি পদ চাই,
মা গো কোথা গেলে হরি পাব,
যাব ত্বরা বল গো জননি!
বড় প্রাণ কাঁদে,
হরি বিনা কারে বা জানাব আর?

সুনি। আয় বলি গিয়ে কুটীর ভিতরে।

মুনী-প। আসি মা।

(সুনীতি ও ধ্রুবর প্রস্থান)

আহা হরি নামে উন্মত্ত বালক,
ভগ্যবান্ সার্থক জনম,
মুনি মিথ্যা নাহি কয়,
কোন মহাজন এ হবে নিশ্চয়,
হরি বিনা অন্য কথা নাহি জানে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীরাভ্যন্তর।

—*—

(ধ্রুব ও সুনীতি)

ধ্রুব। এই ত খাইনু অন্ন,
পায়ে ধরি বল কোথায় মা হরি।

সুনী। আয়, সো।

ধ্রুব। সোব না মা যাব হরি যথা।

সুনী। ওরে বাছা, হরি কি এখানে?
মহাবনে,
মহা ভয় তথা বন জন্তু আছে কত,
যাইতে নারিবি সেথা।

ধ্রুব। মা গো, যাইতে পারিব,
বল মা কেমন হরি—খুঁজে লব বনে।

সুনী। বাছা বালকে কি সেথা যেতে পারে
অন্ধকার বন,
নাহি যায় সূর্য্যের কিরণ,
অগণন বনজন্তু ফিরে;
ঘুমা আজ কালি নিয়ে যাব।

ধ্রুব। বল তবে সে হরি কেমন?

সুনী। বাছা, আমি অভাগিনী হরি কেমনে জানিব?

ধ্রুব। বলমা কেমন হরি,
না শুনিলে নিদ্রা না আসিবে।

সুনী। হরি; পদ্ম পলাশ লোচন।

ধ্রুব। "পদ্ম পলাশ লোচন"?
দরশন কতক্ষণে পাব?
কতক্ষণে পোহাইবে নিশি?
ওমা,
চল যাই কোথা, পদ্ম পলাশ লোচন!

সুনী। কোথা যাবি আঁধার রজনী।
ভূত প্রেত এ সময়ে ফেরে,
ছেলে ধরে নিয়ে যায় তারা।

ধ্রুব। না মা, ধরিবে না মোরে।
যদি লয়ে যায়,
হরি বলে ত্যজিব জীবন,
জন্মান্তরে পাব হরি।

সুনী! যাস্ কালি প্রাতে।

ধ্রুব। মা গো, বনে হরি, কেমনে জানিলে?

সুনী। বলি শোন্।
হরি দয়াময়—দয়া তাঁর অনাথায়।

ধ্রুব। হাঁ মা আমি ত অনাথ।

সুনী। শোন্ মন দিয়ে হরি কত দয়াময়।
ছিল দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বনে,
পুত্র তার জটিল নামেতে ;
পাঠশালে যায় বন পথে,
ভয় পায় কানন দেখিয়া,
নিত্য কয় জননীরে।
কি করিবে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী,
বনে বনে দাদা আছে তোর,
দাদা বলে ডাকিলে আসিবে।
পর দিন সন্ধ্যার সময়,
দাদা বলে শঙ্কায় ডাকিল শিশু,
হায় হরি, কি কব মহিমা তারি,
বনে দাদা তখনি আইল,
জটিলে কহিল, ভয় নাই যাও ঘরে।
দৈব এক দিন,
গুরুর তাহার পিতৃ শ্রাদ্ধ উপস্থিত ;
শিশুগণে সুধাইল গুরু,
হবে ব্রাহ্মণ ভোজন
কিবা কিবা পারিবিরে দিতে ?
জনে জনে, একহিল এসামগ্রী দিব
ও কহিল আমি দিব এই দ্রব্য আনি,
কোথা পাবে দুখিনী কুমার,
কিছু নাহি বলিল জটিল।
গুরু তারে কৈল তিরস্কার,
দুঃখিনী কুমার,
কাঁদিতে কাঁদিতে বন পথে ফিরে ঘরে,
দয়াময় দাদা আসি দেখা দিল।
কহিল জটিলে,
ভয় কিরে বলো গিয়ে গুরুরে তোমার,
দধি দিব আমার এ ভার,
সেই মত জটিল কহিল গিয়া ;
ভোজনের দিন,
দ্রব্য আনি রাখিল সকলে,
দধি নাহি আসে আর ;
পরে ক্ষুদ্র ভাণ্ড করে,
ধীরে ধীরে জটিল আনিল।
গুরুর রোষের নাই সীমা ;
শিশু সবিনয়ে কয়
গুরু মহাশয়, ইহাতেই হবে
দাদা মোরে ব'লে দেছে ;
রোষে গুরু বলে—দেরে অভাগীর ছেলে
ঢেলে দিই অনেক ব্রাহ্মণে ;
লোকে চমৎকার,
দধি ভাণ্ড, আর যত দেয় না ফুরায় ;
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল গুরু
কোথা দাদা বল্ তোর্ ?
"বনে"—কহিল জটিল।
কোলে তুলে বালকে সত্বর
শিক্ষক ধাইল,
দেখা জটিলের মাতা সনে,
শিশু প্রেমনীরে ভেসে যায় বুক,
দাদা বলে কাননে ডাকিল
দেখা দিল পদ্মপলাশ লোচন হরি।
তিন জনে আনন্দে বৈকুণ্ঠে গেল ;
এতক্ষণে ঘুমাইল ধ্রুব।

(সুনীতি শয়ন)

ধ্রুব। তবে আর ভয় কিবা
মা—না জাগাব না,
জাগিলে মা যাইতে দিবে না।
যাই ভয় নাই আর
বনে ডাকিলেই দেখা পাব ;
নহে কেন জটিল দেখিল ?
আঁধার রজনী
ভয় কিবা ডাকিলেই দেখা পাব।
দয়াময়! পদ্মপলাশ লোচন হরি!
কাঁদিবে জননী,

কিন্তু হরি সাধন বিহিন আমি
দুঃখিনীর কি করিব উপকার ?
ধ্রুব মাগে বিদায় জননী,—
যদি,
দেখা পাই হরি পদ্মপলাশ লোচন
আসিব মা বন্দিতে চরণ।
নহে,
জনমের মত বিদায় মাগে গো ধ্রুব ;
কোথা পদ্মপলাশ লোচন !

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে ধ্রুব)

কোথা পদ্মপলাশ লোচন,
দেখা দাও দয়াময় !

সুনী। ঘুমা বাছা
কালি যাবি হরি দরশনে ;
অ্যাঁ কোথা ধ্রুব—ধ্রুব ধ্রুব কৈ তুই,
ওমা একি সর্ব্বনাশ,
উত্তর না দেয় কেন—
কোথা গেল এ যে ঘোর নিশা,
কুটীরের দ্বার খোলা,
ওমা কোথা যাব কোথা গেল ধ্রুব,
ধ্রুব ধ্রুব কোথা তুই বাপধন !

(প্রস্থান)

(মুনি পত্নীর প্রবেশ)

মুনী-প। কি গো উঠেছিস—একি কোথা গেল !
স্নান হেতু গেছে বুঝি পুত্রে করি কোলে!

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনী। ধ্রুব, ধ্রুব, ফিরে কি এসেছ ?
ওমা ধ্রুব কোথা গেছে মোর,
ওগো আঁধার রজনী
ধ্রুব মোর গেল কোথা
হরি কি করিলে অভাগীর,
ওমা কোথা যাব ধ্রুবরে কি পাব আর ?

মুনী-প। স্থির হও মা কি হয়েছে বল,
নহে ত রজনী দেখ ঊষা দেখা দেছে,
গেছে বুঝি খেলিবারে।

সুনী। ওগো নাহি যায় বিদায় না লয়ে,
কি হবে গো কোথাও না দেখি তারে।

মুনী-প। তবে কোথা গেল আর খুঁজি গিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বন পথ।

—*—

(সুনীতি ও মুনিপত্নীর প্রবেশ)

সুনী। ধ্রুব, ধ্রুব, হেথা কি রে আছ বাছা-ধন !
কৈ কৈ কৈমা আমার ধ্রুব ?
এই ত বালকে মিলে খেলে,
ওমা কোথা হারানু অন্ধের নড়ি,
ওমা কোথা ধ্রুব,
কোথা মোর অঞ্চলের নিধি,
ওমা আর ত সহেনা,—
ধ্রুব, ধ্রুব বাপধন !

(মূর্চ্ছা)

মুনি-প। উঠ মা আমার ধ্রুবরে খুঁজিতে যাই,
হায় আর কোথা পাব খুঁজে,
ফাকি দিয়ে গেছে বুঝি বৈষ্ণব চলিয়ে
বিষ্ণুপদ ধ্যান তরে।

উঠো মা সুনীতি,
হরি ব'লে গেছে চলে ছেলে তোর,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
বৈরাগ্য কিশোর কালে,
মা মা উঠ,
কেঁদে বল হরিরে ডাকিয়ে,
কল্যাণে সন্তানে তোর ফিরে এনে
দিতে।

সুনী। ওগো কারে গো বলিব,
ধ্রুব এনে কেবা দিবে,
হায় কোথা যাব,
সতিনী সাধিল বাদ সন্তানের সনে.
ওমা দুগ্ধের বালক হরি বলে চলে গেল,
হরি দয়াময়!
সঁপে দিই সন্তানে তোমারে
রেখ বিপদে শ্রীপদে,
অনাথ আমার ধ্রুব,—
হে অনাথ নাথ!
ভুলনা ভুলনা বালক আশ্রয় চায়,
দীনবন্ধু নাম তব প্রভু,
দীন বালকে দুর্গমে
করুণা নয়নে
দেখ পদ্মপলাশলোচন;
তোমা বিনে অরণ্যে কে রাখে তারে,
কৃপাসিন্ধু!
দুখিনীর নিধি দুঃখিনী সঁপিছে পায়,
রেখো, রেখো অজ্ঞান বালকে
ওমা এতদিনে সকলই ফুরাল মোর।

সুনি-প। আয় মা আয়,
পথে পড়ে কাঁদিলে কি হবে।

সুনী। ওমা পথ ঘাট সকলই সমান,
ভগবান্ কি করিলে!

গীত।

ভৈঁরো একতালা।

বালকে বিপদে রাখ রাঙ্গাপদে,
বিপিন বিহারী।
তব পদ ধরি চলে গেছে হরি,
একাকী অবোধ তব নাম স্মরি,
দিও শ্রীচরণ কমল নয়ন,
মোহন বাঁশরি ধারী।
ত্যজি গৃহবাস, তব পদ আশ,
বনে বনে বাস পাইবে তরাশ
দেখ রেখ ভয় হারী।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বন

—*—

ধ্রুব।

গীত।

বেহাগ,—ঠেকা।

ধ্রুব। কোথা পদ্ম পলাশ লোচন।
বলেছে মা আমারে বনে পাব দরশন।
কখনত দেখিনি তোমায় দেখা দিয়ে
রাখ রাঙ্গা পায়।
দয়াময় প্রাণ তোমারে চায়;
তোমায় না ডেকে বৃথা গিয়েছে কত জনম।
হরি পদ্ম পলাশ লোচন হরি—
কোথায় তুমি দেখা দাও, আমি অবোধ
অজ্ঞান, আমায় দেখা দাও
ঐ যে পদ্ম পলাশ লোচন হরি।
(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। আয় ধ্রুব আয় কোলে আয়,
বৈষ্ণব স্পর্শে আমার তনু পবিত্র হ'ল।

ধ্রুব। পদ্ম পলাশ লোচন, এত দুঃখ আমায় কেন দিলে ?

মহা। ওরে আমি পদ্ম পলাশ লোচন নই, আমি সেই চরণ আসে সন্ন্যাসী, আমি তোর কাছে হরি প্রেম ভিক্ষা করতে এসেছি, তোর দর্শনে আমি হরি প্রেম লাভ করব, এই আশে এসেছি।

ধ্রুব। তুমি পদ্ম পলাশ লোচন নও, তবে কোথায় আমার পদ্ম পলাশ লোচন। আমায় বলে দাও, আমি অবোধ আমি জানি না, কোন্ পথে যাব, কোথা তাঁর দেখা পাব।

মহা। আমি সে পদ্ম পলাশ লোচন হরির তত্ত্ব কোথায় পাব ? আমি যুগে যুগে ধ্যান করে পাইনে, হরি ভক্তি আমায় দে, আমি তাঁরে খুঁজি।

ধ্রুব। তবে আমি পদ্ম পলাশ লোচন কোথায় পাব ? কে আমায় বলে দেবে, পদ্ম পলাশ লোচন হরি কোথায় তুমি ? তুমি পদ্ম পলাশ লোচন নও, আমি অবোধ আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রনা, যদি পদ্ম পলাশ লোচন নও, তবে কেন তোমার দর্শনে আনন্দ হচ্ছে, তোমার স্পর্শে প্রাণ ভ'রে যাচ্ছে, তুমি পদ্ম পলাশ লোচন আমি তোমায় ছাড়ব'না।

মহা। না ধ্রুব আমি তাঁর দাসানুদাস, আমি তাঁর চরণ দিবারাত্রি ধ্যান করি।

ধ্রুব। তবে আমায় বলে দাও, আমি বড় আশা ক'রে বনে এসেছি, মা আমার কাঁদছে, আমি পদ্ম পলাশ লোচনকে নিয়ে ফিরে যাব, যদি পদ্ম পলাশ লোচন না পাই, জলে ঝাঁপ দিব ছার প্রাণ রাখ্‌ব না, যে জীবনে পদ্মপলাশ লোচন দর্শন পেলেম না, সে জীবন বৃথা, জীবন আর আমি রাখ্‌ব না।

মহা। ধ্রুব এ দুর্লভ প্রেম কোথায় পেলি ? পদ্ম পলাশ লোচন তোর জন্যে বৈকুণ্ঠে ব্যাকুল।

ধ্রুব। কোথায় বৈকুণ্ঠ আমায় বলে দাও, কোন পথে, যাব ? আমি ডাক্‌ছি পদ্ম পলাশ লোচন কি শুনতে পাচ্ছেন ?

মহা। ভক্তের ডাকে হরি অধীর, তোর ডাকে বৈকুণ্ঠ পরিপূর্ণ।

ধ্রুব। তবে কেন তিনি আসেন না ? পদ্ম পলাশ লোচন হরি এস, পদ্ম পলাশ লোচন হরি এস, হরি দেখা দাও ?

মহা। ধ্রুব তুই ঐ পথে যা, যত দিন তোর গুরু দর্শন না হয়, পদ্ম পলাশ লোচন হরি তোর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কিন্তু দেখা দিতে পাচ্ছেন না।

ধ্রুব। কৈ পদ্ম পলাশ লোচন, কৈ আমার সঙ্গে আছেন ?

মহা। না চিনিয়ে দিলে তুই ত চিন্‌তে পারবিনি, তোর চক্ষু মায়ায় ঢাকা, সে মায়া মোচন না হ'লে পদ্ম পলাশ লোচ-নের দর্শন পায় না।

ধ্রুব। তবে কি আমি পদ্ম পলাশ লোচন পাবনা। ছার প্রাণ আর রাখব না, হরি এ জন্মে দেখা দিলেন না, জন্মান্তরে বিমুখ হইও না, শুনেছি দয়াময়, তবে আমায় কেন দয়া কচ্ছ না ? পদ্ম পলাশ লোচন হরি এ জন্মে বঞ্চিত করলে জন্মান্তরে বঞ্চিত কর না।

মহা। ধ্রুব তুই কাঁদিস্‌নে, হরি তোরে দেখা দিবেন, এই পথে যা।

ধ্রুব। দেখা পাব? পদ্ম পলাশ লোচন হরি দেখা দাও।

মহা। ধ্রুব যাবার সময় এক বার কোল দে।

(ধ্রুবর প্রস্থান।)

(নারদ ও ভূতগণের প্রবেশ)

ভূত। বাবা আজ ভাবে ভোর।

(মহাদেব ও ভূতগণ)

গীত।

বল রে বল ভাঙড় ভোলা, পঞ্চ মুখে
বল হরি।
যার চরণ ঘামে প্রেমের বারি,
মাথাতে রাখ ধরি ॥
যার প্রেমে বাঘ ছাল,
যার প্রেমে পাগল সদাই বাজাও গাল,
শ্মশানবাসী, পর হাড়ের মাল,
গভীরে বদন ভ'রে আয় রে হরি
নাম করি ॥

নার। খুড়ো! আজ যে বড় আনন্দ।

মহা। ওরে ধরায় হরি ভক্ত জন্মেছে, নারদ যা যা একবার দেখে আয়, একবার নয়ন সফল করে আয়, ওরে হরি ভক্ত জন্মেছে রে, হরি ভক্ত জন্মেছে। যে নামে আমি শ্মশানবাসী সেই নামে শিশু বনবাসী, ওরে আনন্দ রাশি আর ভোলার প্রাণে ধরে না। নারদ দেখে আয়, দেখে আয় পঞ্চম বর্ষীয় বালক হরি গুণ গায়, পশু পক্ষি তরু লতা সব প্রেমে ভেসে যায়, একবার যা নারদ দেখে আয়।

নার। খুড়ো তো খালি বল্‌ছ'দেখে আয়, ভাল প্যাগলার পাল্লায় পড়লুম, খালি বল্‌ছে দেখে আয়। কেসে খুড়ো?

মহা। ওরে চিন্তামণির ভক্ত কে কি আমি
চিনি?
তাঁর ভক্তের মহিমা আমি পাগল
বল কি জানি।
তা হলে ত আমি চিন্তামণি কিনি,
হরি ভক্তর তত্ত্ব কে পায় বল,
চল চল হরি বলে চল,
ওরে ভক্তর প্রেমে শত ধারে
বইছে নয়ন জল;
চল চল হরি বলে চল,
হবে জনম সফল জীবন সফল
নয়ন সফল;
প্রেমে প্রাণ হবে ঢল ঢল
চল চল ভক্ত দেখিবি চল।

নার। ভাঙে বুঝি আজ বেশী ধুতরা।

মহা। নারে না প্রেম নদীতে তুফান উঠেছে,
ঐ শোন গঙ্গা করছে কুলুকুলু ধ্বনি,
হরি প্রেমে নাচ্‌ছে আজ সুরতরঙ্গিণী,
প্রেমে গঙ্গা উন্মাদিনী,
ভক্তের চরণ বক্ষে ধরে পবিত্র ধরণী,
চল চল দেখ্‌বি ভক্তের চন্দ্রবদন খানি।

সকলে গীত।

মঙ্গল মিশ্র—একতালা।

উঠলো ভবে হরি নামের ঢেউ।
বেগে প্রেম যায় রে বয়ে কুল পাবেনা
কেউ।
ভক্ত করে হরি গুণ গান,
মাতে লতা পাতা শাখী পাখী, গলে
যায় পাষাণ;
গগনে উঠছে মধুর হরি নামের তান।
প্রেম পিযুষ পানে, ত্রিভুবনে পড়েছে
হেউ ঢেউ ॥

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কানন পথ।

—•—

(ধ্রুব)

ধ্রুব। কোথা পদ্মপলাশলোচন!
দেখা দাও অজ্ঞান বালকে
কোথা পদ্মপলাশলোচন!
হরি হরি!
দেখা দাও ওহে পদ্মপলাশলোচন!

(নারদের প্রবেশ)

নার। (স্বগত) কেরে দুর্গম কান্তারে
বীণাস্বরে হরি গুণ গায়,
শ্রবণ যুড়ায় শুনি,
আহা কি মধুর স্বর,
কলেবর পুলকে পূরিল মোর,
একি পঞ্চম বর্ষীয় শিশু,—
অবোধ অজ্ঞান
বনে করে হরি গুণ গান।

ধ্রুব। তুমি পদ্মপলাশলোচন,
প্রভু তুমি বড়ই নির্দ্দয়,
দয়াময় এত দিনে দেখা দিলে।

নার। হরিলীলা অপূর্ব্ব সংসারে,
এ বালক নহে সাধারণ
হরিময় হেরে ত্রিভুবন,
ব্যাঘ্রে নাহি ডরে
সকাতর স্বরে জিজ্ঞাসিছে,
তুমি পদ্মপলাশ লোচন;
ঘোর বনে আইল কেমনে
কিশোরে বৈরাগ্য কিবা হেতু।
দেব অবতার,
কোন বংশে জন্মিল কুমার,
বৈষ্ণবের সার,
হরি গুণ করিতে প্রচার
আসিয়াছে ধরাতলে।
উন্মত্তের প্রায়,
বালক কণ্ঠে হরি গুণ গায়,
ভক্ত সাধু জন
পবিত্র কানন বালকের আগমনে।
আহা! এ বীজন বনে হরি নাম শুনে
প্রেমে মোর নাচে প্রাণ;
শিশুরে সন্তান জ্ঞান হয়
হরি পদ শিশুর কামনা;
দিব মন্ত্র পূরিবে বাসনা।

ধ্রুব। কোথা পদ্মপলাশ লোচন দেখা দাও,
বলেছে জননী দয়াময় তুমি,
দেখা দাও দুর্গমে আমায়,

(গীত)

বিভাষ—আড়াঠেকা।

গহন মাঝারে ডাকিছে তোমারে,
এস পদ্মপলাশ লোচন।
আমি জনমে জনমে ভ্রমি,
মিছে ভ্রমে করেনি চরণ সাধন॥
বালকেরে পায় রাখ করুণাময়,
পড়ে ঘোর দায় ডাকিছে তোমায়,
এস দয়াময়, হয়োনা নিদয়,
মাগিছে আশ্রয়, হে ভয় বারণ॥

নারদ। কে তুমি এ বালক বয়সে,
অসীম সাহসে আসিয়াছ বন মাঝে?
হরি পদ্ম পলাশ লোচন
কে তোরে শিখায়ে দিল?
কেরে ভাগ্যবান্, শৈশবে চিনেছ হরি!

ধ্রুব। প্রভু, তুমি পদ্মপলাশ লোচন,
দয়াময় এতদিনে হ'লে কি সদয় ?
দুঃখিনী নন্দন—অনাথ অধম,
নিজগুণে কৃপা কর হরি।

(গীত)
টৌড়ী—আড়াঠেকা।

তুমি কি নিঠুর এমন।
কাঁদি বনে বনে হলো কিহে মনে,
নিয়েছি চরণে স্মরণ ॥
বারে বারে বারে করেছ বঞ্চনা,
না দেখে তোমারে সয়েছি লাঞ্ছনা,
আর ছাড়িব না চরণ বাসনা,
দেহ চরণ কমল, কমলনয়ন ॥

নারদ। শুন রে বৈষ্ণব চূড়ামণি,
নহি পদ্ম পলাশ লোচন,
হরি নাম সার আমি দাস তাঁর,
বনে যাঁর করিছ সাধনা;
মন্ত্র কহি কাণে, জপ নারায়ণে,
হৃদি-মাঝে হের শ্যাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা
বাঁকা শিখি পাখা অধরে মুরলী,
পীতাম্বর বন-হার গলে,
পদ কোকনদ ভক্তের সহায় ভবে,
বাঞ্ছাধন !
একমনে শ্রীচরণ কর ধ্যান।
ভেবনা ভেবনা পূরিবে বাসনা
দয়াময় রহিতে নারিবে,
আসি দেখা দিবে,
কিনে লবে ভকত বৎসল হরি।
এস মধুবনে কর তপ।

ধ্রুব। প্রভু বল পুনঃ জুড়াইল প্রাণ,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
পীতাম্বর বন-মালা গলে,
প্রভু দেখি দেখি দেখিতে না পাই,
রাঙ্গা পা দুখানি দেখি দেখি কোথা যায়,
হায় হায় বুঝি আমি নাহি পাব দেখা,
প্রভু বল পুনঃ ত্রিভঙ্গিম ঠাম।

নার। হরি সার্থক জনম মম,
হেন শিষ্য মিলিল আমার।
ওরে,
হরি প্রেম দেরে মোরে অবোধ বালক,
তিন লোক পবিত্র জনমে তোর।

(উভয়ের গীত)

ছায়ানট, ধামার।

প্রেমে ডাক হরি বোলে,
বাঁধা হরি প্রেমের বাঁধে।
প্রেমের হরি প্রেমে কাঁদে
যারে তারে প্রেম নে সাধে ॥
মনপ্রাণ সঁপলে পায়ে,দয়াল হরি ঠেকবে দায়ে
বড় দয়াল হরি রে—
প্রাণের হরি, প্রাণ জুড়াবে,
প্রাণ দে কেন,প্রাণের সাধে ॥

নার। কৃষ্ণপদে গেছে মন দেহ ছাড়ি,
দেখিব হে নিঠুর ঠাকুর
কত দিনে দাও দেখা।

ধ্রুব। প্রভু কোথা হরি ?
কোথা ত্রিভঙ্গিম ঠাম !

নার। এস মধুবনে
নয়ন মুদিয়ে;
হৃদ-পদ্মে দেখা পাবি বাঁকা শ্যাম;
ওরে তোর তরে
হয়েছে চঞ্চল, ভকত বৎসল হরি,
নহে পূর্ণ দিন তাই নাহি দেন দেখা;
পূর্ব্ব রাগ প্রেমে তোর,
নবকলি বিকশিত হৃদে,
ওরে পূর্ব্ব রাগ হেন অনুরাগ

ত্রিসংসারে নাহি আর,
পূর্ব্বরাগ মধুর মিলন হ'তে,
অবিচ্ছেদ হৃদয় মাঝারে পাবি তাঁরে,
লক্ষ্মী যাঁর সেবে পদ।
নব অনুরাগ,
নব ভাবে নয়নের ধার
বক্ষঃ বহি যতই বহিবে
প্রেম উৎস ততই বাড়িবে;
পাইবি নূতন প্রাণ,
আয় হরি বলে আয়
আয় রে প্রেমিক শিশু।

গীত।

মোল্লার একতালা।

উভয়ে আয় রে আয় হরি ব'লে বাহুতুলে
নেচে আয়,
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে,
রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গাপায়।
কায কি আর ছার কামনা,
হরি পদে প্রাণ সঁপনা,
হরি নাম কারুর নয় মানা—
হরি নামের পনে হরি কেনে,
নামের গুণে তরে যায়॥

চতুর্থ অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মধুবন।

—*—

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্র)

ব্রহ্মা। পুরন্দর নাহিক সংশয়
সর্ব্বনাশ হবে মম এ তাপস হ'তে,
হেন তপঃ দেখি নাই কভু,
এবে হের এক পদে আছে উর্দ্ধমুখে,
কভু অগ্নি জ্বালি হেট মুণ্ডে উর্দ্ধপদে রহে,
ঘোর হিমে ডুবে রহে জলে,
কিছুতে না ভঙ্গ হয় তপ।
যে মায়ায় সৃজিনু সংসারে
তাহে শিশু নারিনু ভুলাতে;
আস্বাদন রসনা ভুলেছে,
শব্দ আর কর্ণ নাহি শুনে,
মুদিত নয়নে অঙ্গ স্পর্শ জ্ঞানহীন।
কি হবে কি হবে,
ব্রহ্ম পদ নিশ্চয় যাইবে।
হয় ডর হরি দয়ার সাগর
যাহা চাবে তাহা পাবে,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি;
দৃষ্টি নাহি পশে মোর শিশুর অন্তরে
হরি ময় প্রাণ
কেমনে বুঝিব বল সে প্রাণের কথা।

ইন্দ্র। দেব!
আমিও উপায় করিনু কত দিন হ'তে,
কোন মতে ভঙ্গ নাহি হয় তপ;
বলিয়াছি বিদ্যাধরীগণে
কামদেব সনে আসিতে এ মধুবনে,
দেখি তায় উপায় যদ্যপি হয়—
নহে,
সকলি সম্ভব তাপস বালক হ'তে।
(মদন ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

(অহং বাহার—একতালা)

বাজে গায় মলয় মারুত,
বল যেন বয়লো ধীরে।
ফুলে আজ গন্ধ ভারি, সয়না লো সই
মাথার কিরে॥

সাধে কি পড়ি ঢ'লে, চলা কি যায়,
মেঘে চ'লে,
কাণ গিয়েছে, পাপীর গানে,
মন সরে না যাব ফিরে ॥

ইন্দ্র। শুন ফুল ধনু,
দূরে শীর্ণ-তনু তপ করে নিরন্তর
তেজে তপন মলিন, অগ্নিতাপ হীন,
পবন উত্তপ্ত তাতে ;
কি হয় কি হয়, ইন্দ্রত্ব বা যায়,
যাও হে কুসুম ধনু।

(গীত)

চেতা যোগিয়া—কাওয়ালী
যাব যাব ফিরে চাব।
হলে চকে চকে আঁখি ফিরাব লো ॥
ধীরে মধুর, মঞ্জীর, বেজে যাবে,
কেবা হেন নাহি ফিরে চাবে,
হেরি কবরী প্রাণে লো ব্যথা পাবে,
প্রাণ ঢালিবে পায় লয়ে চলে যাব ॥

(মদন ও বিদ্যাধরীগণের গান করিতে
করিতে প্রস্থান)

ব্রহ্মা। তপ ভঙ্গ অসাধ্য সাধন,
হৃদে যার মদনমোহন
কি করিবে মদন তাহার,
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু
নারীর নাহিক অধিকার।
(বিদ্যাধরীগণ ও মদনের প্রবেশ)

১ম বি। ছি ছি দেবরাজ, কি কাযে পাঠালে,
ক্ষীর এসে পয়োধরে, বাছারে হেরিয়ে।

২য় বি। জুড়ায় এ প্রাণ,
চাঁদ মুখে মা বলে যদ্যপি ডাকে
আহা!
কোন্ ভাগ্যবতী জঠরে ধরিল এরে।

ব্রহ্মা। চল ইন্দ্র যাইব গোলকে,
হরি বিনা উপায় না হবে,
মুরারিরে করিব জিজ্ঞাসা
ভক্ত তাঁর কোন্ আসে করে তপ।

ইন্দ্র। স্বর্গ প্রান্তে আছে দেব দীর্ঘিকা
রাক্ষসি,
পবনে প্রেরেছি আমি আনিতে তাহারে,
মায়াবিনী নিশাচরী,
সুনীতির স্বরে কাঁদিবে এ তপবনে,
দেখি যদি তাহে ভঙ্গ হয় তপ।

ব্রহ্মা। আসে যদি আসুক দীর্ঘিকা,
কিন্তু চল যাই হরির সদনে
মায়ায় না বৈষ্ণব ভুলিবে।
(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলক পুরী।

—*—

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী। বুঝিতে না পারি
কয় দিন কি ভাবে মুরারি
উচাটন সদা, অন্য মন
কভু বা নয়নে বহে ধারা,—
জিজ্ঞাসিব আসিলে মাধব
কেন হেন ভাব তাঁর।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। মাতা কর আশীর্ব্বাদ,
কোথায় গোলকপতি ?
বিষম শকটে পড়েছি গো কৃপাময়ী ;
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু

তপ করে অরণ্য-ভিতরে,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি,
দেবগণ সভয় সকলে
তপোবনে কি বর লইবে,
কার পদ যাবে
ভাবি মনে সৌভাগ্য-দায়িনি।

লক্ষ্মী। হে বিরিঞ্চি, নাহি জানি কোথা নারায়ণ,
কভু বা ক্ষণেক আসেন বিশ্রাম হেতু;
পলে পলে হেরি উচাটন,
মদন মোহন তিলমাত্র নহে স্থির।
রজনীতে উঠি যান চলি
বল দাসী আমি কেমনে বুঝিব,
কি চিন্তায় মগ্ন চিন্তামণি;
কিন্তু শুনি অদ্ভুত কাহিনী
তপ করে পঞ্চম বর্ষীয় শিশু;
নিঠুর শ্রীনাথ,—
অনাথ বালকে নাহি দেন পদাশ্রয়।
চতুর্ম্মুখ চিন্তা কর দূর
বৈষ্ণবের বিষয় বাসনা
সম্ভবে না কদাচন,
হৃদপদ্মে যে দেখেছে ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
অন্য কাম আর তার নাহি হয়,
তুচ্ছ অন্য পদ, চাহে দুর্লভ শ্রীপদ,
ভক্তি পণে মাধবে সে কেনে,
অন্য ধন সে কভু না চায়।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

প্রভু,
"কৃপাসিন্ধু আর কে তোমারে কবে?"
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু তপ করে বনে
তবু হরি না হও সদয়।
করিয়াছি শ্রীমুখে শ্রবণ
কায় মনে ডাকে যেই জন,
হে মধুসূদন?
শ্রীচরণ তখনি সে পায়।
অনাহারে ডাকিছে বালক
পরাৎপর গোলক পুলক
যদি প্রভু কৃপা না করিবে,
নামে তব কলঙ্ক রটিবে,
ভবে তব কে আর স্মরণ লবে।
মধু বনে আপনি যাইব
শিশুরে লইব কোলে,
ছি ছি ভগবান্, কি কঠিন প্রাণ,
দয়ার নিদান আর কে বলিবে বল;
চল শীঘ্র চল শিশু বুঝি মরে প্রাণে।

বিষ্ণু। চল, কোথা আমি
মধুবনে ধ্রুবের হৃদয়ে,
ছায়ামাত্র গোলকে আমার।
দেখ ধ্রুবময় আমি,
ধ্রুব ধ্যান ধ্রুব প্রাণ,
লক্ষ্মী বল তাই তোমারে সুধাই
বালকেরে কি দিয়ে ভুলাব
কতদিন বাঁধা রব।
নিদ্রিত মায়ের পায় বিদায় মাগিয়ে,
ঘোর নিশা হরি বলি চলিল গহনে,
সে অবধি ভ্রমি পিছে তার।
অভিমানে বলে ছিল ধ্রুব
কাঁদিব হরির পায়।
সে অবধি নিরন্তর কাঁদি আমি,
সে অবধি ভাবি কি দিয়ে ঘুচাব
কিশোর প্রাণের ব্যথাতার;
দেখ দেখ কণ্টক ফুটেছে
মম অঙ্গে আছে,
আগে আগে গিয়েছে গরুড়
মার্জ্জনা করিয়া পথ,
সুদর্শন সতক ঘুরিছে
কেহ পাছে বিঘ্ন করে তার।

নিত্য ভাবি দেখা দিই,
পুনঃ ভাবি
বাঁধুক আমায় বাঁধুক আমায়,
বাঁধা রব বাঁধা রব
অনন্ত অনন্ত কাল,
নিত্য নব অনুরাগে নবীন পিপাসা।
নিত্য তৃপ্ত তৃষা,
পূর্ব্বরাগে পিয়াসা ততই বাড়ে;
হৃদে নবরাগে নবীন কমল ফোটে,
পূর্ব্বরাগ মিলন অধিক প্রিয়,
তাই প্রিয়ে তাই নাই দিই দেখা।
কার তরে বল উচাটন,
শয়ন অশন নাহি মম দিবানিশি?
সিংহাসন প্রয়াসী কুমার,
করেছিল অভিমান,
নিত্য আমি করিহে নির্ম্মাণ
ধ্রুবপুরি অতুলনা ত্রিসংসারে,
গোলক জিনিয়ে সে মহা আনন্দ ধাম।
ভাবি লক্ষ্মী, ভাবি
ধ্রুব নাম যে লইবে প্রাতে
বিনা পণে আমারে কিনিবে;
চল দেখিবে নয়নে
কি আনন্দে আছে ধ্রুব।
নাহি ভয় ওহে পদ্মযোনী,
নাহি ডর পুরন্দর,
বৈষ্ণবের জাননা বাসনা
হরি প্রাণ হরি গুণ গান;
শয়নে স্বপনে হরি,
ইহা বিনা বৈষ্ণব না জানে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

—•—

(ধ্রুব তপে মগ্ন)

(পবন ও দীর্ঘিকা রাক্ষসী।)

দী। দেখ দেখ চক্র সুদর্শন,
কেমনে নিকটে যাব?
ওহে ছু'লে কি হবে বলনা?
দুগ্ধের বালক, দেখ দেখ চাঁদ মুখ,
এ হতে অনিষ্ট কার হবে।

(লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। ধন্য (তুমি) দীর্ঘিকা রাক্ষসী
বৈষ্ণবের মর্ম্ম বুঝিয়াছ,
হে পবন!
মম ভক্তের কি আকিঞ্চন
এখনই জানিবে সবে,
আমা বিনে ত্রিভুবনে কিছু নাহি জানে।
যে জন ভকত মোর
ব্রহ্মলোক তুচ্ছ গণে,
কি পুলক হৃদয়ে তাহার
জানে মাত্র ভক্ত যেই।
ধ্রুব, ধ্রুব মেলরে নয়ন
আমি তোর "পদ্মপলাশ লোচন হরি"।

লক্ষ্মী। আহা অনাহারে মরেছে কুমার!

বিষ্ণু। নহে মৃত, বাহ্যজ্ঞান শূন্য শিশু,
যে ছবি অন্তরেতে ওর
সে ছবি না হইলে অন্তর,
ধ্রুব নাহি মিলিবে নয়ন;
দাঁড়াই মুরলি ধরি
ত্রিভঙ্গিম ঠাম হরি অন্তরের ছবি।

ধ্রুব। কোথা,—
কোথা গেলে হরি পদ্মপলাশ লোচন,
কোথা বনমালী হরি।
বিষ্ণু। বর নেরে এই যে সম্মুখে তোর।
ধ্রুব। আহা কিবা রূপ দেখরে নয়ন,
পদ্মপলাশ লোচন,
পদ্মপলাশ লোচন,
পদ্মপলাশ লোচন!
লক্ষ্মী। ধ্রুব কোলে আয়,
আয় কোলে দুখীনীর ধন;
তোর ঘরে চিরদিন বাঁধা রব।
অভিমানে কেঁদেছ যেমন,
কত রাজ রাজ্যেশ্বর লয়ে সিংহাসন
সাধিবে চরণ ধূলি তোর;
ডাক বাছা মা ব'লে আমায়।
ধ্রুব। মা মা কৃপাময়ী মা আমার,
দিয়ে সিংহাসন ক'রনা বঞ্চনা;
দে মা তোর হরিধন
অন্য আকিঞ্চন নাহি আর,
প্রভু ভুলাইয়ে ঠেলনা হে পায়
কৃপায় দিয়েছ দেখা।
বিষ্ণু। ধ্রুব বর নেরে ইচ্ছা যা তোমার।
ধ্রুব। যেন ডাকিলেই দেখা পাই।
বিষ্ণু। ডাকিলেই দেখা দিব,
অন্য বর কিবা লবে?
ধ্রুব। অন্য বর নাহি চাই,
হরি পদ্মপলাশ লোচন
ডাকিলেই দেখা পাব,
হরি পদ্মপলাশ লোচন
ডাকিলেই দেখা পাব।
বিষ্ণু। ধ্রুব মোর বরে হও রাজ্যেশ্বর,
শক্তি ধর অবনী শাসিতে;
শুধায়ে রয়েছে
নহে তৃপ্তি এবে তোর বিষয় বাসনা;
যত দিন এ ভবে হরি গুণ-গান
গাবে,
তোর তরে কত জন পাবে পরিত্রাণ
পরে ধ্রুবলোকে পুলকে করিবি বাস,—
গোলকের উপরে সে ধাম।
ধ্রুব, ধ্রুব কোল দেরে বৈষ্ণব চূড়ামণি।
ধ্রুব। প্রভু! প্রভু!
এ পুলক হৃদয়ে ধরেনা,
হরি তুমি কত কৃপাময়!
বিষ্ণু। ফিরে যা কুটীরে
সেথা জননী কাঁদিছে তোর,
এত দিনে দুঃখ অবসান তার;
কত কাঁদিয়াছি তার তরে
তাই তোরে গর্ভে ধরেছিল।
আদরে তোমারে জননীর সনে
পিতা তোর লয়ে যাবে;
কোল দিয়ে পবিত্র হইবে।
ধ্রুব। প্রভু যাইব না ফিরে,
গুরুদেব পদে নমস্কার তাঁর
বলেছেন মোরে, তুমি শঠ নটবর
ছলা কর যার তার সনে,
ভুলাইয়ে যদি যাও?
ডাকিলে যদি না দেখা দাও?
বিষ্ণু। বেঁধেছিস প্রেম ডোরে মোরে
কেমনে পলাব,
ফাঁকি দিব কেমনেরে তোরে?
ধ্রুব। মা কৃপাময়ী,
বল মা আমায় দিবি তোর হরিধন?
লক্ষ্মী। হরি ধন তোর ধ্রুব,
তুমি জান হরির মহিমা
হরি জানে তোরে,
আমি কি বুঝিব
ভক্তের প্রেমিক হরি।
। গৃহে যাও—

ডাকিলেই পাবে দেখা।

(বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রস্থান)

ধ্রুব। র'সো দেখি পরীক্ষা করিয়া,
নহে পুনঃ তপস্যা করিব,
হরি কোথা তুমি ?

(বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কিরে ধ্রুব কেন ফিরাইলি ?

ধ্রুব। হরি পদ্মপলাশ লোচন দয়াময়—

বিষ্ণু। যাও ফিরে,
বন প্রান্তে রয়েছে গরুড়
নিয়ে যাবে তোরে।

ধ্রুব। যাই ফিরে,
যেতে যেতে পুনঃ দেখা দিতে হবে।

বিষ্ণু। দেখা দিব।

লক্ষ্মী। আহা অবোধ অজ্ঞান শিশু।

(প্রস্থান)

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন।

—*—

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। আহা এই সে পবিত্র ধাম বৈষ্ণব চূড়ামণি ধ্রুবের জন্মভুমি, বৈষ্ণবের পদরজ এইস্থানে রয়েছে। বৈষ্ণব চূড়ামণি এইস্থানে বাল্য খেলা করেছেন, এই মৃত্তিকা ধন্য, বৈষ্ণব চূড়ামণির পদ ধারণ করেছে, বায়ু ধন্য বৈষ্ণবকে ব্যজন করেছে, বারি ধন্য বৈষ্ণবের পদ ধৌত করেছে, বৃক্ষ ধন্য বৈষ্ণবকে ফল প্রদান করেছে, পাখী ধন্য বৈষ্ণবকে দর্শন করেছে, আমি ধন্য পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ করেছি, হরি বোল, হরি বোল। হরি বোল এই যে পুণ্যবতী বৈষ্ণব জননী এই দিকে আসছেন, ধন্য সুনীতি এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলে। আমি একবার বৈষ্ণব জননীকে মা বলে পরম পুলক লাভ করি। আহা হরি ভক্তের অন্বেষণে পাগলিনী, হরি ভক্ত ধ্যান জ্ঞান, ধ্রুবের নাম দিবারাত্রি জিহ্বায় উচ্চারণ করছে। ধ্রুবকে স্তন দিয়েছে, আমি একবার ধ্রুব স্বরে মা বলে ডেকে মাকে শান্ত করি। আমি অনাথ মতিহীন, পিতা মাতা হীন, আজ আমি জননী পেলেম।

(সুনীতি গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

(গীত)

পাহাড়ি—আড়াঠেকা।

সুনী।—

এই কি নিদয় বিধি ছিল হে তোমার মনে।
দিয়েছিলে হ'রে নিলে দুঃখিনী অঞ্চল ধনে॥
আঁধার ঘরের আলো, রতনমণি কোথায় গেল
এত ছিল পোড়া ভালে হায় কি হলো ;—
চলে গেছে বুঝি বাছা অভিমানে অযতনে॥
কত সয় আর মায়ের প্রাণে মা বিনে
আর সে কি জানে,
ক্ষুধা পেলে ঘন ঘন চাইতো মুখপানে ;
সে বিনে এ পোড়া প্রাণ দেহে আছে
কেমনে॥

মহা। মা!

সুনীতি। কই বাপ ধ্রুব কোথায় তুমি,
আমি যে দশ দিক অন্ধকার দেখছি,
বাপধন! আর একবার মা বলে ডাক,
মার প্রাণে আর ব্যথা দিস্‌নে যাদু।

মহা। মা।

সুনী। কেরে আমার ধ্রুব ফিরে এলি,
কই আমার ধ্রুব কৈ ?
এ তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ কে!

ভস্মভূষা ত্রিলোচন আগুন জ্বলে ভালে,
ফণাধরে ফণির মালা বোম বোম রবগালে,
শিরে জটা মেঘের ঘটা জাহ্নবি তায় দোলে,
যেন চাঁদের কিরণ রজত বরণ খেলছে
মেঘের কোলে,
বাঘের ছালে কটি বেড়া হাড় গেঁথেছে যায়
জয় জয় রজত-কায় প্রণাম করি পায় ;
আমার হারিয়েছে অন্তরের নিধি ফিরিয়ে
দাও হে তায়।

মহা। মা বৈষ্ণব জননী, মা গো! তোমায় মা বলে ডেকে আমার প্রাণ পুলকে পূর্ণ হলো, তুমি কার জন্যে কাঁদ? যে হরির তত্ত্ব আমি কোটী কল্পধ্যান করে পাইনে, তোমার সন্তান সেই হরির ভক্ত। আমি যে প্রেমের কাঙ্গালী, আমি যে প্রেমের সন্ন্যাসী তোমার পুত্র সেই প্রেমে উন্মত্ত। তুমি ধন্য এ রত্ন গর্ব্ভে ধারণ করেছ, মা মা আমিও তোমার সন্তান, আমায় আশীর্ব্বাদ কর তোমার সন্তানের ন্যায়, হরি প্রেম আমার জন্মাক্। আমি যে প্রেম আশে শ্মশানবাসী, যে প্রেম আশে চিতা ভস্ম অঙ্গে মাখি, যে প্রেমে জটাভার বহন করি, হরির কৃপায় তোমার সন্তান সেই প্রেম লাভ করেছে, তুমি তার জন্যে আর কেঁদনা মা।

সুনী। গঙ্গাধর আমি জ্ঞান হীনা, তোমায় চিনতে পারিনে, তোমার রাঙ্গা চরণে কোটী কোটী প্রণাম। সন্তান আমার হরি ভক্ত তা আমি জানি, কিন্তু অভাগিনীকে মা বলে এমন আর নাই। ধ্রুব বিনে আমার কোল শূন্য, হৃদয় শূন্য, সংসার শূন্য, আশুতোষ আমার ধ্রুব আমায় এনে দাও।

মহা। মা তুমি কেঁদনা, যত দিন না তোমার ধ্রুব ফিরে আসে আমি তোমায় নিত্য মা ব'লে ডাক্‌বো, আবার সেই বৈষ্ণব চূড়ামণিকে কোলে পাবে; পুত্রের মহিমায় অন্তে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে। মা পুণ্যবতী, মা আমি তোর সন্তান, আমি তোমায় মা বলে হরি-প্রেম লাভ করবো।

সুনী। বাবা বিশ্বেশ্বর! আমার ধ্রুবকে কি আমি পাব? আমি দুঃখিনী, বাছা বুঝি আমার অযত্নে অভিমানে বনে গেছে। আর কি সে ফিরে আস্‌বে, আর কি অভাগিনীকে মা বল্‌বে?

মহা। মা তুমি কেঁদনা শীঘ্রই ধ্রুবকে পাবে।

(প্রস্থান)

সুনী। দেখ আশুতোষ, অভাগিনীকে বঞ্চিত করনা, আমি জনম দুখিনী আশা পথ চেয়ে রইলুম, ধ্রুবরে কত দিনে তোর চাঁদ মুখ দেখবো।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বন।

(ধ্রুব)

গীত।

(লুমঝিল্লী—একতালা।)

নাচ বনমালী, দিব করতালি,
শুনিব নূপুর বাজিবে পায়।

হরি বলে ধ্রুব নেচে চলে,
হরি বলে ধ্রুব প্রাণ জুড়ায় ॥
(কৈ ঠাকুর ?)
নাচ হরি হেরি নয়ন ভরি,
পরাণ ভরি ডাক হরি হরি,
ধ্রুব ভাল বাসে পীতবাসে,
প্রাণ দেখিতে ধায় ॥
(কৈ ঠাকুর ?)
বাঁকা শিখি পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা,
কিবা অলকা তিলকা রেখা ;
পায় পায় বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়.
ধ্রুব ও দুটি চায় ॥
(ওই ঠাকুর !)
(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কুটীর দ্বার।

(সুনীতি)

সুনী। দিন বয়ে গেল কৈ ধ্রুব এল ;
এ পোড়া কপালে,
ঋষি বাক্য মিথ্যা বুঝি হ'লো,
কহিল নারদ পূজে হরি-পদ
বাছা মোর ফিরি পুনঃ দেখা দিবে ;
বৃথা আকিঞ্চন কোথা অভাগীর ধন,
হারা নিধি কেবা পায় ?
আর কত দিন রবে প্রাণ
শূন্য ত্রিভুবন,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দুনয়ন.
চাঁদ মুখ আর কি দেখিব ?
আর কি সে মা ব'লে ডাকিবে ,
বন ফল পেড়ে দিব করে তার,
ধ্রুব বাপ ধন,
দেখা দাও, দেখা দাও একবার
ওরে মার প্রাণে সহেনা যে আর।

(ধ্রুবর প্রবেশ)

ধ্রুব। মা!
পেয়েছি মা পদ্ম পলাশ লোচন হরি।
সুনী। ধ্রুব, ধ্রুব হারা নিধি অন্ধের নয়ন !
ধ্রুব। মাগো, বলে ছিলে হরি কৃপাময়,
প্রভু অনাথে দেছেন দেখা,
বাঁকা শ্যাম দেখা দাও,
দেখ গো মা দেখ ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
সুনী। ধ্রুব কৈ তোর হরি ?
দেখা দিতে বল্ মোরে।
ধ্রুব। দয়াময় ! দেখা দাও মারে।
(বিষ্ণুর আবির্ভাব, ও অন্তর্দ্ধান)
সুনী। ওরে ধ্রুব !
দেখা দিয়ে কোথায় লুকাল হরি,
ওরে সার্থক কুমার।
মাতৃ ধার তুই রে সুধলি,
হরি দেখাইলি মোরে।

(মুনি পত্নীর প্রবেশ)

মুনী-প। দেখ রে সুনীতি,
হরি এনে দেছে ছেলে তোর,
ধ্রুব ওরে বৈষ্ণবের চূড়ামণি ;
পবিত্র এ তপোবন লীলাস্থল তোর।
ধ্রুব। ঠাকুরাণি কর আশীর্ব্বাদ,
যেন হরি-পদ নাহি ভুলি।
মুনী-প। বাছা বলিস্ হরিরে তোর,
আমি দীনা আছি তপোবনে।

(রাজা বিদূষক ইত্যাদির প্রবেশ)

রাজা। ধ্রুব কোল দে বৈষ্ণব চূড়ামণি।
প্রিয়ে সতী তুমি ক্ষমা কর মোরে,
তোমা হেতু পাইয়াছি বৈষ্ণব সন্তান,
বংশ মম হইল উদ্ধার।

সুনী। প্রভু, আমি দাসী।

বিদূ। রাণি ভুলেছ কি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণে?

সুনী। ভুলি ধার নহ তুমি,
তুমি দুঃখিনীর দুঃখে দুঃখী।

ধ্রুব। কোলে তুলে রেখে গিয়েছিলে বনে,
কোলে লয়ে চল ঘরে।

বিদূ। বলেছ কি হরিরে তোমার
দুঃখী ব্রাহ্মণের তরে?
দেখ ব'লো তাঁরে পাষণ্ড ব্রাহ্মণ,
কিন্তু লয়ে যেতে হবে ভব পারে।
রাজ বুদ্ধি কি বুঝিব দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
ফাঁকি দিয়ে পেয়ে গেল বৈষ্ণব কুমার;
রাজা হরি ব'লে পুত্র লয়ে চল ঘরে।

সুনী-প। রাখিস্ মা মনে।

সুনী। মা!

রাজা। ভগবতি তোমার কৃপায়
পত্নী পুত্র লয়ে যাই গৃহে।

(সুনীতি ও ধ্রুবর গীত)

আশাভৈরবী, কাওয়ালী।

হরি শ্যাম মুরলী ধারী।
পীতবসন, নীলাঞ্জন, বঙ্কিম বনচারী।
নটবর কিবা অধরে হাঁসি,
প্রেমে বাজে মোহন বাঁশী,
রঞ্জন বনকুসুমমালী মোহন মুরারি॥

সমাপ্ত।

প্রভাস যজ্ঞ।

(নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নন্দ	গোপরাজা।
বসুদেব	শ্রীকৃষ্ণের পিতা।
বলরাম }	
আয়াণ	জটিলার পুত্র।

মহাদেব, ব্রহ্মা, নারদ, উদ্ধব, বেতাল, রাখাল-বালকগণ, ব্রজবাসীগণ, দ্বাররক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

যশদা	গোপরাণী।
রাধিকা	বৃশভানুনন্দিনী।
জটিলা	ব্রজনারী।
কুটিলা	জটিলার কন্যা।
বৃন্দা	প্রধানা সখী।

সত্যভামা, অন্নপূর্ণা, পৌর্ণমাসী, বিদেশিনী, সখীগণ, ভৈরবীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন নিকটবর্ত্তী কানন।

—•—

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

নারদ। পিতঃ! রাধাকৃষ্ণ বিচ্ছেদ আর কত দিন দেখবো? বর্ষে এক দিন বৃন্দাবন দর্শনে আসি, এক বৎসর পর্ব্বত গুহায় বসে কাঁদি, পিতঃ! কি উপায় বলুন? যুগল মিলন দর্শন করতে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে; হায়! এ করুণা-পূর্ণ মানব লীলায় শীলাও বিগলিত হয়।

ব্রহ্মা। রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন দর্শন ইচ্ছায় আমিও ব্যাকুল, কিন্তু কি কর্ব্বো শত বর্ষ পূর্ণ না হ'লে তো শাঁপ বিমোচন হবে না। কৃষ্ণের খেলা কৃষ্ণই জানেন, দ্বারিকা লীলায় যেন বৃন্দাবন ভুলে আছেন, শীঘ্রই শাঁপান্ত হবে। শাঁপান্তে যদি শ্রীমতি না শ্রীকৃষ্ণকে পান তাঁর বিরহ অনল ব্রজে আর ধ'রবে না;

ত্রিভুবন দগ্ধ ক'রবে। বৎস! তুমি এ কার্য্যের ভার নিতে পার? আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সফল হবে, তুমি অতি সুকৌশলী। যদি রাধা কৃষ্ণের মিলন সংঘটন কর্ত্তে পার তবেই তোমার কৌশল—কৌশল, তোমার কির্ত্তী রাধা কৃষ্ণ নামের ন্যায় অক্ষয় হবে। এ কার্য্যে শ্রীমতির প্রধানা দূতী শ্রীবৃন্দাই সমাধা করেছিলেন, দ্যাখ ভাগ্যগুণে যদি তুমি পার, রাধা কৃষ্ণের মিলনে ত্রিভুবন আনন্দময় হবে।

নারদ। পিত! আমার কি শক্তি, আদ্যা-শক্তি শ্রীরাধার মনে যা ইচ্ছা তাই হবে, কিন্তু পিতঃ! প্রাণে উৎসাহ হচ্ছে রায়ের নাম্ নে দেখি যুগল মিলন কর্ত্তে পারি, কি না।

ব্রহ্মা। বৎস! তোমার উৎসাহে আমার প্রাণও আশ্বাসিত হ'চ্ছে, আমার জ্ঞান হচ্ছে, ব্রজেশ্বরি রাই আপনি তোমায় বোল্‌ছেন, "নারদ! এবার মিলনে তোর কাছে ঋণী হবো; ভয় নাই ব্রজে আয়, ব্রজে এসে কৃষ্ণপ্রেম দেখে যা, নইলে রাধা কৃষ্ণের মিলন কর্ত্তে পারবিনি।"

নারদ। পিতঃ! তবে কি আমি একার্য্যে প্রবৃত্ত হবো? রাধার চরণ ধূলি ল'য়ে অদৃষ্ট পরীক্ষা ক'রব, রাধাকৃষ্ণ মিলন, শ্যামের বামে রাই কিশোরী! কি মাধুরি রে প্রাণ ভ'রে যায়!

ব্রহ্মা। বৎস! তুমিই রাধাকৃষ্ণ মিলনের যোগ্য, রাধাকৃষ্ণ মিলন কেবল ভক্তের কৃপায় দর্শন হয়, তোমার ন্যায় ভক্তের কৃপায় যুগল মিলন দর্শন ক'রে তিন লোক পবিত্র হবে। বৎস! তোমায় আশীর্ব্বাদ করি তুমি কৃতকার্য্য হও।

নারদ। পিতঃ আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য। অনুমতি করুন ব্রজে যাই শ্রীরাধা আমায় প্রসন্ন হ'ন তাঁর আজ্ঞা বিনা, কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ব না।

ব্রহ্মা। বৎস! শ্রীমতি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, ব্রহ্মলোকে আমায় সংবাদ দিও, আমি বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ ক'রে যাব।

(ব্রহ্মার প্রস্থান)

নারদ। এই কি সে সুখ বৃন্দাবন!
যথা—
মোহন বাঁশরী সনে গুঞ্জিয়া ভ্রমরা
রাধা নাম গান শুনাইত নলিনীরে?
যথা পুষ্প পুঞ্জ ঈর্ষায় ফুটিত,
লুটিতে ধরার পদ তলে।
বনমালা গাঁথিত কি ব্রজবালা
এই কুঞ্জবনে ফুল চয়ী;
দগ্ধব্রজ দগ্ধ কুঞ্জবন,
দগ্ধ ফুলকলি, সৌরভ গৌরব হীন,
বিদগ্ধ বিদগ্ধ বৃন্দাবন,—
ব্রজবাসী দীর্ঘ শ্বাসে!
শূন্য প্রাণ শূন্য ব্রজ,
প্রাণ আছে শ্রীকৃষ্ণের পদে,
অনিবার হাহাকার ধ্বনি
বিরাম বিহীন ব্রজে,
তাই শব্দ স্তব্ধ হয় জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রাণ কোকিল কোকিলা,
ময়ূর ময়ূরী, শুক শারী
স্বকার্য্য পাশরি
রবহীন্ করিছে রোদন।

জলে বিমলিনী নলিনী কুমুদি,
কৃষ্ণ বিনা নিরব ভ্রমর,
ব্রজ-বাসিগণে দহে হুতাশনে,
কৃষ্ণ ধনে হৃদে ধরি রাখে প্রাণ ;
হেন প্রেম বিনে শ্রীকৃষ্ণ কে কিনে,—
বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণ আনন্দ আলয় !
কৃষ্ণ প্রেম বিলাও আমায়,
দেখ হে ভিখারী আমি কৃষ্ণ-প্রেম আশে।
ওহে পুণ্য নিকেতন,
রাধাকৃষ্ণ লীলার ভবন তুমি !
কৃষ্ণ রাধা বক্ষোপরে ধ'রে
মম হৃদাগারে বারেক বিলাস কর।
বৃন্দাবন ছবি তোর,
অন্তরে রহুক আঁকা,
আয় বীণা আয়,—
একবার রাধা রাধা বলি।

না বীণা না, তোমার সুরে না, একবার বাঁশীস্বরে রাধা রাধা বল, বল্‌চো পার্‌বে না? যতদূর হয়, এবার বাঁশী বাজ্‌লে শিখো, বল্‌ছো হবেনা? এবার পার্‌বোনা, বল্লে হবে না ভাই, একবার রাধা বল, দেখবি এখন কেমন দয়াময়ী সখী পাঠায়ে দিয়ে নে যাবে ; কি বল যদি না নে যায় তোমায় আমায় গিয়ে খুব গালাগাল দিয়ে আস্‌বো এখন।

গীত।

ইমন কল্যানমিশ্র—কাওয়ালী।

বাজ্‌রে বীণে জয় রাধে শ্রীরাধে।
রাধা ব'লে বাজ্‌তো বাঁশী মধুর নিনাদে ॥
মিশে বীণে প্রাণের তারে, রাধাবল
বারে বারে,
ভাস্‌রে প্রেমের পাথারে ;—
বাঁশীর মত মাত বীণে, রাধা না বল সাধে,
প্রাণ ঢেলে দে রাঙ্গা শ্রীপদে ॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাধাকুঞ্জ।

—*—

(রাধিকা, বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

শ্রীরাধা। সখি এই তমাল তলে শ্যাম আমার ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াতেন, আমি অনিমিষ নয়নে দেখ্‌তেম, সই সে কোথায়? আসি বলে, গ্যাছে কৈ এল? কাল কি হ'লনা? কাল রজনী কি পোহাল না? কালাচাঁদ রাধা বলে বাঁশী বাজাত, বল্‌তো রাধা রাধা, রাধা বংশীরব শুনে আমি উন্মাদিনী হতেম্, বাঁশী নিরব, তবে কেন রাধা উন্মাদিনী?

গীত।

সাওন মোল্লার—ঢিমে তেতালা

এখনও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সখি দ্যাখা হ'ত কালা এল কই ॥
যদি লো না দেখা হ'লো, দেখা হলে
বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে, জানিনা যে
কৃষ্ণ বই ॥
ব্রজে যদি এসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বলো বাঁশী, রাধা বলে রসময় ॥

ললি। হের বৃন্দা সই রাই রসময়ী
পলে পলে চেতন হারায়;
হের কমলিনী, যেন ছিন্ন কমলিনী,
লুটায় ধরণী-তলে,
বল সখি কি করি কি করি,
মরে প্যায়ারী শ্যাম চাঁদ বিনা!
বৃন্দে দে গো এনে রমানাথে;
আহা রাজার নন্দিনী—
কাঙ্গালিনী পথে পথে কেঁদে ফেরে,
এ দশায় হেরিয়া রাধায়,
প্রাণ আছে কায়—
তাই লো আশ্চর্য্য মানি।
আহা কৃষ্ণ প্রাণা বিনোদিনী
শতবর্ষ কৃষ্ণ হারা,
নিঠুর মুরারী,
গোপনারী মজাইয়ে গেল চলে।
বৃন্দে!
উঠ গো ত্বরায় যাও দ্বারিকায়,
সেত আসিবার নয়,
ফিরে আন গোপীকার প্রাণ,
বুঝিলো বুঝিলো,
রাধা প্রাণে মল এত দিনে।

বৃন্দা। সখি! শঠে সঁপে প্রাণ,
অপমান হয় সার।
কপট নির্দ্দয়,
অবলায় মজায়ে রহিল কোথা;
হলো না বন সুখকুঞ্জবন,
ধরাশনে কনক-বরণী রাই।
কঠিন জীবন বেঁচে আছি তাই,
প্রাণে বাজে তীর শ্রীমতির দশা হেরে,
নিঠুরে যদ্যপি সখি পাই,
শ্রীমতিরে বারেক দেখাই,
দেখি তার কতই কঠিন প্রাণ।

(দূরে বংশীরব)

একি সখি রাধা নাম কেন শুনি দূরে?
বীণা কি বাঁশরী বুঝিতে না পারি,
দূরে ধীরে করে, রাধা নাম গান,
আচম্বিতে কে এল এ ব্রজে?

বিশখা। সখি! বাঁশরী নিশ্চয়,
রাধা বলে বাজে বাঁশী।

ললি। বুঝি সখি এসেছে মাধব,
কুহুরব শোন কুঞ্জবনে,
শুন শুন ভ্রমর-গুঞ্জন,
কুঞ্জে ফোটে ফুল কলি;
বুঝি কানু
বেণু ত্যজি ধরিয়াছে বীণা,
বধিবারে ব্রজাঙ্গনা;
সখি!
আসিছে নাগর সাজাও বাসর,
মালতী তুলিয়ে গাঁথ মালা,
কুম্ কুম্ চন্দন রাখ সখি থরে থরে,
শ্যাম কলেবরে দিব সখি মিলি,
উঠ উঠ ব্রজেশ্বরি রাই,
বুঝি আসিয়াছে কানাই,
ওই শোন রাধা নাম গান,
মান ক'রে বসলো স্বজনি,
কথা কও ধরাইয়ে পায়।

রাধা। কৈ লো কৈ লো দেলো দেলো—
কৃষ্ণধন দে আমায়,
কৈ সই মদনমোহন?

ললি। শোন হেমাঙ্গিনী, কি শুনি না জানি
বংশীরবে রাধা নাম কেবা গায়?
ধরি মৃদু রোল গগনে মিশায়ে যায়,
বল সখি কে এল এ বৃন্দাবনে?

রাধা। কৈ সই বাঁশী এ তো নয়,
বীণা বাজে বংশী রবে;

যদি সই বাঁশরী বাজিত,
গগণ ভরিত,
মুঞ্জরিত রসহীন্ তরু ;
বুঝিলো স্বজনি
কোন্ ভক্ত জন—
হেরি দগ্ধ বৃন্দাবন,
বীণা স্বরে স্মরণ করিছে মোরে।

বৃন্দা। হের দূরে জটাজুট শীরে,
বীণা করে আসে কোন্ মহাজন,
বাজে মত্ত বীণা
রাধা নাম শুনে, আপনি উন্মত্ত ঋষি ;
কে আসে লো দেখলো কিশোরী।

রাধা। সখি! যাও ত্বরা করি,
আসিছে নারদ ঋষি ব্রজবাসী দরশনে ;
মমপদ বিনে অন্য নাহি জানে,
ভক্ত চূড়ামণি মুনি।
আন শীঘ্র গিয়ে, ভক্তেরে হেরিয়ে,
স্নিগ্ধ করি দাবাদগ্ধ হিয়া,
মধুর বচনে আনিবে এখানে,
বলো বলো ডাকিছে রাধিকা।

(বৃন্দার প্রস্থান)

সখি আমি কি কৃষ্ণকে ভুলেছি কৃষ্ণ বিনে নইলে কেমনে জীবিত আছি? আমার কালাচাঁদ কি কাছে ছিল? দেখ আমি আর নেই, সকলি কৃষ্ণময় ; রাধা আর কোথায়? এই যে আমার কৃষ্ণ, এই যে আমার কৃষ্ণ!

ললি। সখি! ঘোরতর বিরহ বিকারে যে শ্রীমতি নিস্তার পান এমন বোধ হয় না, হা নির্দ্দয় কি কর্‌লে? কৃষ্ণ হে তুমি কোথায়? ব্রজাঙ্গনা তোমাবিনে আর কিছুতো জানেনা কুঞ্জবিহারি। কুঞ্জে প্যারী মরে দেখে যাও, ছি ছি শ্যাম জেনেশুনে ভুলে আছ।

বিশখা। গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

ধূলায় লুটায় সোণার কিশোরী।
ভুলে আছ ভাল আছ,
দেখিতে হলোনা হরি ॥
কমলিনী সরল প্রাণে,
কৃষ্ণ বিনে রাই জানে না,
চতুরে সরল প্রাণে,
প্রাণ সঁপেছে আহা মরি ॥
যদি শ্যামে না হেরিত,
প্যারী কি প্রাণে মরিত ;
মরিত কি ব্রজাঙ্গনা,
না বাজিলে বাঁশরী ॥

(নারদ ও বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। দেখ ঋষি কিশোরীর দশা,
অচেতনে দিবানিশি কেটে যায়,
কমল আসনে
ব্যথা লাগে যে কোমল কায়,
হের মুনি ধূলায় লুটায়,
কভু কৃষ্ণ ব'লে করে হাহাকার,
মৃত্যুর লক্ষণ কর দরশন—
পবন না বহে নাসিকায়,
দেখ—দেখ—
কি দশায় রেখে গেছে শ্যাম,
জেনে শুনে কেমনে রয়েছে ভুলে।

রাধি। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

নারদ। (প্রণাম করিয়া) ব্রজেশ্বরি কৃপা করি কিঙ্করকে চরণে স্থান দিন।

রাধি। ঋষিরাজ! আমি কৃষ্ণ বিরহিনী দুঃখিনী গোপনারী;—আমায় নমস্কার ক'য়ে অকল্যাণ ক'রনা। মুনিবর—শুনেছি তুমি কৃষ্ণময় প্রাণ; -কৃষ্ণের কি সংবাদ জান? আমায় বল, অবলা ব্রজবালার প্রাণ রাখ।

নারদ। ব্রজেশ্বরি! মুরলীধর আপনার হৃদয়ে; কৃষ্ণের সংবাদ তোমাবিনে আর কে জানে? তত্ত্বময়ী কৃষ্ণের তত্ত্ব আমি কেমন ক'রে জানবো?

রাধা। ঋষিরাজ! আর কেন আমায় গঞ্জনা দাও আমি শতবর্ষ কৃষ্ণ হারা, আর কি সে আমার হবে?

গীত।

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে, যদি সে আমার।
কেন তবে কুঞ্জবনে হেন দশা রাধিকার॥
তরুলতা কেন শূন্য, বনপাখী শোক পূর্ণ,
কেন ব্রজশূন্যাছন্ন, ওঠে কেন হাহাকার॥
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে,রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হলে বাঞ্ছিত বাঁশী রাধা বলে শত বার॥

বৃন্দা। দেখ মুনি চৈতন্য-রূপিণী আবার চৈতন্য হারা, আহা ঋষি! ব্রজের দশা একবার দেখ।—

রাধা। ঋষিরাজ! তোমার সঙ্গে কি আমার কৃষ্ণের দেখা হবে? তাঁরে বলো একবার ব্রজে এসে ব্রজাঙ্গনার অবস্থা দেখে যাক্, আমি ধ'রে রাখ্‌বোনা একবার দেখে যাক্; ঋষিরাজ? আমি কৃষ্ণ বিনে জানিনা,—আর কি তারে দেখ্‌তে পাবনা?

নার। আনন্দময়ী কৃপা করুন, আমি আপনার আশীর্ব্বাদ লয়ে দ্বারকায় যাব মনে ক'রেছি, আমি সে নিঠুর নটবরকে ব্রজের দশা ব'ল্‌বো, দেখি তাঁর কঠিন প্রাণ বিগলিত হয় কি না? যদি আপনার চরণে আমার মতি থাকে, আমি রাধাকৃষ্ণ একত্রে দরশন ক'রব।

রাধা। ঋষি! তোমার কৃষ্ণ ভক্তি হোক্ আমি অন্য আশীর্ব্বাদ জানিনা। শত বর্ষ নিরাশা সাগরে মগ্ন! তোমার বচনে আমার প্রাণ আশ্বাসিত হ'ল, ঋষিবর! সত্য কি আমার কৃষ্ণকে, এনে দেবে? সখি! তোমরা সকলে অতিথি সৎকারের আয়োজন করগে, কৃষ্ণপরায়ণ অতিথি কুঞ্জে উপস্থিত; যাও সখি যাও, আমি ঋষিরাজকে দুটো দুঃখের কথা বলি।

(সখীগণের প্রস্থান)

নার। কৃপাময়ী, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রলেন, আমার সাধ ছিল নির্জ্জনে আপনাকে দর্শন কর্‌বো; আমি ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৃন্দাবনে এসেছি শতবর্ষ শীঘ্র অতীত হবে, কিরূপে যুগল মিলন সন্দর্শন ক'রবো—দয়াময়ী দাসকে বলুন।

রাধি। নারদ তুমি কি কৃষ্ণকে আন্‌তে পারবে না?

নার। দেবী আদ্যা প্রকৃতি! আমি কে, শক্তিরূপা, কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে তোমা-ভিন্ন কে আছে।
ভুলায়ও না কমলিনী,
কৃষ্ণ-প্রাণা-ব্রহ্ম-সনাতিনী
রাধা বিনে কৃষ্ণ আর কার?
কৃষ্ণ জানে তোমা,

তুমি জান কৃষ্ণের মহিমা,
আমি কি কহিব ?
শ্রীকৃষ্ণেরে কেমনে আনিব,
রাস-রসময়ী তুমি না সদয়া হলে।
কহ কি কৌশলে যুগল মিলন হবে,
কৃপায় তোমার মম কীর্ত্তি রবে,
পুলকে পূরিবে ত্রিভুবন।
কহ মোরে কৈশব-মোহিনী
মনোবাঞ্ছা কেমনে পূরিবে ?

রাধি। শুন মুনি যাও দ্বারিকায়,
আছি যে দশায়
বলো গিয়ে কালাচাঁদে ;
দেখে এস নন্দালয়ে গিয়ে,
শূন্য হিয়া নন্দ যশোমতি
দিবারাতি নীলমণি বোলে কাঁদে,
শোকে শীর্ণ সদা অচেতন,
দুনয়নে বহে শতধারা।
গোষ্ঠে, ধটী ভ'রে তুলি বন ফুল,
রাখাল সকল ফুকারে কানাই বোলে,
বলো তাঁরে এসব সংবাদ।
করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক মনের কামনা তব,
কর ব্রজবাসিগণে নূতন জীবন দান।

নারদ (স্তব)

হরি প্রিয়া হেমাঙ্গিনী, নিধুবন বিহারিণী,
রাস রসে রঙ্গিনী কিশোরী।
মোহন মোহিনী রাই, পদে যেন স্থান পাই,
পদ্ম কোকনদ আশ করি॥
আদ্যাশক্তি সনাতনী, ব্রজেশ্বরি বরাননী ;
প্রেমময়ী প্রাণময়ী রাধা॥
আত্মারূপা আহ্লাদিনী.বনচারী বিনোদিনী,
বিভূষণা বন ফুল হারে।
কৃষ্ণপ্রেম আমোদিনী, কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়িনী ;
কৃষ্ণপ্রেম বিলাও আমারে॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। রাধে মুনিবরকে বলুন আতিথ্য স্বীকার করেন।

রাধে। ঋষিরাজ ! চলুন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'রবেন।

(সকলের প্রস্থান)

(রাখাল বালকগণের প্রবেশ)

শ্রীদাম। ভাইরে, এ কুঞ্জবনে আমি বাঁশী স্বরে রাধা নাম শুনেছি, কানাই কি এল ? আয় দেখি ভাই খুঁজি সে তো অমনিই লুকুতো, কানাইরে তুই কোথায় ? প্রাণ যায় দেখে যা।

সুবোল। চল ভাই নন্দালয়ে যাই, যদি কানাই এসে থাকতো মা যশোদার কাছে যাবেই, "রাখালরাজ ! "রাখাল রাজ ? তুমি কি রাখালদের ভুলে গেলে, কানাই তুমিতো নির্দ্দয় নও।

সকলে গীত।

পাহাড়ী, যৎ।

এসরে কানাই কোথা আছ ভাই,
মরে রে রাখাল দেখনা দেখনা।
আয়রে গোপাল, ব্রজের রাখাল
তোমা বিনে আর কিছুতো জানে না॥
চারিদিকে ঘেরি, দিব করতালি,
গোষ্ঠে গিয়ে খেলি এস বনমালী,
লয়ে বন ফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাব না॥
হাম্বারবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর যমুনায় ;

তৃণ না পরশে, আঁখি জলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝনা বুঝনা ॥

(রাখাল বালকগণের প্রস্থান)

(জটিলে কুটিলের প্রবেশ)

। ওলো এদিকে আয় এদিকে আয় এদিকে আয়, ওলো নন্দের বেটা জটা রেখেছে।

কুটি। ওমা সে কি গো? সে যে চূড়ো বাঁধা মিন্‌সে।

জটি। ওলো নালো আমি দেখেছি, এখন আর বাঁশী বাজায় না, বীণা বাজায় পাকা দাড়ি পাকা জটা বোয়ের সঙ্গে কথা কচ্ছিল।

কুটি। তবে নন্দের ব্যাটা কেন? সে আর কে বুড়ো।

জটি। ওলো নালো না, রাধা বলে বীণা বাজিয়ে এল অথন বুড় হয়েছে চুল পেকে গ্যাছে তাই জটা করেছে; এই আমরা বুড় হলেম না।

কুটি। ওমা অনাসৃষ্টি কথা বলিস্‌নি! তুই যেন বুড়ো হাল হলি আমি আবার বুড়ো হলুম কবে লা?

জটি। নে, নে তুই সন্ধান নে—নন্দের বেটাই বটে, ঐ বৃন্দে ছুঁড়ী গেছো মাগী তাকে খাওয়াবার জন্যে ফল্ পাড়্‌লে, সে মিন্‌সে রাধিকার পায়ে ধর্‌লে, নন্দের বেটা নয়ত কে? চল্ দেখি দেখিগে।

কুটি। ওমা সে আবার জটা পাকিয়ে এল, তবেই আর গোকুলে টেঁকালে; ছোঁড়া বয়সেই এত ভিরকুটী? বুড়ো হ'লে কি আর দেশে মানুষ রাখবে?

জটি। ওলো ঐ লো ঐ ওমা রাধার পায় ধূলা নেয় কেন?

কুটি। কৈ গো? ওমা সেই বুড়ো মড়া মুনি গো বুড়ো মরা মুনি; পালাই চল্ মায়ে ঝিয়ে এখনি কোঁদল বাঁধিয়ে দেবে।

জটি। আমোলো, ও আবার মুনি কোথাকার? মুনি তো রাধিকার পায়ে ধর্‌লে কেন? ও সেই নন্দের বেটা।

কুটি। আমলো বুড়ো হ'য়ে কি চখের মাথা খেয়েছ, দেখ্‌তে পাচ্ছনা নারদমুনি।

জটি। এঁ্যা নারদমুনি! রাধার পায়ে ধ'র্‌লে কেন?

কুটি। ওমড়া অম্‌নি মরে।

জটি। ওলো, রাধিকাকে তবে আর কিছু বলিস্ না। কি জানি মা, মুনি ঋষি পায়ে ধরে।

কুটি। তুমি একটু একটু বোয়ের চন্নামিত্তর খেও, আমি ও তা পার্‌বোনা পাড়া ঢলানি ওর আবার পা আর মাথা।

জটি। নালো কিছু বলিস্‌নে, কি জানি যদি ভস্ম ক'রে ফেলে।

কুটি। ভীমরথী মাগী; আমি পালাই,—মুখপোড়া মিন্‌সে এদিকে এলেই কোঁদল বাধাবে।

(প্রস্থান)

জটি। ও কুটিলে যাস্‌নে যাসনে দাঁড়ালো আমিও যাই, দাঁড়ালো, আমিও যাই, ওমা ভস্ম ক'রবে নাকি?

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

—*—

(যশোদা ও নন্দের প্রবেশ)

যশোদা। কোথায় গোপাল, কোথায় গোপাল—
কোথা তারে রেখে এলে,
কেরে কুহকিনি!
ভুলায়ে রেখেছে নীলমণি,
বাছা—কত কাঁদে আমা বিনে—
কেরে, ক্ষুধা পেলে
সে চাঁদবদনে নবনি তুলিয়ে দেয়।
কোথা—কোথা আছ বাপধন,
মরে তোর দুঃখিনী জননী,
এস কোলে অঞ্চলের মণি
ধড়া চূঁড়ো পড় যাদুমণি,
শোন তোরে ডাকিছে রাখাল,
আরে রে গোপাল
গোঠে কি যাবিনে আর,
ক্ষীরশর ল'য়ে আছি পথ চেয়ে,
খেয়ে যারে দুঃখিনীর ধন,
মরে তোর দুঃখিনী জননী।
দেখে যারে দেখে যা গোপাল,
এখন কি রয়েছে যামিনী,
নীলমনি যমুনার পারে
আন তারে—মা বলে সে কাঁদে কত!
আহা—
কোন্ প্রাণে ফেলে এলে তারে,
মা বলে সে কাঁদে বারে বারে,
ক্ষুধা পেলে ননি কেবা দেবে,
কোথা আছ গোপাল আমার,
দেখা দাও মায়েরে জননী।

যশোদা গীত।

আলাহিয়া—একতালা।

অঞ্চলের মনি এসরে নীলমণি,
দেখিতে তোরে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা বলে ডাকরে,
আয়রে করি কোলে হেরি চাঁদ বয়ান॥
তোমা বিনে আর কে আছে আমার,
শূন্য ব্রজপুরী নেহারি আঁধার,
শোন অনিবার, ওঠে হাহাকার,
রোদনের ধার বহেরে উজান।

নন্দ। আরে রে গোপাল,
এত যদি মনে ছিল তোর
কেন রে রহিলি বাঁধা,
না জানিরে কি পাষাণে প্রাণের গঠন,
চূড়ো ধরা দিলিরে যখন—
কেন প্রাণ না ফাটিল,
দেহে প্রাণ কি হেতু রহিল,
ওঃ হো আমি যে গোপাল হারা?
বল্‌রে আসিয়ে
কি বলিয়া রাণীরে প্রবোধ দিব,
সে তো জানে নারে তোমা বিনে,
যদি রে নির্দ্দয়,
আমারে না দেখা দাও,
রাণীরে ভুলাও,
দেখে যাও সবাকারে ধরাতলে,
আরে স্বর্ণব্রজ গেলি শূন্য ক'রে
তবু—
প্রাণ ধরে আছি তোরে দেখিবার আশে,
ব্রজে আয় ব্রজের দুলাল।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। নন্দ যশদা শোকসাগরে নিমগ্ন। বাহ্যজ্ঞান শূন্য কৃষ্ণময় প্রাণে কৃষ্ণ ধ্যানে দিবারজনী যাপন কচ্ছেন, বৃন্দাবন কৃষ্ণ প্রেম জীবকে তুমিই শিখাবে তোমার অপার মহিমা, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ?

নন্দ। কৈ কে কোথায় ? কৃষ্ণ ব'লে কে ডাকে ? আরে রাখাল, গোপাল তো আমার ঘরে নাই।

নারদ। গোপরাজ !

নন্দ। গোপাল আমার গোপের রাজা আমি ত নই ? একি ? মুনিবর। প্রণাম হই কতক্ষণ আগমন ? গোপাল আমার, মুনি তুমি অনেক স্থানে যাও, আমার কৃষ্ণকে কি দেখেছ ? দেখ মুনি কৃষ্ণ বিনে আমার দশা দেখ, যশোদার দশা দেখ, মুনি কি ব'লে ভোলাব ? ওতো নীলমণি বিনে জানে না সে তো আস্‌বে না, আমায় চুড়ো ধড়া দে, বলোছিল,—

নারদ। রাজা ধৈর্য্য ধর, তোমার কৃষ্ণধন তুমি ত্বরায় পাবে।

নন্দ। পাব আমার কৃষ্ণধন ; যশোদা, যশোদা কৃষ্ণধন পাব মুনি ব'লছেন।

নারদ। রাজা শান্ত হও।

নন্দ। মুনিবর নীলমণিকে কি পাব না ?

নারদ। পাবে অবশ্যই পাবে।

নন্দ। যশোদাকে কি ব'লবোনা ? মুনি ওর অঞ্চলের ধন যমুনা পারে রেখে এসেছি।

নারদ। অবশ্যই পাবে, কৃষ্ণ কখন তোমাদের ছাড়া নয়।

নন্দ। মুনি ! পাব কবে পাব ? কোলে করে যশোদার কোলে তুলে কবে দেখ মুনি ? গোপাল আমার পাদুকা মাথায় বইত সে কৃষ্ণ আমার কোথায়.?

নারদ। আহা যশোমতির কি দশা ?

নন্দ। আহা ও যে ওর নীলমণি হারা, কৃষ্ণরে একবার দেখে যা।

নারদ। যশোমতি মা ওঠো, মা, মা, ওঠো মা।

যশো। কারে মা ব'ল্লে ?

নারদ। মা, মা !

যশোদা। ওরে ও রব তো আমার পুরে নাই, নীলমণি, নীলমণি মা রব বহু দিন শুনিনি।

নন্দ। রাণী ওঠো, নারদ মুনি এসেছেন।

যশোদা। নীলমণি, নীলমণি, কৈ ?

নারদ। যশোমতি মা, আমি নারদ।

যশোদা। আমার নীলমনি কি এসেছে,এখন কি গোঠের বেলা যায়নি।

নন্দ। মুনিবর ! অপরাধ মার্জ্জনা ক'র-বেন, রাণী ! দেখ দেবর্ষি নারদ।

যশোদা। মুনি প্রণাম করি। আমার গোপাল নাই পুরী শূন্য হয়েছে, মুনি। আমার নীলমণি, কে ভুলিয়ে রেখেচে, তুমি যদি ভুলিয়ে এনে দাও, মুনি রাত্তি কি পোহাল ? প্রভাত হলে নীলমণি আমার ননি পাবেনা তিনবার ননি না দিয়ে গোঠে পাঠাব না, মুনি ! আমার নীলমণি কে ভুলিয়ে রেখেছে এনে দাও, আমার নীলমণি ঘরে নেই, এতক্ষণ আমায় একশ বার মা ব'লে ডাকৃতো।

নারদ। মা গো—তোমার নীলমণি তুমি পাবে।

যশো। মুনি! ভুলিয়ে রেখেছে এনে দাও, ওহো! সে বড় মায়াবিনী! মুনি! নীলমণি আমার এখানে নাচ্‌ত, এখান থেকে আমার কোলে ঝাপিয়ে আস্‌ত, এখানে বসে তার চুড়ো বেঁধেদিতুম, এইখানে ননি খাওয়াতুম, মুনি! ননীর তরে বেঁধে ছিলুম, তাই কি গোপাল আমার রাগ ক'রেছে? দেখ মুনি! গোপালকে আমি এই থানে লুকুতুম; গোঠে যেতে দিতুমনা। আজ আমার গোপাল ঘরে নাই, ঋষি! দেখ আমার প্রাণ শূন্য, পুরি শূন্য, ব্রজধাম একবার দেখে যাও।

দেখ গোপ গোপী সবে শবাকার,
বিনা হাহাকার কিছু নাহি আর,
নাচেনা নীলমণি—
নাহি সেই নূপুরের ধ্বনি,
গোঠে নাই আনন্দের বোল,
বাজেনা মুরলী—
ধবলি শ্যামলি হাম্বারবে নাহি ডাকে,
শূন্য প্রাণ ধেনু তৃণ না পরশে,
আঁখি ভাসে শূন্য পানে চায়
শ্রীদাম সুদাম
অবিরাম ভাসে আঁখি জলে,
বাক্‌হীন কাঁদিছে রাখাল গণে
বিষন্ন বদনে
পরস্পর চাহে মুখপানে,
কভু,—
শূন্য প্রাণে ধায় দুর যমুনার পারে
সদা হায়! হায়!—বলে প্রাণ যায়,
কোথারে কানাই ভাই?
কুঞ্জে নাহি ফুল, নীলমণি নাহি খেলে,
ব্রজ অন্ধকার—
আমার রতনমণি বিনা,
কোথা,—কোথা গোপাল আমার!

নারদ। নন্দরাণী শান্ত হও, তোমার নীলমণিকে তুমি পাবে।

যশো। মুনি! আমার নীলমণিকে কোথায় দেখে এসেছ? নীলমণি কি ননী খেতে পায়?

নার। তিনি ভাল আছেন—দ্বারিকায় রাজা হ'য়েছেন।

যশো। রাজা না, রাজা না আমার নীলমণি! আমার দুদের গোপাল নীলমণি! তাকে দেখে এস না।

নার। মা! কেঁদোনা—তোমার নীলমণিকে এনে দেব।

যশো। কৈ দাও, বহুদিন আমি নীলমণি হারা।

নন্দ। মুনি! নীলমণি কবে আসবে?

যশো। মুনি! নীলমণিকে আজ কি আন্‌বে?

নার। কৃষ্ণ অবশ্যই আস্‌বেন, আমি এক্ষণে আসি, সায়ং সন্ধ্যার কাল উপস্থিত।

যশো। মুনি! গোপাল কবে আস্‌বে?

নন্দ। মুনি! গোপালকে পাবতো?

(নন্দ ও নারদের প্রস্থান)

যশোদা গীত।

আশা ভৈরবী—একতালা।

ভাবি মনে কপাল তেমন নয়।
নইলে কোথায় রইল গোপাল মা বিনে সে সারা হয়॥
কোলে নিতে দেরি হলে, বাহুতুলে ওমা ব'লে,
ভেসে যেত নয়ন জলে, দেখিতে সে শূন্যময়॥

বিদায় দেছি পাষাণ প্রাণে, আসেনি কি অভিমানে,
মা ব'লে সে চাঁদ বয়ানে, আর কি জুড়াবে হৃদয়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

—*—

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

কৃষ্ণ। দেখেছ নয়নে বৃন্দাবন,—
গোপ গোপীগণে কি ভাবে আমারে ভাবে,
শোকে শীর্ণ কায়,
দিবানিশি সমভাবে যায়,
আমারে ধিয়ায়, নাহি জানে অন্য কথা।
শতবর্ষ ত্যজে ব্রজধাম
ক'রেছি পয়ান,
তবু অবিরাম কৃষ্ণনাম বৃন্দাবনে;
শোকে বনপাখী সদা ঝরে আঁখি,
নিজস্বরে সকাতরে ডাকিছে আমায়,
সজল নয়ন ধেনু বৎসগণ
হাম্বারবে ভেদিয়া গগণ
সঘনে আমারে ডাকে,
তাই বৃন্দাবন স্মরি,
দিবানিশি প্রাণ মম কাঁদে।
উদ্ধ। চিন্তামণি! ব্রজ হেতু যদি চিন্তা মনে,
কি কারণ ব্রজে নাহি যাও,
কিম্বা ব্রজবাসিগণে
কি কারণে দ্বারিকায় নাহি আন।
কৃষ্ণ। কার্য্য সূত্রে
কর্ম্ম ক্ষেত্রে আপনি হয়েছি বাঁধা,
পূর্ণ হবে শ্রীদামের শাপ
দূরে যাবে পৃথিবীর তাপ।
হবে পুনঃ ধর্ম্মের স্থাপন
এই হেতু আগমন মম;
আমি একা,—একা আছে রাই—
দেখা নাই শতবর্ষ
কব কত কি বেদনা প্রাণে।
কিন্তু কি করিব
নরলীলা করিব পূরণ,
যে শুনিবে এ বিচ্ছেদ গান
করুণায় পূর্ণ হবে প্রাণ,
ভবমায়া ভেসে যাবে শোকের প্রবাহে;
সহি এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা
জীবের কল্যাণ হেতু।
উদ্ধ। প্রভু! সহ তুমি জীবের কল্যাণে,
কি কারণে সহে নন্দরাণী?
নন্দ কেন শোকে নিমগন?
কেন সহে ব্রজের রাখাল?
আহা!
রাই কমলিনী কিকারণে বিমলিনী?
কৃষ্ণ। ল'য়ে নিজগণ
আসিয়াছি লীলার কারণ,
স্বগণ বিহনে কার সনে হবে লীলা?
ত্রিসংসারে কার অধিকার—
করে করে বাঁধে মোরে,
নাচায় আমায়;
ধটী দিয়া আমারে সাজায়,
ক্ষীর সর আমারে অর্পণ করে,
কেবা সাধ্য ধরে
স্কন্ধে ধ'রে মোরে
এঁটো ফল তুলে দেয় মুখে;

আমি কার পায়ে ধরে সাধি
কার মুখ না হেরিলে কাঁদি,
যোগী হই কার তরে,
গোলকের স্বগণ বিহনে।

উদ্ধ। কিন্তু কি কারণ এ বিচ্ছেদ জ্বালা
শ্রীদামের অভিশাপ
সেও তব সঙ্ঘটন নারায়ণ। —

কৃষ্ণ। গোলক লীলায়,
নাহি ভরে ভক্তের পরাণ,
দেবদেবী ক্রিয়া,
মানবের হিয়া ধারণা করিতে নারে;
নরলীলা বোঝে নরে,
দেখাই মানবে,
যে মায়ায় বদ্ধ আছ ভবে,
সেই মায়া আমারে অর্পণ কর,
নন্দ যশোদার প্রায়,
পুত্র ভাবে বাঁধহ আমায়,
কিম্বা রাখালের সম,
সখ্য প্রেম কর দান,
হও যদি সখি প্রাণ রাখি পদতলে,
মধুরে মধুরে বাঁধরে আমারে,
মধুপ্রেম যেবা অভিলাষী
ব্রজবাসী শিক্ষা দেয় নরে
কি প্রেমের তরে,
গোধন চরাই ব্রজে
পরীক্ষায় নহে মম স্বগন কাতর,
বিচ্ছেদ জ্বালায় কাঁদে নিরন্তর,
তবু শুদ্ধ প্রাণে মনে মনে জানে
আমার আমার ধন।

উদ্ধ। প্রভু! যদি তব স্বগণ বিহনে,
অন্য জনে না সম্ভবে হেন ভাব,
শিক্ষা তবে কোন্ প্রয়োজন।

কৃষ্ণ। শিক্ষামাত্র ব্রজের, ব্রজের এভাব
দরশন,
যে শুনিবে মধুময় ব্রজের এ লীলা
রসাপ্লুত হবে তার প্রাণ,
দ্রব হবে কঠিন পাষাণ হিয়া,
প্রেমে ধৌত বিশুদ্ধ অন্তরে
নিরন্তর এ লীলা হেরিবে
রসের সাগরে সাঁতার খেলিবে,
সে রসের নাহি শেষ!—

(নারদের প্রবেশ)

নার। গীত।

কানেড়া মিশ্র—চৌতাল।

জয় গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র,মাধব মধুসূদন।
দীননাথ দেবকীসুত দ্রৌপদীভয় বারণ॥
প্রেমপিযূষপূর্ণ মুরতি, জগদীশ্বর যাদবপতি।
করুণাময়, কাতরপতি কেশব কেশীমর্দ্দণ।

জয় গোবিন্দের জয়।

কৃষ্ণ। আসুন দেবর্ষি আসুন।

উদ্ধ। দেবর্ষি প্রণাম।

নার। ইস্ আজ শিষ্টাচার বেশি, একবার দ্বারিকায় এলেম, ঠাকুর তোমায় দেখ্তে এলেম।

কৃষ্ণ। আমার প্রতি তোমার এমনি কৃপাই বটে।

নার। আমি কৃপাময়ের দাস। বলি ঠাকুর তুমি কেমন?

কৃষ্ণ। কি কেমন নারদ?

নার। বলি ব্রজবাসিদের কি একেবারে ভুলে গেছ?

কৃষ্ণ। চুপ্ চুপ্ ওখানে সত্যভামা আছে।

নার। অ্যাঁ শুন্তে পেয়েছেন নাকি?

উদ্ধ। না ঋষিরাজ কেউ কোথাও নাই।

কৃষ্ণ। তবে বলুন।

নার। তবে কি সত্যি আছেন না কি?

কৃষ্ণ। উদ্ধব বলছে—

উদ্ধ। ঋষিরাজ না—উনি ছল কচ্ছে́ন।

নার। বটে এমন ছল, আমি ব্রজের কথা আর কিছু বল'বনা।

কৃষ্ণ। ভাল ঋষিরাজ! কোথা হ'তে আগমন?

নার। সত্যভামা ঠাকরুণ, এই ব্রজের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছে́ন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আর নারদ মুনি ব্রজের কথা বলছেন।

নার। কেন ঠাকুর! তোমার এত কিছু খাইনি যে তুমি অমন করে চেঁচাও, বেড়িয়ে এলুম, একটু বসি, ও সত্যভামা ঠাকরুণ আগুণ হ'য়ে আছেন, সেই তুলট্ করা অবধি আমার উপর ঝেঁটা হস্ত আছেন।

কৃষ্ণ। উদ্ধব! ঋষিকে পাদ্যঅর্ঘ্য দাও।

নার। অত সম্মান রাখনা ঠাকুর! একটা কথা শোন বলি—এখানে কেউ নাই একবার বৃন্দাবনে চলুন—তারা সেথা মারা গেল।

কৃষ্ণ। মারা গেল মারা গেল শুনি, এসে দেখে যাক্ না।

নার। ঠাকুর তোমার এম্নি কথাই বটে।

কৃষ্ণ। এখন দ্বারিকা ফেলে আমি গয়লার দলে মিলগে।

উদ্ধ। প্রভু! একি, এই যে ব্রজের জন্য কাঁদছিলে?

কৃষ্ণ। তা কি এম্নিই কাঁদছিলুম যে ব্রজে যাব, মুনি ব'লছেন ব্রজে চল, তাও কি হয়।

নারদ। প্রভু! তোমায় দয়াময় কে বলে? আমার ব্রজধাম দেখে শতধারে চক্ষে জল প'ড়লো, ভাবলেম একি স্বপ্ন না সত্য।

সংশয় জন্মিল মনে,
এই কি সে মধুময় বৃন্দাবন,
যথা—
শরৎ বসন্ত সনে কেলি করে চিরদিন,
যথা নলিনী কুমুদিসনে হাসে,
এই কি সে ব্রজপুরী?
শুষ্ক তরু—
হাস্য হীন কভু ফোটে ফুল,
অলিকুল নাচায় কুসুমে ফিরি,
আহা! দগ্ধপ্রায়
শূন্যময় জ্ঞান হয় সমুদায়,
ওই দূর গোঠে হাহারবে,
কাঁদিছে রাখাল
বন ফল ধটীতে বাঁধিয়ে,
গাভীগণ তৃণ নাহি খায়
ঊর্দ্ধমুখে চায় দূর যমুনায়,
গাভী বৎস দুগ্ধ নাহি করে পান,
ক্ষিপ্ত প্রায় দু বাহু সারিয়ে
ধেয়ে ধেয়ে শ্রীদাম ফিরিছে।
কেহ ভূমে লোটে কেহ ধেয়ে যায়,
তরু করে আলিঙ্গন,
হায়!
মানবলীলায় প্রাণ ফেটে যায়,
ডুবিল মেদিনী উথলি করুণা রসে,
সুখ বৃন্দাবন, কণ্টক কানন,
দগ্ধ প্রায় শ্রীমতির বিরহ অনলে—
দূরে নিধুবন,
দাবাদগ্ধ হরিণীর প্রায়,
ব্রজাঙ্গনা করে ছুটাছুটি,
কেহ ধূলায় ধূসরিত কায়,
উন্মাদিনী ব্রজের কামিনী

হারায়েছে কৃষ্ণধন,
হয়েছে সর্ব্বস্ব হারা;
নন্দরাণী নীলমণি কাঙ্গালিনী.
ধূলায় লোটায় ক্ষীরননী লয়ে করে,
নন্দ ক্ষিপ্তপ্রায়,
কভু ওঠে কভু পড়ে কভু ধায়
কভু বাহ্যজ্ঞানহীন,
দগ্ধ বৃন্দাবনে প্রবেশিতে ভয় হয় মনে,
হেন দশা তোমা বিনে সবাকার।

কৃষ্ণ। নারদ! মনে করি যাব কিন্তু দ্বারিকার মায়া কেমন ক'রে কাটাই?

নার। ঠাকুর! তোমার ও কি কথা?

কৃষ্ণ। না মুনি! বৃন্দাবনে যাওয়া হ'তে পারে না, বৃদ্ধপিতা মাতা—

নার। দাঁড়াও একটা উপায় করি। আচ্ছা ঠাকুর! যেতে হয় যাবে; না যেতে হয় না যাবে, আমি এখন চল্লেম আমার কায্ আছে।

কৃষ্ণ। ঋষিবর! আতিথ্য স্বীকার করুণ।

নার। না এখন ঢের কায আছে, আস্‌বার সময় দেখা যাবে।

কৃষ্ণ। এখন কোথায় গমন?

নার। ব'ল্‌বো কেন।

(প্রস্থান)

উদ্ধ। হৃষিকেশ! কহ সবিশেষ,
যেই বৃন্দাবন নামে,
শত ধারা বহে দুনয়নে,
ব্রজের সে দুঃখের বর্ণনে
কেমনে রহিলে স্থির,
বহুদিন পরে,
ব্রজের এ সমাচার আনিল নারদ,
কুশল না জিজ্ঞাসিলে কার।

কৃষ্ণ। হে উদ্ধব ব্রজে একাকার,
সুখ দুঃখ জিজ্ঞাসিব কার
সবে কৃষ্ণময় দুঃখ সুখ নয়,
আত্মাময় পরমাত্মা ধ্যানে,
দিব্য জ্ঞানে যোগের নয়নে,
নাহি কাল জ্ঞান রয়েছে সমান
শতবর্ষ যামিনী সমান গত।
নিশা অবসানে পূর্ব্ব মত পাইলে আমায়
বাহ্যিক এ ক্লেশ,
এ প্রেমে কি আছে দুঃখ লেশ,
মিলনের উদয় হইল প্রায়,
নারদের রাখিতে সম্মান
করি কঠিনতা ভান,
কৌশলে তাহার,
রাধা সনে দেখা হবে,
গেছে ঋষি পিতার সদন,
যজ্ঞ আয়োজন হবে প্রভাস তীর্থেতে,
চল দেখি মুনি করে কি কৌশল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

-*—

বসুদেবের গৃহ।

নারদ ও বসুদেবর প্রবেশ।

নার। (স্বগতঃ) ব্রজবাসীদের বয়ে গিয়েছে আস্‌বার জন্যে, তোমার চরণের যোর থাকে তো দেখি কার্য্য সম্পন্ন হয় কিনা, আর ঠাকুর তুমি কি নিবারণ কর্ত্তে পার? রাধা আমায় অনুমতি দিয়েছেন।

বসু। মুনি! আসুন, কতক্ষণ আগমন?

নার। বলি এলুম বড় সুর্য্য গ্রহণটা ছিল, বলি কর্ম্মকাণ্ডর কথাটা তো বরাবরই শোনেন, কিন্তু কৈ, তেমন কর্ম্ম তো কিছু করলেন না।

বসু। ঋষি সে অদৃষ্ট অপেক্ষা করে, চির-দিন পরাধীন কেটে গেল।

নার। পরাধীন তো সে দু দিন গেছে, এখন তো স্বাধীন রাম, কৃষ্ণ পুত্র রয়েছে, একটা ছোট খাট কায্ বলি করে ফেলুন।

বসু। কি রকম মুনি কি রকম?

নার। এই আগত গ্রহণের দিন কিছু দান।

বসু। তা আমায় ব'লে দিন কি রকম যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন কর্ত্তে হবে?

নার। তা ব'লছি, বলি—দান ধ্যানটা এখানে করবেন; তীর্থ স্থানে শত গুণ ফল।

বসু। তা কোন্ তীর্থে যেতে হবে বলুন।

নার। বল্‌লেই কি পার্‌বেন?

বসু। তা পারবো মুনি! রথে ক'রে যাব আর কি।

নার। দেখ্‌বেন তীর্থের নামটা মিছেমিছি না নেওয়া হয়, কি জানেন—নাম শুনে তীর্থ আশ্বাসিত হয় ব'লে এই থানে দান ধ্যান ক'রবে।

বসু। না না শত গুণ ফল, আমি অবশ্যই যাব।

নার। যাবেন প্রতিজ্ঞা করলেন, নাম করি প্রভাস, প্রভাসে গিয়ে দান ধ্যান করলে যজ্ঞের ফল আর অধিক আপনাকে কি বল'ব।

বসু। যজ্ঞ নয় কিঞ্চিৎ দান কর'বো বল্লেন।

নার। ঐ হ'ল প্রভাসে দান যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন।

বসু। দান যজ্ঞ একি কথা।

নার। কিঞ্চিৎ বিশেষ! কিঞ্চিৎ যজ্ঞের আয়োজন তীর্থ মহার্থ্যে সহস্র গুণে ফল লাভ।

বসু। তা কি নিয়মে যজ্ঞ কর্ত্তে হবে?

নার। সে এমন কিছু নয়, পরে ব'লছি তবে গ্রহণের দিনই স্থির হ'ল।

বসু। তা আপ্‌নি ব'ল্‌ছেন,

নার। তবে দিন সন্নিকট নিমন্ত্রণ করি গে?

বসু। নিমন্ত্রণ কাকে?

নার। বলি ত্রিভুবন তো নিমন্ত্রণ কর্ত্তে হবে?

বসু। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ?

নার। বলি যজ্ঞের যা প্রথা আছে, তাই করবেন না?

বসু। কিঞ্চিৎ দান করবো অঙ্গিকার ক'রেছি।

নার। কিঞ্চিৎ দান নয় তো কি তোমার দ্বারিকাপুরী কেউ নিতে আস্‌বে।

বসু। বলি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ?

নার। তা আবার কাকে বাকি রেখে আস্‌বো বল।

বসু। মুনি! তুমি কি ব'লছো বুঝতে পাচ্ছিনা?

নার। বলি সূর্য্য গ্রহণে তো প্রভাস তীর্থে যজ্ঞ করবেন স্বীকার করলেন তো।

বসু। দান-যজ্ঞ?

নার। তা নাতো আর লাভ যজ্ঞ কে করে বল? আমি চন্দ্র আজ না বেরুলে কি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করে ওটা যাবে? তিন দিন মধ্যে আছে।

বসু। বলি চ'ল্‌লেন কোথা? আমায় কি আয়োজন কর্ত্তে হবে? ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ একি কথা?

নার। আয়োজনের কথা রাম কৃষ্ণকে ডেকে

জিজ্ঞাসা করুন; সকল লোককে না নিমন্ত্রণ দিলে হবে না, স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল নিমন্ত্রণ তো কর্ত্তেই হবে?

বসু। সে কি কথা? তিন দিনে কি আমি রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজন কর্‌বো নাকি?

নার। আপনাকে কেন কর্ত্তে হবে, রাম কৃষ্ণ করবেন "এই যে রামকৃষ্ণ এই দিকেই আস্‌ছেন;—"ঠাকুর! বসুদেবের প্রভাসে যজ্ঞ করবার ইচ্ছা হয়েছে, আমি নিমন্ত্রণ কর্ত্তে চললেম, উদ্যোগ যে রকম হয় আপনারা করুন।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

বল। প্রভাসে যজ্ঞ কিরে কানাই?

কৃষ্ণ। কৈ আমি তো কিছু জানিনে।

নার। উনি সঙ্কল্প করছেন প্রভাসে সূর্য্য গ্রহণের দিন যজ্ঞ করবেন।•

বল। সে কি পিতঃ, তিন দিন মাত্র সময় আছে।

বসু। বাপু! নারদ বল্‌লে কিঞ্চিৎ দান কর্ত্তে হবে আমি বল্লুম ভাল, বল্লে প্রভাসে, আমি বল্লুম ভাল, বল্লে ষৎ কিঞ্চিৎ দানযজ্ঞ; এখন বলে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিগে।

নার। প্রভাসে গিয়ে যজ্ঞ কর্‌বে, কোন রাজা কখন ও সাহস করে নাই, ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ না কর্‌লে হবে কেন?

কৃষ্ণ। পিতা কি প্রভাসে দানযজ্ঞ কর'বেন অঙ্গিকার ক'রেছেন?

বসু। হাঁ বাপু। আমি বলেছিলুম।

নার। শুনুন না আমি মিছে কথা বল্‌বো কেন?

কৃষ্ণ। বাবা তবে আর বিলম্ব না করে উদ্যোগ করুন মধ্যে তিন দিবস মাত্র সময় আছে।—

বসু। বাপু! তা কেন? অন্ন সন্ন কেন আয়োজন করনা।

কৃষ্ণ। আপনি প্রভাসে যজ্ঞ কর্‌বেন—ত্রিভুবন আশ্বাসিত হবে, তাও কি হয়?

নার। তা সত্য তো আমি তবে নিমন্ত্রণ করিগে?

বল। দেবর্ষি একটু অপেক্ষা করুন, কিরূপ আয়োজন কর্ত্তে হবে বলুন?

নার। আয়োজন আর কি তোমার বাপ যজ্ঞ কর্‌বেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজা দেখ্‌বেন।

বল। কৃষ্ণ কি উপায় হবে?

কৃষ্ণ। চলুন—উদ্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করিগে, ঋষিরাজ একবার রুক্মিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যেও পিতা, মাতাকে সংবাদ দিন্, তার যদি কিছু সাধ থাকে।

নার। তবে আসি,—

(নারদের প্রস্থান)

বসু। দৈবকিকে আর কি সংবাদ দেব? ওই আধাআধি উৎসর্গ ক'র্‌বো এখন তার জন্য আর স্বতন্ত্র উদ্যোগ আবশ্যক নেই।

কৃষ্ণ। না তাঁর যদি কিছু সাধ থাকে, উদ্যোগ করিগে আপনি ব'লে পাঠাবেন।

বসু। তাই যাই বাবা।

(বসুদেবের প্রস্থান)

বল। কৃষ্ণ একি তোর খেলা,
কি ঘটালি নারদে ডাকিয়ে,
তিনদিন আছে ব্যবধান
আয়োজন পর্ব্বত প্রমাণ,

অপবর্গ রাখিবি কি ত্রিভুবন মাঝে ?

কৃষ্ণ। আমি কিছু নাহি জানি,
এল মুনি বৃন্দাবন হ'তে,
বৃন্দাবনে যেতে
আকিঞ্চন করিল আমায়,
কহিলাম এ নহে সম্ভব
ভাল ভাল বোলে মুনি গেল চলে
পরে শুনি এই সংঘটন।

বল। এতদিনে
বৃন্দাবন প'ড়েছে কি মনে তোর,
কহ শুনি যজ্ঞ হবে কিরূপে সমাধা
কেমনে করিবি আয়োজন ?

কৃষ্ণ। দাদা। দিন উপস্থিত
ত্যজ ভয়,
অন্নপূর্ণা করিব অর্চ্চনা
যজ্ঞে আসি জননী বসিবে,
পিতার মনন
নির্ব্বিঘ্নে হইবে এই যজ্ঞ উদ্যাপন।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

নারদের প্রবেশ।

নার। যদুবংশের পুরী ! ত্রিভুবন বেড়ানও যা, দ্বারকা বেড়ানও তা, ষোল হাজার অন্দর মহল, ঠাকুর তাই ঠিক্‌না রাখেন, আর এই তো এই রুক্মিণীদেবীর ঘর, এই তাঁর উপবন, না, না এ মুখো তো দোর নয় ? এই যা সার্‌লে, এই যে সত্যভামা ঠাকরুণ।—

সত্যভামার প্রবেশ।

সত্য। সখি সখি ডাকতো ঐ পোড়ার মুখো ঋষিকে, ও মুনি ঠাকুর।

নার। আর যাব কোথা ধ'রেছে।

সত্য। বলি ও মুনি ঠাকুর শোনই না বৃন্দাবনে তখন নে যেও।

নার। বলি না না আমি তো না।

সত্য। বলি ওমুনি ঠাকুর ! আর লজ্জা কেন ?

নার। বলি তাই তো, তাই তো সত্যভামা ঠাকরুণ কতক্ষণ ? আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম।

সত্য। বলি আমায় ও কি ব্রজে নে যাবে নাকি ? রাধিকার দাসি করতে।

নার। বাল কি কি রাধিকা কে গো ?

সত্য। ঐ যার ঘটক হ'য়ে এসেছ ? ঐ বৃন্দাবনের রাধা ঠাকরুন।

নার। হাঁ হাঁ ঐ গয়লা মাগী, যার জন্য ঠাকুর কাঁদেন ?

সত্য। ঠাকুর কাঁদেন, না তুমি বৃন্দাবনে নে যেতে এসেছ ?

নার। হাঁগা ! একথা কি তোমার মনে নেয় ? আমি যার তোমার জন্য কত বলি, রুক্মিনির ঘরে যান ব'লে আমি যার কত দুঃখ করি।

সত্য। বলি বটে, তাই তুমি আমার শুভ খুঁজতে এসেছ। তাই বৃন্দাবনের কথা এনেছ ?

নার। ওহো হো, বুঝেছি, বুঝেছি বৃন্দাবনের কথা বুঝেছি, বাপকে দে যে বড় যজ্ঞ করাচ্ছেন, প্রভাসে যজ্ঞ হবে, আমায় ব'লেছেন বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে, আমি বলেছি তোমায় উদ্ধবকে

পাঠাও, আমি সত্যভামা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সত্য। বটে বটে, তোমায় কখন ব'লেছে বলতো?

নার। কেন আমি আস্‌তেই, আমি তারপর বুড় বসুদেবের কাছে গেলুম, শুন্‌ছি ভারি যজ্ঞ হবে, বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞ-স্থান নির্ম্মাণ কর্ত্তে গিয়েছে, শুন্‌ছি ব্রজবাসী-দের জন্যে আলাদা যজ্ঞাগার নির্ম্মাণ হবে, সেই নন্দ যশদার বাড়ী সেই রাধা-কুঞ্জ তা বল্‌তে পারি না বিশ্বকর্ম্মা আমায় ব'লে গেল।

সত্য। বটে বটে, আমি দেখে এসেছি বিশ্বকর্ম্মা এসেছে বটে।

নার। আর উদ্ধব বেরুল?

সত্য। কৈ উদ্ধব তো বেরোয় নাই।

নার। হুঁ, এতক্ষণ সে ব্রজের কাছাকাছি পৌছেচে, উদ্ধবের যাবার কথা হয়েছে কি আজ,—বসো ঠাকরুণ, আমি দেখে আসি, (স্বগত) পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

সত্য। শোন না ঠাকুর।

নার। আবার কেন উদ্ধবকে দেখি গে না।

সত্য। বলি শুনেছি কে চন্দ্রাবলি আছে সেও আস্‌বে।

নার। আস্‌বে বইকি।

সত্য। তারও কুঞ্জ হবে?

নার। তা হবে বই কি।

সত্য। তবে, তবে আজ্ চতুরালি বার কর্‌বো।

নার। আবার কি বিভ্রাট, দেখ মধুসূদন আপনি উপস্থিত।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কি ঋষিরাজ! তুমি এখনও যাও নি?

নার। আমি তো ঠাকুর বলেছি,—আমি নিমন্ত্রণ কর্ত্তে পারবো না।

কৃষ্ণ। সে কি? তুমি আপনি যজ্ঞের কথা উপস্থিত কর্‌লে, নিমন্ত্রণ কর্ত্তে তুমি আপনি বেরিয়ে এলে।

সত্য। কোথায় যজ্ঞ হবে গো? শুন্‌ছি নাকি প্রভাসে, তা ব্রজবাসীদের ঘর দোর তৈয়ের হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। ব্রজবাসীদের ঘরদোর কি? যজ্ঞাগার তৈয়ের হবে।

সত্য। বিশ্বকর্ম্মা গেলনা?

কৃষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত এক দিনে যজ্ঞা-গার কে নির্ম্মাণ কর্‌বে?

সত্য। এক দিনে দুটো যজ্ঞাগার?

কৃষ্ণ। দুটো যজ্ঞাগার কি?

সত্য। সে তুমিই জান, উদ্ধবকে পাঠান হ'ল ব্রজে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে।

কৃষ্ণ। এ মিথ্যা সংবাদ তোমায় কে দিলে?

সত্য। সকল কথা মিলিয়ে পাচ্ছি, আর সংবাদ কে দেবে, নারদ তোমায় বৃন্দা-বন যেতে বল্‌ছিল না?

কৃষ্ণ। মুনি! তুমি আমায় বৃন্দাবন যেতে বল্‌ছিলে না?

নার। বলি ঠাকুর! মিছা কথা কেন বল বলতো? তোমার রাধা আছে তোমার রাধা আছে; আমার কি মাথা কিনেছ?

কৃষ্ণ। বটে, তুমিই এই খানে এই সব কীর্ত্তি ক'রেছ?

সত্য। তুমি যজ্ঞ করবে আর মুনি কীর্ত্তি করলে?

কৃষ্ণ। ঐ মুনিই তো সীতাকে যজ্ঞের কথা ব'লেছেন?

নার। আমার কোনও পুরুষে অমন রোগ নেই, যার ইচ্ছা হয় যজ্ঞ ক'র্‌বে আমি কেন যজ্ঞ করতে ব'লে লোকের মন্নি কুড়োব।

সত্য। তা যেই বলুক আমি তো আর, যজ্ঞে যাচ্ছিনি, আমি দ্বারিকা ছেড়ে যেতে পারবনা।

কৃষ্ণ। সে কি প্রিয়ে! পিতা যজ্ঞ ক'রবেন, তিন লোক যজ্ঞে উপস্থিত হ'বে, তুমি দ্বারিকায় থাক্‌বে, সে কেমন কথা?

সত্য। কেন তোমার রাধার দাসী হ'তে যাব নাকি?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! সে কি? রাধা বৃন্দাবনে; প্রভাসে রাধা কোথা?

সত্য। শুনেছি তিনি কৃষ্ণপ্রাণা, উদ্ধব রথ নিয়ে গেলেই আস্‌বেন এখন।

কৃষ্ণ। বৃন্দাবনে আমার কি সুবাদ? শত বর্ষ বৃন্দাবন ছাড়া।

সত্য। তাই সে কালের রস্ উথ্‌লে উঠেছে, ছি, ধিক্, তা একজনের নামে লাগান কেন? বৃন্দাবনে যাবে যাও, নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌বে আন।

নার। তবে আমি এখন আসি।

সত্য। মুনি ভয় কি? বলনা, তোমায় কোথা পাঠাতে চাচ্ছিলেন বলনা? আর বিশ্বকর্ম্মার ঠেঙে কি শুনেছ বলতো বলতো মুখ্‌টো কোথা থাকে।

নার। ঠাকুর তখন বল্‌ছিলেন বৃন্দাবন যেতে, আমি বল্লুম পারবো না, হয় নয় বলুন ঠাকুর?

কৃষ্ণ। সেকি মুনি! তুমিই বল্‌লে ব্রজে চল, বৃন্দাবনে সব হাহাকার কর্‌ছে।

নার। ঠাকরুণ, বুঝুন ব্রজের কথা হ'য়েছিল কি না?

সত্য। আমি সব বুঝেছি, তোমরা দুজনেই এতে আছ, আমার আর কথায় কায নেই, আমি চল্লুম।

কৃষ্ণ। না প্রিয়ে আমি শপথ কর্‌ছি ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌বনা।

সত্য। তোমার আবার শপথ—

কৃষ্ণ। আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে ব'ল্‌ছি, আমি ব্রজে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে পাঠাবনা,—নারদ! তুমি বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ ক'রন।

নার। হাঁ আমি বৃন্দাবন মুখো হই,—পাঠাতে হয়, আপনার অক্রুর আছে, উদ্ধব আছে যাবে।

সত্য। তুমি শপথ ক'চ্ছো ব্রজে নিমন্ত্রণে যাবে না?

কৃষ্ণ। আমি সত্য ব'ল্‌ছি ব্রজবাসীদের নিমন্ত্রণ ক'রবোনা, এস, আজ রাত্রে বিশেষ কার্য্য আছে, রুক্মিণীর সহিত অন্নপূর্ণার অর্চ্চনা কর, আমি কৈলাশে যাব, অন্নপূর্ণা ব্যতীত যজ্ঞ-পূর্ণ হবে না, চল পূজো গৃহে যাই মুনি! তোমায় রুক্মিণী ডেকেছেন।

নার। ঠাকুর! এগুন আমি যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। আজ তোমায় নিমন্ত্রণ কর্ত্তে যেতে হবে জান?

নার। তা জানি আপনি এগুন না।

(শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রস্থান)

নার। ভোজ রাজার কন্যা কি না এখনি ভোজ বাজী দেখিয়ে দিয়ে ছিলো বা, বড় তো কৌশল করে গেলুম, ব্রজে নিমন্ত্রণ দেব না? বলি, এই ঠাকুরকে বেদে দয়াময় বলে, বৃন্দাবনে মানুষ হলো বলে নিমন্ত্রণ ক'রে না। তোমার যা কর্ত্তব্য করলে এখন রাই রাজার নামে

আমার যা কর্ত্তব্য তা কর্‌বো ; ওদিকে যেমন সত্যভামা রুক্মিণী ! এ দিকে তেমনি নারদ মুনি ! কোঁদল বাদ্‌বে বইতো না ; র'স র'স যদি রাইকে অনাদর করে ? ফল্‌ থেকো বুদ্ধি কি না ? রাইকে অনাদর ক'রবে ? যা'ই পিতাকে সংবাদ দিয়ে যাই, ব্রজে যাব না ব্রজের জন্যই যজ্ঞ ব্রজে যাব না।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাশ-পর্ব্বত।

—*—

মহাদেব ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত।

মহা। অন্নপূর্ণা শোন—
শতবর্ষ পূর্ণ হলো এত দিনে,
রাধা কৃষ্ণ যুগল মিলন
যাব দোঁহে করিতে দর্শন—
দিতে নিমন্ত্রণ
হৃষিকেশ আপনি আসিবে,
যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।

অন্ন। কহ ত্রিলোচন !
রাধা কৃষ্ণ ভেদ কি কারণ ?
শুনে হয় খেদ কেন এ বিচ্ছেদ
নরলীলা মর্ম্ম কিবা তার ?

মহা। শুন বিবরণ,
গোলকে পুলকে
এক দিন গোলকবিহারী
রাধা সনে করেন বিহার,
দৈব যোগে শ্রীদাম আইল,
কৃষ্ণ দরশন আশে,
সখ্য-প্রেমে
কৃষ্ণ বলি ডাকিল শ্রীদাম,
চঞ্চল শ্রীনাথ শুনি,
ত্যজি কমলিনী
আসিলেন শ্রীদামের পাশে,
বিহারে ব্যাঘাৎ, ক্রোধে অকস্মাৎ
শ্রীদামেরে অভিশাপ দেন রাই ;
"শতবর্ষ হও কৃষ্ণহারা"।
শাপ শুনি শ্রীদাম রুষিল
রাধারে কহিল,—
"বিনা দোষে দিলে মনোস্তাপ
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে একা না দহিব,
শতবর্ষ কৃষ্ণ বিনা তুমিও কাঁদিবে।"
সেই হেতু এ বিচ্ছেদ,
শাপান্তে শ্রীহরি
যজ্ঞ করি মিলিবেন রাধা সনে,
যজ্ঞদিন আগত এখন
বন্দিবারে তোমায় আমায়
আসিছেন যদুরায়।
শুন !—
বেতাল ভৈরবে পূজিছে কেশবে,
হরিধ্বনি করিছে ভৈরবী—
মত্ত মম প্রাণ হরিগুণ গান শুনি
হরি বোল হরি বোল ভোলা।

(বেতাল ভৈরবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও ভৈরবীগণের গীত)

আলাহিয়া—একতালি।

পুরুষ। দর্পহারী দানবারি জয় জয় গিরিধারী।
স্ত্রী। মুরলীবদন মদনমোহন গোপনারী-মনোহারী॥

সকলে। হরি হে হরি হে

পুরু। জয় গোপাল নন্দলাল গোচারণ রঙ্গ।

স্ত্রী। দুটি আঁখি বাঁকা হেলা শিখি-পাখা
কুল শীল মান ভঙ্গ ॥

পুরু। যমলোর্জ্জুন ভঞ্জন,

স্ত্রী। রাধা হৃদি রঞ্জন,

পুরু। কেশী-সূদন কংস ধ্বংসকারী।

স্ত্রী। চিত্তচোর রসবিভোর রাধাকুঞ্জদ্বারী॥

সকলে। হরি হে হরি হে॥

কৃষ্ণ। ওহে পশুপতি,
ধর দেব ভক্তের মিনতি,
যেতে হবে প্রভাস তীর্থেতে;
ওমা অন্নপূর্ণা!
যজ্ঞ পূর্ণ হয় যেন যজ্ঞেশ্বরী।
কৃপাময়ী, তনয়েরে হেরি
ল'য়ে দিগম্বরে,
প্রভাসে হও মা অধিষ্ঠান,
ত্রিলোচন—রেখো রেখো ভক্তের বচন।

মহা। কেন এত মিনতি তোমার হরি,
যে দিন কহিবে
খেপী যাবে ভবালয়ে,
জ্ঞান আমি
পঞ্চমুখ ভরি দিবস শর্ব্বরী
করি হরি তব গুণ গান,
তব যজ্ঞে হ'ব অধিষ্ঠান
এ হেন সম্মান, কবে আর হবে মম?

অন্ন। আমি তোর জননী কেশব,
তোর যজ্ঞে আমি অধিশ্বরী,
ভাণ্ডারে বসিব অন্ন দিব ত্রিভুবনে,
সুখে কর যজ্ঞ সমাধান
এই হেতু এত কেন স্তুতি।

কৃষ্ণ। মাতঃ সন্তানের স্নেহ তুমি জান,
ভগবতি, হৈমবতি! রেখ দাসে রাঙা
পায়।

মহা। হরি হরি বহু দিন পরে;
এস'হে আলিঙ্গন করি।

কৃষ্ণ। দেব দেব আমি দাস তব।

মহা। অন্নপূর্ণে পূর্ণ মম প্রাণ
হরি নামোধ্বনি তোল গগন ভেদিয়ে]
মত্ত হয়ে কর নাম গান।

বেতাল ভৈরবীগণ—গীত।

লুমথাম্বাজ—একতালা।

পুরুষ। পরমাত্মন্ পীতবসন, নবঘন শ্যাম-
কায়।

স্ত্রী। কালা ব্রজের রাখাল, ধরে রাধার পায়।

সকলে। হরি নাম বল বদনে।

পুরু। বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমঃ নমঃ
পদপঙ্কজে।

স্ত্রী। মরি মরি বাঁকা নয়ন, গোপীর মন
মজে॥

পুরু। পাণ্ডব সখা সারথী রণে,

স্ত্রী। বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।

পুরু। যজ্ঞেশ্বর ভীত ভয় হর যাদব রায়,

স্ত্রী। প্রেমে রাধা বলে বদন ভেসে যায়।

সকলে। হরি নাম বল বদনে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

পৌর্ণমাসীর মন্দির।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। এখন কি করি? এখন কৌশল তো সব তল হলো, বীণা আর কৌশলের দর্প ক'র্‌বি? না, না, এই কাণ মল, চক্রীর কাছে চক্র; বলি বীণা তোর লজ্জা হচ্ছে না? আবার ব্রহ্ম মুখো

হয়েছিস্? কি কৃষ্ণই এনে দিলি? মাথা খেয়ে নিমন্ত্রণটা বারণ? আমি তো নিমন্ত্রণ করি, না বীণা বোঝনা আর কৌশল ক'র না সে সব পারে, এই ব্রজের পথে সত্যভামাকে আন্‌তে পারে, দেখ না কোথা যাব রুক্মিণীর মন্দির, না নারদ মুনির সত্যভামার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ, এক্ষণে তো পৌর্ণমাসীর মন্দিরে প্রবেশ। বীণা ঠিক হ'য়েছে, এই পৌর্ণমাসী দেবী যা ব'লবেন বীণা খুব কেঁদে মাকে জানা্বি, বল্‌বি মা যা হয় কর, এ বুড়ো বসুদেবকে যজ্ঞে নামিয়ে আমি বিপদ্‌গ্রস্থ।

(স্তব)

কিঙ্করের বাণী, শুন মা শিবানী,
হররাণী হও সদয়া।
ঠেকে গেছি দায়, কর মা উপায়
স্মরণ ও পায় অভয়া॥
চরণ-নলিনী, দে গো মা জননী
লজ্জা-নিবারিণী বরদে॥
ঠেকেছি দুস্তার, কর মা নিস্তার,
কর তারা পায় বিপদে॥
ব্রজে নিমন্ত্রণ, হলো নিবারণ
করি মা কেমন বলনা?
কৃষ্ণ দিব কালি, বলে গেছি কালি
বনমালী করে ছলনা॥
বড় ছিল মন, যুগল-মিলন,
করি দরশন নাচিব।
পুরাও মা সাধ, রাধা কালচাঁদ
মিলনের ফাঁদ পাতিব॥

দৈববাণী। কে তুমি?—
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

নার। "কে তুমি"?—অমন দৈববাণী,
আমি নারদ মুনি শুনিনি?
হেথা মাতা ভাণ্ডাবে আমায়
প্রস্তর মুরুতি বলি—
পাষাণের মেয়ে পাষাণ দেখায়ে
ছলনা আমার সনে,
কথা কও অভয়া প্রস্তরময়ী,
নহে তুমি বুঝিবে কেমন
কৈলাস পুরীতে গিয়ে—
দৈববাণী শুনি
ভাগ্য মানে অন্য জনে,
আমি দরশন মাগি
কথা কও বা না কও
সমাচার লও,
যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।
শুনেছ পাষাণ কাণে—
আসিবেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে
সমাচার দিও তব ব্রজবাসীগণে;
কি বলিব "নিমন্ত্রণ"—
নিমন্ত্রণ হয় নয় জান কাত্যায়নী,
এখন পাষাণ ভান্!
চলিলাম কৈলাস আলয়ে।

পৌর্ণ। বৎস! যাও তব বাসনা পূরিবে
রাধাকৃষ্ণ মিলন হেরিবে,
আমিও যাইব মম ব্রজবাসী লয়ে।
সন্দেহ তোমার না জানি কেমন,
গেছ শ্রীমতির অনুমতি ল'য়ে,
স্থির কর হিয়ে
রাধিকার আশীর্ব্বাদ বিফল কি হয়;
কীর্ত্তি তোর রহিল অটল।

নার। আর কীর্ত্তিতে কাষ নেই মা, আমি বুঝেছি তোমাদের কীর্ত্তি তোমরা কর, আমি হরিগুণ গেয়ে বেড়াই গে মা—

চন্দ্র্। ব্রজবাসীকে মুখ দেখাতে পার্‌বোনা, কাল কৃষ্ণ এনে দিই বলে

গেছি, বীণা মা-বলেছেন, আর ভয় কি? না, না আর সন্দেহ করিস্‌নে? প্রভাসে কে এল না এল, চল দেখি গে।

(প্রস্থান)

(বিদেশিনীবেশে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

বিদে। যাই আমি বিদেশিনী-বেশে
ব্রজে দিতে সমাচার,
শক্তিহীন ব্রজবাসী।
শত বর্ষ উপবাসী সবে,
শক্তি দিব প্রভাসে যাইতে।
মম বাক্য বিনে অভিমানে,
শ্রীমতি না প্রভাসে যাইবে।
ছদ্মবেশে যাই,
বিনা রাই কেহ না জানিবে।

(জটিলে কুটীলের প্রবেশ)

জটি। হাঁ বাছা! তুমি কে গা?

বিদে। ওগো আমরা গো আমরা পাহাড়ী।

জটি। পাহাড়ী হও আর যে হও বাছা, মন্দির সাম্নে থেক না বাছা, এখানে পূজো আচ্ছা হয় বাছা।

বিদে। কেন বাছা? মন্দির তো তোমার নয়, ঠাকুরও তোমার নয়? যার খুসী সে পূজা কর্‌বে।

জটি। এ ব্রজের মন্দির বাছা, এ বাছা যে সে পূজা কর্ত্তে পায় না বাছা।

কুটি। যে সে পূজা কর্ত্তে পায়না বাছা।

বিদে। কেন গা বাছা? যে সে পূজা কর্ত্তে পায়না বাছা।

জটি। ভেংচোচ্ছ বাছা? নাক ঘসে দিব, ভাল চাও তো সরে যাও বাছা?

কুটি। ভাল চাও তো সরে যাও বাছা।

বিদে। কেন গা বাছা? দুটো ফুল দাওনা বাছা।

জটি। হাঁ লো কুটিলে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিস্? মাগীর নাকে ঝামা ঘসে দিলি নে।

বিদে। দেনা বাছা দুটো ফুল আমি সাজি, পাথরের পায়ে দিবি বইতো না, আমি বড় সাজ্‌তে ভালবাসি দে।

জটি। ওলো কুটিলে ধর্‌তো লো এই ফুলের সাজি।

কুটি। দেত লো, ওমা দেখ্ দেখ্ মাগী ফুল তুলেনে পর্‌লে, ও দাদা, দাদা।

জটি। ওরে আয়ান রে পেত্নী রে!

কুটি! দাদা গো ফুল প'রেছে গো।

জটি। ওরে আয়ান রে রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী রে সাঁকচুন্নি রে।

কুটি। দাদা গো মাথা ভরা সিন্দূর গো নাচে গো।

জটি। ওরে আয়ান রে মাল্লে রে।

কুটি। দাদা গেলুম গো।

বিদে। বাছা তোমাদের শুভ সংবাদ দিই, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে এসেছেন।

জটি। ওমা কি বলে গো নন্দের বেটা আস্‌বে বলে গো।

কুটি। নন্দের বেটা আস্‌বে বলে গো।

বিদে। তিনি আস্‌বেন না তোমরা যাবে, শ্রীরাধা যাবেন।

জটি। ওলো তাই লো তাই, তাই অত সজ্জা গজ্জা, কোথা যাবে বাছা?

বিদে। প্রভাসে।

জটি। ওলো তাই লো তাই, তাই এত ফুল তুলেছিলো দেখি গে চ তো দেখিগে।

(জটিলে কুটিলের প্রস্থান)

(বৃন্দের প্রবেশ)

বৃন্দা। কোথায় নারদ
আর কি সে নিঠুর আসিবে এবৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ আনে নারদের হেন শক্তি কিবা ?
আমি মথুরায় আপনি গিয়েছি,
ব'লেছি রাধার দশা ;
সেধেছি—কেঁদেছি
পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রেছি কত।
তবু সে ত এল'না,
হায় ?—
উৎসাহে সাজায়ে কুঞ্জ আছেন শ্রীরাধা
না এলে মাধব।
শব সম পড়িবে ভূতলে—
পুনঃ এ নৈরাশে—
রাধার কি রবে প্রাণ ?

বিদে। অন্বেষণ কর মা গো কার,
শুন শুভ সমাচার,
শ্যামধন ব্রজের রতন,
পাবে পুনঃ ব্রজবাসী।
ধরহ বচন,
প্রভাসে গমন করহ সত্বর সবে,
কালাচাঁদ প্রভাসে উদয় হবে।
শুন সুবদনী বিলম্ব না কর,
বার্ত্তা দেহ রাধারে ত্বরিত।
নন্দ উপানন্দ আদি গোপ-বৃন্দে
সবে কথা করিও জ্ঞাপন—
যশোদারে বলো গোপাল আইল—
চল যাবে দেখিবারে ;
নীলমণি নবনী চেয়েছে।

বৃন্দা। কেমা তুমি সুভাষিণী ?
অভিমানি রাধা বিনোদিনী,
সে কি বরাননী প্রভাসে কখন যাবে।
গেলে পরে সে কি মা চিনিবে ?
হবে দায় রাধায় লইলে তথা,
শোকে নন্দরাণী নাহি সরে বাণী ;
সে কেমনে প্রভ সে যাইবে।
শুন সুবদনী তারে আমি জানি
সে বড় কঠিন শঠ,
মথুরায় গিয়ে,
ফাটে হিয়ে স্মরিলে সে কথা,
যে ব্যথা পেয়েছি সুকেশিনী,
কব কি তোমারে।

বিদে। রাধা-কৃষ্ণ-সংমিলন হইবে প্রভাসে,
সংশয় না ভাব বৃন্দে যাও নিজবাসে।
(বিদেশিনীর অন্তর্দ্ধান)

বৃন্দা। শুন শুন বুঝিতে নারিনু,
তব কথার আভাব।
একি ! কোথা গেল সে রমণী !
কাত্যায়নী ক্ষম মা জননী,
চিনিতে নারিনু তোমা।
আমি মূঢ়মতী কিঙ্করী তোমার,
তব—
আজ্ঞামত শ্রীরাধায় দিব সমাচার।
ভাল মন্দ ভার তবোপরে,
যাই মা সত্বরে,
তব বরে হেরিব মা যুগল-মিলন।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাধাকুঞ্জ।

রাধিকা ও ললিতার প্রবেশ।

—*—

গীত।

কানেড়া—কাওয়ালি।

রাধি। কেমনে বল সজনি আশা দিব
বিসর্জ্জন।
আসি ব'লে সে গিয়েছে,
আশায় আছে এ জীবন॥

আমা বিনে সে কি জানে,
ভুলেছে সে প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে কৃষ্ণধন।
সে যদি সই নয় গো আমার,
কে আর বল আছে রাধার ?
এমন কি হয় সে আমার নয়,
স'পেছি তায় প্রাণ মন ॥
সখি ! আসিবে সে মনোচোর
প্রত্যয় কর লো কথা,
মন ব্যথা জানে সে আমার,
সেতো নয় নিদয় সজনী।
পায়ে ধ'রে সেধে ছিল—
আমি সই মজে ছার মানে
কুঞ্জ হতে বিদায় দিয়েছি তারে,
বুঝি,
যমুনার ধারে
ফিরে বঁধু কেঁদে কেঁদে,
যাও সখি ডেকে আন তারে।
বুঝি কুঞ্জ দ্বারে আছে সে দাঁড়িয়ে ;
আমা ছেড়ে রহিতে না পারে,
যদি কভু বিরস হেরিত
শ্যাম আমার,
কাঁদিয়ে ভাসাত পীতধটী,
মন দুঃখে সে কত কাঁদিছে সই ;
ভাবি দিবা নিশি মম কাল শশী
আমা বিনে যতন কে জানে।
সখি। শুন বুঝি বাজে লো বাঁশরি।
ললি। শুন কমলিনী !
বৃথা আশা ক'রনা সজনি,
আশায় নিরাশ কেন হবি ?
কেন লো মজিবি—
কৃষ্ণ তোর আর কি আসিবে ব্রজে ?
রাধা। সখি ! আশা ছেড়ে কেমনে রহিব
আশায় রেখেছি প্রাণ,
দুরূহ বিরহ সাধে কিগো সই।
কৃষ্ণে পাব জানি মনে মনে,
তাই প্রাণ বেঁধে রাখি প্রাণ।
নয়ন মুদিলে কে আমারে বলে,
পাবে কৃষ্ণধনে ভেবনা বিষাদ রাই,
তাই নারদের বাণী,
সজনি প্রত্যয় করি।
বড় সাধে আছি সই সাজা'য়ে বাসর,
আসিবে নাগর ;
দেখ বুঝি এল, এল—

(বৃন্দার প্রবেশ)

কই কৃষ্ণ কই ?
বল বৃন্দে বল মোরে।

গীত।

পাহাড়ী খাম্বাজ,—তাল মধ্যমান।

মরি লো প্রাণসই, জানিনে কৃষ্ণ বই.
যাগো যা প্রাণধনে আন না।
সইলো সই কালা বিনে, বাঁচিনে বাঁচিনে,
জেনেও কি প্রাণসখি জান না।
আমার সে কালাচাঁদ, দেখ্‌বো বড় সাধ,
মলে সই আর তো দেখা হবে না ॥
যা লো যা ত্বরা করি, আন লো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না ॥

বৃন্দা। শুন কমলিনী,
প্রভাসে এসেছেন শ্যামচাঁদ।
চল রাই প্রভাসেতে যাই,
দেখা যদি পাই তার।
রাধা। সখি ! আশা বাসা ফুরাইল এতদিনে,
বৃন্দাবনে দাঁড়াইব বামে।
মনে মনে ছিল সাধ,
সাধে বাদ সাধিলেন কালাচাঁদ,
আছে মনে কালশশী বারেক হেরিব।
সাধ করে প্রভাসে যাইব,

প্রাণ দিব চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে।
না জানি সজনি আমি অভাগিনী,
বিধি যদি তাহে সাধে বাদ,
কুলবধূ কেমনে যাইব,
আয়ানের আজ্ঞা বিনা ?

বৃন্দে। কৃষ্ণবিলাসিনী,
আয়ান-ঘরণী হ'লে তুমি কতদিন ?
যার তরে
কলঙ্কের পসরা ধ'রেছ শিরে ;
যার তরে শতবর্ষ ভাস আঁখিনীরে
যাবে সখি হেরিতে তাহারে ;
আয়ান কি বাধা তায়,
ছিলে কৃষ্ণময়,
কত দিন আয়ানেরে হ'য়েছ সদয় ?
শুনিতে বাসনা হয় রাই।

রাধা। শুন সই,
এতদিনে পূর্ব্ব বিবরণ হ'তেছে স্মরণ
আয়ান পরম ভক্ত মম ;
কত জন্ম করি তপ জপ
আমারে এনেছে ঘরে
পরকীয়া আস্বাদের তরে ;
এ রঙ্গ করিল হরি।
যাব সখী ব্রজে আর না ফিরিব,
আয়ানেরে ব'লে যাব তাই,
সখিগণ হও ত্বরান্বিত
চল সবে যাইব প্রভাসে,
কৃষ্ণ আশে আছে প্রাণ।

বিশখা।— গীত

পিলু জলদ—একতালা।

চল লো বেলা গেল লো,
দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে।
দু' কথা শুনিয়ে দিব
কপট্ নিঠুর বাঁকা শ্যামে ॥
ব'লবো কি পড়ে মনে,
ননী চুরি বৃন্দাবনে ;
কাল কি হয় না ভাল,
এমনি কি গুণ কৃষ্ণ নামে ॥
যুগলে দিব মালা,
ভুল্‌বো সই ! প্রাণের জ্বালা ;
মোহন ছাঁদে রূপের ফাঁদে
কাঁদবে পড়ে রতি কামে ॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

নন্দালয়।

নন্দ ও যশদার প্রবেশ।

নন্দ। শুন রাণি !
শুনি লোক মুখে
নীলমণি এসেছে প্রভাসে,
শুনি বিদেশিনী দেছে সমাচার ;
ব্রজবাসী যেতে চায় কৃষ্ণ দরশনে।

যশ। বল ব্রজবাসিগণে
কৃষ্ণধনে নারদ আনিবে ব্রজে,
তাই করে নবনী লইয়ে
আছি দাঁড়াইয়ে;
এলে নীলমণি সবারে দেখা'ব ডেকে।

নন্দ। রাণি ! মুনির বচনে বৃথা কেন
কর আশা ?
বৃন্দাবনে নীলমণি যদ্যপি আসিবে
যজ্ঞ তবে কি হেতু প্রভাসে ?
কৃষ্ণ আর তোমার তো নয়
বসুদেব দৈবকীর—
ভাবি তাই কি বলিব ব্রজবাসিগণে।

যশ। চল তবে প্রভাসেতে যাই,
মায়াবিনী সে দৈবকী
ভুল্যা'য়ে রেখেছে গোপালেরে,
দেখিলে আমায়
মা ব'লে আসিবে ধেয়ে
ননী দিয়ে,
কোলে ল'য়ে পলায়ে আসিব।

নন্দ। যশমতি! তুমি বুদ্ধিমতি
হেন কথা নাহি বল,
কোথা যাবে
গোপাল কি চিনিবে তোমায়?
মনে হ'লে বিদরে হৃদয়
মথুরায় কত কথা কহিল নিদয়;
কেঁদে সারা ব্রজের বালক,
তবু সে তো না আইল ফিরে
গিয়ে প্রভাসের তীরে
পুনঃ কেন হব অপমান?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ওমা নন্দরাণি শুন মা কাহিনী
নীলমণি প্রভাসে এসেছে,
তাই ব্রজবাসী হইয়ে উল্লাসী
হেরিবে মাধব করিতেছে কলরব;
চল নন্দরাণি!
কোলে পাবে নীলকান্ত-মণি
দুঃখের রজনী অবসান।

নন্দ। বৃন্দে নিমন্ত্রণ নাই—যেতে ভয় পাই
কি জানি কি বলিবে গোপাল?
হবে গো জঞ্জাল রাণীরে লইয়ে তথা;
আমারে সে যে কথা ব'লেছে
বলে যদি যশদার কাছে,
প্রাণে বাঁচে রাণী হেন বুঝি
নাহি অনুমানি।

বৃন্দে। কৃপাময়ী কাত্যায়নী
বিদেশিনীবেশে
দাসিরে দিয়েছেন সমাচার,
আজ্ঞা তাঁর—
প্রভাসেতে হ'তে আগুসার;
মিথ্যা নহে বাণী শুন নন্দরাণি!
ক্ষীর ননী লয়ে চল গো চল গো ত্বরা।

যশ। চল শীঘ্র চল যাই প্রভাসেতে,
নীলমণি বিনে গো পথের কাঙ্গালিনী
মান অপমান কিবা,
নিমন্ত্রণ কিবা প্রয়োজন?

বৃন্দে। আত্মজনে পাঠায় সংবাদ
নিমন্ত্রণ নাহি করে।

নন্দ। হও প্রস্তুত সকলে
মিছা আর বিলম্বে কি ফল?

গীত।

খুরট-মিশ্র-একতালা।

যশ। কোথায় গোপাল আছি পথ চেয়ে।
কোথা রে নীলমণি আমায় মা বলে
আয় ধেয়ে ধেয়ে॥
পাগলিনী তোর জননী
তোমা বিনে রতনমণি
এস গোপাল! খাও রে ননী,
কোলে ওঠো অঞ্চল বেয়ে॥
বেধে ছিলাম করে করে
আছ কি তাই রোষ-ভরে?
ঘর-আলো ধন এস ঘরে,
মা ব'লেছ কারে পেয়ে॥
চল তবে,
গোপাল আমার, গোপাল আমার।

নন্দ। দেখি ধায় পাগলিনী প্রায়
নাহি জানি প্রবাসে কি হবে?

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

আয়ানের বাটী।

আয়ান ও রাধিকার প্রবেশ।

আয়া। তবে যে কুটিলে বল্‌ছিল তুমি প্রভাসে যাবে?

রাধি। আমি তোমার কাছে বাঁধা, কোথায় যাব?

আয়া। দেখ পালিয়ে যাও তো দেখ্‌তে পাবে।

রাধি। ভক্তি-ডোরে বেঁধেছে আমায়
কোথা যাব সে ডুরি ছেদিয়ে?
দিব্য চক্ষু করিনু প্রদান
হের বিদ্যমান
আদ্যাশক্তি আমি সনাতনী,
বিশ্বময়ী বিষ্ণুপ্রসবিনী
আছি কৃষ্ণহারা আমারে বিদায় দেহ।
যুগ যুগান্তর
করিয়া কঠোর
আমারে কিনেছ তুমি,
তাই যেতে নারি,
তাই হরি পরিহরি
বাঁধা আছি তোমার আবাসে;
ভ্রমে আছ ভুলে মোরে না চিনিলে
রমণী না ভাব আর।

আয়া। অবোধ অজ্ঞানে
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী,
কি হেরি কি হেরি ব্রহ্মময়ী রাধা
বাঁধা আছ আমার দুয়ারে;
অপাঙ্গে নেহার কিঙ্করে নিস্তার
পরমাপ্রকৃতি সতি!
ভবভয়হরা তুমি সারাৎসারা
বিরাজিত সূক্ষ্মস্থূলরূপে;
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড তোমার
ইচ্ছায় সংসার ইচ্ছায় পালন লয়,
স্তুতি নাহি জানি ওগো বাক্‌বাণি,
দেহ বাণী করি গো বর্ণনা;
পূরাইতে ভক্তের বাসনা
সেজে গোপাঙ্গনা
বিরাজ গোপিনী-মাঝে;
তুমি কালী কপালমালিনী
অসুরমর্দ্দিনী;
তুমি সীতা রাবণ নিধনে,
অলৌকিক লীলা বৃন্দাবনে
মূঢ় আমি কি বুঝিব?
যাও দেবি! যথা অভিলাষ
দাস বলি রেখ মনে।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

বৃন্দে। পরমাপ্রকৃতি রাধা নেহার নয়নে
রাজীব অঞ্জলি দেহ রাজীব চরণে।

আয়া। ব্রহ্মময়ী আমার কুসুমাঞ্জলি নাও।

সকলে। গীত।

পঞ্চম বাহার—একতালা।

নিলাম্বরে স্থিরদামিনী ব্রজবিলাসিনী রাই।
পদ্মভ্রমে পদতলে ভ্রমরা গুঞ্জরে তাই॥
আমরা যত ব্রজবাসী, রাধা নাম ভালবাসি;
মুখে বলি রাধা রাধা, রাধা গুণ গাই॥

বৃন্দে। শ্রীমতি আর বিলম্ব কেন? তোমার শ্যামচাঁদ দরশনে চল, যুগল মিলন দেখে আমরা পরাণ যুড়াব।

আয়া। কিঙ্করকে কি মনে থাক্‌বে?

রাধা। তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার হৃদয়ে আমি চিরদিন বিহার ক'রবো।

সকলে। গীত।

ভেটিয়ার-মিশ্র—তেয়রা।

পাগলিনী বিনোদিনী প্রাণ বঁধুয়া আশে।
প্রভাসে যায় বিরসে আঁখি দুটি ভাসে॥
চলে রাই কমলিনী, সিন্ধু-মুখে তরঙ্গিনী,
কৃষ্ণপ্রমোদিনী রাধা, কৃষ্ণ ভালবাসে॥

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—*—

কক্ষ।

বলরাম ও নারদের প্রবেশ।

বল। সত্য বল নারদ আমায়
জীবিত কি ব্রজবাসিগণ?
কিম্বা শুধু বৃন্দাবন
প্রাণীশূন্য গহন-কানন
শ্বাপদ শঙ্কুল ভয়ঙ্কর;
বুঝি নন্দরাণী
বিনা তার অঞ্চলের মণি,
ঝাঁপ দেছে যমুনা-সলীলে?
নন্দ উপানন্দ হারায়ে গোবিন্দ
অনলে ত্যজেছে দেহ;
কানুহারা রাখাল সকলে
বুঝি অনশনে অকালে ত্যজেছে প্রাণ,
বুঝি বিরহ-বিকারে সুখের বাসরে
কৃষ্ণ নাম ক'রে শুকায়েছে কমলিনী;
হতাশ হুতাশে ব্রজবাসী
বেঁচে বুঝি নাহি আর।

নার। মৃতপ্রায়,
মরে নাই ব্রজবাসিগণ।

বল। মৃতপ্রায়!
বুঝি তাই আসেন নাই নিমন্ত্রণে,
ছি ছি তপোধন!
এ সংবাদ অগ্রে পাই নাই
কিম্বা তুমি বলেছ কৃষ্ণেরে
প্রেরণ ক'রেছ রথ আনিতে সকলে।

নার। রথ কোথা করিবে প্রেরণ?

বল। কেন ব্রজে যায় নাই রথ?

নার। হেতু কিবা তার?

বল। শোকে শীর্ণ ব্রজবাসিগণ
আসিতে অশক্ত সবে
রথ বিনা কেমনে আসিবে?

নার। কে পাঠা'বে রথ?

বল। কৃষ্ণ?

নার। হরি! হরি!
নিমন্ত্রণ ব্রজে দিতে মানা।

বল। নিমন্ত্রণ মানা ব্রজে,
ব্যঙ্গ কর তপোধন!

নার।—জান না কি কনিষ্ঠের রিতি?
ব্রজে যেতে বিশেষ নিষেধ মোরে,
নিঠুর নির্দ্দয় এমন কি হয়
নন্দালয়ে নিমন্ত্রণ মানা;
আঁখিজলে ভাসি ব্রজ হ'তে আসি
আহা! কি দশায় আছে সবে,
নিরানন্দ মধু বৃন্দাবন
পশু পক্ষী করিছে রোদন,
ফলে ফুলে নাহি সাজে তরু লতা,
কুহকে আচ্ছন্ন
প্রাণশূন্য গোপ গোপী যেন,

বিরহ-অনলে
দহিছে কোমলব্রজাঙ্গনা,
যশদার দশা কিবা কব
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দুনয়ন,
নিশ্বাস সঘন।
কভু রাণী গোঠে ধেয়ে ধায় রড়ে
কভু যমুনায় উর্দ্ধশ্বাসে ধায় ;
ধূলায় লুটায় কভু,
কভু আছে শ্বাস না হয় বিশ্বাস
পড়ে রাণী মৃতপ্রায়,
নন্দ ক্ষিপ্ত সম
শূন্য দৃষ্টি শূন্য পানে চায়
শোকে ক্ষণ অচেতন ক্ষণ বা চেতন,
কি কহিবে কৃষ্ণের চরিত ;
এ সকল শুনিয়া বর্ণনা অপার করুণা
কহিলেন—
মুনে! 'কেবা মরে কার তরে,
সুখে আছি দ্বারিকায়
কেবা যায় নন্দালয় ;
যজ্ঞে কায্ নাই গোপগণে নিমন্ত্রণে,
সভাস্থলে কি রূপে বসিবে ;
কবে মোরে চরাইতে ধেনু
ও জঞ্জালে কায্ নাই মুনে ;
বৃন্দাবনে নাহি দেহ নিমন্ত্রণ।

বল।—ধন্য তোরে ধন্যরে কানাই—
কেমনে সমাজে আর দেখাব বদন
নিমন্ত্রণ ব্রজে মানা ;
ছি ছি নাহি মায়া যার অন্নে কায়া
তারে বলে জঞ্জাল এখন ;
নাহি জানি কেমন
গোবিন্দের মনের গঠন,
বৃন্দাবন পাসরিল মম কলঙ্ক রহিল
জ্যেষ্ঠ আমি ; কনিষ্ঠের নাহি দোষ
তব বাক্যে হ'তেছে প্রত্যয়,
তাই কৃষ্ণ কহিল আমায়
নিমন্ত্রণ ভার অর্পিয়াছি যোগ্য জনে
সে কারণ উদ্বিগ্ন হ'ও না।
নাহি কর্ম্ম, নাহি ধর্ম্ম, নাহি লোক ভয়
কদাচ উচিত নয় রহিতে এ স্থানে ;
যাও তপোধন
বল গিয়ে কৃষ্ণেরে তোমার,
আজি হ'তে নাহিক সুবাদ
চলিলাম তীর্থ-পর্য্যটনে পুনঃ।—
(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—দাদা! হেথা তুমি ?
যজ্ঞে সবে উপস্থিত।

বল। দেখিয়াছি যজ্ঞ আয়োজন-তব,
প্রশস্ত নির্ম্মাণ বিশ্বকর্ম্মার গঠিত,
মণি-কাঞ্চন-খচিত,
ঝলসে রতন-রাজী রবিকর ধরি,
সুসজ্জিত তিন লোক বসেছে আসনে,
দেববৃন্দ সনে দেবেন্দ্র দেছেন বার,
নাগরক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
যক্ষ বিদ্যাধর সুশোভিত যথাস্থানে ;
অন্নপূর্ণা ঘরে, বিধি দেন বিধি!
পঞ্চানন যজ্ঞের রক্ষণে।

কৃষ্ণ। দাদা! জ্যেষ্ঠ তুমি ;—
তব যজ্ঞ ভার,
মহিমা তোমার—
যজ্ঞে হেন সমাগম।

বল। কিন্তু কানু, অপার মহিমা তব,
ব্রজে নিমন্ত্রণ মানা—
যজ্ঞ হেথা—
ব্রজবাসী জানে না সংবাদ,
কবে দাদা ব'লে চিনিবি না মোরে।
কেন প্রাণ ত্যজিব তখন—
সুযোগ থাকিতে যাই তীর্থ পর্য্যটনে।

কৃষ্ণ। নিমন্ত্রণ যশোদা মায়েরে,

পিতা নন্দে নিমন্ত্রণ ?
নিমন্ত্রণ রাখাল-সখায়,
দাদা! নিশ্চয় ভুলেছ ব্রজ,
পর যেই তারে করি নিমন্ত্রণ।
নার। বোঝা গেছে মাতৃপিতৃস্নেহ,
বোঝা গেছে সখার যে মোহ।
কৃষ্ণ। হে নারদ? ঋষি তুমি!
কিবা জান গৃহির ব্যবহার,
হ'লে নিমন্ত্রণ,
ব্রজবাসিগণ জীবন ত্যজিত সবে—
মনে হ'তো কৃষ্ণ ভাবে পর,
কে কোথায় পিতায় মাতায়,
নিমন্ত্রণ করি আনে,
হেন তব লয় কি হে মনে,
দাদা আমায় হবে নিমন্ত্রণ
কোঁদল বাধান তব রীতি,
দাদা রাম অন্তর সরল,
কুটিল কৌশল,
ভেদিতে তোমার নারে,
শুন মুনে! কহ সত্য বাণী,
সংবাদ পেয়েছে কি হে ব্রজবাসিগণে ?
নার। নহে সে তোমার গুণে,
আমি ব্রজে দিয়েছি সংবাদ।
কৃষ্ণ। গুণ সকলি তোমার ঋষি,
নাহি সহোদরে কোঁদল বাধাও ?
বুঝ দাদা, জানে বা না জানে—
ব্রজে যজ্ঞের সংবাদ।
বল। অবিচার কৃষ্ণে কি সম্ভব,
শুন মুনে! সারগর্ভবাণী,
পরে করি নিমন্ত্রণ,
আত্মজনে নিমন্ত্রণ কিবা ?
রথ গেছে ব্রজে ?
নার। ভাল ভাল বলাই ঠাকুর,
তবু বুদ্ধি আছে ঘটে।
কৃষ্ণ। দাদা! কিবা তুচ্ছ রথ,
ভুলেছ কি শকট ব্রজের ?
মনে কর পৌর্ণমাসি নিশী!
আমা দোঁহা বসি,
প্রাণ পণে রাখাল শকট টানে,
হ'য়ে উতোরোলি "শীঘ্র চল" বলি,
সখাগণে করিতাম কৃত্রিম তাড়না।
কভু রাখালে তুলিয়ে টানিতাম দুইজনে
দাদা! সে শকট দেখিতে কি হয় সাধ ?
পথে পথে আসিতে রাখাল,
বন ফল আনিবে ধটীতে বাঁধি ;—
ল'য়ে ক্ষীর ননী আসিবে জননী
গোঠে মাতা ধাইত যেমন,
ব্রজবাসী যার যেই ভাবে,
প্রভাসে আসিবে—
ব্যগ্রপ্রাণ হেরিতে সে ছবি,
আনিয়াছি ধটী আনিয়াছি চূড়া,
ব্রজবাসী রাজবেশে না হেরিবে,
মন-ব্রজবাসী,
জানে মোরে ব্রজের রাখাল,
জানে মনে আজও ধেনু লয়ে ফিরি বনে,
প্রেমের স্বপন—
ভঞ্জন করিব দাদা রথ পাঠাইয়ে।
নার। প্রভু! ব্রজলীলা বুঝিব কেমনে ?
অবোধ অজ্ঞান মূঢ় আমি।
বল। ব'লেছ নারদ কানায়ের নাহি অপরাধ।
কৃষ্ণ। দাদা! চল যজ্ঞস্থানে,
অভ্যর্থনা ভার তবোপরে।
বল। ভার তোর—
আমি গঙ্গাতীরে করি গিয়ে মধুপান।
কৃষ্ণ। দাদা! পঞ্চানন করিছেন আবাহন।
(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তোরণ সম্মুখ।

প্র-দ্বা। বলি দেখ্‌ছিস্‌ কাঙ্গালীর ভিড়, দু'এক কথা না দিলে কি দোর রাখ্‌তে পার্‌বি ?

দ্বি-দ্বা। ওরে দ্বারিকানাথ রাগ্‌ ক'রবেন।

প্র-দ্বা। রাগ্‌ ক'রবেন, তবে তুই সাম্‌লা, আমার ব'কে ব'কে মুখে ফেকো প'ড়ে গেল, ঐ দ্যাখ্‌ এক দল কাঙ্গালি ঝাঁপিয়ে আস্‌ছে।

শ্রীদা। কোথা রে রাখাল রাজা ভাই,
দেখা দে কানাই,
আয় ধেয়ে চরা'বি গোধন,
রাখালের জীবনের ধন,
কোথা ভাই আছ ভুলে ?
আয় ভাই! গোঠে মাঠে যাই,
আয় বনে ধবলী চরাই,
কানু, তোর বেণু-রব বিনে,
ধেনুগণে তৃণ না পরশে,
বনফল লয়ে আছি পথ চেয়ে,
বহুদিন দিই নাই মুখে তুলে—
আকুল রাখাল এস রে গোপাল,
কত কাল সহে আর প্রাণ ?
কেন ভাই হলি রে নিঠুর—
দুঃখ কর দূর,
আয় ধেয়ে বাঁশরী বাজা'য়ে।

প্র-দ্বা। বলি তুমিও যে বাঁশী বাজিয়ে ধেয়ে ধেয়ে আস্‌ছ দেখ্‌ছি, এখনি কান্না সুরু করে'ছ কেন ? একটু থাম না যজ্ঞ হোক, খেতে পাবে, কাপড় পাবে, ধন পাবে, আঃ মলো এদিকে কোথা আস্‌ছিস্‌ ?

শ্রীদা। দ্বারি !

প্র-দ্বা। আ মরি! প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌লে আর কি, যা যা স'রে যা।

শ্রীদা। আমাদের রাখালরাজকে দেখ্‌তে যাব, মানা ক'রনা।

প্র-দ্বা। বলি তোমার রাখাল কি যজ্ঞের ভেতর গরু চরাচ্ছে নাকি ?

শ্রীদা। আমাদের ব্রজেশ্বর ভাই কানাইকে দেখ্‌তে যাব।

প্র-দ্বা। বলি কেন পাগলামি ক'র্‌ছো, পাগলামি ক'রলে কি কিছু বেশী পাবে ? তোমার কানাই ভাই কি রাজবাড়ীর ভেতরে ?

শ্রীদা। ওরে আমাদের রাখাল রাজা কৃষ্ণ; কৃষ্ণ প্রভাসে এসেছেন, কৃষ্ণদরশনে বাধা দিও না।

প্র-দ্বা। ঐ শোন দ্বারিকানাথ কৃষ্ণ ওদের রাখালরাজ! এ আবদার কথায় যাবে না, দুঘা ওদের দিতে হবে, আ রে ব'স্‌ ব'স্‌ এখন দেয়লা করিস্‌নি।

শ্রীদা। দ্বারি! তোমায় বিনয় কর্চ্ছি, আমরা ব্রজবাসী আমাদের ভাই কানাইকে একবার দেখ্‌বো; দোর ছেড়ে দাও।

দ্বি-দ্বা। ওরে তুই পাগল নাকি ? তোর ভাই কানাই এই রাজা রাজড়ার সভায় ? চুপ ক'রে বস্‌গে যা—যা চাস্‌ পাবি এখন।

প্র-দ্বা। ভাই কানাই হেথা কোথা ? মাঠে দেখ্‌গে না ?

শ্রীদা। দ্বারি! দ্বার ছেড়ে দাও, আমরা ধনরত্ন চাই নে,কৃষ্ণহারা, আমরা শতবর্ষ কৃষ্ণহারা হ'য়েছি, আমাদের প্রাণ কানাইকে দেখ্‌বো।

প্র-দ্বা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ করছিস্ কৃষ্ণ কে রে? কৃষ্ণ তো দ্বারিকানাথ।

শ্রীদা। আমাদের ব্রজের রাখাল।

প্র-দ্বা। দূর্, দূর্, দূর্, এখনি খুন ক'রবো।

শ্রীদা। শুন দ্বারি! করিহে মিনতি,
ব্রজেতে বসতি,
বহু ক্লেশে কৃষ্ণধন-আশে,
প্রভাসে এসেছি সবে;
কৃষ্ণে নাহি হেরে পরাণ বিদরে,
আছি প্রাণ ধ'রে,
দেখা পাব ব'লে তার;
সে যে নন্দের গোপাল,
ব্রজের রাখাল.
গোপাল চরা'ত সাথে,
সে যে বেণু বাজাইত,
গোঠে মাঠে নাচিয়া খেলিত.
নয়ন যুড়াত হেরে;
সে যে রাখালের প্রাণ রাখালের জ্ঞান,
রাখালের সর্ব্বস্ব রতন;
বনফল তুলে,
মিষ্ট হলে দিতাম বদনে তার,
বিরহে তাহার দেখ রে'আকার,
একাকার ব্রজপুরী!
দ্বার ছাড় দ্বারি! হেরি সে ব্রজের ধন।

প্র-দ্বা। বলি ওই, এ কি বলে রে?

শ্রীদা। পথে পথে তুলি বনফল,
রাখাল সকল এনেছি রে ধটী ভ'রে,
এঁঠো ফল মেঠো বলে খায়,
ছাড় দ্বারি! যজ্ঞস্থানে যাব,
এখনি আসিব কৃষ্ণরাজে সাথে ল'য়ে,
হেঁটে যেতে কোনমতে দিব না রে তারে
স্কন্ধে ক'রে লয়ে যাব ব্রজধামে,
দ্বারি ছাড় দ্বার, রাখাল আমার—
দেখিব কেমন আছে।

প্র-দ্বা। পাগ্‌লা ব্যাটা সব্, নইলে গলা ধাক্কা দেব।

শ্রীদা। আরে রে কানাই!
এই কিরে মনে ছিল তোর?
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখিলি জীবন
বিষপানে দিলি প্রাণ!
দেখ এসে মরি রে প্রভাসে,
দেখ এসে রাখাল সকলে
প্রাণ দিবে কুতূহলে
তুমি যদি ঠেলে থাক পায়,
কানু দেখা দেরে প্রাণ যায়।

সকলে গীত।

ঢোরী-ভৈরবী—যৎ।

প্রভাসে তোর রাখাল মরে কোথা রাখাল-রাজা ভাই।
আয় রে তোরে দেখে মরি এস'রে এস' কানাই!
ব্যাকুল হ'লে এস ধেয়ে, ব্যাকুল রাখাল দ্যাখ চেয়ে;
এস রে এস রে কানু! বারেক তোরে দেখে যাই।
হের গোধন তোমার তরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে;
আছে পথ চেয়ে আকুল হ'য়ে হাম্বারবে ডাকে তাই॥

প্র-দ্বা। দ্যাখ্ দ্যাখ্ মাগী যেন মিন্‌সেকে টেনে আন্‌ছে।

দ্বি-দ্বা। ওরে মাগী বুঝি পাগল রে! দেখ্ দেখ্ আকুল হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে, যেন বৎসহারা গাভী।

প্র-দ্বা। মাগী বড় কাঙ্গাল, শুনেছে এখানে বেশী দান—

যশ। দ্বারি! ছাড় দ্বার,নীলমণি নেব কোলে
শত বর্ষ দেখি নাই তারে,দেখিব তাহারে
প্রাণে আর প্রাণ নাহি ধরে
দে রে দ্বারি ছেড়ে পথ;
সে যে গোপাল আমার
বহুদিন মা ব'লে ডাকেনি।

দ্বি-দ্বা। আহা! আহা! মাগী কি বলে রে?

নন্দ। শুন দ্বারি! গোপাল আমার
মাথায় বহিত বাধা,
বাবা ব'লে
উঠে কোলে আঁটিয়ে ধরিত গলা
শত বর্ষ সে গোপাল হারা;
তাই, প্রাণপণে এসেছি দু'জনে
গোপালে লইতে কোলে;
কৃষ্ণ বিনে কিছু আর নাই।

প্র-দ্বা। দেখ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্‌ছে, বলি তোর বাড়ী তো ব্রজে?

নন্দ। হাঁ বাপু!

প্র-দ্বা। বলি শুন্‌ছো ওরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধুয়ো তুলে এসেছে; আমি জানি ব্রজের কাঙ্গালী ভারি কাঙ্গালী; ওরা কি কথায় ফির্‌বে?

যশ। দ্বারি, দোর ছাড়।

দ্বি-দ্বা। বাছা, তোমার গোপাল কে বাছা?

যশ। আমার নীলমণি! দেখ দ্বারি, তার তরে স্তনে ক্ষীর আর ধরে না।

নন্দ। দ্বারি ও জানে না, গোপাল তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের দ্বারিকানাথ।

যশ। গোপাল আমার নীলমণি! পীতধটী পরিয়ে মোহন চূড়া বেঁধে দিয়ে গোপালকে আমার রাখালদের সঙ্গে গোঠে পাঠাতুম্।

দ্বি-দ্বা। বলি বাছা, তোর সে মেঠো গোপাল এ বাড়ীতে থাক্‌বে কেন?

প্র-দ্বা। মিন্‌সে তোর আক্কেল নাই, এসেছিস্ ভিক্ষা কর্ত্তে আর বলছিস্ দ্বারিকানাথ তোর ছেলে; কি বল্‌বো মারবার হুকুম নাই, নইলে তোকে খুন ক'রে ফেল্‌তুম্।

নন্দ। দ্বারি, কৃষ্ণ নাম দিল গর্গমুনি,
আমি বলি নীলমণি;
কৃষ্ণ আছে পুরে,
দ্বারি ছাড় দ্বার কৃষ্ণেরে দেখিব।

প্র-দ্বা। ওই দ্যাখ্ মাগী ভুলে গিয়েছিল, দুটো কথার শাটে সাম্‌লে নিলে।

দ্বি-দ্বা। এ ঢং নয়, বুঝি মাগী পুত্রশোকে পাগল।

নন্দ। দ্বারি, ছাড় দ্বার।

যশ। দ্বারি, পলকে প্রলয় হয় জ্ঞান
দ্বার ছাড় দ্বারি!
মরি আমি কৃষ্ণ বিনে।

দ্বি-দ্বা। ওগো বাছা বোঝ না কাঙালী কি যজ্ঞে যেতে পায়?

যশ। কৃষ্ণ ধন বিনে আমি কাঙালিনী
কৃষ্ণ ধন পাব, হব নন্দরাণী;
তাই দ্বারি মিনতি তোমায়,
বাঁচাও বাঁচাও, দ্বার ছেড়ে দাও
কৃষ্ণহারা আমি পাগলিনী।

প্র-দ্বা। না না মাগি সর্ সর্।

যশ। কোথা কৃষ্ণ কোথা রে নীলমণি!
মরে নন্দরাণী দেখে যাও বাপধন,
তুমি ধ্যান্ জ্ঞান্ তোমা বিনে আর নাই
জান তো জান তো দুখিনী জননী

তোমা হারা কাঙালিনী!
কোথা যাদুমণি!
কোথা আছ মাকে ভুলে?
এস কোলে ডাক রে মা ব'লে;
আয় তোর ধটী বেঁধে দিই
খেলায় ধূলায় ভুলে কি র'য়েছ?
আছি আমি পথপানে চেয়ে
এস ধেঁয়ে গোপাল আমার
অঞ্চল ধরিয়ে
ঘুরে ঘুরে দে রে করতালি,
অন্তরের কালী ধুয়ে যাক্ যাদুমণি!
আয় তোর মুখে ননী দিয়ে
বিভোর হইয়ে
শত বর্ষ ভুলি পল সম,
আয় তোরে শোয়াই অঞ্চলে
হেরি মুখখানি
বদন মুছা'য়ে চাঁদমুখে শত চুম্ব দিয়ে.
কাঙালিনী পুনঃ হই নন্দরাণী!
আয় কৃষ্ণ! আয়রে নীলমণি।

প্র-দ্বা। চোপ্।

দ্বি-দ্বা। ওরে মাগি থাম্ না, তোরে অনেক ক'রে দান দেবে, এখন পাঁচ বৎসর ব'সে খাবি।

যশ। চাই কৃষ্ণধন
নহি অন্য ধনে কাঙ্গালিনী,
দ্বারি! করে ধরি ছাড় পথ,
কৃষ্ণগতপ্রাণ যশোদার
কৃষ্ণ বিনা রয় বা না রয়
তাই কৃষ্ণে বারেক দেখিব;
তাই, কৃষ্ণধনে নবনী খাওয়াব
প্রাণ দেব মা যদি না বলে
বসুদেব দৈবকীর নয়,
আমার তনয়,—
খেলিত অঞ্চল ধরি।
ছাড় পথ, মৃতবৎ হ'য়েছি গোপাল বিনে.
শত বর্ষ আশায় কেটেছে,
এ আশায় ক'র না নৈরাশ।
পথ ছেড়ে দাও, কৃষ্ণেরে দেখাও
দ্বারি তোর হবে রে কল্যাণ,
পুত্রদান কর রে প্রভাসে।

প্র-দ্বা। বলি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লছিল, আবার বসুদেব দৈবকী তুল্লে, বেরো মাগি! দ্বারিকানাথ কৃষ্ণ তোমার ছেলে, খুন ক'রবো মাগীকে।

যশ। দ্বারি, বোধোনা রে.
কৃষ্ণে হেরে ত্যজিব জীবন;
কৃষ্ণ অদর্শনে এ তাপিত প্রাণ
শত বর্ষ রেখেছি বাঁধিয়ে
নীলমণি পাব ব'লে;
কোথা কৃষ্ণ, কোথারে নীলমণি!

(গীত।)

শ্রীমল্ল-কৌশিকি—আড়াঠেকা।

আয় রে গোপাল, কোথায় গোপাল
কোথা রে অঞ্চলের ধন?
মা ব'লে আয় আয় নীলমণি, দেখে
মরি চাঁদ-বদন;
(হাঁ রে) বহু দিন তো খাওনি ননী,
কোথায় আছ যাদুমণি,
এস গোপাল মা ব'লে যা,
শুনি এ জনমের মতন।
(ওরে) ছিলিনেত নিদয় এত,
ব্যাকুল হয়ে ডাকি কত,
(পথের) কাঙ্গালিনী তোর জননী,
দেখে যারে নীলরতন॥

নন্দ। যশমতী যবে বৃন্দাবনে—
বেলা যেতো গোপাল খেলিতে গোঠে,
ব্যগ্র হয়ে, ক্ষীর সর ল'য়ে

ডাকিতে গোপাল ব'লে ;
সেই মত ডাক নন্দরাণী !
নীলমণি যদি আসে ধেয়ে।

যশ। (গীত।)

ভৈরবী—মধ্যমান।

গোপাল আয়, গোপাল আয়,
নেচে আয় নীলমণি !
আছি রে দাঁড়ায়ে পথে
লয়ে ক্ষীর নবনী।
নয়ন-তারা হ'য়ে হারা,
দেখ রে হয়েছি সারা ;
তোমা বিনে রতনমণি,
পাগলিনী তোর জননী ॥
(ওরে)কোথায় গোপাল আছভুলে,
মা ব'লে ডাক বদন তুলে।
মা'রে ভুলে থেক না আর,
মা তোর অতি দুঃখিনী ॥
গোপাল আয় নবনী খেয়ে যা আয় ॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা,—মা,

যশ। গোপাল মা বল্ মা বল্ শত বর্ষ চাঁদ মুখে মা বলনি।

কৃষ্ণ। মা,—মা.

নন্দ। গোপাল, গোপাল বাবা ব'লে ডাক্ আমি তোর পিতা—নন্দ।

কৃষ্ণ। বাবা,—বাবা,

শ্রীদা। ভাই কানাই! একবার কোল্ দে।

কৃষ্ণ। সখা, সখা।

শ্রীদা। ভাই কানাই ভুলেছিলি ?

কৃষ্ণ। কারে ভুল্'ব ভাই, আমি যে তোমাদের রাখালরাজা, মা, মা, শত বর্ষ নবনী খাই নি মা, ননী দে।

যশ। নীলমণি! মাকে ভুলে কেমন ক'রে ছিলি? আমি যে তো বিনে মরি, গোপাল! আমায় ছেড়ে তুই থাক্‌তে পারিস্? হাঁরে তুই কি চুড়ো ধড়া ফিরিয়ে দিয়েছিলি? তুই কি ব্রজরাজকে বিদায় দিয়েছিলি? তুই কি রাখালকে ব'লেছিলি আর ব্রজে যাব্রিনি ?

কৃষ্ণ। মা—মা !

রাখাল-বালকগণ। (গীত)

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।
বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই ॥
দাঁড়া'বে কদম-তলায়,
সাজা'ব বনমালায় ;
প্রাণের কানাই কানাই বিনে
রাখালের আর কেউ তো নাই ॥
আবার গোঠে বাজ্‌বে বেণু,
আবার গোঠে নাচ্‌বে ধেনু,
আবার গোঠে খেল্‌বে কানু,
কানাই নিয়ে খেল্‌বো ভাই !

কৃষ্ণ। বাবা যজ্ঞস্থলে চলুন, মা এস ;—আই ভাই তোরা।

যশ। মা বল্, গোপাল আমার প্রাণ ভরেনি।

কৃষ্ণ। মা,—মা।

(নন্দ, যশদা, রাখালগণ ও কৃষ্ণের প্রস্থান)

নেপ। দ্বারি, দ্বাররক্ষার প্রয়োজন নাই।

প্র, দ্বা। আমার আক্কেল ছেড়েছে, আর চুড়ো-ধড়া-বাঁধা কৃষ্ণই তো বটে, ওই বুঝনি কি বল্ দেখিন্ ?

দ্বি, দ্বা। আর তুইও যেখানে আমিও সেখানে, কি বল্‌বো বল্।

প্র-দ্বা। মাগী মিন্‌সে যা বল্লে তা ফলালে, বাবা! একি প্রেমের তার বাঁধা? সাত মহল বাড়ীর ভেতর থেকে মা ব'লে ধেয়ে এল ভাই! ওদের গর্দ্দানা নিতে গেছলুম্, কি হবে?

দ্বি-দ্বা। আমি তোকে বারণ ক'রলুম, কিছু বলিস্ নি।

প্র-দ্বা। আমার অপরাধ কি? কাঙালীকে রাজা মা বলে আমার চোদ্দ পুরুষে জানে না? চল্ ভাই! ওদের পায়ে হাতে ধরিগে, কিছু না বলে।

দ্বি-দ্বা। তারা কিছু ব'লবে না, তাদের যে আনন্দ দেখলুম্; তারা কারো কি নিরানন্দ করে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অপর—তোরণ।

রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ।

—*—

রাধা। যা লো ব্রজে ফিরে
কৃষ্ণ ব'লে বসিলাম তরুমূলে
ছিঃ ছিঃ ধিক্ প্রাণ!
শত বর্ষ রহিলাম কৃষ্ণ বিনে
তাই সখি! পাই মনস্তাপ;
সখি, যে আশায় রেখেছিনু প্রাণ,
আশা সমাধান
হ'লো এ প্রভাসে এসে;
বিফল বাসনা, বিফল যন্ত্রণা
দেখাত হলো না, কেন দেহ ধরি আর?
সখি হ'ল না মেলানি
ব্রজে যাও ফিরে,
কভু মনে ক'র রাধিকারে।
সখি! যে জ্বালা সয়েছি
জান তো সজনি!
আর কেন আশার ছলনে ভুলি?
কোথা কৃষ্ণ, কোথা রাধানাথ!
কোথা মোর বংশীধর!
রাধার জীবন,
কোথা মদন মোহন শ্যাম!
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এত কি রাধার সয়।

গীত।

কুকুভা—তৃতালী।

সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়?
প্রাণ মন সমর্পণে, এতই কি সে দোষী হয়?
ছিছি সখি! কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রনা?
জীবন থাকিতে সখি, যা'তনা ত যাবার নয়।
ছি'ছি সখি, ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা;
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয়!

বৃন্দে। আরে দ্বারি, ছাড় দ্বার।
রাজা তোর রাইরাজার প্রজা,
কোটালি ক'রেছে ব্রজে;
সাক্ষি—সখিগণ
দাসখৎ লিখে দেছে পায়;
রাধা ব'লে বাজা'ত বাঁশরী,
কাঁদিত রাধার পায়ে ধরি;
ফিরিত কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে—
তার, দ্বারী রাধিকারে বল কুবচন
দ্বারি চক্ষু নাই, আদ্যাশক্তি রাই—
ব্রজেশ্বরী—মুরারি-মোহিনী
তোর রাজা চোর, এত কিসে জোর,
ব্রজে খেত ননীচুরি ক'রে;

গোপীকার প্রাণ মন হ'রে
মথুরায় পলা'য়ে আইল।

প্র-দ্বা। হাঁ বাছা ব'স তুমি, ওরে পাগল কিছু বলিস্ নি।

বৃন্দে। হা নিষ্ঠুর! হা কপট্ দ্বারে এনে এত অপমান।

রাধা। রাধানাথ! কোথা তুমি?
ওষ্ঠাগত প্রাণ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। রাধে, রাধে, রাখ পদে, কিঙ্কর তোমার।

ললি। কালাচাঁদ কায নেই আর?

বৃন্দে। ছিছি! কি কঠিন তুমি শ্যাম!
জান ত রাধায়, তোমা বিনে রয় মৃতপ্রায়
এ দশায় শত বর্ষ রেখে এলে?
ধিক্ ধিক্ ক্রূর, কপট নিঠুর,
তোমা বিনে যেই নাহি জানে
হেন দুঃখ দেহ তারে?
দিন দিন সাজা'য়ে বাসর
তৃষিত চকোর
যামিনী যাপিল তোমা স্মরি,
তুমি রাজকন্যা সনে
স্বর্ণ-সিংহাসনে;
ধরাসনে লুণ্ঠিত হইত রাই,
তুমি হে রাখাল হইলে ভূপতি
কাঙ্গালিনী শ্রীমতি উন্মত্তা ব্রজে।
ছিছি! শ্যাম,
দয়াময় কি গুণে তোমায় বলে?
যার কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি জানে যেই—
বল তারে বধিলে কি ফল?
প্যারী মানা না শুনিল
রাখালেরে দিলে প্রাণ
তাই এত অপমান
কত সহে রাজার নন্দিনী।

কৃষ্ণ। বৃন্দে যে জ্বালা অন্তরে,
জানাইব কারে,
কি করিব দারুন কঠিন শাঁপ,
এ হেন সন্তাপ যেন কভু নাহি হয় কার।
রাধা বিনে যে যাতনা প্রাণে
রাধা জানে প্রাণে প্রাণে,
বচনে কহিব কত?
রাধে! ক'রনা লো মান, ঢেক না বয়ান
শতবর্ষ সয়েছি বিচ্ছেদ
যে জ্বালায় দিবানিশি জ্বলি
কারে বলি তোমা বিনে?

বৃন্দে। ভালয় ভালয়, পায়ে ধর শ্যাম; নইলে কি আবার যোগী হ'য়ে কাঁদ্‌বে?

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আমার পক্ষ তুমি;
মানময়ী কমলিনী,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।

রাধি। ছিছি! শ্যাম, ধ'রনা চরণ;
মান বিসর্জ্জন দিছি শ্যামধন
শ্রীচরণ কেন নাহি পাব?
তুমি ছিলে ভুলে
রাধা কভু ভোলে নাই রাধানাথে;
ব্রজ গোপীকার
মান্ প্রাণ কিবা আছে আর,
মান এবে বলি
মানে মানে যাও তুমি চলি
বিনা বনমালী রাধার কি মান আছে?
দেখ চেয়ে তোমা হারা হয়ে
আজও আছে ছার প্রাণ!

কৃষ্ণ। মান পরিহরি
প্রাণ দিয়ে বুঝ প্রাণ প্যারি!
তোমা বিনে আমি আর কার?

দেব দেবীগণের গীত।

পুরু। প্রাণে বয় প্রেমের তুফান,
শ্যামের বামে রাই-কিশোরি
স্ত্রী। চাঁদে ফাদে, চাঁদে বাঁধে
চাঁদে চাঁদে ধরা ধরি ॥
সকলে। 'আমরা যুগল ভালবাসি

পুরু। চোকে চোকে মেশামিশি,
ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে।
স্ত্রী। ঝলকে রূপের রাশি,
প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে ;
পুরু। মরি মরি যুগোল মাধুরি,
বয়ে যায় সুধার লহরী।
স্ত্রী। সখি ! কি দেখি দেখি আপনা পাসরি।
সকলে।—আমরা যুগোল ভালবাসি ॥

যবনিকা পতন।

ব্রজ-বিহার।



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জ বন।

(রাধিকা আসীনা।)

সিন্ধু—মধ্যমান।

রাধিকা।

সাধে ফাঁদ পরি, পোড়া প্রাণ কাঁদে।
ধায় ধায় মন, নাহি মানে বাঁধে॥
প্রেম-ভিখারী, প্রকাশিতে নারি,
কুঞ্জ-বিহারী, ফেলিল প্রমাদে।
চমকি চাহি লো, সখি অনিল বহিলে,
বঙ্কিম মাধুরী না পাশরি তিলে,—
গগনে গহনে শ্যামা যমুনা সলিলে,
নয়ন মুদিলে,
মোহন মুরলীধর হেরি শ্যামচাঁদে॥

(সখিগণের প্রবেশ)

পাহাড়ী—জলদ-একতালা।

সখিগণ। কেন রাই! একেলা বসে,
বয়ান ভাসে নয়ন নীরে?
কেঁদে কি পাবি তারে,
শ্যাম কি সখি চাবে ফিরে?
ছি ছি ছি ভালবেসে,
যাস্‌নে লো সই যাস্‌নে ভেসে,
রাখ প্রাণ আপন বশে,
রাখালে প্রেম জানে কি রে!

পাহাড়ী—যৎ।

রাধিকা। হয়েছি আপনহারা,
বুঝা'লে সই মন কি মানে?
জ্বেলেছি আগুন হৃদে,
প্রাণের জ্বালা প্রাণই জানে॥
দেখ্‌ব না মনে করি,
না দেখে সই প্রাণে মরি,
কেমন ক'রে বল পাশরি,
বংশীধারী জাগে প্রাণে।

পাহাড়ী—জলদ-একতালা

সখিগণ।

আমরা কি শ্যাম দেখিনি,
শুনিনি কি মোহন বাঁশী?
ব্রজে কে আছে নারী,
নয় লো-শ্যামের প্রেমপিয়াসী।
কালারে যে দেখেছে,
তখনি সে প্রাণ দিয়েছে;
তাতে কি সে আর আছে,
পরেছে সই সাধের ফাঁসী

পাহাড়ী—যৎ।

রাধিকা। কি উপায় করি বল গো সজনি ;
কেমনে পাইব শ্যাম গুণমণি ?

পাহাড়ী—জলদ একতালা।

সখিগণ।—
শুভদিন আজ্‌কে সখি, কর্‌ব কাত্যায়নী-ব্রত।
ভয়ার রাঙ্গা পদে, মনের ব্যথা বল্‌ব যত॥
অপূজিলে দিক্‌বসনা, পুরবে লো মনবাসনা,
মিলে সব ব্রজাঙ্গনা, মাগ্‌ব পতি মনের মত॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(যমুনা-তীর।)

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—তৃতালী।

শ্রীকৃষ্ণ। নব বৃন্দাবন, কর প্রেম বিতরণ,
বাজ রে মোহন বাঁশী।
প্রেমিক প্রাণ মন, প্রেম-বিমোহন,
কর প্রেম মধুরে ভাসি॥
প্রেমউন্মাদিনী, আজি ব্রজ গোপিনী,
রাধা বিনোদিনী—প্রেম পিয়াসী।
প্রেম-বিলাসিনী, প্রেম উদাসী।

আড়াঠেকা।

আসিছে যমুনা তীরে গোপনারীগণে।
বুঝিব রাধার মন থাকি সংগোপনে॥

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে অবস্থান)

(রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ)

সিন্ধু—যৎ।

সকলে। নিকুঞ্জমালিনী যমুনা-পুলিনে।
নব কলি তুলি বনে, অর্পিব সযতনে,
কপাল-মালিনী, শ্যামাচরণ-নলিনে॥
দীনা ব্রজাঙ্গনা, কে পুরা'বে কামনা ;
করুণা নয়না দুঃখ বারিণী বিনে।
পাব নব নাগরী, নাগর নবীনে॥

সিন্ধু—জলদ একতালা।

বৃন্দা। দোলে সই মধুভরে, থরে থরে
ফুটেছে ফুল নানা জাতি।
প্রাণ খুলে গান কচ্ছে অলি,
মধুপানে বেড়ায় মাতি॥
হেরে প্রাণ হয় লো আকুল,
আয় তুলি ফুল ভরি দুকুল,
রাখব না বনে মুকুল,
তুল্‌ব খুঁজ পাতি পাতি।

পঞ্চম—জলদ একতালা।

সকলে।—
দান জননী, চরণ তরণী,
দে মা দুরিত নাশিনী।
ধর পূজা ধর, তারা তাপহর,
হরহৃদি বিলাসিনী॥
করুণা নয়নে, চাহ বদনে,
বরদে অভয়ভাষিণী।
ব্রজপতি, পতি মাগে ব্রজবালা,
নগবালা নগবাসিনী॥

পাহাড়ী—জলদ একতালা।

রাধিকা। ধরম করম সকলি গেল লো,
শ্যামা পূজা মম হ'ল না।
মন নিবারিতে নারি কোন মতে,
ছি ছি কি জ্বালা বল না॥
কুসুম অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখি মনে,
পীত বসনে, হেরি গো নয়নে,
ভাবিতে দিকবসনা ;

ভাবি নরমালী কালি অসি করে,
হেরি বনমালী, বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে, বঙ্কিম নয়নে,
হেরি হই সই বিমনা;
এ কিলো এ কিলো ছলনা,—
মোরে নিদয়া হর-ললনা ॥

পিলু—পোস্তা।

সখিগণ। মন জানে মা নিস্তারিণী,
ভেবনা শ্যাম-কাঙ্গালিনি!
শ্যাম সেজে তোর হৃদয়-মাঝে,
শ্যামা হর-মনমোহিনী ॥
ফেলে অসি ধরে বাঁশী, অট্টহাসি মধুর হাসি,
এলোকেশে মোহন চূড়া, ত্রিভঙ্গ রণরঙ্গিনী,
কেবল সমান রাঙ্গা চরণ দু'খানি ॥

পিলু—তৃতালী।

রাধিকা। ধেয়ে ধেয়ে নাচে কাল মেয়ে।
খেলে বিজলী লো।
রাঙ্গাচরণ রাজীব রাজে,
ভ্রমর গুঞ্জরে মধুর মঞ্জীর বাজে ॥
কালরূপে শত রবি-ছটা,
দোলে এলোকেশ নবঘনঘটা,
কিবা মৃদু হাসি ঊষা মলিন লাজে,
শ্যামা বন-ফুল-হারে সাজে ॥

পিলু—দাদ্‌রা।

সকলে। ব্রজবালা কমল-মালা,
আয় লো সখি খেলি জলে।
তরঙ্গে রঙ্গে যেমন
মরাল ভাসে দলে দলে ॥
দুকুল খুলে রাখ্‌লো কূলে,
আয় লো খেলি ঢেউয়ে দুলে,
হেসে সই বদন তুলে,
ঊষার পানে চাব ছলে।
যেম সই ভোম্‌রা হেরে
সোহাগে কমলে বলে।
(বস্ত্র রাখিয়া সকলে জলে অবতরণ।)

লগ্নী—জলদ একতালা।

রাধিকা। নীলবসনা যমুনা ধাইছে
সাগরে মিলিতে সাধে,
মৃদুমৃদু কলনাদে।
ধায় মম হৃদয়-প্রবাহ কোথা পাব শ্যামচাঁদে?
আশা কত করে লো রঙ্গ,
হৃদি-মাঝে কত নাচে তরঙ্গ,
নেচে ওঠে প্রাণ, পাব ত্রিভঙ্গ,
ডোবে সখি বিষাদে।
(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ, ও বস্ত্র লইয়া
বৃক্ষে আরোহণ।)
সরস তটিনী-তটে ফোটে ফুল,
মম হৃদি-স্রোতে শুকায় মুকুল,
ভেঙ্গেছে দুকুল, কালা প্রতিকূল,
সাধে বাদ সাধে ॥

লগ্নী—জলদ একতালা।

বৃন্দা। বসন না হেরি, কে করিল চুরি?
ফেলিল পরমাদে।

পিলু ঝংলা—জলদ একতালা।

সকলে। আছে ব্রজে মনচোরা,
বসনচোরা কে লো এল?
বুঝি ব্রত-উজ্জাপনে
কুল লাজ ভেসে গেল।
হেমন্তে বহে পবন,
শীতে অঙ্গ কাঁপে ঘন,
বিবসনা ব্রজাঙ্গনা
কেমনে উঠিব বল।
আসিয়া যমুনা জলে,
একি সখি জ্বালা হ'লো ॥

পিলু জংলা—জলদ্ একতালা।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমে নাচ ময়ুর ময়ুরী,
প্রেমের বাঁশরী বাজে।
গাও মিলি পিক শুক শারি
প্রেম ধরি হৃদিমাঝে॥
প্রেম অভিলাষে প্রেম করি দান,
দেহ লহ প্রেম প্রেমিক প্রাণ,
প্রেম বিলা'য়ে ভ্রমি ব্রজধাম,
প্রেমিকমোহন সাজে।

পিলু জংলা—জলদ একতালা।

বৃন্দা। ব্রজে আর চোর কে আছে,
কে আর চুরি করবে বসন!
রেখে বাস্ কদম্ শাখায়,
বাজায় বাঁশী মদনমোহন।
রাধিকা। বুঝ্‌তে নারি এ চাতুরী,
কুলনারীর দুকূল চুরি,
ললিতা। দেখ না ভারি ভুরি,
ফিরে চা'বে নয় তো তেমন।
সকলে। বলি হে মাখনচোরা!
বসনচোরা কবে হ'লে?
দুরন্ত হেমন্তে আর
থাক্‌তে নারি নেমে জলে।
শ্রীকৃষ্ণ। এসো না কূলে উঠে,
জলে কেবা থাক্‌তে বলে?

পিলু জংলা—যৎ।

সকলে। দেখ লো ছলা দেখ,
দেখ কেমন নিঠুর কালা।
অবলা ব্রজবালা,
ছাড় শ্যাম, ছাড় ছলা,
কেন মিছে বাড়াও জ্বালা?

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি ব'সে বাজাই বাঁশী,
মিছে কথা কইনি মেলা।
সকলে। কালাচাঁদ পায়ে ধরি,
দাও না বসন দাও না হরি;
ছি ছি হে লাজে মরি,
বসন নিয়ে একি খেলা!
যাব হে গৃহ-কাযে,
দেখ কত বাড়চে বেলা।
শ্রীকৃষ্ণ। বল্‌চি তো দিচ্চি বসন,
কথা কেন কর্‌চো হেলা॥
রাধিকা। ওহে পীতবাস, রাখ পরিহাস,
জান না কি কুলনারী।
ছাড় না ছলনা,
চোরা-রীতি তব
গেল না মুরলীধারী;
ধেনু সহ তুমি ভ্রম বনে বনে,
রমণীর মান জানিবে কেমনে,
গোপাল গহনচারী।
ফিরে দেহ বাস, নট বনমালী,
ছি ছি কি রীতি তোমারি!
শ্রীকৃষ্ণ। আ মরি কুলনারী বিবসনা জলচারী,
তরু-মূলে উঠে এলে,
দিব আমি বসন ফেলে,
জলে গে দেব বসন,
এত কি কার ধার বা ধারি॥
সকলে। এসেছি কর্‌তে ব্রত,
ঠাট জানি নি তোমার মত,
নারী পেয়ে বসন নিয়ে,
রস ভঙ্গ কর্‌চো কত॥

পাহাড়ী—যৎ।

শ্রীকৃষ্ণ। যে ব্রতে হ'য়েছ ব্রতী,
কর গোপী উদ্‌যাপন।

এ ব্রতের (ই) সমাধান,
কুলমান বিসর্জ্জন ॥
শুন ব্রজাঙ্গনা নাম ধরি হরি,
প্রেম-আশ যার তার বাস হরি;
প্রেম-প্রয়াসী প্রেমিকা নাগরী,
কর পাশ বিমোচন।
বদ্ধ ভব পাশে প্রেম কি সে জানে;
প্রেমের প্রবাহ ধরে কি সে প্রাণে,
অনুরাগ বিনা কেবা
অভিমানে কিনিবে প্রেমধন।
ত্যজ অভিমান, প্রেমিকা নাগরী
ধর ধর বসন ॥
(বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া বস্ত্রদান)
ভ্রম পরিহরি প্রেমের নয়নে
দেখ রাধে বিনোদিনী।
গোলোকের(ই) কথা কর লো স্মরণ
ওহে গোলোকামোদিনী ॥
গোলোকবিলাসী হের ব্রজবাসী,
গোলোকের পতি প্রেম অভিলাষী,
রাখালের বেশে, ভ্রমি প্রেম-আশে,
প্রেমপ্রয়াসী গোপিনি।
রাসরঙ্গে মোহি অনঙ্গে,
মাতিব গহনে প্রেম-রঙ্গে,
ভাব মধুর প্রকাশিব ভবে
রাসোৎসবে রঙ্গিনী ॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

পাহাড়ী—যৎ।

রাধিকা। চাহে না পরাণ আমার(ই) রে
কেমনে ফিরে যাব ?
চাহে না প্রাণ কুল মান,
ব্রজে আজি বহে প্রেম-উজান।
ভেসেছি অকূলে, কূলে আর কি চাব ;
খুলেছে নব নয়ন,
শ্যামময় আজি বৃন্দাবন।
হৃদে শ্যাম-ধন,
কেটেছে ডোর ঘরে আর কি রব

পাহাড়ী—জলদ একতালা।

সকলে। প্রেমে প্রাণ নাচে লো সই,
প্রেম বিলা'ব বৃন্দাবনে।
যে আছে প্রেম-কাঙ্গালী,
প্রেম দিব তায় সযতনে ॥
কৃষ্ণ-প্রেম যে চাও যত,
প্রাণ ভ'রে নাও প্রাণের মত,
ধর প্রেম শাখী পাখী
সলিল গগন পশুগণে।

৩য় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমুনা।

নৌকারোহণে শ্রীকৃষ্ণ ও কূলে গোপিনীগণ।

ঝিঝিট-খাম্বাজ—পোস্তা।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার এ সাধের তরী
প্রেমিক বিনা নিইনি কারে,
যে প্রেম জানেনা চড়্তে মানা,
ডোবে তরী একটু ভারে।
মনে মন বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
কে ধর প্রেম-পসরা, এস ত্বরা নে যাই পারে।
প্রেম তুফানে তরী ভাসে,
দেখ্লে প্রেমিক কূলে আসে,

ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না.
অকূল পারে নে যাই তারে॥

সকলে। বুঝেছি কপট নাবিক,
কাজ কি অধিক প্রেমের ভাণে।
তুমি হে প্রেমিক যেমন,
বৃন্দাবনে কে না জানে?
প্রেমিকা ব্রজনারী,
দেখ্‌লে প্রেমিক চিন্‌তে পারি,
কেন হে শুন্‌বে কথা,
পার করে দাও মানে মানে॥
কুলমান দিয়ে ডালি,
প্রাণ সঁপেছি বনমালী,
হ'লে হে প্রেমিক সুজন
ব্যথা কি দেয় সরল প্রাণে॥

শ্রীকৃষ্ণ। জানি হে ব্রজাঙ্গনা তোমাদের
কে কথায় আঁটে।
শিখেছ কত ছলা, বেড়াও সদা হাটে ঘাটে
মনের মানুষ পাব যেথা,
কব সেথা প্রেমের কথা,
চলে যাই ভাসিয়ে তরী,
কায কি মিছে কথার নাটে॥

রাধিকা। কেন আর কর ছলা,
পার ক'রে দাও ওহে হরি!

শ্রীকৃষ্ণ। এত কার কথায় খাটি
বাইনে তো কার কেনা তরী॥

জলদ-একতালা।

রাধিকা। ধর পণ নে যাও পারে,

শ্রীকৃষ্ণ। পার করি না যারে তারে,

সকলে। যাব শ্যাম মধুপুরী,
আন তরী পায় ধরি।

শ্রীকৃষ্ণ। যমুনায় তুফান ভারি,
একলা আমি বাইতে নারি।

সকলে। মিলে জুলে বাইবো সবাই
এস নেয়ে ত্বরা ত্বরি॥

পোস্তা।

শ্রীকৃষ্ণ। দুনো পণ গুণে নেব,
পসরা সব দেখছি ভারি,
ধারে পার করি না কো,
শুন লো নূতন ব্যাপারী।
সরল প্রাণ পণ হে আমার,
কপট জনে করি না পার,
দেখাও হে হৃদয় খুলে,
তোমরা কেমন সরল নারী॥
অভিমান থাক্‌লে পরে,
তরণী ডুব্‌বে ভরে,
আছে যার তম মোহ
পারে তারে নিতে নারি॥

রাধিকা। ছলে প্রাণ চাও হে হরি,
গোপিনীর আর প্রাণ কি আছে?
চোরে ক'রেছে চুরি,
প্রাণ র'য়েছে তারই কাছে।
শুনে হে মোহন বাঁশী,
আছি কি আর গৃহবাসী,
আছে কি মান অপমান,
ফিরি চোরের পাছে পাছে॥

শ্রীকৃষ্ণ। ফেলেছ চোরকে ফেরে
শুন হে চতুরা রাধে।
নইলে কি ভাসিয়ে তরী,
জলে জলে ফিরি সাধে!
ফিরি রাই তোমার আশে,
আকুল হ'য়ে পরাণ ভাসে,
বাড়ে ডোর পালাই যত,
বেঁধেছ কি নূতন বাঁধে॥

(রাধিকা ও সকলের নৌকারোহণ।)

জলদ একতালা।

সকলে।—

কেমন নেয়ে তরঙ্গে তরী টলে।
কেন না জেনে না শুনে এলেম জলে॥
কূল ত্যজে আর দেখিনে কূল,
প্রাণ হয় লো আকুল, এ যে পাথার অকূল,
সাঁতার না জেনে এসেছি ভুলে ছলে।
একে নূতন নেয়ে খেয়া জানে না লো,
নেয়ে আপনি টলে মানা মানে না লো,
ঢেউ মানে না জোরে লো বাইতে বলে।
জল উচ্‌লে লো চল্ চল্ চল্ তরী চলে॥

নেহার নয়ন নবঘনশ্যাম,
লাজ-বাধা কেন মান॥
ধর ধর কর, শ্যাম নটবর,
শ্যাম নাম সুধা পিও রে অধর,
মনমথ-শর বিধুর হৃদয়,
নব নিধুবনে শ্যাম প্রেমময়,
প্রেম-সুধা করে দান।
শশী-ভূষণ শরত যামিনী,
নবীন বিপিন কুসুম-মালিনী
নব বিহঙ্গ, নব-প্রমোদিনী,
সবে মিলি কর পান॥

তৃতীয় অঙ্ক।

—০—

রাস-মঞ্চ।

বসন্ত—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। শরতে বসন্তে মিল,
পিককুল তোল তান।
কুমুদিনী সনে হাসি,
নলিনী খোল বয়ান॥
রাস-রস-আমোদিনী,
ব্রজে রাধা বিনোদিনী,
রঙ্গিনী গোপিনীগণে আজি প্রেমময়-প্রাণ।
মুঞ্জর নীরস শাখী,
গাও রবহীন পাখী,
নব বৃন্দাবনে আজি নব রস কর পান॥

পরজ—একতালা।

রাধিকা। কেন রে অঙ্গ কাঁপ ঘন ঘন
কেন রে শিহর প্রাণ?

বসন্ত—একতালা।

শ্রীকৃষ্ণ। তব প্রেমধার নারিব শুধিতে
ঋণী রব শ্রীরাধে।
রাধা-নাম-সাধা বাঁশরী,
অধরে ধরি লো সাধে।
সাধে পরি তোরি প্রেম-ডুরি,
তোরি তরে প্রাণ কাঁদে,
তোরি রূপ প্রাণে আঁকা,
তোরি প্রেমে-হয়েছি বাঁকা,
বৃন্দাবনে ভ্রমি ধেনু সনে,
হেরিতে হৃদয়-চাঁদে॥

সখিগণ। দে রে কুসুম, দে রে পরিমল,
দে রে শশী-সুধা নিরমল,
কি দিয়ে পূজিব রূপ-যুগল,
কাঙ্গালিনী গোপকামিনী।
দে রে প্রেম, প্রেমিকা শারী,
প্রেম ঢালি প্রেম-পিপাসা বারি,
দেরে প্রেম কিরণমালিনী—
শশী-বিলাসিনী যামিনী।

ষড়্ ঋতু মিলি প্রেম কর দান,
প্রেমময়ী কর গোপিনী প্রাণ,
প্রেম বিনা কিছু চাহে না শ্যাম ;
রাধা রাসরঙ্গিনী।

নিত্য-লীলা রাসোৎসব,
বৃন্দাবনে গোলক-বিভব,
একপ্রাণ মাধবী মাধব,
সখি-ভাব ব্রজে 'মোদিনী॥

যবনিকা পতন

দোল-লীলা।

নাট্যগীতি।

প্রস্তাবনা।

সিন্ধুড়া—ধামাল।

আজি সবে শুভ দিনে, গাও রে আনন্দমনে,
নাচ গাও বিনা কিবা সুখ আর এ জীবনে॥
চল চল সুখে খেল যুবক যুবতী সনে,
বিলম্বে কি ফল বল, চল প্রেয়সী সদনে।
মনোহর ব্রজপুর মোহিনী রমণীগণে,
জুড়াই নয়ন মন প্রিয়মুখ-দরশনে॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(গোপালগণের প্রবেশ।)

কামোদ—হোরি।

গোপ। কানুর সনে খেলিব হোরি।
আবির কুমকুম্ সহ বনকুসুম,
কাননে ফিরিয়ে হেরিব আঁখি ভরি,
ও রূপমাধুরী।

[প্রস্থান।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ।)

পিলু—যৎ।

। চল চল সখি বিপিনে চল,
না হেরি মুরারি প্রাণ বিকল।
ব্রজ-কুল-নারী আজি বনচারী;
আজি সখি সুখ হোরি বিফল।
সুখ সাধ বিফল, গোপী প্রাণ বিকল॥

(অদূরে বংশীধ্বনি শ্রবণে)

হামির—যৎ।

। বাজে গো বাঁশরি প্রাণসখি!
(প্রাণ কানাই।)
চল চল আঁখি ভরি দেখি।
ব্যাকুল বাঁশরি, ব্যাকুল মুরারি
ব্যাকুল গোপিনী প্রাণ কেমনে রাখি?

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিধুবন।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ।)

রাধিকা। পরাণ বাঁধিতে নারি গো সজনি।

ওই শুন ডাকে শ্যাম গুণমণি ॥
রাধা নাম ধরি বাজে গো বাঁশরি,
চল গো সজনি, চল ত্বরা করি,
হেরি শ্যামধন, রাধিকা-জীবন,
জীবন সফল করি।
(পুনঃ পুনঃ দূরে বংশীধ্বনি)

১ম সখী। বাজে গো বাঁশরি,
বাজে গো বাঁশরি,
চল গো সজনি, চল ত্বরা করি।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। কি মনে গোপিনীগণে এসেছ কাননে?
নাহি লাজ, রস-রঙ্গ কর মম সনে।
ছিছি ছিছি কুলনারী এ রীতি কেমন,
রমণী হইয়ে কর কাননে ভ্রমণ।

হামির—ধামাল।

মিলি গোপিনী রঙ্গে, চলি কেমনে কাননে,
ধেনু চরাইতে নারি, লাজ নাহি কুলনারী,
রস-রঙ্গ কর মম সনে।

কালেংড়া—যৎ।

রাধিকা। ভ্রম কাননে শ্যাম, চুরি করি প্রাণ,
ধরিতে নারিনু চোর, হারাইনু মান।
কেন হে বাঁশরি, বাজে নাম ধরি,
কেন প্রাণে হানে বাণ?

পরজ—ধামাল।

কৃষ্ণ। বন-মাঝে বাজে বেণু আমার,
গোধন চারণ হেতু কি ক্ষতি তোমার?
শুনি মম বংশীধ্বনী,
কেন বনে এস ধনি,
ছি ছি হ'য়ে রমণী,
একি রীতি গোপীকার!

বেহাগ—যৎ।

সখিগণ। ছাড় ছলা ওহে বংশীধর,
বাঁকা শ্যাম নটবর,
বাঁকা তব কলেবর, বঙ্কিম তব অন্তর,
বঙ্কিম নয়ন হানে ফুল শর।

থাম্বাজ,—ধামাল।

কৃষ্ণ। চাতুরী ত্যজ ব্রজনারী।
ছলনা কর কি কারণ।
লইয়া যমুনা বারি, কেন যাও আঁখি ঠারি,
ব্যাকুল প্রাণ বাঁশী করে রোদন।

রা। ছাড় ছলা, কেন কালা নিদয় এমন।
প্রাণের কানাই এস হৃদয়ের ধন।

কৃ। মন রঙ্গে তব সঙ্গে বিহরি কানন।

রা। চলিতে না পারি কালা ধর হে আমারে,
কুশাঙ্কুর দেখ পদে বিঁধে বারে বারে।

কৃ। এস এস প্রাণ প্রিয়ে, এস কাঁধে করি,
কুশাঙ্কুর বিঁধে পদে আহা মরি মরি!

রা। এস প্রাণ সখা—

[শ্রীকৃষ্ণের অদৃশ্য হওন।]

কোথা লুকাইল হরি?
হায় প্রাণ সখি, হারানু কালারে,
বিপিনে ত্যজিয়া এ ব্রজবালারে,
কোথায় লুকাল সে চিত্ত চোর।
মাটী খেয়ে সই মত্ত হইনু মদে,
তাই অবহেলা করি কাল চাঁদে
পড়িনু বিপিনে বিপদে ঘোর।
বল বল সখি, বল কোথা যাব,
কোথা গেলে বল কালাচাঁদে পাব,
আর না ছাড়িব হৃদয়ে রাখিব,
আমার হৃদয় ধন।
দেখ গো দেখ গো, রাধারে রাখ গো,
এনে দাও শ্যাম রাখ গো জীবন।

১ম সখি। চল গৃহে ফিরি ত্যজ গো রোদন,
কি ফল বিফল বিপিনে ভ্রমণ।

২য় সখী। চল চল গৃহে চল রাজবালা,
বিজনে বসিয়ে বাড়িবে জ্বালা,
জ্বালা চিরদিন; নিঠুর কানাই,
ফিরি চল গৃহে সাধি মোরা তাই।

৩য় সখী। ধৈরয ধর না, প্রবোধ বাঁধ না
মরি বিনোদিনী কেঁদ না, কেঁদ না।

রা। সাধে কি কাঁদিলো প্রাণ যে কাঁদে,
পাগলিনী কিসে প্রবোধ বাঁধে।
এই খানে মোরে ত্যজে গেছে কালা,
জীবন ছাড়িয়ে জুড়া'ব এ জ্বালা,
কালাচাঁদে সখি, আর কি পাব না?
গৃহে ফিরে সই, আর তো যাব না,
ব'লো সে কালারে দেখা পাও যদি,—
কি লাভ হইল অবলারে বধি,
যাও গো সজনি, যাও ঘরে ফিরে,
জন্মেছি কাঁদিতে ভাসি আঁখি-নীরে,
ব্রজে কে কাঁদিবে রাধা না কাঁদিলে,
প্রাণ কে রাখে গো প্রাণে ডালি দিলে।

১ম সখী। নিঠুর সে কালা জান চিরদিন,
তবে কেন সখি হও প্রেমাধীন;
চল ফিরে ঘরে ধৈরয ধর,
কেঁদ না কেঁদ না ছি ছি কি কর।

খাম্বাজ,—যৎ।

সখিগণ।
চল, চল রাজবালা।
জান ত জান ত সখি, নিদয় সে কালা।
বিলম্বে কি ফল বল, চল সখি গৃহে চল,
বাড়িবে বিপিনে মিছে জ্বালা।
লোক-লাজ জলাঞ্জলি, ভাবিয়ে সেই বনমালী,
মাখিয়া কলঙ্ক-কালি, মজিল অবলা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিধুবন মধ্যে পথ।
দূরে যমুনা প্রবাহিত।

রাধিকা ও সখীগণ পিচকারি করে।

সিন্ধু—যৎ।

রা। যমুনা-পুলিনে সই! খেলে রে হোরি
কানাই।
যেতে মানা, মানা করি তাই।
পিচকারি করে, হরি বিহরে,
কুঙ্কুম দিবে সই গায়, আজি জলে কাজ নাই।
যেতে মানা মানা করি তাই।

যমুনা-পুলিনে চল ত্বরা করি সখি,
গোপিনী-জীবনধন শ্যাম নিরখি।
সুধাকর বিনা, যামিনী আঁধার,
ব্রজশশী বিনা প্রাণ আঁধার রাধার।
যমুনা-তটে শুন খেলে কালা হোরি—
চল সখি ত্বরা করি মন-চোরা ধরি।

১ম সখী। বিজন বিপিনে নিঠুর অমন,
ত্যজিয়ে কামিনী পালা'ল যে জন,
তারে হেরিবারে কর আকিঞ্চন,
না জানি গো তুই রমণী কেমন!

রা। গঞ্জনা দিও না ধরি সখি পায়,
চল লো গঞ্জনা দিব যমুনায়।
কেন কল্লোলিনী, প্রবল বাহিনী,
উজান নাহিক ধায়!
রাধাতে ত নাই রাধিকার প্রাণ,
সই কে করিবে তবে অভিমান?

২য় সখী। কালা বিনা প্রাণ ব্যাকুল তোমার।
ব্যাকুলা তেমতি প্রাণ গোপিকার।
কালা বিনা কাঁদি, তবু প্রাণ বাঁধি
হেরিব না সই চাতুরি আধার।

কাফি,—জৎ।

সখীগণ। চল যমুনা পুলিনে সই ত্বরিত গমনে,
আজি ধরিব কালারে, আজি ছাড়িব না
শ্যামধনে, চল চল চল।
সখি শ্যাম-অঙ্গে, ফাগ দিব রঙ্গে
রঞ্জিব বরণ সাধ মনে, চল চল চল।

রা। রাধারে ত সখি বাস গো ভাল,
কালা বিনা কাঁদি হেরিব কাল।
চল চল সখি, চল চল চল
ধরি গো পায়।
তুমি কি দেখেছ কালার নয়ন,
ভুলেছ গো যদি দেখনি কখন,
প্রণয় কি প্রাণ দেছ বিসর্জ্জন?
আয় লো সজনি আয় লো আয়।

সাহানা,—যৎ।

সখিগণ। চল, চল সই সকলে মিলিয়ে।
কেমন শঠ কালা দেখিব গিয়ে।
মিলিয়ে গোপ-নারী, দেখি পারি কি হারি,
আবিরে শ্যাম কায় দিব ঢাকিয়ে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জবনের অপরপার্শ্ব।

সখিগণের উক্ত গীত গাইতে
গাইতে প্রবেশ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

গীত—বসন্ত।

কৃষ্ণ। রাধে রাধে বলে বাজ্'রে বাঁশি।
রাধে ব'লে বাজে বাঁশী, আমি ভালবাসি,
রাধা নাম বিনা বাঁশি,
কোথা পাবে সুধারাশি?
সুখের সাগরে ভাসি,
মনে হ'লে মধুর হাসি।

১ম সখী। বলি শ্যাম, কথা রাখ,
আবির মাখ,
ঢাকবে যদি বরণ কাল।
ছি ছি ছি বরণ আঁধার, দেখে রাধার
ভক্তি কিসে হবে বল?

২য় সখী। একে ত বাঁকা গড়ন,
বাঁকা নয়ন,
বাঁকা তব মোহন চূড়া;
কাল তার নাইকো ভাল, সকল কাল
মুখে মাখ ফাগের গুঁড়া।

৩য় সখী। তাতে রূপ কতক হবে,
রাধার তবে
ভক্তি হলেও হতে পারে।
তাইতে হে বলি তোমায়, কালাচাঁদ
ফাগ মাখ গায়।
নইলে সাধবে কেন বারে বাঁরে।

কৃ। জানি হে আমি কাল, আমার ভাল,
গোরা রঙ ধার চাইনে কারও,
ছাড় ছলা, ব্রজের বালা,
কেন মিছে বাড়াও জ্বালা,
যাও না ফিরে ঘরে, যদি কালোকে
না দেখ্তে পার।
জানি হে ব্রজাঙ্গনা, বরণ সোণা,
রাধারূপে জগৎ-আলো।
বল্‌তে পারে না কেনা,
কেউত রূপ ধার দেবে না;
রাধা কি কর্ব্বে দয়া?
একে রাখাল তাতে কাল!

২য় সখী। রঙ্গ আজ রাখ কালা, ছাড় ছলা,
আজ এস হে খেলি হোরি।
মিছে কথায় দিন বয়ে যায়,
ঠাঠ্-ঠমকে কায কি হরি!
কৃ। ব্রজাঙ্গনা জীবন আমার
কোন কথা না শিরে ধরি?

গীত—মালকোষ

কৃ। এস, সবে খেলি আজি হোরি,
ফাগে কিবা শোভা হয় হেরিব সুন্দরি!
শ্রম-রঞ্জিত বদনে, কুঙ্কুম-রাগ রঞ্জনে,
সুখে হেরিব নয়নে,কে হারে কে জিনে,
পিপাসিত চিরদিন পিয়াস হরি।
রা। (কৃষ্ণ প্রতি—)
ক্ষমা কর পায় ধরি ওহে কালাচাঁদ
(সখির প্রতি—)
কেন সখি মম অঙ্গে দেহ পিচকারি?
এস দেখি খেল হরি পারি কি না পারি?

বাহার,—যৎ।

সখিগণ পেয়েছি তোমায় শ্যাম,
আর কভু ছাড়িবনা,
কেমনে পলাবে এবে
আঁখি আড় করিবনা।
কেমনে নিদয়মনে,
ছাড়িয়ে এলে কাননে;
দেখিব প্রেম-বন্ধনে বাঁধিতে
কি পারিব না?

পরজ,—যৎ।

রা। চুরি করি কেন খেল হোরি,
চোরা-রীতি তব গেল না হরি।
সখির সনে খেলি অন্যমনে,
কেন পিচকারি দিলে চুরি করি।
১ম সখী। মিনতি করিহে রাধে!
মিনতি কানাই।
যুগল-মিলন হেরি জীবন জুড়াই।

পটপরিবর্ত্তন।

নিকুঞ্জবন।

বাহার,—যৎ।

সখিগণ। হের লো শোভা নয়ন ভরি,
রাধা সনে দোলে দোল শ্রীহরি।
লাল নিধুবন, লাল শ্যামধন,
লালে লাল আজি প্যারি।
হেরি লালে লাল, আজি নয়ন জুড়াল;
লাল যুগল মাধুরী।

যবনিকা পতন

বৃষকেতু-নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

কর্ণ ও প্রহরী।

প্রহরী। মহারাজের জয় হোক্।

কর্ণ। কি সংবাদ?

প্রহরী। দ্বারে একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত।

কর্ণ। অকর্ম্মণ্য, কি নিমিত্ত সভায় আন নি?

প্রহরী। মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা হয়, কেমন বামুন,—কোথেকে এল, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কর্ণ। কোথা হ'তে এল, তোমার জান্‌বার প্রয়োজন নাই।

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! অধীনকে মার্জ্জনা করুন, ব্রাহ্মণের চিহ্নের ভিতর সুধু যজ্ঞসূত্র নইলে কিম্ভুত কিমাকার, মুখ যেন মাল্‌সা, গালের মাংস উরুতে নেবেছে আর চেহারাখানি যেন তালগাছ ভেঙে প'ড়েছে।

কর্ণ। নরাধম! ব্রাহ্মণকে শীঘ্র সভায় আন্।

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! কুলোর মত দু'খানা ঠোঁট নেড়ে বলে, "খাব খাব"।

কর্ণ। পাপিষ্ঠ! শীঘ্র আন্, ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত এখনও র'য়েছে?

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! রাক্ষুসে মূর্ত্তি।

কর্ণ। শীঘ্র আন্, নহিলে দণ্ড পাবি। তুই কি আমার নিয়ম জানিস না, ব্রাহ্মণকে রোধ নিষেধ।

প্রহরী। যে আজ্ঞা মহারাজ। (স্বগত) ব্যাটা আজ রাজসভা শুদ্ধ খাবে! এই যে দামোদর মূর্ত্তি আপনি আস্‌ছেন।

(ব্রাহ্মণ-বেশে বিষ্ণুর প্রবেশ।)

বিষ্ণু। মহারাজের জয় হউক।

কর্ণ। আসুন, আমার পুরী পবিত্র হোলো।

বিষ্ণু। মহারাজ! খাব, একাদশী ক'রেছি, খাব।

কর্ণ। যে আজ্ঞা, কি আহার করবেন, বলুন।

বিষ্ণু। মহারাজ বল্‌ব, তা বলায় হানি নাই। আপনি দাতার শিরোমণি, আপনার যশ সকলেই গায়; তাই বলি, একাদশী ক'রে রয়েছি, বড় ক্ষুধার্ত্ত, খাব।

কর্ণ। কি খাবেন, অনুমতি করুন।

বিষ্ণু। মহারাজ! আপনি অতিশয় দাতা, দেবী-দ্বিজভক্ত; তাই বলি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আমি কিছু—আমি কিছু—

কর্ণ। কেন কুণ্ঠিত হচ্চেন, আজ্ঞা করুন, অতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য হ'লেও এই দণ্ডে এনে দিব।

বিষ্ণু। আমি কিছু—আমি কিছু—আমার কিছু মাংসে রুচি।

কর্ণ। দ্বিজবর! এই নিমিত্ত সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন; যে মাংস আজ্ঞা করবেন, এখনি প্রস্তুত করব।

বিষ্ণু। আহা! তাই বলি—তাই বলি—মহারাজের দয়া সমুদ্র বিশেষ। আপনি অতি সজ্জন, অতি মহাশয়, অতি সদাশয়, অতি গম্ভীরপ্রকৃতি আর সেইরূপ বিনয়ী, সেইরূপ আত্মত্যাগী।

কর্ণ। প্রভু, আমি অধম এতাদৃশ সম্মানের যোগ্য নই; কি মাংস আহার করবেন আদেশ ক'রে চরিতার্থ করুন।

বিষ্ণু। দেখুন, অতি উত্তম মাংস সেই মুনির যজ্ঞে খেয়েছিলেম, অতি কোমল মাংস, প্রাণ পরিতৃপ্ত হোলো আর রন্ধনও অতি পরিপাটী।

কর্ণ। আমারও সুপাচক আছে, যেরূপ কোমল মাংস ইচ্ছা করেন, তাই প্রস্তুত হবে।

বিষ্ণু। আহা! সে অতি উত্তম মাংস।

কর্ণ। কি মাংস।

বিষ্ণু। মহারাজ!

কর্ণ। বলুন।

বিষ্ণু। নরমেধ যজ্ঞে অতি কোমল শিশু কেটেছিল, পরিপাটী ভোজন হ'য়েছিল।

কর্ণ। নরমেধ-ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করেন।

বিষ্ণু। হাঁ, কিন্তু একটু কোমল ভোগীর মাংস হ'লে ভাল হয়।

কর্ণ। দ্বিজবর, সঙ্কুচিত হ'বেন না, যদি ইচ্ছা করেন, আমার মাংসই রন্ধন করিয়া আপনাকে ভক্ষণ করাই।

বিষ্ণু। মহারাজ, আপনার পুত্রের মাংস আপনার অপেক্ষা কোমল।

প্রহরী। (স্বগতঃ) ব্যাটা ছেলে থেকে সুরু ক'রেছে, সপুরী একগাড় করবে, আমার চাকরীতে কাজ নাই, প্রাণ বড় ধন।

(প্রস্থান)

কর্ণ। আমার পুত্রের মাংস।

বিষ্ণু। আজ্ঞে পথে দেখ্‌লুম যেন ননী।

কর্ণ। ভাল, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

বিষ্ণু। মহারাজ, পারণের একটু নিয়ম আছে।

কর্ণ। কি নিয়ম, আজ্ঞা করুন্।

বিষ্ণু। স্ত্রীপুরুষে পুত্রকে বধ করতে হবে, সস্ত্রীক না হ'লে, আমি দান গ্রহণ করি না।

কর্ণ। স্ত্রী পুরুষে বধ কর্ত্তে হবে?

বিষ্ণু। নচেৎ আমার তৃপ্তি জন্মা'বে না।

কর্ণ। ঠাকুর, অপেক্ষা করুন, আমার পত্নীকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

বিষ্ণু। করাত দে কাট্‌বেন, খেঁত্‌লে না কাট্‌লে একেবারে রক্ত বেরিয়ে যাবে, মাংস অত সু-তার থাক্‌বে না।

কর্ণ। ভাল, পদ্মাবতীকে সম্মত ক'রে আসি।

বিষ্ণু। আর এক কথা,—কাতর হ'য়ে কাট্‌তে পারবেন না, কাতরের দান আমি গ্রহণ করি না। আঃ! বড় উদরের জ্বালা।

কর্ণ। যখন পুত্র-বধে কৃতসঙ্কল্প, তখন কাতর হব ভাববেন্ না।

বিষ্ণু। হাসি-মুখে স্ত্রী পুরুষে আমার সাক্ষাতে ছেলেটিকে কাট্‌তে হবে।

কি জানেন, বড় ক্ষুধার্ত্ত; কাটা দেখ্‌লেও কতক তৃপ্ত থাক্‌ব।

কর্ণ। ভাল, সেইরূপই হবে। আমি পদ্মাবতীর নিকট হ'তে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন্ গে। কে আছ রে ব্রাহ্মণকে বিশ্রাম-গৃহে নিয়ে যাও।—কি আশ্চর্য্য! উত্তর নাই! কে আছ, কে আছ? কৈ কেউ নাই। আসুন দ্বিজ, আমার সঙ্গেই আসুন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

পদ্মাবতী।

পদ্মা। কেন এখনও এলনা?
বৃষকেতু অশান্ত হ'য়েছে,
প্রাতে উঠে গেছে,
ক্ষুধার সময় হ'লো তার,
খেলা পেলে সব যায় ভুলে,
নেচে গেয়ে ফিরে শিশু সনে,
আহা! বৃষকেতু আমার যেমন,
হেন আর দেখি নে নয়নে,
কিবা আভরণে আভরণ বিনে,
নয়ন জুড়ায় হেরি,
শিশু ল'য়ে ফিরে, চাঁদ যেন তারা হারে,
বাজা'যে তু'করে যবে নৃত্য করে,
গলে দোলে ফুলমালা—
মুক্তা-সারি ঝরে, শ্রম-বারি,
মুছায়ে বদন, যত্নে কোলে করি,
মনে হয়—
শতধারে বয় অন্তরে সুধার ধারা।
যবে কোলে উঠে 'মা' বলে আমায়,
স্বর্গ-সুখ নাহি চাই বিনিময়ে।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। রাণি, ধর্ম্ম কর্ম্ম যায় সমুদয়,
সর্ব্বনাশ হয়,
গেল নাম গেল
অপকীর্ত্তি রটিল জগতে,
অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ,
গেল সকলি বা গেল কীর্ত্তিনাশ হ'ল,
এলো দ্বিজ, নাহি জানি কোথা হ'তে,
লোলহান শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্ষুধার জ্বালায়,—
বিপুল জিহ্বায় ওষ্ঠ চাটে পুনঃপুনঃ,
কর্ম্ম লোপ হ'ল এতদিনে।

পদ্মা। কেন কেন, কি হ'য়েছে মহারাজ?

কর্ণ। অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ।

পদ্মা। বুঝিতে না পারি, কহ কিবা নরনাথ!
কেন ম্লান বদন-মণ্ডল?
শ্বাস বহে ঘন ঘন,
কেন উচাটন বলহ রাজন্!
উন্মাদ যেমন,
ঘূর্ণমান লোহিত লোচন,
বুঝিতে না পারি,
আচম্বিতে কেন হেন ভাব!

কর্ণ। জান রাণি সহজে কাতর নহি আমি,
যবে তনয়ের কল্যাণ সাধনে,
আইলেন বাসব ভবনে,
অবিচলপ্রাণে,
আখণ্ডলে কুণ্ডল করিনু দান,
অকাতরে ছেদিয়া শরীর
দানিলাম অভেদ্য কবচ;
কিন্তু, এবে বিধাতার বিষম ছলনা,
কি করি বল না,

ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা বুঝি না হয় পূরণ।
পদ্মাবতি! ক্ষোভ হয় অতি,
প্রতিশ্রুত হ'য়ে সত্য নারির পালিতে।

পদ্মা। প্রাণ কাঁপে, বল মহারাজ,
সন্দেহে রেখ না আর,
সহজে সুমেরু না নড়ে,
বিবর্ণ না হয় ভানু,
শীঘ্র বল ব্যাকুল হ'তেছে প্রাণ।

কর্ণ। শুন রাণি,
মেঘের বরণ
কোথা হ'তে আইল ব্রাহ্মণ,
অতি বৃদ্ধ
কুঞ্চিত-ললিত-চর্ম্ম ঢেকেছে নয়ন,
কণ্টক সমান মস্তকে পলিত কেশ,
ভয়ঙ্কর বেশ.
সভায় চাহিল দান,
কহিল ব্রাহ্মণ,—
"আছি উপবাসী, একাদশী ব্রতপালী,
পারণ করাও রাজা!"
কৈনু অঙ্গীকার—
দিব যে আহার চাহে দ্বিজ;
সর্ব্বনাশ উদয় আমার,
বুঝিতে নারিনু তাহা।

পদ্মা। কেন কেন কিবা দ্রব্য চায়,
আছে নানা সামগ্রী ভাণ্ডারে—
কোটী কোটী বিপ্র যাহে হয় পরিতোষ,
তবে, কেন শঙ্কা নরনাথ!

কর্ণ। নিদারুণ সে ব্রাহ্মণ,
বলিল যে কঠিন বচন,
কহিতে সে কথা
জড়ায় রসনা।
ব্রাহ্মণের শুনিয়ে বচন
পলা'য়েছে রাজ-ভৃত্যগণ,
বড় দায়ে সুধাই তোমায়,
বল রাণি, কি হবে আমার?

পদ্মা। প্রভু তুমি জান চিরদিন,
আমি তবাধীন,
প্রাণ দিব যদি হয় প্রয়োজন;
বল নাথ! হয়োনা উতলা,
শীঘ্র বল কি চাহে ব্রাহ্মণ।

কর্ণ। রাণি! বড়ই কঠিন দ্বিজ।
বৃষকেতু কুমার আমার—
কহে দারুণ ব্রাহ্মণ,—
মাংস তার করিবে ভক্ষণ।

পদ্মা। না না মহারাজ!
ছল করে দ্বিজবর,
ওহো? এও কি সম্ভব কভু।

কর্ণ। নহে ছল,
রণে বজ্রসম বাণে,
না হই কাতর কভু—
অকারণে কাতর কি হেতু হব।

পদ্মা। না না
ধন-দানে তোষহ ব্রাহ্মণে

কর্ণ। আছি প্রতিশ্রুত—
দিব যাহা করিবে ভক্ষণ;
ধনদানে প্রতিজ্ঞা না রবে;
তাই ভাবি, ধর্ম্ম কর্ম্ম গেল সমুদয়।

পদ্মা। যাক কর্ম্ম, ধর্ম্ম হক্ লোপ
যাক্ রাজ্যধন, কাননে করিব বাস।
আহা! হৃদ্যের নন্দন
কেটে দিব রাক্ষসেরে!
কোন্ প্রাণে কহ মহারাজ!
নহি পশু!
যত্নে যেই নাহি পালে শিশু তায়
বাঘিনী-বিবরে, যত্ন সহকারে
রক্ষা করে শাবক তাহার।
মহারাজ, এই কি ধর্ম্মের ফল!

কর্ণ। জানি রাণি! সকলি মজিবে,

তাই আসিয়াছি লইতে বিদায়,
জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
ক্ষত্র হ'য়ে
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে যেই জন,
তুষানল—প্রায়শ্চিত্ত তার,
তবু তাহে নিস্তার না পাব
নরকে পড়িব;
প্রত্যাশিত বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ
যাই রাণি, বিদায় জন্মের মত।

পদ্মা। কোথা যাবে?
হায়! মম উপায় কি হবে
ভগবন্!
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত শিরে!
করহ উপায়—
অন্নদানে তোষ ব্রাহ্মণেরে।

কর্ণ। উপায় না দেখি রাণি প্রাণ দান বিনে,
তাই প্রাণ ত্যজিব মহিষি!
গেল ধর্ম্ম, যশঃ হ'ল লোপ,
প্রাণে আর ফল কিবা?

পদ্মা। ধৈর্য্য ধর মহারাজ!
কাঁদিতে ক'রোনা মানা,
জান না জান না মায়ের বেদনা
তাই নাথ! করো রোষ,
নারী দাসী চিরদিন,
পুত্রে নাহি মম অধিকার,
মম ভাগ্যে যা' হ'বার হবে,
ধর্ম্ম তব করহ পালন,
দাসী আমি কি হেতু সুধাও মোরে?
সঙ্কল্প তোমার,
শেল হৃদে হানিবে আমার,
পুত্রে বিসর্জ্জিব,
নহে স্বামী হারাইব,
নিস্তার নাহিক আর,
যেবা হয় কর মহাশয়।
বিদায় আমারে দেহ,
ভাব কি রাজন্
পত্নি হ'য়ে দেখিব নয়নে,
জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিবে পতি,
যেবা হয় হইবে আমার,
সত্যে রাজা হও গে উদ্ধার।
আহা! বৃষকেতু
এই হেতু গর্ভে ধরিলাম তোরে,
হেরি সকলি আঁধার,
প্রাণ আমার কেন আছে দেহে,
কি হ'ল কি হ'ল,
মৃত্যু, তুমি কোথা এ সময়!

কর্ণ। শুন রাণি কঠিন ব্রাহ্মণ,
সস্ত্রীক-ব্যতীত
দান নাহি করিবে গ্রহণ;
পদ্মাবতি! তুমি কি জান না
বৃষকেতু প্রাণের দোসর মোর;
শুন মম বাণী ধৈর্য্য ধর রাণি!
ধর্ম্ম রাখি পুত্র-বলিদানে,
শেষে দোঁহে মিলে যাব চ'লে
গহন-কাননে;
কিম্বা জ্বলন্ত আগুনে
জুড়া'ব প্রাণের জ্বালা।

পদ্মা। রাজা! মা হয়ে কেমনে
নন্দনে দিব হে বলি।

কর্ণ। ধর্ম্ম রাখ, হ'য়োনা কাতর
নিরন্তর ধর্ম্মে তব মতি
এস ধর্ম্ম করি গে পালন;—
ব্রাহ্মণের করাই পারণ
সত্যে বাঁধা পতি তব,
গুণবতি!
সত্যে পার করহ স্বামীরে।

পদ্মা। হায়! ধর্ম্ম মর্ম্ম কেমনে বুঝিব!
আহা! বাছা যবে সুধা'বে আমায়

কারে মোরে দাও বিলাইয়ে,
বল প্রভু কি বলিব,
কি ব'লে বুঝা'ব প্রাণে?
ওহো! এত ছিল অদৃষ্টে আমার!
(নেপথ্যে) মহারাজ! ক্ষুধায় কাতর,
যাই স্থানান্তরে।
কর্ণ। যাই দ্বিজবর!
বিলম্ব নাহিক আর।
রাণি! চিন্তার সময় নাই
বাঁধ মন,
পণে মম করহ উদ্ধার,
দুস্তার নরকে পতিরে নিস্তার কর।
নৈলে দ্বিজ স্থানান্তরে যাবে,
কীর্ত্তিনাশ হবে,
বাঁধ বুক ধর্ম্ম ভাবি সার,
যেন ছায়াবাজি এ সংসার,
মহানাট্যশালে
নানা সাজে ঘোরে নর,
কেহ পিতা কেহ পুত্র ভ্রাতা
স্রোতে তৃণ সংমিলন,
ধর্ম্ম মাত্র অনন্ত কালের সখা,
ধর্ম্ম না করিয় হেলা।
পদ্মা। প্রভু! যা হ'বার হবে,
পাল ধর্ম্ম,
কর যেবা অভিরুচি।
কর্ণ। আরও আছে কঠিন নিয়ম,
স্ত্রীপুরুষে করাত ধরিব
অকাতরে পুত্রেরে কাটিব,
তবে দ্বিজ করিবে ভক্ষণ।
পদ্মা। রাজা! কি বল বল,
বাছা বাছারে আমার।
(মূর্চ্ছাপ্রায় ও রাজা-কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া)
কর্ণ। মোহ ত্যজ মোহ ত্যজ রাণী,
আছে বহু শোকের সময়,
উদ্যাপন করিব কঠিন ব্রত।
আহা চাঁদমুখ হেরিয়ে বাছার
কতবার করিয়াছি মনে—
সিংহাসনে বসা'ব কুমারে,
হেরিয়ে তনয়
কতই ভরসা
কত আশা উঠিত হৃদয়ে,
সব হল ক্ষয় দৈববিড়ম্বনে আজি;
কি হবে কাঁদিলে আর।
পদ্মা। রাজা! কোন্ প্রাণে কাটিব নন্দনে,
কাতর হইবে
মুখ তুলে 'মা' ব'লে ডাকিবে,
সন্তানের মা বিনে কে আছে?
আহা বাছা! আহা মরি মরি
পিতা মাতা অরি,
কেন বাছা এসেছিলে রাক্ষসী-জঠরে?
অহি সম কঠিনপরাণ
বধিব রে আপন সন্তান,
ভগবান! এত কি নারীর সয়,
কালরূপী এল কে ব্রাহ্মণ,
হায়, হায় মজিল সংসার,
মাতৃনামে করিলাম কলঙ্ক অর্পণ,
ত্রিভুবনে মা বলা ফুরা'ল।
শত জন্মে এ জ্বালা কি যাবে,
শতধিক জীবনে আমার,
বড় অভাগিনী,
মেদিনী দেহ মা স্থান।
আজ্ঞাকারী দাসী তব প্রস্তুত রাজন্
রাখ ধর্ম্ম সাধ প্রয়োজন।
কর্ণ। প্রাণ বাঁধ প্রাণ বাঁধ রাণি!
পুত্রে আনি দিতে উপহার।

(কর্ণের প্রস্থান)

পদ্মা। ধরা অন্ধকার দেহ কারাগার,

প্রাণ আমার হয়োনা চঞ্চল,
পতিব্রতা ব্রত আজি কর উজ্জাপন
স্বহস্তে নন্দনে দিয়ে বলি,
জন্মিয়াছি পুত্রহত্যা তরে,
দেখিবে সংসারে
নারীদেহে পিশাচিনী।
আরে প্রাণ কোথায় লুকাই,
কোথা স্থান পাবে ?
পশ যদি রসাতলে অনন্ত আঁধারে ;
সেথা তোরে পুত্রঘাতী কবে ;
কৃমি ফেরে নরক-মাঝারে
সে ত নয় পুত্রঘাতী,
সাগর-উদরে তুলনা নাহিক তোর,
হের সশরীরে গ্রাসীতে তোমায়
নরক উদয়,
শুন শুন রে অনিলে !
অশরীরি বাক্যে সবে বলে—
এই এই পুত্রঘাতী।
দিবাকরে নেহার মলিন,
মেদিনী না সহে ভার আর,
চারিদিকে শুন কলরব
গণ্ডগোল সব,
হেরে তোরে প্রকৃতী শ্রীহীনা।
হবে সৃষ্টিনাশ,
চরাচর সাগর করিবে গান
হুতাশ ব্রহ্মাণ্ডময়,
ভীত প্রাণী সমুদয়
শুন সবে কয়,—
মা হ'য়ে সন্তানে দিবে বলি।
বৃষকেতু ! বৃষকেতু !
পালা পালা বাপধন,
কোথা যাবি কোথা পলাইবি
মা হয়ে বধিব,
কোথায় পলা'বি আর,
যাই যাই বিলম্ব কি হেতু করি ?

(মূর্চ্ছা)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। সর্ব্বনাশ !
একি রাণী ধুলোয় পড়ে,
ওরে শিগ্গির জল নে আয়,
ওরে শিগ্গির জল নে আয়।

পদ্মা। (মূর্চ্ছাপগমে)
ওই ওই যায়,
মা ব'লে আমায় ডাকে।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে পতনশব্দ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

ভৃত্যগণ।

১ ভৃত্য। দ্যাখ্ !
তুই একবার উঁকি মেরে দেখে আয়,
কাপড় চোপড়গুলো
যদি কোন মতে আন্‌তে পারা যায়।

২য় ভৃত্য। আঃ কি রসের কথা তোর রে
আমায় আলুম করে গিলে ফেলুক।

১ম ভৃত্য। তুই চুপি চুপি যা না
আমরা পেচনে যাচ্চি সব।

২য় ভৃত্য। তুই কেন এগোনা
আমরা পেচনে যাচ্চি।

৩য় ভৃত্য। এমন কি ! এস দেখা যাক্
আজ প্রাণ দেব,
এঁবো সিন্দুকটা আন্‌বোই আনবো,
চল এস দেখা যাক্।

১ম ভৃত্য। তোর সিন্দুক এতক্ষণ রেখেচে কিনা

তাই দেখ্‌বি,
এসেই খাব খাব ক'রেছে,
আমি দেখলুম
রাজায় গলা অবধি গিলেছে,
যেমন ব্যাঙ্‌ চেচায়
রাজা চ্যাচাচ্চে,
কে আছিস্‌ রে, কে আছিস রে।

২য় ভৃত্য। আর রাণী—

১ম ভৃত্য। বাঁহাতে রাণীর চুল ধ'রেছে
দেখ্‌লুম।

৩য় ভৃত্য। তবেই ত
কাপড়গুলো সব পড়ে রইল ;
ওরে সুদি ছুটে আসছে,
এই বারে রাণীকে গিলেচে,
ও সুদি ! ও সু'দ ! রাণীকে

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। ওরে সর্ব্বনাশ রে রাণী আর নেই।

১ ভৃত্য। আর গরুগুলো ?

পরি। ওরে ছারখার হোয়ে গ্যাল রে
ছারখার হোয়ে গ্যাল,
কোথা থেকে পোড়ারমুখো বামুন এলো,
ছারখার হ'য়ে গ্যাল।

(প্রস্থান)

২ ভৃত্য। তুই তবে সিন্দুক আনতে যাবিনি।

৩ ভৃত্য। না বাবা দু'হাতে গিল্‌চে।

(একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। ওরে
সর্ব্বনাশ হোলোরে সর্ব্বনাশ হোলো,
মাটে তিন পাল ছাগল খেয়েছে,
ময়রাকে খেয়েছে,
মড়কির ধামা খেয়েছে,
অসদ্‌পাতা খেয়েছে,
অসদ্‌ গাছটা খেয়েছে।
রাখাল্‌দের ছেলেটা
গরু চরা'তে গিয়েছিল,
তাকেও খেয়েছে।
ও মা, কোথায় যাবো মা!

১ ভৃত্য। আর ভাই, এই ব্যালা সট্‌কাই।

স্ত্রী। আর কোথা পালা'বি ?
সই বল্লে পিল পিল ক'রে
রাক্ষস এসে সেদুচ্চে,
তার ভেতর একটা রাক্ষস
তিনটে কোটাবাড়ী হাকার কোরেচে;
একটার নাক দে তিন পাল গরু বেরিয়েচে,
একটা শুনিচি দু'হাজার হাতি খেয়েচে

১ম ভৃত্য। ইস্‌ আর বল্‌'চ খাব খাব।

স্ত্রী। এই বলে ত এই গেলে,
এই বলে ত এই গেলে।

(নেপথ্যে) ওরে ভাই এ দিকে।

সকলে। ওরে এলো এলো
পালা পালা পালা।

স্ত্রী। দোহাই রাক্ষস বাবা !
আমায় খেও না,
আমার পিলে হ'য়েচে
দোহাই রাক্ষস বাবা !
দোহাই রাক্ষস বাবা
এই এক কাঁদি মানুষ
এই দিকে দৌড়ে গ্যাল
এই দিকে যাও।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

ও মা রাক্ষসি তোর পায় পড়ি মা !
আমায় খাস্‌নি মা।

পরি। হায় হায় সর্ব্বনাশ হ'লো
এমন পোড়া খিদে।
স্ত্রী। ও মা রাক্ষসি ঐদিকে যা মা
ঐ দিকে ঢের মানুষ পাবি।
পরি। আঃ মর মাগি কি বলে গো।
স্ত্রী। দোহাই মা রাক্ষসি,
দোহাই মা রাক্ষসি
ধান ভান্‌লে ভুসি দেব মা,
আমায় খাস্‌নি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

সাহেন জিল্ল।—খেমটা।

হেথা মা তো নাই,
গড়া গড়ি খেলি আয়না ভাই
ধুলো দু'হাতে দু'মুটো নে
নেচে ছড়া নেচে গায়ে দে,
পারি যত আয় মাখি তত,
দেখ ধুলো কত
দেখ মজা বড় আয় ধুলোতে নাই।

১ম বা। আয় ভাই ঢিপি গড়।
২য় বা। রাখাল রাজা খেলি আয়,
তুই ভাই কানাই।
১ম বা। তুই ভাই আজ খেলচিসনি কেন?
বৃষ। দেখ ভাই আমার মন কেমন কচ্চে
আমি স্বপন দেখিচি—
মা যেন কাঁদ্‌চে,
তুই ডাকৃলি আর উটে এলুম
মার কাছে যাইনি।
১ বা। যাবি এখন খেল না।
বৃষ। না ভাই, কিছু খাইনি
মা বুঝি কাঁদ্‌চে,

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। তুমি এখানে খেলচো
তোমার মা খুঁজচে যে।
বৃষ। যাই ভাই বাড়ী যাই,
দেখ ভাই
এখন আমার স্বপন মনে পড়লো।
যেন একজন বামুন এলো
তার চার হাত;
আমায় দেখ্‌তে পেয়ে
মুখের ভিতর পুরে ফেল্‌লে,
আমি তার পেটের ভিতর
কত ছেলে দেখলুম;
কত খেলা করলুম,
কত জিনিষ দেখলুম
আর আমার মা ভাই কাঁদ্‌তে
লাগ্‌লো,—
মার কান্না শুনে
আমার কান্না পেলে,
আমি কাঁদলুম না।

১ম বা। পেটের ভেতর হাঁপালিনি ভাই?
বৃষ। না ভাই সেখানে খুব হাওয়া
কত সূর্য্যি কত চাঁদ!
১ বা। তবে তোর কান্না পেলে কেন ভাই?
বৃষ। মা যে ভাই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো,
আর আমি মাকে দেখ্‌তে পেলুমনা;
তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন?
দেখ ভাই এও কাঁদ্‌চে।
পরি। আহা এমন ছেলেও বামুনকে দেবে!
বৃষ। ওই শুন ভাই বামুন এসেচে,
হাঁারে ত্যর ক'টা হাত,
আমায় খাবে?
পরি। আহা, এমন ছেলেও
বাঘের মুখে ধ'রে দেবে গা!

বৃষ। ওই শুন্‌চিস্‌ ভাই, আমায় খাবে,
মা কাঁদ্‌বে,
আমার মন কেমন কর্‌বে।

১ বা। তবে তুই কেন ভাই পালা না।

বৃষ। না ভাই বামুন যে
বাবাকে মাকে শাঁপ দিয়ে যাবে,
বাবা ব'লে দিয়েচেন
বামুন দেখে পালা'তে নেই।
বামুন সেবা করলে বৈকুণ্ঠে যাব,
যার বড় ভাগ্যি সেই বামুনের
সেবা করতে পায়।

২য় বা। তুই ভাই একখানা ছুরী নিয়ে যা
পেট্‌ চিরে বেরুবি।
না ভাই,
বামুনের কি পেট চির্‌তে আছে,
আর ভাই আমি খেল্‌তে আন্‌তে
পার্‌বো না,
তোরা আপনারা খেলিস্‌,
একবার তোদের গায়ে আমি ধূলো
দিই,
তোরা আমার গায়ে ধূলো দে
আমি যাই ভাই!

বালকগণ। হাঁরে, আর তোরে দেখ্‌তে
পাব না।

বৃষ। না ভাই পেটের ভিতর থাক্‌বো
কেমন ক'রে দেখ্‌বি?
আমি তোদের দেখ্‌তে পাব না
তোরাও আমায় দেখ্‌তে পাবিনি।

বালকগণ। চল ভাই
তোকে বাড়ী রেখে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বিষ্ণুরূপী ব্রাহ্মণ, কর্ণ ও পদ্মার প্রবেশ।

বিষ্ণু। এখন কেন আন্‌লে না,
কখন কাট্‌বে কখন রাঁধ্‌বে,
করাৎখানা একটু ভোঁতা আন্‌তে হয়,
এ করাতে কাট্‌লে
গল গলিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে।

কর্ণ। ঠাকুর এই যে বৃষকেতু আস্‌চে,
রাণী বুক বাঁধ কাতর হয়োনা,
শেষ ত অগ্নিকুণ্ড আছেই।

পদ্মা। মহারাজ!
দেখুন পাষান হ'য়ে আছি।
(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। ঠাকুর তুমি স্বপন দিয়েছিলে,
তোমার চার হাত কই?
খাবে তো খাও।
মা! তুমি এবার কেঁদো না
কাঁদলে আমার কান্না পায়।

কর্ণ। রাণি! চঞ্চল হ'য়োনা
এ সময় নয়, সকল পণ্ড হবে।

বিষ্ণু। লও লও করাৎ ধর, করাৎ ধর
বেলা হ'লো।

বৃষ। ঠাকুর কেটে্‌ খাবে?

বিষ্ণু। নাও নাও কাট।

বৃষ। বাবা, লাগ্‌লে কাকে ডাক্‌তে হয়,
দীননাথকে ডাকতে হয়।
কাট তবে,
আমি দীননাথকে ডাকি

বিষ্ণু। কৈ নাওনা করাৎ নাও না।

বৃষ। বাবা কাট
আমি একমনে দীননাথকে ডাকি।

কর্ণ। রাণি! করাৎ ধর।

(বৃষকেতুর মস্তকে করাতাঘাত।)

বিষ্ণু। ইস্ অত জোরে টান দিও না,
মেলা রক্ত বেরোবে
মেলা রক্ত বেরোবে
দেখ পেটিটের ড'ল্লা রেঁধো,
উরোৎটা ভেজো
শির্ দাঁড়াটার ঝোল,
মুড়িটার অম্বল রেঁধো,
মাতার ঘিটা খুলে নিয়ে বড়া ক'রো,
আমি স্নান ক'রে আসি।

(বিষ্ণুর প্রস্থান)

কর্ণ। লয়ে যাও পাচক রন্ধনশালে,
রাঁধ গিয়ে দ্বিজের আদেশমত,
শীঘ্র কর বস্ত্র আচ্ছাদন
না দেখিতে পারি আর।

রাণী। রাজা! রাজা!!
আর কিবা কার্য্য বাকী মোর,
ওহো জ্বলে উঠে! জ্বলে উঠে,
ভস্ম হ'বো ক্ষণ পরে।

কর্ণ। রাণি! অনেক সহেছ,
আর সহ আমা হেতু
কাতর হইলে
দ্বিজ নাহি করিবে ভক্ষণ;
রাজ্য দিব ব্রাহ্মণে দক্ষিণা
পরে দোঁহে চিতানলে করিব প্রবেশ;
ভেবো না মহিষি!
শীঘ্র যাব বৃষকেতু গেছে যথা।

(নেপথ্যে ব্রাহ্মণ) এদিকে এস, পা ধুইয়ে দাওসে।

কর্ণ। যাই প্রভু, এস রাণি!

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

(বিষ্ণু, কর্ণ ও পদ্মাবতীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। হ'য়েছে রন্ধন?

কর্ণ। হ'তেছে প্রস্তুত।

বিষ্ণু। আনিয়াছি বালক জনেক,
খাবে ব'সে আমাদের সাথে
কর চারি আসন প্রস্তুত;
তুমি আমি পদ্মাবতী আর ওই শিশু,
চারিজনে করিব ভক্ষণ।

কর্ণ। ক্ষমা কর প্রভু,
অতিথীসেবনে ব্রতী
ভোজনের নহে ত সময়,
রাজ্য দিব দক্ষিণা চরণে
তবে কার্য্য হবে সমাপন।

বিষ্ণু। একত্রে না করিলে ভোজন
তৃপ্তি নাহি হবে মোর।

কর্ণ। প্রভু, অপরাধ করুন মার্জ্জনা
নারিব পুত্রের মেধ করিতে ভক্ষণ।
দেব তৃপ্তি হেতু
দিছি পুত্র বলিদান,
তাই বাঁধি প্রাণ
তৃপ্ত হব অতিথী-সৎকারে।

(পাচকের প্রবেশ)

পাচক। মহারাজ সর্ব্বনাশ।
হাঁড়ী নাবিয়ে দেখি মাংস নেই।

কর্ণ। এঁ্যা সর্ব্বনাশ!
শেষে ব্রহ্মশাপ আছে কি কপালে?

বিষ্ণু। এঁ্যা মাংস নাই,
তবে এক কায কর,
ঐ যে ছেলেটাকে এনেছি ওরে কাট,
ঐ যে আস্চে।

কর্ণ ও পদ্মা। বৃষকেতু! বৃষকেতু!!

বৃষ। বাবা! বাবা!
মা দেথ, আমি মরি নি,
দীননাথ রক্ষা ক'রেছেন।

পদ্মা। আয় কোলে অভাগির নিধি।

বিষ্ণু। নাও রাজা আপন নন্দনে।
ধন্য তুমি মহারাজ
"দাতাকর্ণ" নাম তব ঘুষিবে সংসারে

কর্ণ। প্রভু! প্রভু!
কে তুমি ছলনা কর?

বৃষ। পিতা,
দীননাথ আপনি এসেছেন।

কর্ণ। কৃপা করি নিজ রূপ দেথাও মুরারি,–
অজ্ঞানেরে কর পরিত্রাণ।

(কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব)

গীত।

বাহার-থাম্বাজ—কাওয়ালী।

সকলে।—
রক্তোৎপলদল গঞ্জন চরণে,
ভূষণ বন-ফুলহার।
বাঁশরি বাদন যমুনা পুলিনে,
বিমল মন অবলার॥
রঞ্জন গঞ্জন বঙ্কিম নয়নে,
গোপীগণ মন পাগল মদনে;
গোধন চারণ, ভূধর ধারণ,
কাতর হর দুখভার॥

যবনিকা পতন

হীরার ফুল।

(অপ্সর-গীতি-হার)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

মদন।	রতি।
রাজকুমার অরুণ	রাজকুমারী শশিকলা
দৈত্য।	সখী।

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কনক কানন)

রতির প্রবেশ।

খাম্বাজ-ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

মরি কি সাধের উপবন।
ফুটেছে মাণিক হীরে চুরি করে মন॥
সৌরভে গরব ভরে,
কনক-লতায় থরে থরে,
কেন না হেরি অলি, প্রেমিক সে কেমন।

আহা! এ সুন্দর ফুলগুলি তুলে এক ছড়া মালা গাঁথি, নাথকে দেখা'ব—তাঁর কুসুম শর কুসুম ধনু ভাল, কি আমার মালা ভাল? চারি দিকেই সুন্দর! ও দিকে আরো সুন্দর! মরি মরি, স্থলে একটি সোণার পদ্ম ফুটে রয়েছে! ঐ টি আগে তুলি।

(প্রস্থান)

(মদনের প্রবেশ)

কাফি-সিন্ধু—জলদ্ একতালা।

বৃথা ধরি ফুলশর।
প্রেয়সীর নয়ন বাঁণে হৃদয় জর জর।
তূণে তীর আছে কত, ফুরোয় না হানে যত;
কি হ'ত যদি সথা নাদিত অধর।

রতি কোথায় গেল? এ কি! এ মায়া-উপবনে প্রবেশ কর্‌লে নাকি! রমণী চঞ্চলা, কি জানি যদি ফুল তুলে!

(রতির প্রবেশ)

রতি। দেখ দেখি নাথ কুসুম-হারে,
কল ধনুশর জিনে কি হারে?

প্রাণ চুরি করে ফুলের বাসে,
দেখ দেখ মালা বিজলী হাসে ;
বড় যে বড় যে থাক না বাসে,
বাঁধিয়া রাখিব কুসুম-ফাঁসে ;
সোহাগের মালা আদরে ধর,
জুড়া'ক আঁখি পর হে পর।

মদন। প্রিয়ে! কি ক'রেছ? এ মায়া-উপবন বুঝ্‌তে পার নি, নইলে কি মাণিকের ফুল ফুটে; হায় তোমাহারা হ'য়ে কদ্দিন থাক্‌ব।

রতি। একি একি কথা, কেন দাও ব্যথা,
অবলা কিছু ত বুঝিতে নারি।
পরাণ বিকল, কেন কর ছল
তোমা ছেড়ে কি হে রহিতে পারি।

মদন। বিড়ম্বনা সুলোচনা কব কি তোমারে।
সৃজন এ উপবন যমের ধারে॥
গণ্ডক শিলায় যবে যান্ নারায়ণ।
বিরহ-বিধুরা রমা করিল রোদন॥
আঁখি-নীরে ফুটে হীরে কাঞ্চন-কাননে।
ভয়ে অলি নাহি বসে কুসুম-রতনে॥
বিরহ-তাপিত বনে যে তুলিবে ফুল।
বিয়োগ-ব্যথায় হবে অন্তরে আকুল।

রতি। কি বল কি বল, কি হল কি হল
বল নাথ কিবা উপায় হবে ;
একাকিনী রব, কত দিন সব
পুনঃ মুখশশি দেখিব কবে?

মদন। যদি কভু এই বনে হয় সংঘটন,
অপ্রেমিক পরে যদি প্রণয় বন্ধন,
হবে তবে প্রাণ প্রিয়ে বিরহ মোচন।

রতি। বুঝেছি হে বিড়ম্বনা, ঘুচিবে না যন্ত্রণা
অপ্রেমিক প্রণয়ী কি হয়।
কাষ্ঠে কি কুসুম ফুটে, মরুভূমে বারি উঠে
প্রস্তরে ধমনী কভু বয়॥
এ বলে মিলন হবে সম্ভব ত নয়?

মদন। প্রিয়ে আর একত্রে থাক্‌লে উভয়েই পাষাণ হব।
দুই জনে দুই দিকে করি অন্বেষণ।
কৌশলে যদ্যপি হয় হেন সংঘটন
(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

(কানন।)

(দৈত্যের প্রবেশ।)

দৈত্য। হায় হায়, আমি এত করি তবু আমার পানে ফিরেও চায় না! যখন গান করে ধনুক ধ'রে নাচে—ইচ্ছা করে বুক পেতে দি। যদি ভুলিয়ে কোথায় সে যেতে পারে—তাও ত তারা ভুলবার নয়; আমার সঙ্গে কথাই কয় না, তা ভোলাব কেমন ক'রে! আহা! যদি আমার প্রতি সদয় হয় ত বুকে করে রাখি—তা আর হবে না—রাগ হচ্চে; একটা বেশ সুন্দর পুরুষ পাই ত দেখাই, তার জন্যে ও এমনি বসে বসে কাঁদে আর আমি দেখি! কে ও দিব্বি পুরুষটী ফুলের মালা গলায় দিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে; ওকে দেখে ভুল্‌বে না! যে কড়া প্রাণ ফুল গুলিই ফেলে ছিঁড়ে আমার অদৃষ্টে ত নেই-ই, আর কেউ জব্দ কর্‌ত ত মন খানিক ঠাণ্ডা হয়।

(মদনের প্রবেশ)

বলি, ওহে কে তুমি? বলি খুব তো ফুল প'রেছ—এক জনের মন ভুলা'তে পার?

মদন। কে তুমি?

দৈত্য। বলি আমি যে হই, যা বল্লুম করতে পার?

মদন। পারি।

দৈত্য। পারি বল্লেই পারি না, যেমন নয়নে বাণ হাতেও তেমনি বড় বড় বাণ; পারতে গিয়ে যদি এক চুল এপার ওপার হয়, বুক বিঁধে অমনি তীর পার হবে। যদি কোথা কারুকে না পায় তো জলে পদ্ম ফুল কাটে। মেয়ে মানুষ ত নয়—মেয়ে মানুষের বাবা। তার প্রাণে কি পিরিত সেঁধোয়!

মদন। (স্ব) একে দেখ্‌ছি আমারই কোন অনুচর উন্মত্ত ক'রেছে। (প্র) তুমি কে?

দৈত্য। এই মনোহর মূর্ত্তি দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, আমি একজন দৈত্য।

মদন। হেথায় কেন?

দৈত্য। কেন? রোগে টেনে আনে বাবা, নয়ন দুটি কি দেখেছ—তা হলে বুঝ্‌তে পারতে। তুমি ও দেখে এস তুমিও দিন নাই দুপুর নাই এখানে পড়ে থাক্‌বে।

মদন। তুমি যদি তারে ভালবাস, তুমি কেন বে কর না?

দৈত্য। ইস! ভাগ্যি তুমি বুদ্ধি দিলে—আমি ত বলি বে করি সে যে ঝাড়ু ধ'রে মারে।

মদন। তুমি কেন ভালবাসা জানাও না।

দৈত্য। ম'রে গেছি জানালে চলে না, তা ভালবাসা জানালে, তুমি যে বুঝনা সে লড়ায়ে মেয়ে, বল্‌তে গেলে তাল ঠুকে এসে।

মদন। আচ্ছা আমি যদি বে দিয়ে দিতে পারি?

দৈত্য। বলি তোমার বদ্‌লি থেটে কাজ কি স্বয়ং দেখ না। সে গোছ নয় চাঁদ—সে গোছ নয়—সে লড়ায়ে কার্ত্তিক, পাথরে গড়া, তার প্রাণ নেই। তুমি যদি পার কি আর কেউ যদি পারে, এক ছড়া পায়রার ডিমের মত মুক্তার মালাদি।

মদন। তোমার তাতে কি হবে?

দৈত্য। কি জান, যে বিকারের রোগী—তার সাম্‌নে এক জন জল খেলেও প্রাণটা ঠাণ্ডা থাকে।

মদন। তারে ভুলিয়ে এক জায়গায় নে যেতে পার?

দৈত্য। তুমি ত বড্ড বাহাদুর হে! ভুলিয়ে নে যাব হাতে হাতে বেঁধে দেব, তুমি বেটি করবে। ভাব্‌ছ বুঝি আমি বড় পেছপাও, তুমি ভুলিয়ে নে চল—বে দিয়ে দাও, দেখ্‌বে বস কর্ত্তে পারি কি না পারি।

মদন। তুমি বাহাদুর বটে!

দৈত্য। আর তুমিই কোন্ কম্?

মদন। বলি তোমারত যে বে করুক তাতেই ত হবে?

দৈত্য। হাঁ, কিন্তু আপনার হ'লেই কিছু হয় ভাল।

মদন। এক কায করতে পার?

দৈত্য। কি—ভুলিয়ে নে গিয়ে তোমার সঙ্গে বে দিব। ওটি অপারক বাবু—গোড়া থেকিই ত ব'লেছি।

মদন। "বলি তা না—তুমি কি কি রূপ ধরতে পার?

দৈত্য। দু'চার রকম এসে।

মদন। পদ্মবন হ'তে পার?

দৈত্য। বলি ঝাড় বুটী সুদ্ধ।

মদন। হাঁ!

দৈত্য। কতক—

মদন। বলি কতক হ'লে চল্‌বে না।

দৈত্য। বোধ কর পূরই পারি?

মদন। তা সাজ্‌বে এস।

দৈত্য। কেন, তীর দে গলা কাটাতে!

মদন। না, না, এস না তোমায় বলি—

দৈত্য। বলি এখানেও ত নিরিবিলি বল্লে পার্ত্তে ত, তা চল, কোথা যেতে বল?

মদন। কার মেয়ে?

দৈত্য। দিগ্‌গজ মেয়ে, (স্ব) দেখ্‌ছি বেটার সন্ধান স্থলক আসে, কাজটা হ'তে পারে। (প্র) চন্দ্রধ্বজ এক রাজা আছেন তারই কুলের ধ্বজা।

গীত।

ঝাঝ—একতালা।

ঘুরিয়ে আমায় কল্লে সারা,
এ বড় বিষম ঘানি।
বুকে পিঠে পড়্‌বে ঢেঁকি,
আগে কি এত জানি॥
ঝক্‌ মারি কি যেমন তেমন,
কিছুতে তার ওঠে না মন,
পিরিতে হাবু ডুবু,
প্রাণ নিয়ে যে টানা টানি॥

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ফুল-বাগান)

শশিমালা ও সখী।

পিলু বারোঁয়া—খেম্‌টা।

উভয়ে—

কমলে যত্ন করো না।
কেঁ:ট তীরে, কেন নীরে ধনুক ধর না
না যেন ফুলের বাসে,
গন্ধে অলি ধেয়ে আসে,
অনলে দিব ফেলে কুসুম হর না॥

শশি। পুরুষে দম্ভ করে তারা কেবল ধনুক
ধরে,
ফুলের খেলা ফুলের নারী,
ফুলের মালা গলায় পরে,
কত ছলে হেসে বলে, অস্ত্র তাদের নয়ন-বারি;
কোমল ভেবে আদর করে,
এত কি সই সইতে পারি?
দেখাতে যদি পারি, তবে ঘুচে প্রাণের জ্বালা,
ধরি করে তরবারি,
নাহি প'রি ফুলের মালা॥
বাজীপরে বায়ু ভরে যেতে পারি দেশবিদেশে
বুঝ্‌তে পারি জিনি হারি,
রণ যদি কেউ করে এসে॥

(মদনের প্রবেশ)

মদন। এই তো ত্রিভুবন ভ্রমণ কর্‌লেম। দৈত্য যথার্থই বলেছে; এর তুল্য অপ্রেমিকা আর নাই; কিন্তু কুসুম-শরে হৃদয় বিদ্ধ হবে তার আর সন্দেহ নেই। আহা! মৃনাল গুলি কমলের শোকে যেন কেঁদে জলে ডুবে যাচ্চে—দেখে একটু মায়া হচ্ছে না?

শশি। করে ফুলধনু, সুচিকণ তনু,
হাসি পায় হেরে কে আসে সই।
ফুল পরে গায়, ফুলের মালায়,
সেজে আসে ধীরে দেখ না অই॥
সুধাই কে বীর, তুলে ফুল তীর,
কার সনে তার বেধেছে রণ।
আহা হেসে চলে, পুরুষেরা বলে,—
কুসুম ভূষণ কামিনীগণ॥
ধরে ফুলধনু কুসুম শর,
কার সনে তব হবে সমর॥

মদন। মম ফুলশর, অতি খরতর,
উপহাস কেন কর লো বালা ॥
শশি। শুনে হাসি পায়, বিঁধে কার কায়,
দেখ হে যের না পালা লো পালা।

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

মদন। জান না কেমন ফুল-শর।
হৃদয়'পরে বাজ্‌লে পরে কাঁপে কলেবর ॥
হেস না সুলোচনা,
ফুলধনুর গুণ জান না ;
মোহন শরে চেতন হরে,
প্রাণ করে কাতর।
শশি। ভাল বীর হান তীর অধীর ক'র না।
খরতর ফুলশর করনা যোজনা ॥

পিলু-ঝিল্লা—ঠুংরি।

মদন। যারে তারে হানি কি এ শর।
যে সইতে পারে হানি তারে
শর প্রাণ হর ॥
কোমল কমল ফুটে নীরে
গর্ব্ব কর কেটে তীরে ;
ফুল বাণে পাষাণে জল ঝরে নিরন্তর।
শশি। দেখি তোমার দম্ভ ভারি।
মদন। বল্‌ব কি আর তোমরা নারী !
সখী। তুমি কমল কাট্‌তে পার ?
মদন। তীর ধনুকের ধার কি ধার,
স্থির হয়ে কমল ভাসে,
কেটে ফেল্‌ছ অনায়াসে।
পদ্ম যদি পালিয়ে যায়
কাট্‌তে তুমি পার তায় ?
সখী। কথা শুনে হাসি পায়
পদ্ম নাকি ছুটে পালায় ?
শশি। একি সখী মৃণাল উঠে
দেখ দেখ পালায় ছুটে !
মদন। ঐ ফুল্‌টী যদি কাট্‌তে পার,
তবে ধনুক ধর বটে ?

পলাশী বাঁরোয়া—খেম্‌টা।

শশি ও সখী।
দেখ্‌ব উঠে কমল কোথা যায়।
এখনি ফেল্‌ব কেটে, আয় লো ছুটে আয় ॥
নয় ত মজা যেমন তেমন,
ফুলের ধনু ফুল-শরাসন ;
একি দায় মৃণাল পলায়
দেখে হাসি পায় ॥
(শশি ও সখীগণের প্রস্থান।)
মদন। দৈত্যকে যা' বলেছি তাই ক'রেছে ; জলে এসে কমল হ'য়েছে। বলেছে ত মায়া-বলে নিয়ে ধ'রে রাখবে ; দৈত্য ত প্রেমিক—দৈত্যের সঙ্গে ত বে দিলে হবে না ! এই পদ্ম-কাটা মেয়ের যুগ্যি একটা গোঁয়ার পুরুষ চাই, ফুলশরে অপ্রেমিককে প্রেমিক করা ত বড় একটা কথা নয় ; এখন আর একটা অপ্রেমিক কোথা পাই—

গীত।

দেশ—একতালা।

আমি রসাই ঋষির মন।
কার প্রাণে না ফুট্‌বে কলি,
নীরস কে এমন।
কে কেমন নর নারী,
দেখি যদি বুঝ্‌তে পারি,
যে দম্ভ করে আগে তারে করি বিমোহন।
(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(সমুদ্র-কূল)

(অরুণ, রাজ-কুমারের প্রবেশ।)

সরফর্দ্দাজিল্লা—একতালা।

অরু। সাগর-কূলে, বসিয়া বিরলে,
হেরিব লহর-মালা।
মন-বেদনা কব সমীরণে
গগনে জানা'ব জ্বালা॥
প্রতারণাময় মানব প্রাণ,
আর না হেরিব নর-বয়ান!
সমাজ শ্মশানে, রহিব না আর
বহিব না দুঃখ-ডালা।

পরোপকার পরম ধর্ম্ম কেবল কথায়, উপকারী কেবল গঞ্জনা-ভাজন হয়; রাজ-কার্য্য মন্ত্রীরা করুক, আমি চিরদিন এই স্থানে অবস্থান কর্‌ব। যার উপকার করি, সেই পরোক্ষে আমার নিন্দা করে! এমন কৃতঘ্ন সংসারে থাক্‌লে আমিও কৃতঘ্ন হব।

(রতির প্রবেশ)

অহং বারোঁয়া—পোস্তা।

রতি। যদি কেউ যত্ন করে,
রত্ন-মালা দিই গো তারে।
হীরের কুসুম চাঁদের কিরণ,
শিহরে সৌরভের ভরে॥
তুলি ফুল ভরি' ডালা,
বিনা সূতায় গাঁথি মালা,
মালা নয় যেমন তেমন,
ঊষা হারে ফুলের হারে॥
হ্যাঁ গো তুমি মালা নেবে?

অরুণ। যাও পথ দেখ—আমায় বিরক্ত ক'র না।

রতি। (স্ব) সত্য অপ্রেমিক, নইলে রাজ্য ছেড়ে বনে আসে (প্র) দেখ না মালা কেমন।

অরুণ। যাও না এখন দেখব তখন॥

রতি। দেখ মালায় কিরণ ধরে।

অরুণ। রাখ গে যাও গলায় পরে॥

রতি। বিদেশী আজ থাক্‌ব হেথা।

অরু। কায় কি এত মাথা ব্যথা॥

রতি। নেবে না রতন-মালা?

অরুণ। ভাল চাস্ তো ছুঁড়ি পালা॥

যোগিয়া-কালেংড়া—জলদ একতালা।

রতি।—
আর হেথা রই, যাব কনক-কাননে।
অযতন বাজে প্রাণে রব বিজনে॥
যারে হায় সোহাগ করি,
সেই ত আমার হয় গো অরি,
কাজ কি কথা মনের ব্যথা,
রাখব গোপনে॥

অরু। (স্ব) একি—পাগল নাকি! (প্র) এই মালা দিতে এলে—এখানে থাক্‌তে চাচ্ছিলে—আর এর মধ্যে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো।

রতি। থাক্ আমার রত্নমালা থাক্—

অরু। নে—নে ছুঁড়ি সোহাগ রাখ্।

রতি। না না আমি চলে যাই।

অরু। মালা নিয়ে যাও একি বালাই,
একি! এমন ফুল ত দেখি নাই।
আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—এত হীরে কেটে, মাণিক কেটে ফুল ক'রেছ—এমন সুগন্ধ হ'ল কেমন করে?

রতি। আমার বাগানে অমি ফুল ক'টে।

অরু। মিথ্যা কথা।

রতি। দেখ্‌তে চাও, না শুন্‌তে চাও?

অরু। দেখা'তে পার?

রতি। সঙ্গে এস।

অরু। কই চল দেখি—যদি মিথ্যা হয় তোমার প্রাণ বধ করব।

রতি। যদি সত্য হয় কি দেবে?

অরু। কি চাও, যা চাবে দেবো।

রতি। আমি এক জায়গায় যাব, তুমি বাগানটি আগ্‌লে থাক্‌বে।

অরু। আচ্ছা তাই হবে।

রতি। এস তবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—*—

(কণক-কানক।)

শশিমালা ও সখী।

শশি। কৈ ভাই, সে পদ্ম কোথায় গেল, আহা! এমন সুন্দর বন ত দেখিনি—কি আশ্চর্য্য এত ফুল ফুটেছে একটিও অলি নাই ভাই, বড় পথশ্রম হ'য়েছে এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

(উভয়ের শয়ন)

(রতি ও অরুণের প্রবেশ)

রতি। দেখ আমার কথা সত্য কি মিথ্যা।

অরু। আহা! অতি সুন্দর কানন!

রতি। এখন আমার কথা রাখ—এইখানে থাক।

অরু। ভাল।

রতি। এই মালা ছড়াটি লও, গলায় প'রে থাক।

(রাজপুত্রের মালা গলায় দিয়া শয়ন)

থাক শুয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আনি গে নারী।
বহে বা না বহে দেখি পাষাণে বারী॥

(দূরে মদন ও দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য। তুমি যা বল্লে তাই কল্লেম।

মদন। তুমি অপেক্ষা কর, আমি একজনকে আন্‌ছি, যাকে দেখে এখনি উন্মত্ত হবে।

দৈত্য। যদি এমন কেউ থাকে আমি বার বছর তার গোলাম হই।

মদন। তুমি যাও, দেখ গে যেন পালায় না।

দৈত্য। পালালে কি ক'রে রাখ্‌ব?

মদন। কেন ধ'রে রাখ্‌বে।

দৈত্য। না, না, আমার যে কড়া হাত, আমি ধরব না আমি যে কদাকার, আমার ছুঁতে ভয় করে।

মদন। আচ্ছা তবে তুমি এই ফুলটি লও, আস্তে আস্তে মাথার কাছে রেখে এস ঘুমিয়ে পড়বে।
একি, রতি! তুমি হেথা কেন?

রতি। আমি একজন অপ্রেমিক রাজকুমারকে এনেছি।

মদন। বুঝি বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন, আমিও একজন অপ্রেমিকাকে এনেছি।

রতি। তবে নাথ আর বিলম্ব কেন, শীগ্‌গির দুজনের মিলনের চেষ্টা করি।

মদন। তোমার মোহিনী সিন্দুর দাও, যাতে পুরুষ পাগল কর, আমি আমার সম্মোহন বাণে যুবতীর প্রাণ অস্থির করব।

রতি। এই মালা ছড়াটি পরিয়ে দিলেই পুরুষের মন মুগ্ধ হবে; আমি চোকের জলে গেঁথেছি।

মদন। তবে পরিয়ে দাও সে।
তুমি কুমারের কাছে যাও, আমি রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছি। ফলটি ন

তুলে নিলে ত আর ঘুম ভাঙবে না,
বলি রাজকুমারি উঠ না।

শশি। তাই ত পথশ্রমে অঘোর হ'য়ে ঘুমিয়ে ছিলুম্; তুমি এখানে কেন?

মদন। আমার ফুল-বাণ কেমন দেখ্‌তে চাচ্ছিলে না?

শশি! কৈ দেখাও না।

মদন। তবে এ দিকে এস।

শশি। ও দিকে কেন—এই খানেই দেখাও না।

মদন। আমি সাক্ষী না রেখে কোন কাজ করি না।

শশি। ওঠ্‌লো সখি দেখবি আয়,
মূর্চ্ছা যাই ফুলের ঘায়।

সখী। মরি মরি এমন মালা,
কোথা পেলে রাজবালা!

শশি। তাই ত সই একি জ্বালা।
দেখ্‌বি যদি আয় লো সই
ফুলের ঘায়ে সারা হই!
ধনুক ধ'রে দাঁড়িয়েছে বীর।
হান্‌বে বুকে ফুলের তীর॥

মদন। বুঝ্‌বে জ্বালা হান্‌লে তীর।
বয়ান বয়ে পড়বে নীর॥

শশি। মিছে কেন দেরি কর।
যাচ্ছি আমি ধনুক ধর॥

রতি। মালা ছড়াটি তোমায় দিলুম,
কা'কে দিলে?

অরু। কৈ কা'কে দিছি—আহা! রূপে প্রাণ হরে নিলে।

মদন। দেখ বালা ফুলবাণ,
কাঁপে কি না কাঁপে প্রাণ।

শশি। সখি একি হ'ল!

অরু। তুমি হে হৃদয়েশ্বরি, চরণে ধরি
হের তব দাস পদতলে।

শশি। তুমি হৃদয়ের মণি একি বল গুণমণি
অবলায় ভুলায়োনা ছলে॥
ধন্য তব কুসুম-সন্ধান
মালা পর যুড়াও পরাণ।

অরুণ। ধন্য তব রতনের হার!
মালা পর ধর প্রাণ আমার।

দৈত্য। ধন্য তোমায় বলি হারি।
প্রেমিক হ'ল রাজকুমারি।

টৌড়ী-ভৈরবী—খেম্‌টা।

সকলে।—

ফুটেছে প্রেমের বাগান,
প্রাণে উঠে তান।
রতন হারে কুসুম-শরে
প্রাণে বাঁধে প্রাণ॥
সোহাগের কনক বনে
রতনে পায় রতনে,
যুবা প্রাণ পাগল করে
যুবতীর যায় প্রাণ॥

যবনিকা পতন।

মায়া-তরু

(নাট্য-গীতি)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ		স্ত্রী।	
চিত্রভানু	গন্ধর্ব্বরাজ	উদাসিনী ···	গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা।
সুরত	ঐ দৌহিত্র		
দমনক	সুরতের সখাগণ।	ফুল-হাসি	বনদেবীদ্বয়।
হারিত		ফুল ধূলা	
মার্কণ্ড			
পঞ্চ রাগ		সখিগণ।	

প্রথম দৃশ্য।

—•—

পর্ব্বত-প্রদেশ।

ফুল-হাসি শিলোপরি উপবিষ্টা।

পাহাড়ী পিলু।—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে,
কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি,
আমি ত প্রাণ দেবোনা,
প্রাণ নেবোনা,
আপন প্রাণে ভালবাসি।
চপলা করে খেলা, ধ'রে গলা,
বেড়াই সদাই অভিলাষি,
তারা তুলে, পরবো চুলে,
করবো চুরি চাঁদের হাসি॥

এমন সুন্দর স্বভাবের শোভা ছেড়ে পুযের দাসী হয়? আমি এই মন্দির-সম্মুখে শপথ কচ্ছি আমি কখন দাসী হব না। এইতো চারিদিকে নীল, অনন্তনীল, এতে কি প্রাণ ভরেনা? এইতো চাঁদ, পাতায় চাঁদ, ফুলে চাঁদ, জলে চাঁদ, চারিদিকেই চাঁদের মেলা—তবে আর কি চাই? যেন মনে হয়, বিদ্যুৎ ধরে সাদা মেঘগুলির গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে, কত দূর, কত দূর চলে যাই। ফুলের মধু চুরি ক'রে যেমন পবন পালায় অমনি আঁচল বেঁধে তাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই পালিয়ে যায়, আঁচল খানা নিয়ে পালায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই। কখনো এলো চুলে আঁচল দোলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে চ'লে বেড়াই। আমার আমি, আর কে আমার? এমন স্বাধীন সুখ যে বাঁধা রাখে, সে আপন প্রাণের মান রাখে না।

নিয়ে সুরত, মার্কণ্ড, দমনক ও
হারিতের প্রবেশ।

রাগিণী কেদারা.—তাল ফেরতা।

সকলে। রমিত বিপিনমাঝে মাত রে
আমোদে মন।
জানা রে জানা রে প্রাণ তোর
কিবা প্রয়োজন ॥

সুর। সুনীল গগণপানে,
চাহিলে উধাও প্রাণে,
কি দেখি কি দেখি যেন
হারায়েছি কি রতন।

সকলে। রমিত

হারি। ফুল্ল ফুল অভিলাসে,
দলে দলে অলি আসে,
সে গুঞ্জন, সে চুম্বন
হেরি ঝরে দুনয়ন।

সকলে। রমিত * * *

দম। সুনীল-অম্বর শিরে, সুনীল অম্বর-নীরে,
শ্যামল নবীন দল তরু নীল ভূষণ,
নীরবে কি গায় সবে ভরিয়ে ভুবন।

সকলে। রমিত

খাম্বাজ।

মার্ক। নবীন নবীন ঘাস, খেয়ে গাভী হাঁস
ফাঁস,
চলে যাই দেখি তাই ভাবি কতক্ষণ,

কেদারা।

ঘুম এলে, যাই ভুলে অমনি শয়ন।

কুহা। হায় হায় এও শোন্‌বার কথা, (সুরতকে দেখিয়া) মরি মরি এও কি দেখ্‌বার জিনিষ? না কোথাও যাই,—না, একটু দাঁড়িয়ে যাই।

সুর। দেখ ভাই, আজ আমরা কত দূর বনে এসেছি, হেথা আজ স্ত্রীলোক এসে আমাদের আমোদের বিঘ্ন কর্ত্তে পারবে না, আমরা প্রাণ ভ'রে প্রাণের কথা গাইতে পার্ব্বো। ভাই দমনক, বল দেখি সুন্দর কি?

দম। ভাই সুন্দর প্রাণে যে দিকে চাই, সকলই সুন্দর। যত চাই তত পাই, কিন্তু আবার পাই পাই যেন পাই না।

হারি। আমি বলি ভাই কান্নাই সুন্দর, ফুল দেখে যখন কাঁদি, আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

সুর। মার্কণ্ড কি বল, ঘুমুলে নাকি?

মার্ক। ঘুমুবো কেন পড়ে পড়ে শুন্‌ছি। তোমার দৌরাত্ম্যে তো কোন পুরুষে মেয়ে মানুষ দেখি নি, ময়ূর দেখিছি, পাখী দেখেছি, গরু দেখেছি, আর সেই ঘুঁটে কুড়নি বুড়ী দেখেছি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তার কথা গুলি বড় মিষ্টি।

সুর। মার্কণ্ড পরিহাস রাখ, নবীন দুর্ব্বা-দলের উপর যে গাভী ভ্রমণ করে, দেখ্‌তে সুন্দর তার সন্দেহ নাই, কিন্তু আর কিছু কি সুন্দর দেখ নি?

মার্ক। আমি ছাই কি আর বল্‌তে এলেম, তাই তো সেই বুড়ার কথা তুলেছি।

সুর। ছিঃ! ছিঃ মার্কণ্ড! তুমি কি মলয়-মারুতের সঙ্গীত শোন নাই! এমন সুন্দর কথাতেও পরিহাস! তুমি পাপিষ্ঠ। বুড়ীর কথা নিয়ে এলে?

মার্ক। ভাল সে বুড়ী ভাল না লাগে, সে আমার আছে, তোমার কি?

দম। না ভাই তোমার আর কথায় কায নাই, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক, আমরা দু'টো কথা কই।

মার্ক। আঃ! এমন কি বুড়ী, ওঁদের আর কিছুতেই মন উঠে না।

সুর। ভাই ও কথা পরিত্যাগ কর।

মার্ক। রোজ রোজ কিছু বলি না, মনের রাগ মনে মেরে পড়ে ঘুমুই। বাতাস সোঁ ক'রে চলে গেল, বল্ বাপু যে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে এলুম, গায় ঘাম ম'লো; তা নয়, কেউ বলে উঠলেন, কেমন গান করে গেল, কেউ বল্লেন খেলা করছে, যা নয় তাই সকলে বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন। একটী ফুল ফুটেছে তুলতে গেলুম, বল্লেন তুল না তুল না ব্যথা পাবে; যা থাকে কপালে, বাতাস ভোঁ করে গেল বল্‌বো, ফুলও ছিড়বো; আর এক দৌড়ে চল্লেম, সে মাগীর কথা শুনিগে। আহা! সে কেমন বল্লে "কে গা তুমি?" আর এঁরা হলে বলতেন "মার্কণ্ড ঘুমুচ্ছ? ঐ বুলবুল ডাক্‌ছে শোন।" গান শুন্‌তে ইচ্ছে হয় আপনারা গাও, দু'টো কড়ি মধ্যম লাগাও; ক'রে তুলেছেন সৃষ্টি শুদ্ধ গাইয়ে; পাতা গাইয়ে, লতা গাইয়ে, জল গাইয়ে, হাওয়া গাইয়ে সৃষ্টি শুদ্ধ গাইয়ে হলে আমরা দাঁড়াই কোথা!

হারি। মার্কণ্ড তোমার সেই বুড়ীর কাছে যাও।

মার্ক। না ভাই সুরত রাগ ক'র না।

সুর। দেখ ভাই স্ত্রীলোকের কথা তুমি উপহাসেও মুখে এনো না; মাতামহ বলেন জ্ঞানী লোকের এই মত যে, অমন কুৎসিৎ বস্তু আর নাই; স্বর্গ আর নরকে প্রভেদ কি? যেখানে সুন্দর বস্তু সেই স্বর্গ, যেখানে কুৎসিত বস্তু, সেই নরক। এত সুন্দর থাকতে তুমি সেই কুৎসিত কথা মনে কর, কেন?

মার্ক। (স্বগত) কে জানে বাবা কেমন আকরে টানে।

ফু-হা। (স্বগত) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! জগতে সকলই সুন্দর, কেবল নারীই কুৎসিত! ভাল আমি দেখ্‌বো এও এক সুন্দর খেলা, এখন যাব না, আর কি বলে শুনি। কিন্তু পুরুষও নিতান্ত কুৎসিত নয়, ভালই ত সুন্দর লয়েই আমার খেলা। যেমন মেঘের সঙ্গে খেলা ভাল না লাগ্‌লে, ফুলের সঙ্গে এসে খেলি; এ খেলা না ভাল লাগে, আবার চাঁদের সঙ্গে খেল্‌বো, আর এ খেলার পানে ফিরেও চাব না। আজ চাঁদের সঙ্গে খেলবো না—কি খেল্‌বো তাই ভাবি, আর ওরা কি বলে তাই শুনি।

(সুরত দেবীমন্দির সম্মুখীন হইয়া)

সুর। দেখ, দেখ, কি অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! এস ভাই আমরা পবিত্রমনে দেবীর পূজা করি।

ফু-হা। আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে কি? কে জানে। পুরুষকে দেখা দিলেও স্বাধীনতার কতক কমে।

(পুঃ গণ, গীত)

(খাম্বাজ—একতালা)

ঘোররূপা ঘনবরণা, শবাসনা, দিক্-বসনা,
লগনা মগনা, রুধিরদশনা, ত্রিনয়না তারা,
তার দীনজনে।
মুক্তকেশী শিশু শশী শিরে,
ভৈরবী ভীমা দনুজ রুধিরে,
তপন কিরণ, চরণ শোভন,
অট্টহাসি দামিনী দমন,

পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাথেই ডাকিনী সনে।

(প্রস্থান)

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। হা হতভাগিনি! তুই আমার কন্যা হ'য়ে অমরত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, সামান্য মনুষ্যের দাসী হলি! চন্দ্রশেখর রাজাই হউক আর যাই হউক, মনুষ্য বইতো আর গন্ধর্ব্ব নয়। তোর এই মহা-পাপের মৃত্যুতেও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তুই আমার সন্তান হ'য়ে যেমন আমার হৃদয় দগ্ধ ক'রেছিস্, তোর পুত্র তোকে তোর হেয় জাতিকে আজীবন ঘৃণা করবে, এই তোর শাস্তি। চিত্রভানু জীবিত থাক্‌তে সুব্রত কখনো কোন নারীর সহিত প্রণয় সম্ভাষণ কর্‌বে না। মা করাল-বদনে! আমি অবশ্যই তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী, নচেৎ আমার সন্তানের মন সামান্য নর কিরূপে হরণ কর্‌বে। এই শেল চির-দিনের জন্য কেন আমার বুকে বিদ্ধ হবে! হায়! হায়! সে অভাগিনীকে আর জীবিতা দেখলেম না! সুব্রত! আমার সুব্রত, হা ধিক্ মনুষ্য সন্তান!

ফু-হা। আমার মন থেকে একটা বোঝা নেবে গেল, স্ত্রীলোকের প্রতি বিরাগ, শিক্ষিত বিরাগ,—স্বভাবজাত নয়, দেখবো কেমন শিখিয়ে এ বিরাগ রাখ্‌তে পারে?

চিত্র। দমনক, হারিত, মার্কণ্ড, এরা মনুষ্য সন্তান বটে, কিন্তু এদের আমি শিশুকাল হ'তে লালনপালন ক'রে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা জন্মে দিচ্ছি, এমন কি তারা স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখে না। করাল-বদনে! এই আমার প্রতিহিংসা, এই আমার তৃপ্তি,—এই আমার জীব-নের সুখ। এই আক্ষেপ সে রাক্ষসী জীবিতা নাই। তার প্রতি, তার পুত্রের ঘৃণা তাকে দেখা'তে পাল্লেম না।

ফু-হা। আমার আক্ষেপ সে জীবিতা নাই, তার পুত্রের নারীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ জন্মায় তা দেখা'তে পাল্লেম না। দেখি বিরাগি! তোমার উপদেশ আর আমার খেলা। তারা কি আর এ দিকে আস্‌বে? এ বড় সুন্দর খেলা। মা করাল-বদনে! আমিও তোমার প্রণাম করি, যেন মা এ খেলা খেলাই থাকে, খেল্‌তে খেল্‌তে আবার যেন চাঁদে গিয়ে খেলাই। কিন্তু আজ সে খেলা ভাল লাগ্‌বে না।

চিত্র। মা জগদম্বে! তাপিত হৃদয় শীতল কর মা! হায় মনের জ্বালা জুড়া'বার জন্য কুক্ষণে এ কানন-বাসী হ'য়েছিলেম। তা না হলে চন্দ্রশেখর কিরূপে আমার কন্যার সাক্ষাৎ পেত,—মা গো এ অভা-গাকে ভুলো না!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ,—জলপ্রপাত।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ।)

(গীত)

(ভীম-পলাশি,—মধ্যমান)

ফু ধূ। নির্ঝর শীতল, শীতল ফুল-দল,
শীতল চন্দ্রমা-হাসি।

কিরণ মাখিয়ে, ফুল দলে ঢাকিয়ে,
ধীর সমীরে ভাসি ॥
মুক্ত চিকুর, মৃদুল সমীর,
হেলা দোলা, নয়ন বিভোলা,
চাঁদ-পানে চাই, চাঁদ-পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে সুধারাশি ॥

ক' দিন হাসির গলা ধ'রে বেড়াইনি, সে একলা বেড়াইতে ভালবাসে, ক'দিন যেন একলা বেড়ান বেড়েচে।

(সুরতাদির প্রবেশ)

(গীত)

শ্রী,—ঝাঁপতাল।

সু। পবিত্র সঙ্গীত-রসে মাতাও হৃদয়।
পরাণ ভরিয়ে, ভুবন পূরিয়ে,
সুর-ব্রহ্মপদে সুর হও গিয়া লয়।
জল স্থল সমীরণ, তপন গগন ঘন,
ঐক্যতান তোল তান ঢালিয়ে পরাণ!
ব্যাপিয়ে অনন্ত স্থান অনন্ত সময়।

ফু-ধূ। আহা! এ কে গান গায়, আহা কে এ, আমার সঙ্গে বেড়ায় না? ও যদি বেড়ায় আমি ওর সঙ্গে কত দূর যাই। ও যদি হাত পাতে আমি ওর হাতে মাথা রেখে বাতাসের উপর শুয়ে আমিও গাই, আর এক একবার ওর মুখ পানে চাই।

(গীত)

পরজ,—একতালা।

দম সিত পীত লোহিত হরিত
মেঘ-মালা গগণ ভূষিত,
স্বর্ণ কিরণ লোহিত তপন,
নাবিল নাবিল ডুবিল সাগরে
পরিয়া লতিকা-কুসুম-মালা,
সমীরে ডাকিয়ে করিছে খেলা,
রহিয়ে রহিয়ে প্রাণ মোহিয়ে,
নবীন পাতা স্বভাব গাথা,
তর তর তর ঝর ঝর ঝর
গাইছে শুন মধুর স্বরে।

ফু-ধূ। এও সুন্দর গায়, এও সুন্দর! কিন্তু যেমন চাঁদ সুন্দর আর তারা সুন্দর; যেমন পর্ব্বত সুন্দর আর তরু সুন্দর; যেমন পদ্ম সুন্দর আর শেফালি সুন্দর; এক জনের সৌন্দর্য্য ধরে না, অসীম! আর এরা আপনা আপনি সুন্দর।

সু। স্বভাবের শোভা ত ভাই প্রাণ ভ'রে দেখি, আর কি দেখ্‌তে চাই ভাই?

(ফুল-হাসির প্রবেশ)

ফু-হা। আমিও তাই চিরদিন মনে কর্ত্তেম কি দেখ্‌তে চাই? এই যে ধূলা দাঁড়িয়ে র'য়েছে; দেখ ও বুঝি যা দেখ্‌তে চায় তাই দেখ্‌ছে। চিত্রভানু বলেছিল 'কুক্ষণে এ কাননে এসেছি;' আমি বুঝেছি ক্ষণ কু নয় এ কানন কু। দিন দিন যে আমার খেলা প্রাণের খেলা কিন্তু আমি জগদম্বার কাছে শপথ ক'রেছি স্বাধীনতা হারা'বো না, কি জানি- নারীর কি স্বাধীনতাই সুখ! আহা লতাটি কেমন ডালে ভর দিয়ে র'য়েছে! ডালটী না থাক্‌লে অমন আনন্দে দুল্‌তো না?

সুর। ভাই দমনক্‌, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না?

দম। ভাই উত্তর আমিও খুঁজ্‌চি, পাই না।

সুর। ভাই আজ আমাদের এ বিষাদের ভাব কেন?

হারি। ভাই! প্রাণ তো সকলই চায়, আবার কিছুই যেন চায় না, দেখ মার্কণ্ডও বিষণ্ণভাবে ব'সে আছে।

মার্ক। মার্কণ্ড মার্কণ্ড ক'চ্ছে, আমি যার কি ভাব্‌বো তাই ভাব্‌চি।

ফু-ধূ। ভাল আমি কেন দেখা দিই না, ওদের সঙ্গে কথা কই। তোমরা কে বনে ব'সে গান কচ্চো?

মার্ক। আহা হা মধু ঢেলে দিলে গো! আমরা কে বল্‌বো এখন, তুমি অমনি ক'রে জিজ্ঞাসা কর, খানিক জিজ্ঞাসা কর।

সুর। ভাই এ বনে কোন রাক্ষসী এসেছে। যে স্থলে দুর্জ্জন, সে স্থল ত্যাগ করবে, চল আমরা এখান হ'তে যাই। (স্বগত) একি মায়া-প্রভাবে এদের স্বর এত মধুর!

হারি। এস মার্কণ্ড।

মার্ক। ব্বাবা রে এদের একটু দয়াও নাই, ধর্ম্মও নাই; মনকে বোঝাই পবন সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, জল সুন্দর, আর ঐ যে জিজ্ঞাসা করলে 'তোমরা কে,' সুন্দর নয়। আরে এ যে চাক্ষুস, তবু বল্‌বে নয়,—নয় তো নয়; বাবু তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি। দেখ,আমার যেতে যেতে তুমি আর গোটা কতক কথা কও না।

(প্রস্থান)

ফু-হা। এত স্পর্দ্ধা—তবু কেন আমার মনে আনন্দ হলো?

ফু-ধূ। অদৃষ্টে এও ছিল! বারে, সুন্দর ভেবে নিকটে গেলেম সে রাক্ষসী ব'লে চলে গেল?

ফু-হা। (অগ্রসর হইয়া) ধূলা! তুমি একলা দাঁড়িয়ে র'য়েছ?

ফু-ধূ। কি অসার মন! আমায় যে ঘৃণা কল্লে, তার অনুসরণ কর্ত্তে ইচ্ছা কচ্ছে।

ফু-হা। (স্বগত) এরও খেলা ভারি বোধ হচ্ছে (প্রকাশ্যে) ভাই তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্চ না, কি ভাব্‌চ?

ফু-ধূ। ভাই হাসি! তুমি সত্য বল একলা বেড়াও কি দেখে? আমিও এবার একলা বেড়া'ব।

ফু-হা। না না চল খেলি গে।

ফু-ধূ। না হাসি, আমার খেলার দিন আজ ফুরা'ল।

(প্রস্থান)

ফু-হা। আমার সমুচিত শাস্তি হ'য়েছে। দাসী হব না শপথ ক'রেছি কিন্তু প্রাণ দাসী হ'তে লালায়িত,

প্রাণ বাঁধতে ফিরাতে নারি।
মনের অনল মনে নিবারি॥
পারি কিনা পারি, হারি হারি হারি,
ধিক জনম, ধিক্ নারী,
আমারি প্রাণ নহে আমারি!

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত-প্রদেশ।

(চিত্রভানুর প্রবেশ।)

চিত্র। আহা! আমি ক'দিন হ'তে স্বপ্ন দেখ্‌ছি, যেন আমার পদতলে ব'সে আমার অভাগিনী স্ত্রী রোদন ক'রে বল্‌ছে,"পিতঃ ক্ষমা কর" মা করুণাময়ি! যদি তোমার করুণায় সে অভাগিনী জীবিতা হয়, আমি তারে ক্ষমা করি। মাগো! অভাগার অসম্ভব আশা কি পূর্ণ হবে?

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। (পদতলে) পিতঃ তবে ক্ষমা করুন্।

চিত্র। একি! এখনো কি আমি নিদ্রিত?

উদা। পিতঃ! নিদ্রা নয়; সত্যই অভাগিনী জীবিতা। আমি এই পর্ব্বত-গুহায় বাস ক'রে ছিলেম, যখন আপনি বাহিরে যেতেন আমি সুরতকে কোলে ক'রে কাঁদ্‌তেম্। সুরতের জ্ঞান হ'লে কত চেষ্টা ক'রেছি যে, সুরতকে গুহায় লয়ে যা'ই; কিন্তু সুরত তোমার উপদেশানুসারে নারীর মুখ দেখবে না ব'লে আমার মুখাবলোকন কর্‌তো না। মার্কণ্ড সুরতের সাথী সুতরাং আমারও সন্তানতুল্য; আমি কত দিন তারে আদর ক'রে তৃপ্ত হয়েছি, সেও আমায় দেখ্‌লে বুড়া বুড়ী ক'রে আমার কাছে আসে।

চিত্র। তোমার স্বামীর গৃহ তুমি ত্যাগ ক'রে এলে কেন?

উদা। আমার স্বামী লোক-নিন্দার ভয়ে আমার পুত্রকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করবেন না, এই অভিমানে তাঁর কাছ হতে চলে এসেছিলাম।

চিত্র। সদ্যজাত শিশু আমার শয্যায় কিরূপে এল?

উদা। আমিই রেখে এসেছিলেম। আর পত্র লিখে, সুরত কে তার পরিচয় দিয়েছিলাম।

চিত্র। সে পত্র আমি পেয়েছিলাম, তুমি ম'রেছ এ মিথ্যা কথা লিখ্‌লে কেন?

উদা। আমি মরণ সঙ্কল্প ক'রে তিন দিন এই দেবীর নিকট উপবাসী ছিলাম; কিন্তু কে যেন বল্লে, "তোর মৃত্যু নাই, কেন অকারণ আত্মাকে ক্লেশ দিস্? কিছু দিন অপেক্ষা কর, সকলই হবে।

চিত্র। বৎসে! তোমায় কত দিন দেখি নি।

উদা। পিতঃ! চলুন্ বিশেষ কথা আছে।

(প্রস্থান)

(ফুল-হাসির প্রবেশ)

ফু-হা। মাগো! তোমার মনে কি এই ছিল মা, যে দিবানিশি আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হব? ইহ কালে কি শীতল হব না? ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা কে খণ্ডন করবে? কিন্তু তথাপি আমি শপথ বিস্মৃত হব না,—আপনার ভগ্নীর পথের কণ্টক হব না। সুরত যদি ঘৃণা ক'রে মুখ ফেরায়, সহস্র বৎসরের আদরেও ভুল্‌বো না! কি দাসী হব? কখন না। অন্তরের জ্বালায় অন্তর জ্বলে জ্বলুক্ কেউ দেখ্‌তে পাবে না, মুখে হাস্‌বো মন কাঁদে কাঁদুক, তবু মনে জান্‌বো আমি স্বাধীন। এই যে ধূলা আস্‌চে আমি একটু অন্তরালে দাঁড়াই।

(অন্তরালে গমন)

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূ। কৈ সে যোগিনী যে ব'লে ছিল, আজ আমি দেবী পূজা কর্‌লে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; তাকে তো হেথা দেখিতে পাচ্চিনা, দেখি কোথায় গেল।

(প্রস্থান)

ফু-হা। (অগ্রসর) এল আর চ'লে গেল কেন? কোথায় গেল দেখি।

(প্রস্থান)

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হই, প্রতিমার পশ্চাতে দাঁড়াই।

(প্রস্থান)

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূ। আমি মিথ্যা কেন সে যোগিনীর অনুসরণে সময় অতিবাহিত কচ্চি। মা ভৈরবি! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! প্রণাম কর, কুণ্ডস্থিত জল মস্তকে দাও, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধূ। সত্যই কি দেবী কথা কইলেন? করুণাময়ী আবার বল; কৈ, আর তো কিছু শুনি না,—ভাল দেবীর আদেশ পালন করি। (তথাকরণ ও বৃদ্ধা বেশে পরিণত)

(জলে মুখ দেখিয়া) মা ব্রহ্মময়ি! এই কি তোমার মনে ছিল, জগতে আমায় ঘৃণার ভাজন কর্‌লে? মাগো তুমিও রমণি! রমণীর রূপ স্বর্ব্বস্ব, তাকি তুমি জান না?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! দেব-বাক্যে বিশ্বাসহারা হ'য়ো না।

ফু-ধূ। ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছাই র'বে, আমার আক্ষেপ বৃথা।

(মার্কণ্ড ও হারিতের প্রবেশ)

মার্ক। ভাই সে বুড়ী ব'লেছে দেবীর কাছে এলেই সুরতের মন ফির্‌বে।

হারি। তার মন ফেরা'বার জন্য তোমার এত কেন?

মার্ক। একি কথা হ'লো? মেয়ে মানুষের মুখ দেখ্‌বে না; আমি যে আর পারি না।

হারি। না পার বে করগে।

মার্ক। সুরত রাগ করে যে, নৈলে কি ছাড়্‌তেম। আমি সুরতের রাগ সইতে পারিনা আহা হা! দেখ! দেখ! কি রূপ-লাবণ্য দেখ!

হারি। আরে আ মলো! ও যে বুড় ডাইনি রে। ওর আবার রূপ লাবণ্য কি?

মার্ক। তুমি ডাইনি ফাইনি বলো না বাবা, আপ্তবিচ্ছেদ হবে।

হারি। আরে চোক্ চেয়ে দেখ না কারে বল্‌ছিস্ সুন্দর।

মার্ক। মাইরি! রসের কথা দেখ? ওকে সুন্দর না ব'লে কেলে তোমরাকে সুন্দর বল্‌বে।

ফু-ধূ। হায় এরা অন্যের বিদ্রূপ কচ্চে! আমি এখনি দেবী-সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ কর্ব্বো।

(মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও দ্বাররুদ্ধ করণ)

মার্ক। ঐ যা, দোর দিলে, বলি দেখ দেখি এতে কি বল্‌তে ইচ্ছে করে, আমি তো গিয়ে দোর খুলে ঢুকি। (দ্বারে আঘাত ঐ যা দোরে খিল দেছে—ওগো আমি তোমায় দেখ্‌বো না, দোর খোল।

হারি। ডাইনি ব'লে ডাক না, নইলে উত্তর দেবে কেন?

মার্ক। ছিঃ! তোমার প্রাণে একটু দরদ্ নেই। আমার এদিকে প্রাণ ক'চ্ছে তুলরাম খেলারাম উনি বল্‌ছেন ডাইনি—ওগো দোর খোল, আমি কালী পূজা কর্ব্বো, মাইরি, আঃ ছিঃ! দোর দিয়ে রাত্ দিন্ তামাসা ভাল লাগে না; খোল না দেখি—না বাবা মোলায়েম প্রাণ না; নাও ঢের ঢের সাদা চুল দেখেছি, সাদা চুল বলে অত গুমর, অমন রূপুলি চুল কি আর কারো নাই,—ও ভাই হারিত তুই ডাক্‌না

দাদা—একটা বন্ধু মানুষ ফেরে পড়েছি, একটু উপকার কর্ ভাই।

হারি। ডাইনি দোর খোল্—

মার্ক। ছিঃ তুমি বড় চটানে লোক—চেটাং ছেড়ে একটু মোলাম ডাক না।

হারি। তুমি এক কায কর একটা গান গাও, তা হ'লেই দোর খুল্‌বে।

মার্ক। বেশ বলেছ।

(গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ,—খেম্‌টা।

প্রাণ জ্বলে সখারে সে মুখখানি মনে হলে।
মনটা করে আঁদার পাঁদাড়,
ভোলাই তারে কি ছলে॥
সাদা সাদা চুল গুলি, গালেতে পড়েছে ঝুলি
কপালে পরেছে রুলি, চক্ষু দুটী ঢল ঢলে॥

ওরে দুগালটা গাইলেম তবু দোর খোলে না।

হারি। তুমি ভাই এক কায করতে পার—

মার্ক। র'সো, তুই একটু দাঁড়াস ভাই। আমার সেই রাগ রঙ্গের মূর্ত্তি দেখাই; ঐ মাঠে আমার রাগেরা গরু চরাচ্ছে, ডেকে আনছি, সুরতকে দেখাব বলে তাদের সাজিয়ে রেখেছি। (প্রস্থান)

হারি। দেখি কি তামাসা করে। (প্রস্থান)

(উদা, ফু-ধু,পুঃ প্রবেশ)

উদা। বৎসে! আমি যেমন যেমন বলেছি তোমার সখীগণকে লয়ে তদ্রূপ কর, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধু। আমার সখীরা সম্মত হবে?

উদা। এই চরণামৃত পান ক'ল্লে অবশ্যই হবে।

(উদাসিনের মন্দির মধ্যে প্রস্থান)

(ফুল ধুলার প্রস্থান)

(সুরত, মার্কণ্ড, হারিত ও রাগ সকলের প্রবেশ)

শ্রী। আমার বিষম ফাঁদন বুকের শ্রী
মাইরি সবাই দেখনে।
আমার মাথার শ্রী গোবর গিরি
আমি দৌড় দিই টেনে॥

বস। র, র, র, শান্তমূর্ত্তি,দেখাই র,
আমার।
এমন খোদন খাদন বদনখানি
বল দেখি কার।
আবার পেছনেতে আস্‌তেছে যে
বাবা সে আমার॥

ভৈর। ধপা ধপ্ তিনটী নয়ন টক্ টকে।
আমি এলেম হেথা তাল ঠুকে।
আবার এক পাশেতে ঘাপ্‌টি মেরে,
নিশি ভোরে, ঘুমের ঘোরে
নাদ সুরে উঠি ডেকে।

দীপ। দপ্ দপ্ জ্বলছে আগুণ, ধু ধু ধু।

মেঘ। গড়্ গড়্ গড়্ ফু, ফু, ফু।

দীপ। চোপ্ চোপ্ সামলে থাকন্,
আবার ধু ধু।

মেঘ। গড়্ গড়্ উড়বি কোথা,
আবার ফু ফু।

দীপ। ধু ধু ধু।

মেঘ। ফু ফু ফু।

দীপ। (চড় মারিয়া) দপ্ দপ্ এবার শালা।

মেঘ। (কিল মারিয়া) গড় গড় ছুটে পালা।

সকলে। রাগ রঙ্গে মোরা বঙ্গ ফাটাই।
সুরেব ঈশ্বর, সুরের ঠাকুর,
জনে জনে মোরা সুরের কানাই,
নাচি গাই, আর কেন যাই,পালাই
পালাই, অনুমতি হয় বিদায় চাই।

(রাগগণ প্রস্থান)

(গীত)

বেহাগ—খেম্‌টা।

সুর। প্রাণ ভরে প্রাণ শোভা হেরে,
তবু কেন সাধ মেটে না।
প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে,
কি যেন প্রাণ আর পাবে না।
না জানি ক্ষণে ক্ষণে,
কত সাধ উঠে মনে,
বলি বলি কারুসনে,
সদাই প্রাণে হয় বাসনা।
ফেরে প্রাণ ছায়া-পথে,
কে যেন কোথা হ'তে,
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, হাসে ভাষে
আর ভাষে না।

চল ভাই দেবী পূজা করি। একি মন্দিরের কপাট বন্ধ কর্‌লে কে?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) যদি ভস্ম হ'তে ইচ্ছা না থাকে, দ্বারে আঘাত ক'রে যোগিনীর ধ্যান ভঙ্গ ক'রো না।

সুর। এ কে কথা কয়!

হারি। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

সুর। তিনিই বা হন। মাতামহ বোলেছেন, যে এই মন্দিরে একজন যোগিনী এসেছেন তিনি অতি পবিত্রা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই। মাগো এ দীন সন্তানকে এক বার দেখা দিন, আপনার দর্শনে পবিত্র হই।

উদা। বৎস! অপেক্ষা কর।

মার্ক। এইবার বাবা যায় কোথা—দোর খুল্‌বে আর ধোরব আঁচল টেনে, ভস্ম হই হব।

(উদাসিনীর প্রবেশ)

ও বাবা! একি এ যে সেই বুড়ীর মতন! আঃ ছি ছি ছি! এর জন্যে এত রাগ রঙ্গ দেখান।

উদা। (সুরতকে) বৎস কি চাও?

সুর। মা কি চাই তা জানি না; কি চাই তা জান্‌তে চাই।

উদা। ভাল এই চরণামৃত পান কর।

দম। মা আমায় ও একটু দিন্।

হারি। আমায় একটু।

মার্ক। আমায়ও ফোঁটা দুই।

উদা। যে যে এ চরণামৃত পান ক'ল্লে, সকলেরই মনের অভাব পূর্ণ হবে।

মার্ক। এমন নইলে চন্নামৃত! যেই দেখ্‌বো অমনি তেড়ে গিয়ে ধর্‌বো, কি বল হারিত?

সুর। আহা আমার প্রাণ মাধুরী লহরে আন্দোলিত! মরি! মরি! এ মধুর সঙ্গীত কোথা হ'তে হয়! আহা এমন সুন্দর তরু তো কখন দেখি নাই।

(বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে)

(গীত)

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হাসে শশধর মধুর যামিনী।
শীতল সিত করে রজত মেদিনী॥
তারা দল জাগে, প্রেম অনুরাগে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন ভামিনী।
মলয় বিহরে, কলিকা শিহরে,
পর পরশনে কুমারী কামিনী।
ধূসর নিরদ, চলে ধীর পদ,
মরি ক্ষীণ তনু না হেরি দামিনী॥

সুর। আহা একি মায়া-তরু?
আয় তরুবর তোরে করি আলিঙ্গন।

(ফুল-ধূলার তরু হ'তে নির্গমন)

ফু-ধু। রেথ রেথ পদে তব নিলাম শরণ।

ভৈরবী—ঠুংরি।

সুর। রবি শশী তারা দামিনী হাসি,
নব তরু রাজি কুসুম রাশি,
হেরি দিবা নিশি প্রাণ উদাসী,
রঞ্জিত গাথা চাহি তো প্রাণ।
না জেনে মজিত, না জেনে পূজিত,
না দেথে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।
সে সাধ পূরিল, প্রাণ ভরিল,
করলো কাতরে করুণা দান॥

দম। আলিঙ্গন করি তরু নবীন পল্লব।

(একজন স্ত্রীলোকের তরু হ'তে প্রকাশ)

স্ত্রী। এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়বল্লভ॥

হারি। আয় তরু করি তোরে আলিঙ্গন দান।

(দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের প্রকাশ)

দ্বি-স্ত্রী। সঁপিছে অধিনী পদে কুল শীল মান।

মার্ক। আয়রে অটবী তোরে ধরি এঁটে সেঁটে।

(তৃতীয়ার প্রকাশ),

তৃ-স্ত্রী। এই যে এলাম নাথ আমি গুঁড়ি ফেটে।

মার্ক। আরে র; সে যে ছিল লম্বা চৌড়া, এ যে বেঁটে সেঁটে। যাই হ'ক এতো আমার হলো একচেটে।
সকলে।

(গীত)

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

হাস রে যামিনী হাস প্রাণের হাসি রে।
আজ পেয়েছি তারে যারে ভাল বাসি রে॥
মুচ্‌কে হাস কুসম কলি,
মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি,
সুধার রাশি রে।

ফু-হা। হা! এক দিনের খেলা আমার এক্ দিনে ফুরা'ল।

যবনিকা পতন।

মলিন মালা।

নাট্যোল্লিখিতব্যক্তিগণ।

পুরুষ।	স্ত্রী।
লাক্ষাদ্বীপাধিপতি।	বরুণা, তরুণা ... মালদ্বীপ রাজতনয়াদ্বয়।
মালদ্বীপাধিপতি।	
লহরকুমার, লাক্ষারাজ তনয়।	প্রবাল, শৈবাল ... ঐ সখীদ্বয়।
মন্ত্রী, নাবিকগণ ইত্যাদি।	

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

মালদ্বীপ—সাগরকূল।

কূলে বরুণা, তরুণা ও সঙ্গীগণ।

পোতারোহণে লহর।

(মেঘ—তৃতালী)

লহর। অশান্ত সাগর ঘোর রণ রঙ্গ,
ঊর্দ্ধ জটাঘটা গরজে তরঙ্গ।
বেলা বিচঞ্চল, সাগর দল বল,
প্রবল পবন বহে ঝড়দল সঙ্গ।
মেঘ করাল, দামিনীমাল,
নিবিড় আঁধার মূহু মূহু হাসি
বিশ্ববিনাশী,
অশনিশ্রেণী, মহী কম্পিত অঙ্গ;
ধারা প্রচণ্ড ধরাধর খণ্ড,
ভূতদ্বন্দ্বে কত ভ্রুকুটি ভ্রূভঙ্গ।

বরুণা। একি একি একি, দেখ দেখ সখি,
অকূল পাথারে দেখলো তরী!
বুঝি নিরুপায়, গেল গেল হায়,
সাধ হয় কূলে আনি লো ধরি।

তরুণা। রঙ্গে ভঙ্গে খেলে তরঙ্গে,
তুলিছে ফেলিছে হেলায় যেন,
আকুল অকূলে ঘুরে ফিরে বুলে,
গ্রাসিল সলিলে বুঝি বা হেন!

প্রবাল। দেখলো সজনি, ভাসিল তরণী,
ডুবিল ডুবিল না দেখি আর!

বরুণা। শুন শুন ধ্বনি, সিন্ধুনাদ জিনি
গগন ভেদিয়ে ঐ হাহাকার!

শৈবাল। তরঙ্গের বলে কূলে আসে চলে,
এল এল কূলে নাহিক ভয়।

বরুণা। তরী চূড়া'পরে, দেখরে দেখরে,
আতঙ্কে উন্মাদ মনেতে লয়।

তরুণা। অভয় হৃদয়, উন্মাদ নিশ্চয়,
শূন্যে ক্ষণ হেরে দামিনী-খেলা;
কভু বা সাগরে চাহে প্রীতিভরে,
আদরে নেহারে সলিলে মেলা।
ভূতদ্বন্দ্ব মাঝে অটল বিরাজে,
বরুণা। বিধি প্রতিকূল ডুবিল তরী!
সাগরে গ্রাসিল কেহ না উঠিল,
অভাগা উন্মাদ আ মরি মরি!
তরুণা। কে যেন ভাসিছে, কে যেন আসিছে,
চল চল কূলে চললো সই,
প্রবাল। ওই ওই ওই, দেখ দেখ সই,
তরঙ্গ ঠেলিয়া আসিছে ওই!

(নট-মল্লার—তৃতালী।)

সকলে। দেখলো দেখলো সখি
বিহরে বিলাসে।
নীল সলিল মাঝে, নীল সলিলে ঢাকে,
নীল ফেণিল মাঝে ভাসে।
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গ নর্ত্তন,
হেলা খেলা তরঙ্গ মর্দ্দন,
তরঙ্গনিকর, বাহক অনুচর,
তরঙ্গবাসী তরঙ্গে আসে।
বরুণা। আহা!—
কোথায় আরোহীগণ, রে সলিল অচেতন,
প্রাণে তোর নাহি দয়া মায়া!
রতন গহ্বরে ধর, পুন কেন রত্ন হর?
শৈবাল। উন্মাদ বা জলবাসী হের
তোলে কায়া।

(দেশ—একতালা।)

সকল। মগ্ন মনে চাহে শূন্য পানে,
শূন্যভরে, বুঝি মেঘোপরে,
সাধ সমীর সনে পুন বিহরে,
নীরব তানে উন্মত্ত প্রাণে।
না জানি হৃদয় মাঝে বাজে কিবা তান,
ভোরা কার ভাবে শুনে সমীরণে গান;
সোহাগ ভরে
দামিনী সনে হাসে, ভাবে আদরে,
মধুর প্রাণে, কিবা মধুর পানে।

(দেশ—ঝাঁপতাল।)

লহর। গরজ গরজ ঘোর গভীর সাগর,
নিবিড় জলদমালা গরজ গভীরে।
কঠোর কুলীশ স্বন, শুন শুন সমীরণ,
গরজ ভীম বল সলিল অধীরে।
ঝলকি ঝলকি খেল নীরদ-বিলাসী,
আঁধার ঘোর হের নিবার লো হাসি,
তব রূপ দামিনী, প্রাণ প্রয়াসী,
মম হৃদি-আগার ঘোর তিমিরে।
তরুণা। চল দেখি সখি কেবা এই জন,
বরুণা। একেলা অকূলে ঠেকেছে দায়,
তরুণা। চল সুধাইব কি ভাবে এমন,
বরুণা। পারি যদি কিছু করি উপায়।

(জঙ্-মোল্লার—একতালা।)

লহর। অচল সাগর, অসীম ব্যোম,
আঁধার হের হৃদয়াগার।
বালু বেলা পরে, এই অভাগারে
হের যদি কেহ আর।
দেখ দেখ চেয়ে, অভাগা হৃদয়ে
ধূধূ ধূধূ ধূধূ জ্বালা,
কলঙ্ক কণ্ঠমালা,
কত কালি প্রাণে তার।

(কেদারা—তৃতালী।)

সকলে। কাঁদায়ে কারে, বল কার তরে,
এলে অকূল পারে।
বসি বেলা'পরে বল নেহার কারে,
কিবা রত্ন হের তুমি রত্নাকরে,

মোহিনী নিরখ কিবা শূন্য'পরে,
ঘোর তিমির মাঝে কিবা তার বাজে
তব হৃদি মাঝারে।

(জলধর-কেদারা—আড়াঠেকা।)

লহর। যদি গরল প্রাণে, সুধা মাখা বদনে,
ছলনা কি রাখে ঢাকি নারী নয়নে।
যদি গরল ভরা, তবু প্রাণ ভোরা,
মন চুরি মাধুরী, মোহিনী-তোরা,
প্রাণে জ্বলি, মুখ হেরিলে ভুলি,
উঠে আশ প্রাণে, কত সাধ মনে।

বরুণা। শুন হে বিদেশী! যে হও সে হও,
বিপদে পতিত তোমারে হেরি,

তরুণা। দেখিয়াছি সবে শিখরে বসিয়া
ঘোর ঝটিকায় ডুবেছে তরী,
যদি মহাশয়, অন্য নাহি ভাব,
আতিথ্য স্বীকার যদি হে কর,
এস মোর সনে, অদূরে আলয়,
মতিমান, মম বচন ধর।

(হাম্বির—তৃতালী।)

লহর। মরাল-গঞ্জিনী, নিবিড়-নিতম্বিনী,
রঙ্গিণী সঙ্গিণী, সাগর পারে।
ঝন রণ নূপুর, হিয়া বাজে দুর দুর,
বিকাশে বালুকা বেলা মোদিনী হারে।
ধীর চঞ্চল চরণ চলে,
গুরু উরু'পরে বেণী পড়িছে ঢলে,
যেন কহিছে ছলে, বেণী দুলিয়ে বলে,
'ধরামাঝে বল নারি বাঁধিতে কারে।'

(হাম্বির—তাল ফেরতা।)

বরুণা। ফুল্ল চিত, আনন্দ গীত,
আহা জ্ঞান হারা।

সখিগণ। চল সখি ত্বরা ত্বরি, প্রবল ধারা।

তরুণা। নাহি বিপদ মানে, মগন তানে
সরল প্রাণ খুলে কহিছে গানে।

সখিগণ। ঝরে প্রবল ধারা, চল গো ত্বরা,
তিমিরে সমীরে কেন হও সারা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

সাগরকূলের অপর পার্শ্ব।

নাবিকগণ।

(মিশ্র।)

নাবিকগণ। হৈ—হৈ—হৈ!
জমী দোলে না চল্‌তে ঘুরি,
হেথা বালি ভারি,
চলা কারিকুরি।
চোরা বালি যখন কোসে চাঁস্‌বে,
জল বালি খেয়ে খকর্ কাশ্‌বে,
আর ভাস্‌বে না রে, আর ভাস্‌বেনা রে,
চপ্ চপ্ চপ্ চল্ সারি সারি,
বালি ঝুরি ঝুরি।

১ম। আহা রাজপুত্তুর লাফিয়ে
প'ড়ল আগে,
সে মুখখানি ভাই প্রাণে জাগে।

২য়। ডুবে দূরে গিয়ে ভাস্‌ল যেন?

৩য়। সাঁত্‌রে যাবে ডুব্‌বে কেন?
সাম্‌নে চড়া তায় না উঠে,
আর এক দিকে যাবে ছুটে।

১ম। ঐ মালিম ভেড়ো ইচ্ছে করে ডুবুলে,
ঠিক হতো আছাড় দিলে মাস্তুলে।

৩য়। মন্ত্রী মহাশয় এনেছে ধরে চুলে,—

১ম। শালা ছেঁদা খুলে পালাচ্ছিল আগে,—

২য়। গাটা আমার ফুল্‌ছে রাগে,
কোন্ শালা না নিদেন ছ'কীল দাগে।

৩য়। চল রে চল, ও দিকপানে মন্ত্রীর দল।
(হৈ হৈ হৈ ইত্যাদি গান করিতে
করিতে সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

উদ্যান।

বরুণা, তরুণা ও সখীগণ।

(পিলু— জলদ একতালা।)

সকলে। ধূ ধূ ধূ ধায় চাতকিনী দূরে দূরে।
অনিলে ডোবে ওঠে, ধূ ধূ ছোটে;
স্বর্ণবানে ঊষা হাসে,
দেখে আঁখি পূরে।
রাঙ্গা মেঘমালা, হেরি বাড়ে জ্বালা,
ধূ ধূ ধায়, নিচে ফিরে না চায়,
পাখী পাখা মেলি
সোণা মেখে কত করে কেলি;
পাখী পুলকে গায়,
গায় শূন্যভরে, কত মধু স্বরে।
(লহরের প্রবেশ।)

(পিলু—যৎ।)

লহর। তরুণ কিরণ খেলে কুসুমদলে,
চলে প্রবাসী চলে,
তিমির যামিনী তার রহিল মনে।
বরুণা। শুনে হে বিদেশী, বাসি মনে ভয়,
কোথায় যাইবে তুমি,
অকূলে ঠেকয়ে উঠিয়াছ কূলে,
বান্ধববিহীন ভূমি।
রাজার নন্দিনী, বরুণা, তরুণা
এই পরিচয় শুন,
কহ মহাশয়, কিবা পরিচয়,
প্রকাশিয়া নিজ গুণ।
(মূলতানী—তৃতালী।)

লহর। কভু কুঞ্জবনে বসি চন্দ্রাননে,
কাকলী লহরী ঢালি উথলিত প্রাণ;
মৃদু মৃদু স্বরে ভাষি, ফুল কলি সম্ভাষি,
কহিত অনিল আসি খোল লো বয়ান,
শুনিয়াছি প্রেম কথা ধারা নয়নে,
গিয়েছে সে দিন স্থধু আছে স্মরণে।
(তরুণ কিরণ খেলে ইত্যাদি)

তরুণা। রহ এই স্থানে, শুন হে বিদেশী,
পরিচয় তুমি না দেহ যদি,
যে অবধি তব না মিলে আলয়,
হেথায় কৃপায় থাক হে সাধি।
(পিলু—আড়াঠেকা।)

লহর। কলঙ্ক-মালা পরি কণ্ঠোপরে,
কহিব কারে,
হৃদয়াগারে কত অনল ঝরে।
যাইব বনে, জ্বালা কব গহনে,
কহ চন্দ্রাননে, হেথা রহি কেমনে।
(তরুণ কিরণ খেলে ইত্যাদি)

[লহরের প্রস্থান।]

বরুণা। কহিল বিদেশী গলে কলঙ্ক মালা,
না জানি হৃদয়ে কিবা নিদারুণ জ্বালা।
তরুণা। বান্ধবহীন তবু অটল প্রবাসে,
উচ্চ আশ বাস ললাট প্রকাশে,
সাগর তীরে একা আঁধারে হাসে।
বরুণা। জ্ঞান জ্যোতিঃ হারা বিষম নিরাশে।
কহ লো সজনি, দেখিতে কাহারে
বিদেশী কোথায় যায়।
তরুণা। কালি হতে তুমি বিদেশী লইয়ে
ঠেকিয়াছ ঘোর দায়!
বরুণা। দেখেছ দেখেছ বসন বিহীন
পড়িয়াছে নিরুপায়।
(চিত্রা গৌরী—জলদ্ একতালা।)

সকলে। কলি কাঁপিল লো
বুঝি অলি এলো।
রাঙ্গা হাসি কলি হাঁসিল লো।

নীরবে নাগরে আদর করে,
দোলে সোহাগ ভরে,
মধু উথলে অধরে নাহি ধরে,
কুসুম সঙ্গিনী, ঊষা বিনোদিনী,
রাঙ্গা হাসি হেসে রাঙ্গা ঢালিল লো।

৩তীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সলিল-আশ্রম।

বরুণা।

বরুণা। আসে মোর বর, কাঁপিছে অন্তর,
ভাবি নিরন্তর, কি হবে হায়;
মজেছি মজেছি, পাগলে ভজেছি,
ফাঁদে পড়িয়াছি, ঠেকেছি দায়;
তারি কথা মনে, উঠে ক্ষণে ক্ষণে,
সে বিধুবদনে, নিয়ত হেরি;
ফণিনী আসিল, কুসুমে পশিল,
হৃদয়ে কাটিল, মরমে মরি;
কি করি কি করি, পিতা মাতা অরি,
কিসে প্রাণ ধরি, কে বোঝে জ্বালা;
প্রাণ নাহি চায়, ভজিবে তাহায়,
কেমনে গলায়, দিব গো মালা।
(তরুণা ও সখীগণের প্রবেশ।)
তরুণা। শুন লো নাগরি, সাজাইয়া তরি,
নাগর আসিছে ভেসে;
নাগর রসিয়ে, রাখিস্ কসিয়ে,
মন বাঁধা হাসি হেসে।
বরুণা। তুমি নিও ভাই,
তরুণা। আমি নাহি চাই, তোমারি কানাই,
প্রবাল। আসিতেছে নহরকুমার।
বরুণা। মুখে হাসি ধরে না যে আর!
যদি নাগরে লো এত সাধ,
নাগর তোমার।
তরুণা। কাজ নাই নাগরী আর,
নাগর পেলে প্রাণ কি ছার।

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।)

বরুণা। রস নাগরী লো, নাগর তোরে দিব।
যদি যত্নে রাখ নাহি কথা কব।
যত্ন বিনা নাগর রবে না,
অভিমানে কথা কবে না,
নাগর চলে যাবে, ফিরে চাবে না,
মনে ধরেতো ফিরে নিব,
নাগর ফিরে নিব।
প্রবাল। যেমন তেমন নাগর নয়,
লাক্ষাদ্বীপের রাজতনয়।

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।)

সকলে। বয়ে প্রেমের তরি
আমার নাগর আসে।
প্রেমনীরে আমার নাগর ভাসে।
নাগর গুণমণি, নারীর হৃদি-মণি,
নাগর এলে হেসে হেসে বস্‌ব পাশে।
তরুণা। আস্‌ছে নাগর, দিলুম খবর,
আমায় কিছু দাও,
বরুণা। বলেছি তো নাগর দিব
নাগর যদি চাও।
ওলো গেছি ভুলে,—
আসিনি সারি তুলে।
[বরুণার প্রস্থান।
প্রবাল। দেখি দেখি সখি কোথায় যায়,
শৈবাল। আস্‌ছে নাগর মনের মতন,
নাগরী কি ফিরে চায়।
[সখিগণের প্রস্থান।

(ইমন—তৃতালী।

তরুণা। সহিতে দহিতে বুঝি হ'য়েছে নারী।
চাহে পাগলে পাগল চিত
কেমনে বারি।
"তরুণ অরুণ খেলে কুসুমদলে,"
মন মোহিল, দহিল, কহিল ছলে,
চিত চঞ্চল জ্বলে হৃদে গরল-বাতি,
প্রাণ বিকাতে চাহে তারি
প্রণয়ে মাতি;
ধরি ধরিতে নারি, মন ফিরাতে হারি,
ছিছি পাসরি কিসে ওঠে সাগর বারি।

(প্রবাল ও শৈবালের প্রবেশ।)

প্রবাল। অপূর্ব্ব কাহিনী, নৃপতি নন্দিনী,
বর সহ নাকি ডুবেছে তরি।
যারা ডুবেছে, সকলি উঠিল।

শৈবাল। ডুবিল কুমার আমরি মরি!

তরুণা। কহ লো কোথা তুমি পাইলে কথা?

প্রবাল। মন্ত্রি তাহে ছিল,
সে কূলে উঠিল,
সভায় কহিল আসি,
লাক্ষাদ্বীপরাণী,
দুষ্টা দ্বিচারিণী,
কহিবারে ভয় বাসি।
খলমতি রাজরাণী,
রাজারে কহিল বাণি,
"শুন শুন রাজা মহাশয়",
প্রেমআশে মম বাসে,
জাজিকে কুমার আসে,
দুরাচার তোমার তনয়।
যদি না প্রত্যয় কর,
আমার বচন ধর
যে মালা দিয়েছ উপহার,
কোন মানা নাহি মানে,
বসন ধরিয়া টানে,
খুলে নিয়ে পরেছে সে হার।

শৈবাল। প্রেম আশে ডেকে ছিল,
আপনি সে মালা দিল,
বিপরীত কহিল সকলি।

প্রবাল। মাতৃ জ্ঞানে সে কুমার,
গলে নিল ফুলহার,
সরল অন্তরে গেল চলি।

তরুণা। বল বল সখি রাজার কুমার
হেন অপবাদ ঘটিল তার!

শৈবাল। বিমাতার ছিছি হেন আচার!

প্রবাল। রাজা পুত্রে ডাকি কয়,
রাজা পুত্রে ডাকি কয়,
"আজি হতে নহ তুমি আমার তনয়।
তোর গলে ফুলহার,
তোর গলে ফুলহার,
কলঙ্কের মালা জ্বালা পাবি দুরাচার।"

শৈবাল। ভগ্ন তরি সাজাইয়া,
পুত্রে দিল পাঠাইয়া,

তরুণা। কি হেতু সে দিল প্রাণ দান?

প্রবাল। হাস্যানন কবি রবি,
মনো বিমোহন ছবি,
কুমার প্রজার ছিল প্রাণ।

তরুণা। তাই ভয়ে বধিল না তায়,
শুনি কাঁপে কায়, ধিক্ বিমাতায়।—

প্রবাল। ভগ্ন তরি জলে ভাসে,
স্নেহে মন্ত্রী সাথে আসে,
উপদেশে নাবিক প্রধান,—

তরুণা। বর আসে এই জানি,

প্রবাল। দেশে রটাইল রাণী,
তাই ওঠে হেন বাণী;

তরুণা। নাবিক কি করিল বিধান?

প্রবাল। ঝটিকায় ছিদ্রদ্বার,
খুলে দিল দুরাচার,
পলাইল ক্ষুদ্র তরী লয়ে।
তরুণা। কেমনে জানিলে
হেন রাজা দেছে কয়ে?
প্রবাল। মন্ত্রী ধ'রে তারে সভায় দিল,
তরুণা। সেও কি আসিয়ে এ কূলে উঠিল?
রাজার কুমার ডুবিল জলে।
প্রবাল। ঝড়ে প'ড়ে গেল জলে,
উঠিল না আর তাহা দেখেছে সকলে।
তরুণা। (স্বঃ) পাগল আমার, পাগল আমার,
স্থির হও প্রাণ, নাহি ভাঙ্গ হৃদাগার।
(প্র) বর আসে হেথা কিসে হইল প্রচার?
প্রবাল। বিবাহ সম্মতি
লইবারে রাজদূত গিয়েছিল তথি,
ছল ঢাকিতে নৃপতি,
ছল ঢাকিতে নৃপতি,
পত্র হেথা পাঠাইয়া দিল দ্রুতগতি।
তরুণা। শেষে বল কি হ'ল, নাবিক?
প্রবাল। রাজ-আজ্ঞা দেখাইল
কর কি অধিক!
শৈবাল। চল চল চল চল লো ধ্বনি,
না জানি কি করে প্রাণ সজনি।
[প্রবাল ও সখিগণের প্রস্থান]

(পরজ-বাহার—একতালা।)

তরুণা। কবি রবিছবি হেরেছি বয়ানে,
আশ কেন বিকাশ প্রাণে,
মাধুরী নিবাসী বেদনা জানে না,
বুঝে না বুঝে না, নারীর ব্যথা।
সে কভু বুঝে না, সে কভু জানে না,
সাগরে সমীরে যে কহে কথা।
কেন কেন কহ কাঁপিছ হৃদি,
সাগর মাঝারে রতন নিধি,
কেমনে আনিব, কেমনে পাইব,
থাক থাক থাক মন মান'রাখ,
মরমে ঢাকে না মরম গাথা।
[তরুণার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপত্যকাস্থিত উদ্যান।
বরুণার প্রবেশ।

(বসন্ত—একতালা।)

বরুণা। ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলিছে অনল,
কেন এ জ্বালা মরমে চাপি।
পাখীকুল স্বরে পরাণ শিহরে,
অনিল বহিলে কেন গো কাঁপি।
কি যেন কি যেন, মনে হয় হেন,
এল এল এল, চ'লে গেল কেন,
হৃদয় মাঝারে কত কথা কই,
মনে মনে সাধি, কত জ্বালা সই,
মান করে মানা, কেমনে যাব,
সাধিব কেমনে, কেমণে পাব,
নাহি সহে আর, হয় বা প্রচার,
অনল কেমনে বসনে ঝাঁপি।

(তরুণার প্রবেশ।)

তরুণা। দিদি শুনেছ সকলি?
বরুণা। ধিক্ সেই বিমাতারে বলি।
তরুণা। বুঝি দিদিরে বিকল
করিয়াছে আমারি পাগল!
দিদি সুধাই তোমায়,
দিদি সুধাই তোমায়,
দিন দিন কেন তোরে হেরি শীর্ণকায়।
যদি ঠেকে থাক দায়, বল না আমায়,
কয় দিন দেখি তোমা শূন্যমনা প্রায়।

আমি ভগিনী তোমার,
আমি ভগিনী তোমার,
কি জ্বালা তোমার,
মোরে দেহ দুঃখভার,
রেখ না গোপনে জ্বালা
সয়োনা কো আর?

বরুণা। কিবা সুধাও আমায়,
কিবা সুধাও আমায়।

তরুণা। বুঝিয়াছি হায়!—
পাগলিনী প্রাণ, পাগলপানে ধায়।
কহি সাবধান তরে,
কহি সাবধান তরে,
স্বেচ্ছায় গরল আনি
রেখো না অন্তরে।
দিদি জেনো এই স্থির,
দিদি জেনো এই স্থির,
পাগলে দেখেছি আমি লক্ষণ কবির;
কবি কারো সেতো নয়,
কবি কারো সেতো নয়,
বজ্র ধরে খেলা করে, করি তারে ভয়।
ধরি নারীর হৃদয়, ধরি নারীর হৃদয়,
দেখিয়াছি নারী-ধরা ফাঁদ সুধাময়;
জেনো কাহারো সে নয়,
জেনো কাহারো সে নয়,
ফুল সনে ঘনবনে যাহার প্রণয়;
আমিও নারী দিদি খুলিছি হৃদয়।

বরুণা। জানি লো সকলি, ভুলিতে নারি,
সে যদি না চায়, আমি তো তারি;
জ্বলি জ্বলি জ্বলি, ভুলিতে না চাই,
জ্বলি যত, তত হৃদয়ে লুকাই;
যাই যাই যাই, পুন ফিরে চাই,
তার ধ্যান বিনা প্রাণে কিছু নাই;
ধাই ধাই মনে প্রবোধ মানে না,
সরম হাসিয়ে করে গো মানা।

তরুণা। দেখ দিদি হ'ল গোধূলি বেলা,
উপবনে চল করিগে খেলা।

বরুণা। যাও তুমি আমি যেতেছি পরে।

তরুণা। একেলা বসিয়ে কাঁদিবে ঘরে?

বরুণা। না লো না, ডেকেছেন মা।

তরুণা। যেও কথা শুনে মাথার কিরে;
না যাও এখনি আসিব ফিরে।—
আগুন নেভে না নয়ননীরে।

[তরুণার প্রস্থান।

বরুণা। যাইব দেখিব সাধ পুরাইব,
যা আছে কপালে ঘটিবে ছাই,
করি কত মানা, প্রাণ তো মানে না,
কলঙ্ক হইবে, বহিব তাই।

[বরুণার প্রস্থান।

(তরুণার প্রবেশ।)

তরুণা। এখন কাঁদিছে বসিয়ে একা,
কোথা গেল দিদি না পাই দেখা!
পাগলের কাছে একা কি গেল?
জেনেছে আলয় স্মরণে এল!

(ছায়ানট—মধ্যমান।)

আমি যে জ্বালা সহি, কাহারে কহি,
মনমোহন নয়ন পরাণে জাগে।
যেন সাধ ধরে, কলঙ্কে ডরে,
প্রাণ মন মোহিল, ধীরে ধীরে কহিল,
রঞ্জিত বদনরাগে।
কিবা সঙ্গিত সরস ভাষে,
প্রমদা প্রাণ মাতে, বিকাশে আশে,
কিবা রমণি হৃদয় ফাঁদ গঠিত সোহাগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

লহরের প্রবেশ।

(বেহাগ—আড়াঠেকা।)

লহর। কলঙ্ক-ধর, কহ শশধর,
কভু কাঁদে কি হে পারাণ তোমারি ?
হেরি সুন্দরী সহচরী তারকাহারে,
বিহর বিতর সুধা রজতধারে,
হেরি কালিমা চন্দ্রমা হৃদিমাঝারে,
কহ শশী মনাগুন কেমনে বারি ?
তব সাগর অম্বর চলেছ ভেসে
দেশে দেশে,
ঢেকেছ কালিমা রেখা সুধার হাসে ;
রেখা সুন্দর সুন্দর সকলি নেহারি,
কলঙ্ক ধরি বুঝি ভুলিতে প্যারি,
সুধাকর পেলে তব সুধার ধারি।

(বরুণার প্রবেশ।)

(বেহাগ—তৃতালী।)

বরুণা। সুধা নির্ঝর ঝর ঝর মধু-স্বরে,
গগন গহন শুনে সোহাগভরে ;
সুধা কাননে ঝরে।
ললিত গীত চিত বিমোহিত বিচলিত,
সুধা উথলে স্বরে, গগনোপরে,
শুনে চাঁদে চকোরে।

(বেহাগ—তৃতালী।)

লহর। মধু কে দিল স্বরে, সাধ করে,
স্বর-মাধুরী কে দিয়েছে রমণি তোরে
শিখালে মোরে, বাঁধা জনম তরে ;
ভালবাসি, অভিলাষী,
ভরি কালিমা রেখা মম হৃদয়োপরে।

(বেহাগ—তৃতালী।)

বরুণা। বল না বল না কি মনো-বেদনা,
মনোব্যথা ভাল ললনা সহে।

(কানেড়া—আরাঠেকা।)

লহর। ধূ ধূ ধূ হৃদয় দহে,
সাধে অপবাদ,
অনল উথলে, অনল ক্ষরে,
কলঙ্ক রেখা শশী একেলা পরে,
কলঙ্ক রেখা নাহি তারকা ধরে,
হৃদে অনল ক্ষরে, নাহি সুধা ঝরে।
(লহরের প্রস্থান।

(নাবিকবালকবেশে তরুণা ও
সখীগণের প্রবেশ।)

(লগনী—দাদ্‌রা।)

সকলে। ধীরে ধীরে মোরা তীরে খেলি,
তরি দোলে।
ঢেউয়ে টানে যত ফিরি তত,
না জেনে অকূলে যাইনে চলে।
লহরে লহরে মন ভুলে,
তবু ফিরি কূলে,
কেঁদে কেঁদে ফিরি, প্রাণ টলে,
তরি দোলে,
কূলে চল্‌তে নারি তাই পড়ি ঢলে।
তরুণা। কহ লো নাগরি কহ লো কথা,
ফিরে চাও ধনি খাও লো মাথা ;
মান ক'রে কেন বদন ঢাকো
দিয়ে মুখসুধা পরাণ রাখ।
বরুণা। তরুণ নাবিক তোমারে হেরি,
ব্যথা কি বুঝিবে তাইতো ডরি ;
ধীরে ধীরে তুমি ভাস হে কূলে,
মন প্রাণ মম ভাসে অকূলে।

তরুণা। মৃদু মধু যবে মারুত পাব,
কূলে কি রহিব অকূলে যাব।
বরুণা। সুবাতাসে তবে ভাসা'বে তরি,
যেও না অকূলে নিষেধ করি।
তরুণা। একা কেন বনে কহ নাগরি?
বরুণা। খুঁজিয়ে নাগরে নে যাব ধরি।
তরুণা। রাখ পরিহাস কহিলো তোরে,
না জেনে মজিলে পড়িবে ঘোরে।

(কুকুভা—মধ্যমান।)

বরুণা। বুঝায়ে বারিতে নারি,
মাতুয়ারা প্রাণ তারি,
কহে আশা ছলভরা,
মন মাতে নাহি পারি।
আমার আমার বলে বার বার,
আঁখি বারিধারা হৃদয়ে বহে,
মরম দহে, কতই সহে,
তবু পোড়া প্রাণ 'আমার' কহে,
ছিছি ধিক্ জনম নারী;
কহ লো তরুণা কেন এ সাজে?
তরুণা। ভুলাইতে তব হৃদয়রাজে।
ছলে যদি পারি লব পরিচয়,
গুণমণি তব কেবা মহাশয়।
ছলে লো সজনি, ভাসায়ে তরি,
মনচোরা তোর আনিব ধরি।
ব'লেছিলে দিবে নাগর মোরে,
পারি যদি ধরি দিব লো তোরে।
সাজ লো সজনি সাজ এ সাজে,
কবে কথা বাধা দেবে না লাজে।
ভুলাইতে তোর রসিকরাজে.
চল লো নাগরি নাগর সাজে।
(কানেড়া—জলদ একতালা।)
সকলে। নাগর মিলে নাগর ধরিতে যাই,
দেখি পাই কি না পাই লো।
চল ভাসিয়ে তরি ধীরে বাই লো।
নবনাগর হেরে, নাগর চাবে ফিরে,
নইলে দিব ফিরে;
সেধে কইব কথা, লাজ মানাতো
নাই লো; ধীরে বাইলো,
পাই কি না পাই দেখি তাই লো।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মালদ্বীপ-রাজ ও লাক্ষাদ্বীপ-রাজের প্রবেশ।)

লা-রাজ। শুন হে রাজন্, কহি বিবরণ,
আপন নন্দন ফেলেছি জলে;
কুলটা ব্যভার, হ'য়েছে প্রচার,
কি কহিব আর যে জ্বালা জ্বলে।
কুমার আমার, অতি সদাচার,
রীতি কুলটার বুঝিনু ক্রমে;
শেল বাজে বুকে, শুনি লোকমুখে,
বনে মনোদুখে তনয় ভ্রমে।
মা-রাজ। ধর হে বচন, না কর রোদন,
বিধাতা লিখন, দুষিবে কারে;
শুন মহামতি, নিয়তির গতি,
কাহার শকতি, বল হে বারে।
মৃত কি জীবিত, না জানি নিশ্চিত,
যে হয় বিহিত করিব ত্বরা।
লা-রাজ। যা হয় বিধান, কর মতিমান্,
আকুল পরাণ, আঁধার ধরা।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। জীবিত জীবিত প্রভু তোমার তনয়,
দেখ হয় নয়।
আমি দেখিয়াছি বনে,
আমি দেখিয়াছি বনে,
মালা নিয়ে খেলে তব
দুহিতার সনে।

লা-রাজ। ওহে কি বল কি বল,
ওহে কি বল কি বল!

মা-রাজ। মম দুহিতার সনে,
খেলিতেছে বনে!

উ-রাজ। ত্বরা দেখি গিয়ে চল,
ত্বরা দেখি গিয়ে চল,

মন্ত্রী। দোঁহে বনে করে গান,
দোঁহে বনে করে গান,
পবিত্র-প্রণয়-নীরে বিকসিত প্রাণ।

মা-রাজ। ভাল খেলা আজি মদন খেলিল,
কন্যাপণে মম কুমার মিলিল,
বিলম্ব কি হেতু করিছ বল,
চল সখা তবে ত্বরিত চল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

সাগরকূল।
লহর আসীন।

(তরণী আরোহণে নাবিকবালকবেশে
বরুণা, তরুণা ও সখীগণের
প্রবেশ।)

(ভৈরবী—যৎ।)

সকলে।
খেলি কুলে খেলি,
কালি অকূলে ভেসে যাব।
যাব যাব কূলে ফিরে চাব,
বনফুলে মালা গেঁথে নিব,
যে চাবে মালা তারি গলে দিব।
মোরা ঢেউয়ে নাচি,
মোরা ঢেউয়ে ভাসি
কূলে ফুল হাসে, তাই তীরে আসি,
বনফুল বিনা কিবা রতন পাব।

তরুণা। কহ মহাশয় কে তুমি পুলিনে,
বিজনে কেন হে বসিয়ে একা;
বসিয়া কি আশে, কোথা তব ঘর,
কি হেতু উত্তর না দেহ সখা?

(ভৈরবী—যৎ।)

লহর। গাঁথ নবীন কলি, মালা পরহে গলে,
মালা মলিন হলে দিও
ভাসায়ে জলে।

(ভৈরবী—যৎ।)

সকলে। হের নবীন মালা, যদি সাধ কর
মালা ধর, মালা গলে পর,
আজি খেলি মিলে,
কালি যাব চলে।

(ভৈরবী—যৎ।)

লহর। ছিল নবীন মালা, হের মলিন গলে,
তাপে শুকালো কলি,
জ্বলে হৃদয় জ্বলে।

(ভৈরবী—যৎ।)

সকলে। কি মনোবেদনা বল বল বল,
যদি হে বিদেশী, সাথে চল চল।
শুন গুণমণি, বাহিব তরণি
তোমারে লয়ে;
কেন বনে বস, এস এস এস,
পুলিনে কেন হে যাতনা সয়ে

(ভৈরবী—যৎ।)

লহর। নব রাগে যবে ফুটিল কলি,
মনোসাধে কত ক'রেছি কেলি।
নাহি সেই দিন, গিয়েছে চলি ;
আর না খেলি,
হৃদয়-কুসুম আর না
বিকাশে নবীনদলে।

(মাল-রাজ, লাক্ষা-রাজ ও
মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মা-রাজ। ভাল ভাল ভাল নাবিক বালক
জনকে ভুলা'য়ে চলেছ ছলে,
কালি ভেসে যাবে অকূল জলে ?

(ভৈরবী—দাদ্‌রা।)

সকলে। ওলো কেমনে বদন তুলি,
মরি লাজে,
ছি ছি গঞ্জনা লাঞ্ছনা প্রাণে বাজে।
প্রবাসী সনে ভ্রমি বনে বনে,
ছি ছি একি সাজে।

লা-রাজ। লহর কুমার, কুমার আমার,
ক্ষম অপরাধ চল রে চল,
শুন বাপধন, খুলেছে নয়ন,
বুঝেছি জেনেছি নারীর ছল।

(ভৈরবী—যৎ।)

লহর। নমি চরণতলে,
নবীন মালা মাতা প্রসাদ দিল,
মলিন মালা আজি হের গো গলে।
আজি নিভিল জ্বালা
মলিন মালা আজি ভাসা'ব জলে।

মা-রাজ। নিধি পেয়েছি খুঁজে
ফিরি নাহি দিব,
কুমারিপণে আমি কুমারে নিব।
আজি হতে বরুণা আমার
দুহিতা তোমার,
কুমার আমার আজি লহর কুমার।

(ভৈরবী—দাদ্‌রা।)

সকলে। মধু ঝরিল রে, মন পূরিল রে,
মধু যামিনী মধুর হাসে,
মধুর লহর চলে, প্রাণে ভাসে,
মধু কুসুমবাসে,
মধু কাননে লতা সনে
অনিল ভাষে,
মধু সাগরে রে, মধু উজান চলে !

(ভৈরবী—যৎ।)

লহর। নিশির শিশির হের কুসুমদলে,
লহরে লহরে ভেসে লহর চলে,
তিমির যামিনী আজি জাগিছে মনে :
ওলো চন্দ্রাননে,
বালা, ঘুচিল জ্বালা,
ফেলি মলিন মালা,
কাঁদিয়া পেয়েছি আমি সখা বিজনে !
তারে ভালবাসি,
তারি তরে আমি সলিলে ভাসি,
সখা সকলি জানে,
সখা বিরাজে প্রাণে,—
বিরাজে সকাশ প্রেম কমলদলে।
পিতা বিদায় মাগি, নমি চরণ তলে,
কলঙ্ক মালা মম আছিল গলে,
তাই মলিন মালা আজি ভাসায়ে জলে
সখা হৃদিকমলে।

(নৌকারোহণে প্রস্থান।)

সকলে। কি হ'ল কি হ'ল তীর-বেগে গেল
দেখিনে আর !
না-রাজ। হায় হায় কোথা গেল
কুমার আমার !
মা-রাজ। শীঘ্র লয়ে তরি, চল গিয়ে ধরি।

(নৃপতিদ্বয় ও মন্ত্রীর প্রস্থান)

(পাহাড়ী—ভৈরবী।)

সকলে। দেখি রে দেখি রে মলিন মালা;
বরুণা। দেখি মালা কত জ্বালা ?
সকলে। মলিন হয়েছ ব'লে,
তাই কি হে কাঁদাইলে,
ফুল মালা কুলবালা !

যবনিকা পতন

আলাদিন

বা

আশ্চর্য্য প্রদীপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজপথ।

(আলাদিন ও কুহকীর প্রবেশ।)

আলা।— গীত।

কার তোয়াক্কা রাখি আর।
বাপ্ ম'রেছে, বালাই গেছে,
কোন্ শালার বা ধারি ধার॥
রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে,
এক দৌড়ে পগার পার।
হট্‌কে চল মৎ কুচ বোল,
সামালো বে খবরদার॥
বুড়িয়া এ দাড়িয়া নড় নড়িয়া,
এসা কেঁওবে কাহে খাড়া ?

কুহ। হাতে পায়, নাকে গায়,
আয় আয় সব চলে আয়।
ঝট্‌কি ধ'রে আয়, মট্‌কি চড়ে আয়,
চড়ে আয় ওচনা খোলা ;
বুড়ির হাড়ের চর্ব্বি গোলা,
ডাক্‌ছে কোঁ কোঁকোর কোঁ,
চলে আয় সোঁ।

আলা। হট্ বে হট্।

কুহ। ল্যাড়খা রে।

আলা। তোমার গুষ্ঠীর ছ্যারখা রে,
হট্ বে হট্, শীঘ্র, চট্।

কুহ। Not বাপ not, ল্যাড়খা রে,
তুই মোর গুষ্টির ছ্যারখা রে।
চরকা বেটো, মুনের কেঠো,
এণ্ডি মেণ্ডি গেণ্ডিরে,
আমার গুষ্টির ছ্যারখা রে।

আলা। নড় শালা নড়,
নইলে ছিঁড়্‌বো দাড়ী চড় চড়্।

কুহ। কেরে বাবা গড়্ গড়্।

আলা। র'স্ বে ক'সে লাগাই চড়।

কুহ। আরে তোকে দেখে জান ক'চ্চে
কড় কড়।

আলা। হড়র বড়র হড়।

কুহ। ল্যাড়্খারে ছাতি ফাটে ওরে
বাপ বেঁটে সেঁটে ল্যাড়খারে,
তুই মোস্তাফদাদার বেটা বটে।

আলা। সর শালা নয় ফেলি কেটে ;

কুহ। ল্যাড়খারে, তোর বাবা মোর দাদা
মর গিয়ারে।

আলা। জানি শালা হাম্‌লোকত কবর
দিয়ারে।

কুহ। সবুর কর বাপ ছাড়ি থোড়া হাঁপ
ল্যাড়খারে।
তোর বাবা মোর দাদা মরগিয়ারে।

আলা। শালা কবর দিয়ারে, শালা কবর
দিয়ারে, শালা কবর দিয়ারে।

কুহ। তোর বাপের ছিল দরজির দোকান
সিঙনি তার অবাক ছাবা,
ওরে বাবা হাবা মতিচুর খাবা,
মুড়ী মুল' থাবা থাবা।

আলা। ছিল বটে দুরজীর দোকান
অবাক ছাবা তোর বাবার বাবা,
বেটা আচ্ছা কাপ্,
দাঁড়া তোর ঘাড়ে মারি লাফ্;

কুহ। মেরি বাপ ল্যাড়্খা রে।

গীত।

আলা।—

ক্কেয়া করে, ফেল্লে ফেরে,
কেয়সে শালার হাত ছাড়াব!
ল্যাড়্খা ব'লে ফ্যাড়্কা তোলে
আজকে শালার ভূত ঝাড়াব॥
একিরে আপশোষ থোড়া,
এল' বুড় পোড়া নোড়া,
বাতে,শালা মাৎ ক'রে দেয়,
যা থাকে আজ খুব চড়াব॥

কুহ। ল্যাড়খা রে।

আলা। আচ্ছা বাবা আমি এধার দিয়ে
যাচ্ছি—

কুহ। ল্যাড়্খা রে, থোড়াই আমি ছাড়্ছি
তেরমার মুখ দেখেছি, নাক দেখেছি,
দাঁত দেখেছি,তাইতে যাদু বেঁচে আছি,
ল্যাড়্খা রে ; তোর বাবা
মোর দাদা মর গিয়ারে।

আলা। ওরে শালা আমিত ফ্রিরে যাচ্ছি
তবু শালা ল্যাড়খা ল্যাড়খা কর্‌রিস্
কেন ?

কুহ। তোম্ আঁতে মেরা দাঁত বসায়া,
বাপধন সরিস্ কেন ? ল্যাড়্খা রে,
তোর বাবা মোর দাদা মরগিয়ারে।

আলা। জুলুম কিয়া,জান গিয়া কবর দিয়া রে
শালা কবর দিয়া রে।

কুহ। ল্যাড়্খা রে।

আলা। কেন অমন কচ্চিস বল্‌তো—
(উপবেশন) কিন্তু বলা হ'লে আমায়
ছেড়ে দিতে হবে। তোম জান্ ঘামায়া।

কুহ। তোর বাবা ছিল আমার ভায়া।

আলা। তা হামার কেয়া।

কুহ। তোর দাদি ছিল আমার দাদির
নানি।

আলা। তোর মা আমার কপ্‌নি কানি।

কুহ। ইয়া এনসানি, ছুটি চোখে পড়েছে
ছানি, ওরে মেরি জানি, তোর মুখখানি
আমার দাদার উপর খোদার মেহের-
বাণী, তাইতে তো তাড়াতাড়ি তোর
বাবা, মোর দাদা মর গিয়ারে। চল্
মেরিজানি, তোর হাত ধ'রে টানি,
দেখি গিয়ে আমার দাদার সেই থানি,
জুড়োব বাপ্ শুনে ছুটো মধুর বাণী,
ল্যাড়্খা রে, তাই বাপ হাত্ ধ'রে করি
টানাটানি, ঘরে আয় মোর বাপ্ ঘরে
চল্—যাদুমণি।

আলা। (স্বঃ) ক'ল্লে শালা বাড়াবাড়ি, বেটা
মুচীর ওপর পাজী হাড়ি. নিয়ে যাই
শালাকে বাড়ী (প্রঃ) ওরে যদি বাড়ী
নিয়ে যাই, ল্যাড়খাতো আর ব'ল্‌বি
নি ?—

কুহ। না মেরি বাপ্—ল্যাড়্খা রে।

আলা। তুই একটা কি খুন খারাপি কর্ব্বি।

কুহ। ল্যাড়খা রে—

আলা। ওরে গেলুম যে—ওরে বলি শোন

বাড়ী নিয়ে যাচ্চি চল্,—ভাত্ গিলবি গল্-গল্—আর কি চাস্ বল্।

কুহ। চল্ বাবা চল্, ল্যাড়্খা রে।

আলা। শালারে চল্বে চল চল্-তোর পায়ে পড়ি চল্।

কুহ। ল্যাড়্খা রে।

আলা। ভাগ্যিস্ তুই শালা তুই আমার বাবা হ'স্‌নে।

কুহ। ল্যাড়্খারে।

(আলার মার প্রবেশ।)

আলা। ওমা হিঁয়া বড় লটখটি লাগা।
শিগ্‌গির শুনে যা, শিগ্‌গির শুনে যা।
এ বুড্ঢা বল্‌ছে ল্যাড়্খা, ল্যাড়্খা,
তুই একে ভাগা, নইলে পাবি ভারি দাগা।

আ-মা। তোম কোন হায় গা?

কুহ। আমার দাদা ছিল মোস্তফা,
এই টাকা নাও আমায় চিন্‌বে সাফা॥

আ-মা। তোফা, তোফা, তোফা, তোর চাচ্চাই বটে, তোর বাপ চর্‌ছিল মাঠে, তোর চাচ্চা পাওয়া গেল বাটে, আমি চললুম হাটে; তোরা বস্‌গে যা চার পাই খাটে, খিচুড়ি পেকিয়ে খাওয়াব।

আলা। তোরে যমের বাড়ি যাওয়াব॥
ভেড়ের ভেড়েকে তাড়িয়ে দে,
চাচ্চা হয় তো সঙ্গে নে;
এ বুড়া বিষম ফ্যারেকা,
খালি বল্‌বে, ল্যাড়্খা—ল্যাড়্খা॥

কুহ। না আপজান খোকা,
যদি তোর হয় ধোঁকা,
খানা পাকাগ তোর মা,
একটু সয়ের করে আসি আয়না;
এই কাছে কেমন আচ্ছা বাগিছে;
ফল পেড়ে আনবি বেচে বেচে;
জলদি চালায়া, নয়তো ল্যাড়্খা
বোলেগা।

আলা। চল ব্যাটা চল, পেয়েছিস আচ্ছা কল।

(উভয়ের প্রস্থান)

আ-মা। সাবাস বক্ত,
ঠাকা পাওয়া গেল মোক্ত।

গীত।

যুটলো পথে দেওরা চমৎকার।
মুচ্‌কে হেসে কয়লো কথা,
বেওবা ঠাওরে ওঠা ভার॥
সাঁচ্চা দেওর নয়তো ঝুঁটো,
চোক ঠেরে দেয় টাকার মুঠো;
নয় হেটো মেটো,
মজা হয় এমনি দেওর
একটা দুটো মিলে আর॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—•—

বন-পথ।

(আলা ও কুহকীর প্রবেশ)

আলা। আরে বুড্ঢা বাগিচা কাঁহা,
জঙ্গলমে কাহে লেয়ায়া;

কুহ। আঃ হীয়া দেখে চিজ্ কেয়া কেয়া
এখানকার মাটী যাবে হট্‌কে।
গত্ত বেরুবে—
আর তুই চলে যাবি সট্‌কে।

আলা। আর আমার খাব্‌ড়ার চোটে,

তোর গাল যাবে ফাট্‌কে।
কুহ। শোন শোন যাদুমণি,
আমার দরকার কেলে প্রদীপখানি;
মাটী ফাট্‌লে উলে যাবি,
কেলে প্রদীপটী এনে দিবি, বালাস্‌।
আলা। লাগাতে পারি চড় ঠাস্‌॥
কুহ। (মন্ত্র আওড়ান)
ভোঁ ভোঁ উল্‌টো গুটি, সোঁটা সুটী
আটা কাটী, দাঁতকপাটী
উদম চাটী, মলের মাটী
কল্‌সী কানা, ভূতের আঁটী
ইদুম্‌ উদুম্‌, গড়াস্‌ গুদুম্‌
দপাস্‌ দুমে, দুম্‌না কাটী
হড়াস্‌ হুম্‌, হড়াস্‌ হুম্‌
হড়্‌ হড়্‌ হড়্‌—হটনা মাটী।
আলা। কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া, ওয়া ওয়া ওয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া, কাকুয়া কেহা হুয়া, কেয়া কুয়া।
কুহ। বাপ্‌রে! গট্‌ গট, গোলে গুলে, যাও তাউলে, পাঁচ পোয়াতির গুমূত গুলে, হড়্‌ হড়্‌ হড়্‌ গ'লে যাও, হাতের ভেটের আংটী নাও, ভিতরি যাবি প্রদীপ নিবি বাপ, কেলে প্রদীপ জ্বাল্‌বি ঠিক,—ফির্‌তি বেলা আস্‌বি চেলা, যব্‌ কব্‌ তোর কাম ঘটেগা, আংটী দেল্‌মে লাগা, দুপা দুপ উঠ্‌বে দানা, সব ঠিকানা কহা দিয়া বোলে, চল্‌ চল্‌বে—চল্‌বে উলে।
আলা। আমায় কচি খোঁকা পেলে শালার বেটা শালে।
কুহ। ল্যাড়খা রে।
আলা। চপ্‌বে শালা, হাম যাতা হায় উলে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

গহ্বর অভ্যন্তর।

(আলার প্রবেশ।)

গীত।

আলা। বাহবা বেড়িয়া কা কুয়ারে
চম্‌কে হে চারি তরফ্‌, হো হো হো
হোহীয়া
খাড়িয়া খাড়িয়া কা কুয়ারে॥
বেকুব শালা, আগাড়ি কাহেনা বোলা,
তব কি ল্যাড়খা বাৎ
হাম শুন্‌তা শালা, নেশা খেলা আবে
দাড়িয়া কা কুয়ারে।

(চারিদিগ দেখিতে দেখিতে)

কেয়া তোফা খোপানি আঙ্গুরদানা,
মুটো ভরা হায় বেদানা
মস্‌লা গরম্‌, বাতাস নরম, আয় সব আয়
ছাতিমে চড়িয়ারে, ডালিম গাছ,
ইলিশ মাচ্‌ হুস্‌ হাস্‌ গুস গাস্‌।
কেয়া খুসী বুল বুলিয়া—কা কুয়ারে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

গহ্বর সম্মুখের জঙ্গল।

কুহ। মন্‌ মনুয়া, মন্‌ মনুয়া, মন্‌ মনুয়া রে ল্যাড়খারে
আলা। শালারে হাম্‌ ফের নিকি চলারে

কুহ। আও মনুয়া হুপ হুপিয়া

আলা। কিল্ কিলিয়া, কিল্ কিলিয়া, তুলিয়া লিয়ারে;

কুহ। প্রদীম দে

আলা। আগে তুলে নে।

কুহ। না প্রদীম দে।

আলা। না, তুলে নে।

কুহ। তবে এই গওয় ভেতর থাক, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ফাঁক;

(মন্ত্র আওরান স্বরে)

কুহ। ভোঁ ভোঁ, ফিরিতে গুটি, সোঁটা সুঁটি, আটা কাটি, দাঁত কপাটী, উদাম চাটী, মলের মাটী, কলসী কাণা, ভূতের আঁটী, ইদুম্-উদুম্,—গড়াস্ গুদুম্, দপাস দুমে, দুম্না মাটী, হড়াস্ হুম্, হুড়াস্ হুম্,—হুম্ হুপাহম্, গট ফিরে গট্ হট্ মাটী।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

গহ্বর অভ্যন্তর।

(আলা আসিন)

আলা। ল্যাড়থা বোলা, বাঞ্চৎ শালা, জান্‌মে মার্‌ল'রে। হাম্‌কি জান্তা,এতদুর আন্‌তা, গেরো ধর্‌লোরে। (অঙ্গভঙ্গি করিতে অঙ্গুরীয় ঘর্ষণ)

(কালা জিনির প্রবেশ)

পুরুষ ও স্ত্রী।

জিনি। কাহেতু এত্তোমে বোলায়া রে, দোন্ জিনল্‌কে থোড়া শোতে রহা থোড় কুচ্ নেশা কিয়া থোড়াসে জান ভালায়া, আরে দেল কি দো একঠো বাৎ বল্‌তে রহা,দেখো ভাই হাম্ দোন উঠ্‌কে আয়া।

আলা। হাম্‌রা পেট কাঁপা, ওঠা বাপা, কল্ কল্ কল্,গোঁ গোঁ গোঁ, হাম্‌কো উঠায় লে যাও, নেহি রহেগা, জান মরেগা—উঠাও লেযাও ভোঁ ভোঁ, ভোঁ। (পুনঃপুনঃ বলন ও অঙ্গভঙ্গি) হাম নাহি রহেঙ্গে হিঁয়া। জিনিদ্বয় কর্ত্তৃক গহ্বর হইতে উপরে উঠায়ন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বাটী।

(আলা ও তাহার মাতার প্রবেশ।)

আলা। দ্যাখ্ মা দ্যাখ্ কেয়া কেয়া চিজ পায়া।

আ-মা। তোফা, তোফা, তোফা, আরে কাঁহাসে পায়া?

গীত।

আ-মা। শোনরে মোর বাবা ধোনা,
ডালিম থানা,
আগে তুড়ি।
বলিস্ তো চুসি আঙ্গুর,
মুখ গুড়াগুড়,
ওরে আমার আঁতের নাড়ি।
ওরে আমার ভাজুনা খোলা,
পুঁচকে পোলা,

তুইতো খুব কড়র কড়র কুর্ব্বি
চাকুম চাকুম কুড়ি কুড়ি।
তুই আগে খাসনা বাবা,
খেয়ে ফেলবি খাবা খাবা ;
হামকো তো তাহ'লে মিল্‌বে খুড়ি,

(জহরত মুখে দিয়া) ওরে আমার দাঁত গিয়া।

আলা। বেলকুল নেহি রহা।

আ-মা। ওরে হাম কিয়া কিয়া।

আলা। পাথর কাহে চিবায়া ?

আ-মা। হাম ফেক্‌ দেয়।

আলা। তোম্‌কো দেগা কবর মে।

আ-মা। মাত্‌ দেও গালি।

আলা। কুড়্‌ কুড়্‌কি হাম কাটেগা,শালীর বেটী শালী।

আ-মা। ওরে কেয়া খাঙ্গারে।

আলা। তাই বল্‌না, কাহে এত্‌না দাঙ্গা, কিয়াবে; আমি এ প্রদীপ নিয়ে বাজারে বেচি গিয়ে, শিগ্‌গির বেটী নেয়ে নে রান্না চড়াবি।

আ-মা। দাঁড়া মেজে দি, আনিস্‌ থোড়্‌সে নাদার ঘি ;
আনিস্‌ দুটো শশা,
আনিস্‌ পেয়ারা কসা
আনিস্‌ এক যোড়া বালাওয়া মঁড়ির।
আনিস্‌ কদু, ডান্‌লা ক'রবো কদুর,
আনিস্‌ সপ্‌ চাদর তাকিয়ে,
বাবু ভেয়ে সব ব'সবে গিয়ে।
আন্‌বি হুঁক বৈটক, জল চৌকি।
নেটের বা গাজের মোসারি।
যদি দুটো লঙ্কা মরিচ আন্‌তে পারিস্‌।
তোকে চালাক বল্‌বো ভারি।
আমার বড় দিল বাড়াবি

(জিনির প্রবেশ)

জিনি। কুচতো নেহি হুয়া, পিয়েগা যেত্তা পিয়া

(আ-মার মূর্চ্ছা)

আলা। খাবার হাম্‌ আন্‌তে ব'ল্‌তা।

জিনি। সেলাম, আলেকাম, হাম আবি চলতা।

(প্রস্থান)

আলা। আরে তু উঠনা, মেড়িয়া টুটনা—
কাহে জবরদস্তি কিয়া দুটো ঠোঁটে।
তৈয়ারি খানা ওঠকে খানা,
কিছু তো শুন্‌বে না কালা মোটে

আ-মা। আরে হাম্‌কো দেনা, কাঁহা খানা

আলা। মা তুই ও ঘরে গিয়ে খা
আমি এ গুল বাজারে নিয়ে যাই
দেখি যদি বেচে কিছু পাই।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজপথ।

(আলা আলারমা ও ইহুদির প্রবেশ)

ইহুদি। (স্বঃ) এত্তে জহরৎ হ্যায়; দেখে ঠক্‌লানে সেকে, তো বড়া বক্ত (প্র) বেচ'গে ?

আলা। দো টাকা।

ইহু। নেহি এক। (স্বঃ) তব্বি হোতা ধোঁকা। আচ্ছা লে লে ক।

আলা। কেইসা মাল দেখে—

ইহু। লে, লে, চলা যা—(টাকা দেওন)
সওদা আজ কেয়সা হুয়া !

গীত।

আলা। (দেল কি চাওন) নেহি চিনে,
ক্যায়সে ও উঠায়ে এ ছুনিয়া দারি।
উসিকো বেকুব মানো,
চিজ্ কো নেহি পছানো ; ক্যা গুনাগারি।
কই কুস নেসা পিয়া, রেণ্ডী কই জান্ দিয়া
ঘুমে হে ফরাক্ কামে,
জুদা কুচ কাম হামারি॥

(স্নান করিবার বেশে রাজকন্যাগণের প্রবেশ)

গীত।

রা-কন্যাগণ।—
জান্সে আং ঢুলাবো হেলা খেলা জল্মে।
ঢুলু ঢুলু চাহেগা, কভুবি নাহেগা ;
ঘোংটা টান রহি ডুলমে॥
উঠেগা ফের পড়েগা,
আঙিয়া আং জোড়েগা ;
আঁচোরা গির পড়েগা,
ফের পড়েগা পল্মে॥

(রাজকন্যাগণের প্রস্থান)

আলা। যা থাকে কপালে,
যদি উঠতে হয় পোড়ার থালে,
তাও স্বীকার তবু বেটীকে বে ক'র্বই
ক'র্বো। না পারি তো দাঁত মেলিয়ে
মর্বই মরবো॥
আহা ও যদি বলে ধ'রবোই ধ'রবো।
মা তুই জল্দি কোরে বাড়ী যা ওই
রাজার বেটিকো হাম করেগা বিয়া,
আমার মাথার কিরে,
নিয়ে ভালা ভালা হীরে,
রাজাকে নজর লাগা।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—*—

রাজসভা।

(বাদসাহ উজীর ও পারিষদ এবং আলার মা আসিন।)

বাদ। উজীর তোমরা ল্যাড়থাকে লে আও, আজ হামরা বেটীকো সাথি দেগা আইবুড়ো আর নেই রাখে গা।

উজী। বাঃ—বাঃ! বাঃ।

বাদ। তোম কাহে দরবার মে খাড়া রহেতা।

আ-মা। কুচ মত্ লব্ মে আতা যাতা।
দেখ্ছো আমার টেনা পরা,
আমার মুক্ত আছে বাইস সরা,
এক একটা যেন পায়রার ডিম।
হীরে আছে দুশো হাঁড়ি,
আর চুনি বত্তিস কাঁড়ি,
তার কাছে তোমার গায়ে যা জহরৎ
আছে।
দেখছি করবে টীম টীম॥
আমার ল্যাড়থা দেখে নাও।
যদি বেটীর বে দাও তো সবগুণি পাও।
এখন নাও, বল চলে যাব কি থাকবো ?
তোমার বেটীকে খুব যত্ন করে রাখবো।

সকলে। বাউরা হ্যায়, বাউরা হ্যায়,

আ-মা। ওমা একি দায়।
যদি কেও দেখ্তে চায়, তো দেখাতে পারি। আমার ভারি দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এই নমুনা নাও।

বাদ। আরে জলদী জলদী যাও, আরে
ল্যায়াও, ল্যায়াও, ল্যায়াও ; বেটীকো
সাধি দেগা, যেত্তা হ্যায়্ হাম সব
লেগা।

আ-মা। এতো ঠিক বাত ?

বাদ। আরে হাঁ হাঁ হাঁ, তোম জহরৎ
লেওয়াও সাত।

আ-মা। বস্—কিস্তি মাৎ।

উজী। বাদ্সানন্দ শুনে জ'নাবের বাত।
আমার ভাঙ্‌লো আঁৎ।
বাত থা, বেটীকো বেদেগা
হামারা ল্যাড়্কা সাৎ।
হায় হায় আমার বক্ষে হলো বজ্রাঘাৎ।

বাদ। ঘাব্‌ড়াও মৎ,
সাধি দেগা তোমরা লেড়্কাকো সাৎ ;
জহরৎ লেকে নিকলা দেগা
মারকা লাতি্॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(সম্মুখে কলুর দোকান।)

বর ও বরযাত্রীগণের প্রবেশ।

আ-মা— গীত।

বেলা যায় সন্ধ্যা হলো,
তেল পলাদে কলুর পোলা।
বেটা কা সাদি দেগা,
রাজা কা বেন বনে গা,—
তেল কবি তোম্ দিস্‌না ঘোলা॥
এত্‌না বড়া মস্তা দামা,
কেতনা দিয়া সোণা দানা,
কুচ্ তার নেই ঠিকেনা,
ঝুটনা কহে সচ্‌তো বোলা॥
নজর দিয়া কেয়া কিয়া (অঙ্গভঙ্গি
করিয়া তানে নানাবিধ দ্রব্যের নামকরণ)
হীরামতী খেজুর আতি,
দেখকে রাজা পছন্দ কিয়া,
বোলা হ্যায় দেগা বিয়া,
আজো রাজার ঝরতা নলা॥

কলু। লাগাসনে নট্‌খটী,
তেল নিবিত্তো লেবেটি,
চেয়ে ওই দ্যাখ পেছনে,
আসতেছে গন্‌গনে,
উজীরের সকের ছেলে,
মারবে ঝাঁটা তোর কপালে।

আ। ওরে মারে ভাইরে মরমে হাসতো
ম'রে যাইরে।

আ-মা। গালে হাতদে ভাবছি বেটা
তাইরে॥

সকলে। এওতো নজর দিয়া কি হলো
ফাঁক্‌মে গিয়া।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

আবদুলের বাটী।

(আলা ও জিনির প্রবেশ)

জিনি। গীত।

হর ঘড়ী বোলাতে আপনে
নেই খানা পিনা কিয়া নিদ্ গিয়া জানি,
রাৎকো ঘুরে, দিন্‌কো নিদ্‌মে গিয়ে ;
কবি মুজপরে নেহি করে মেহের বাণী॥

আলা। হামকো বিউসিমাফিক কপাল
ভাংয়া
তুম জলদি হাতমে লেও হেতাল ঠেংয়া॥
কেয়া কেয়া কিয়া জহরৎ দিয়া,
হামকে সাদি দেখা এবাৎ হুয়া;
কাঁহা কা উজীর পোলা, আর শালা,
মেরা বক্‌তে লাগায়া দিয়া চাঁপা কলা।
আবি নেশামে পড়া হ্যায় উলটোঘোড়া
জলদি বাবা দৌড় যাও,
শালাশালী এধার লেওয়াও।
জিনি। তোম থোড়া চুপকে বয়টা রও।
[প্রস্থান।
(নেপথ্যে)আরে ফাঁকি দিয়া শুনে যাও।
আলা। চুপবে বেটি বয়টা রও।
(বর ও কন্যা লইয়া জিনির পুনঃ প্রবেশ)
আলা। লেয়ায়া আচ্ছা কিয়া,
কি বাৎ আর বল্‌বো তোরে।
ব্যাটাকে নে যা ধ'রে, পগার পারে,
দড়া দড়ী বেঁধে জোরে॥
(বরকে লইয়া জিনির প্রস্থান।)
জানি! তু মেহেরবাণী কর্ জেরা।
দোস্‌রা কো কর্‌কে সাদি,
হাম্‌কো কাহে জানে মারা।
রাজ-ক। ছোড় দেও হাম্‌কো তুমি,
হামার তো দোস্‌রা স্বামী;
নই আমি শ্যামী বামি
জবরদস্তী কাহে করা।
ছেড়ে দাও হাম চ'লে যায়,
বেহায়া কেয়া বাৎ হ্যায়;
কি জন্য তোম হাত ধরা?
আলা। তোমারে জন্যে যাতা মারা।
ও ঘরে শ্যা পাড়া,
চাঁদবদনী দিল ভরা।
(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

-*-

(উজীরের কক্ষ উজীর ও উজীর পুত্র।)

উজীর পুত্র। বাপ বাপ থেয়ে তুড়িলাপ, হুপ দাপ গাঙ পেরিয়ে পড়ি, আমার গলায় দড়ি রোজ রাত্তিরে খাট সুদ্ধ উড়ি, ভেবে ভেবে পেটে হলো ছড়ি, দিয়ে পাঁচটা কানা কড়ি, রাজকন্যাকে বেচে আসি॥
উজীর। আরে কিরে কিরে কিরে?
উ-পু। আমার দফা দিয়েছে সেরে, বেকরে পড়েছি বিষম ফেরে, রোজ রাত্তিরে আমায় জিনিতে ঘেরে॥
উজীর। আরে সে কিরে?
উ পু। আর সেকিরে, উধাও উড়ালে, কাণধরে আমায় তাড়ালে, ঠায় সারারাত এক টেরে,
পড়েছি গেরোর ফেরে, রাজার মেয়ে বে করে।

(বাদসাহের প্রবেশ)

বাদ। আরে কেয়া হ্যায়?
উ-পু। কেয়া হ্যায় কি আর হ্যায়, রোজ রাত্তিরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তোমার মেয়ে সামেত, তারপর কি হয় তার ঠেঙে বোঝ, কই কেৎ। আমি ব্যাটা কেড়ুয়া কেড়ুয়া হয়ে এক কোণে পড়ে থাকি।
উজী। তোরে জিনিতে নেযায় নাকি।
উ-পু। নাকি, রোজ রেতে বাপ বাপ ডাকি, বাবা যেন হোমোপাখী; রাত দুপুরে আস্‌মান দে আনা গোনা।

(আলা ও আলার মার
প্রবেশ।)

আ-মা। নে যাবেনা? এত্তা দিয়া সোনা
দানা, ফেবারি কারখানা,
হামরা ল্যাড়্কার সতে সাধি দিলে না।

বাদ। উজীর কি করি?

উজী। আমি তো মরি।
যে ব্যাপার শুন্‌চি, খামোকা কেন
জিনির হাতে মরি॥

উ-পু। বাবা তোমার পায়ে ধ'রে।
তুমি দাও শলা,
রাজার মেবে করুগ আর এক শালা;
যে উড়তে চায়,
যার এসে যাবেনা জিনির ঠোনায়।
যাঁর কড়া জান বেজায়॥

উজী। জাহাপানা, এ মাগীর সঙ্গে বাড়া-
বাড়ী ভাল দেখায়না,
আরও কিছু নিয়ে নিন মাল খাজনা;
ওর ব্যাটার সঙ্গেই মেয়ের নিকে দিন।
জিনির উপদ্রব তো ভাল না?

বাদ। কিঁ মাল খাজনা নেব বলনা, বলনা?

উজী। ওরে মাগী তোর কপাল জোর,
লেওয়াও আওর নজর।

রাজা। হীরে আন এক ঘর,
আর ছত্তিশ গাড়ি আন সাচ্চা জহর;
সোণা প্যারিস যত তাল,
আর খাঁটিরূপো কেবল ঢাল।

আ-মা। হামতো ওহি চাহাতা,
দেও সাধি আবি যাতা।

রাজা। আও।

উজী। বাবা মেরা যাও।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আলার বাটীর সম্মুখ।

(কুহকী ও ঝির প্রবেশ।)

কুহ। কোন দিকেই কসুর নাই,
হ'য়েছেন রাজার জামাই।
ল্যাড়খা রে।
তোর কিছু হয়নি ধোকা,
আমায় তুই পেলি বোকা?
আমার গুষ্টির ছ্যাড়খা রে॥
তোরে আমি সাবাস বাতাই
তোরতো আচ্ছা সাফাই;
ক'ল্লে উজীর পোলা বাপাই বাপাই;
রাজার জামাই হয়েছো তাই,
প্রদীপ পেয়ে ল্যাড়খা রে,
আমার গুষ্টির ছ্যারখারে,
ল্যাড়খা রে,—
তোর বাবা মোর শালা মরগিয়া রে;

গীত।

টুটা ফুটা প্রদীপ বদ্‌লে লেরে,
ছোঁচা বোঁচা মুচনী মাগীর বেরে
কেলে ধেলে লে বদ্‌লে লে,
গুঁচলা মুকি টেরে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে,
আও লেও লেও লেও লেরে॥

গীত।

ঝি। মিন্‌সে মজার কথা তুলেছে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে
তোর ভোজকামিতে ভোলে কে॥
মরি জান নয়ন বাঁকা
কথা কন আঁকা বাঁকা
নাড়িনে ঘুরিয়ে পাঁকা
তোর মুখেতে মুলে রি॥

কুহ। দেখা টৌটা. পাবি গোটা
পরপ্ ক'রে দেখনা এখন।
ঝি। ম'রে যাই সকের বুড়ো
ন্যাকামো কি যেমন তেমন॥
কুহ। দেখানা?
ঝি। আমি তো ন্যাকা না?
কুহ। ছুঁড়ীতো ফচ্‌কে ভারি?
ঝি। মচ্‌কে এত জারি।
কুহ। দোহাই খোদা দেখা লো?
ঝি। আমলো, আমলো,
কুহ। দেখ প্রদীপ নয় ধুচুনি কুলো,
মুখটী হলো
আঁতেমোশের মাতি ধরে।
তোতে মোর মন মজেছে
নইলে দিতে চাই কি যারে তারে॥
ঝি। তবে দাঁড়া। (প্রস্থান)
কুহ। আমি আছি খাড়া,
দেখাবো তোর সোনা রূপো
দেখাবো তোর বাড়ী নাড়া
ঝি। (প্রবেশান্তর) আজ্‌কে মোর কপাল
ফিরেছে। (প্রস্থান)
কুহ। তোর উপরও আছি এঁ্যাচে
(প্রদীপ ঘর্ষণ)
(জিনির প্রবেশ।)
গীত।
জিনি। উঠতো বহুত খবর দারি।
হুজুর মে হাজির হোঁ মেরা দম্ ছুটতো
ভারি॥
ঘোড়া কুচ সুস্থ হুয়া, নেশাহাম্ নাহি
পিয়া;
কেয়া জানে কেয়সে বেমারি॥
কুহ। এস হা বলি উঠায় কে?
রাখবি কাক্রির দেশ গে
জিনি। যার চাল্‌তা হ্যায়,
নাহি কিয়া গুণা গাবি।
(নেপথ্যে) ন্যাড়খা রে।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নদীর ধার।
(আলাদিনের প্রবেশ।)

আলা। আর কোথায় যাব,
রাজকন্যার বাড়ী কোথায় পাব?
এই জলে ঝাঁপ দিয়ে
গোটা দুই খাপি খাবো।
বলনা আর কোথায় যাব?
মরি জলে ডুবেই মরি,
কি উপায় আছে, কি করি?
রাজার কাছে ছ'মাস মেয়াদ নিয়েছি,
মেয়াদতো আজ ফুরুলো,
আমারও দিন কুড়ুলো,
এই দেখনা,
রাজা দেক্কে পেলে নেবে গর্দ্দানা,
কিছু তো ঠিকানা হ'লো না?
বল্‌বে আর ছাড়িস্‌নি ব্যাটা জাদুকর,
দুশালায় চেপে ধর;
আর মার কোপ
কাল্ল কি জবরদস্তি
কাজ কি কুস্তি
সুস্থি হয়ে জলে গিয়ে শুই।
আঃ—পেলুম আচ্ছা—ঘা
আর গায়ে লাগ্‌বে না হাওয়া,
আর দেখ্‌বো না চাঁদ, সুয্যির রোসনাই
জলে ডুবে খাবি খাই;
আরে আরে তোম আওতো ভাই,
তোম আওতো ভাই।

(জিনির প্রবেশ।)

জিনির ——— গীত।

নেই থাতির লেতা কেয়সা দোস্তি।
কুচ—ফের পাড়া নেই হুয়া খুস্তি ॥
নিঘি আয়া জেরা ঝুম ঝুম ঝুম।
তোম যো চায়া ধুম;
উঠকো চলাসে হুম হুম হুম;
নেশে মে জানি হায় মস্তি ॥

আলা। মোকাম মেরে কাঁহা গিয়া?

জিনি। কাফের শালা উড়ায় দিয়া।

আলা। তোম সব নেতে আও।

জিনি। হামসে নেহি বনে তোম দোসর
আর কাম বাতাও ॥

আলা। কাহে সুস্তি?

জিনি। আরে মৎ কর জবরদোস্তি।
ওস্কা সাত হায় জিনি বড়া মস্তি,
লাগেগা কুস্তি
হাম্‌ শেখেগা নেই,
তোমকো বাতাই;
কই ফিকির সে
ওই চেরাকে ঠোনে লেও,—
তব যেত্তা দেও তোমরা হো যাগা,
তোমকো জানেগা,
তোমকে মানেগা,
ও কাফেরকা বাত শুনেগা।
তোমকো হাম লে যাতা,
যাঁহা তোমরা মোকাম কা মিলেগা
পাক্কা ॥

আলা—তব লে চল।

জিন। আরে এ বাৎ বোলো—

(প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

স্থানান্তরে আলার বাটী।

(রাজকন্যা ও আলার প্রবেশ।)

রাজ-কন্যা। বলি, বল কি?

আলা। শুনে যা না নেকি
শুনিচিস্‌ তো আংটী ঘসে,
হাম্‌দো মাম্‌দো উঠলো ঠেসে,
এল এক দিক ধেড়েঙ্গা,
বল্যে হাম লে যাঙ্গা,
এই না তার কাঁদে চেপে,
এলেম সাগর মেপে,
সাম্‌নে বালীর তুফান,
লাগলো প্রাণে হাঁপান,
তার পরে পেলেম মোকাম;

আ। এখন বল দেখি কি করি উপায়।
যাতে বেটা যায় গোল্লায় ॥

রা-ক। করি সব দিক বজায়
ব্যাটা এই সময় সরাপ খায়।

আলা। দিগে বা যত চায়,
তারপর পায় পায় আমার এসে
খপর দিবি,
পিদিপটে কোথায় রাখেরে
বলে দি তোরে,
বাড়ি ওড়াব পিদিপের জোরে;
খপ্‌ করে সেই পিদিপটে হাত কর্‌বি,
আর না পারিস্‌,
আমিও মর্‌বো তুইও মর্‌বি,
আর যদি পারিস,
তাহলে ছিড়ি শালার দাড়ি কটা,
আর লাথি মারি গোটা গোটা,
আর লেলিয়ে দিই জিন কটা,
রোজ লাগায় বিষ ফোটা,

রা-ক। তবে আমি যাই

(প্রস্থান)

আলা। আমি দাঁড়াই
শালাকে একবার পাই
তো আচ্ছা বাগাই
খেতে দিই উনুনের ছাই
তবে—নাই খাই।

(রাজকন্যার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজ-কন্যা। এখন নেশা খুব ধরেছে,

আলা। এইবার শালা মরেছে; খুলে দে দোর।
বুঝবো বুজ্‌রুকি তোর।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—*—

দৎদালান।

কুহকিকে বন্ধন করিয়া জিনিদ্বয় ও সকলের নৃত্য গীত।

সকলে—(সমস্বরে)

গীত।

মুচ্‌কি হাস্‌কে চল, ঘুঙরা রুণু ঝুণু বোলে।
আখিয়া ঢুলু ঢুলু তারা রা অঙ্গ ঢুলে॥
পিয়ালা ভর তোমারি,
দেলমে চেকনা ভারি;
সামারো, মৎ গিরো ভাই,—
কমিনা এজমিনা দোলে॥

যবনিকা পতন

বেল্লিক-বাজার।

(পঞ্চরং)

পাত্রপাত্রীগণ।

ললিত	...	...	মহাজন দয়ালদাস নন্দীর পুত্র।
পুঁটীরাম	...	...	ডাক্তার।
খুদীরাম	...	...	উকীল।
দোকড়ী সেন	...	...	হ্যাণ্ডনোটের দালাল।
কান্তিরাম গুঁই	...	...	মৃত্যুর রেজিষ্ট্রার।
নসীরাম	...	...	পুঁটীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র।
মুক্তারাম	...	...	খুদীরামের সার্ভিং ক্লার্ক।
শিবুচৌধুরী	...	...	ললিতের শ্বশুর।

ললিতের মা, ললিতের পিসী।

পুরোহিত, খানসামা, মুর্দ্দফরাস ও মুর্দ্দফরাসনীগণ, মেথর ও মেথরাণীগণ, মুটে, চীনাম্যান্, মগ, সংস্কারকগণ, গোরার দল, খেম্‌টাওয়ালা, খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়, রঙ্গদার ও রঙ্গিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

নিমতলার ঘাট।

মুদ্দ্যফরাস ও মুদ্দ্যফরাসনিগণ।

গীত।

বেৎনা মুদ্দার সেঁইয়া আলা দিয়া।
সাবি বেহুঁস হুয়া, সেঁইয়া সরাপ পিয়া॥
রাতি ভর মজেমে রোস্‌নী জলে,
ঠুম্‌কিঠুম্‌কি নাচ্‌না পায়ের টলে,
আগ ছুট্‌তা, শির কাট্‌তা, ফট্‌ফট্‌ফট
মাতুয়া-গিরেহ লট্‌লট্‌লট্,
মে পিলেতি শট্;
সব কৈমে সেঁইয়া কেঁ পেয়ার কিয়া,
মুজকর সেঁইয়া নে ছাতিমে লাগায় লিয়া।

(পুঁটীরাম ডাক্তারের প্রবেশ।)

পুঁটী। মুদ্দ্যফরাস বেটারা তো বেশ আমোদ করছে দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই মড়া টড়া আসচে, কিন্তু আমি তো দু-মাসের ভিতর একটী রুগীর মুখ দেখ্‌তে পেলেম না।

মু। সেলাম বাবু, পহুচেঙ্গে পার? আমি

সে বুড়া আছে, সে রাম আছে, সে রামা আছে।

পুঁটী। কিরে কেমন চল্‌চে?

মু। আপনাকো মেহেরবানীসে গুজরাণ হতো, আর বাবু উবু মরে না, যত শালা উরিয়া লোক মর্‌ছে।

পুঁটী। তাই তো বল দেখি কি হলো. ব্যামো স্যামো তো কিছুই নাই।

মু। ব্যামো আছে, তা শালারা মর্‌বে কোথা; আপনা লোককে তো ডাক্‌বে না, পয়সা জমাচ্ছে, কবিরাজের বড়ি খাচ্ছে; দো একঠো বাবু কস্‌বী ঘরসে সরাপ পিকে দাঙ্গা করছে আর মরছে।

পুঁটী। তাই তো রামা কি হবে বল দেখি?

মু। এক শল্লা হায় বাবু, আপলোককা ফিস্ কবিরাজ লোকসে কম্‌তি কি জিয়ে।

পুঁটী। আরে দুর ব্যাটা, চার গণ্ডা পয়সা পেলে নিই তাতেও রোগী জোটে কই।

মু। তব্ বাবু, হামলোককা গোরিবকা পর মেহেরবানী ক'রো, মুফৎ দেখা সুরু করো, ফিস্ ছোড় দেও; দাওয়া-খানাকা কমিসানসে আপলোককা গুজার হোগা, আউর মুদ্দার চালা-নসে হামলোকাভি পেট চলেগা।

পুঁটী। কে আবার এক বেটা এদিকে আস্‌ছে, কথাটায় বাধা দিলে, একটু গাছের আড়ালে দাঁড়াই। (অন্তরালে অবস্থান)

(দোকড়ি দালালের প্রবেশ।)

দোকড়ি। (রেজিষ্ট্রারের দিকে) হুজুর বল্‌তি পারেন, দুয়ালদাস নন্দী মশায়কে যে গঙ্গাযাত্রা কর্‌ছিল শুনছিলাম তা কৈ? তাদের লোকজনকে তো দেখ্‌লাম না, দাহ করে কি চলে গেছে?

রেজি। কি রোগে মরেছে, কি ব্যামো?

দোকড়ি। আজ্ঞে, পেচ্ছাবের পীরে ছিল।

রেজি। কত বয়েস?

দোকড়ি। এই ষাইটের মধ্যেই।

রেজি। ঠিক ক'রে বল?

দোকড়ি। তবে পঁয়ষট্টিই ধরেন।

রেজি। নাম?

দোকড়ি। আজ্ঞে, দুয়ালদাস নন্দী।

রেজি। লাস দেখাওগে।

দোকড়ি। আজ্ঞে, লাসের কথাই তো তল্লাস কর্‌ছি।

রেজি। কি লাস পাওয়া যাচ্ছে না! পাহারালা! তুমি দাঁড়াও ওখানে; এই পাহারালা বোলাও।

দোকড়ি। আজ্ঞে, পাহারোলা ডাচ্ছেন যে?

রেজি। তুমি রিপোর্ট লেখাতে এসছ অথচ লাস পাওয়া যাচ্ছে না।

দোকড়ি। আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞস্‌তে আস্‌ছি দুয়ালদাস নন্দী মরছে কি না? লাস —লাসের কি কারবার কর্‌ছি, একি ইল্‌সা মাছ যে লবণ মাখায়ে পদ্মা পার হ'তে রপ্তানি দিব, লাস কনে পাব!

রেজি। অ্যাঁ তুমি আমার বই খারাপ কর্‌লে এখন কি হয় বল দেখি? তুমি লাস যেথায় পাও বার কর—লাস চুরি।

দোকড়ি। অয়!—লাস আমি গাঁঠি বাঁধি রাখ্‌ছি।

(খুদীরাম উকীলের প্রবেশ।)

খুদী। কি হে দোকড়ি, কি গোলমাল হচ্ছে?

দোকড়ি। মাশাই, দেহেন দেহি কি হুজ্জুতে, তল্লাস নিতে এলাম দুয়ালদাস নন্দী মর্‌ছে কি না। মহাজনের হাতে টাহা প্রস্তুত, তান ছেলের কাছা গলার দেহে-

লেই দেয়; বল্‌ছে লাস চুরি কর্‌ছে, পদ্মা ডিঙ্গুলেম লাস চুরি কর্‌তে।

রেজি। খপর নিতে এখানে এসেছিলে কেন, তার বাড়ী যেতে পারনি, আমার বৈথানাই নষ্ট করে দিলে।

দোকড়ি। হাঁ বাড়ী যাতে পারনি? কাণমলা তুমি আমার হয়ে খাবা? আরে মশয়, বুরো না মলে কি আমার সে রাস্তায় চলবার যো আছে? আমায় দেহল বুরো শয় থেহে উঠে তারা দেবে।

খুদী। কি হে (Registrar) রেজিষ্ট্রার নন্দী বুড়ো আছে না গেছে?

রেজি। এই তো ঘাটে এসে যে ছিল, সে আজ তিন দিন মরেছে। বাঙ্গালের কথায় অন্যমনস্কে লিখে ফেল্লেম, এখন কি করি বলুন দেখি?

খুদী। ও চলে যাবে এখন, ঐ একটা বুড়ীকে অন্তর্জ্জলী কর্‌ছে ও নামটা আর লিখ না, তোমার (Total) টোটেল দেখাবে বৈত নয়—অমন তো কর।

রেজি। আজ্ঞে সে ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়লে মুদ্দাফরাসকে জিজ্ঞেস করে বানিয়ে বসিয়ে দিই।

খুদী। সেই রকমই করো। (দোকড়িকে) বলি হাঁ হে (Partition suit) পার্টিসন স্যুট টুট আছে, ক ছেলে?

রেজি। আজ্ঞে, আপনি উকীল; তা আমার ভায়ের হাতের লেখাটী বেশ (Fifth class) ফিপ্‌থ্‌ক্লাস অবধি পড়েছিল; যদি আপনার আপিসে ঢুকিয়ে নেন।

খুদী। আচ্ছা, আমার আপিসে পাঠিয়ে দিও দেখবো।

রেজি। আজ্ঞে, মশয়ের আপিসটা কোথায়?

দোকড়ি। জান না উকীল পারা—খুদীরাম উকীল (Sign-Board) সাইনবোট খোদা আছে; দেহুন দেহি লাস চুরির দাবি দিয়ে পহারালা ডাকছিলেন একটা আপনার কাম হয়ে গেল, বন্দরে বন্দরে আলাপ অইলে লাব—

রেজি। তা বটেই তো, আপনি আসবেন, মরা খবর যত চান আমি ঠিক করে গুছিয়ে রাখ্‌বো।

দোকড়ি। দেহেন, টাকা করি থাহে, নাবালক ছেলে, এমনি সব লাসের খবর গুছায়ে রাখবেন; কায আইলে মশয়ের কিছু পান খাতে দিয়ে যাইব।

রেজি। ওরে রামা, আমি জল খেয়ে আসি, লাস্ এলে আমায় খবর দিস্।

মু। আরে বাবু ঘুম্ করো যাকে, লাস্ কাঁহা।

(রেজিষ্টারের প্রস্থান।)

খুদী। কি হে (Partition suit) পার্টিসন স্যুট টুট হবে; দেখছ তো চলে বলে না, কিছু জুটিয়ে পুটিয়ে দাও। ছটিমাস—কেন বছরই ধরনা, এর মধ্যে একটী (Insolvent case) ইন্সলভেণ্ট কেস পেয়েছিলাম; তুমি কাজ আন, আমি ভাল কামশন দেব।

পুঁটী। (স্ব) আমি আর গা ঢাকা থাকি কেন—এঁদেরও দেখছি রেজিষ্টারের সঙ্গে মেলা কথা (প্র) (good day) গুড-ডে খুদীরাম বাবু।

খুদী। (Halloo) হেলো পুঁটীরাম এখানে যে?

পুঁটী। এই (Evening walk) ইভনিং ওয়াকে এসেছিলাম।

দোকড়ি। বাবু তো হুজুরের দোস্ত, বাবুর কোন আদালতে বেরুনো হয় ?

খুঁদী। না, উনি ডাক্তার (School) স্কুলেতে এক সঙ্গে পড়া ছিল। উনি Medical College) মেডিকেল কলেজে ঢুক্‌লেন, আমি (Article clerk) আর্টিকেল ক্লর্ক হলেম।

দোকড়ি। বাবুর ড'ক্তরখানা আছে কি ? উষুধ পত্রর দরকার হয় তো সুবিধা করে দিতে পারি, আমার নাম দোকরি সেন, বাসা টলায়—আমি দলালী করে খাহি।

পুঁটী। ওষুধ তো পরে, আপাতত: রোগীর দালালী করতে পার ?

খুদী। কি হে কায কর্ম্ম (Dull) ডাল্ নাকি ?

পুঁটী। (Very) ভেরি, তোমার কেমন?

খুদী। কিছুই তো করে উঠতে পারিনি ভাই, (Time) টাইম বড় খারাপ পড়েছে (Sense of right) সেন্স অব রাইট লোকের নাই ; আগে শুনেছি, একটা গাছের ডাল নিয়ে ক্রোড় টাকার (Property partition) প্রপার্টি পার্টিসন হয়ে গেল—(fact) ফ্যাক্ট, তাদের ছেলেরা এখন (Serving clerk) সার্ভিং ক্লার্কগিরি করছে।

পুঁটী। সুধু (Bad time) ব্যাড্ টাইম এ (country) কনট্রি (bad) ব্যাড। আমার একটী (friend) ফ্রেণ্ড বিলেত থেকে এসেছে, তার মুখে শুন্‌লেম, সেখানে রোগ (create) ক্রিকেট করে, সে ছ-মাস ছিল, তার ভিতর দেখে গেছে সম্ভবটা নতুন রোগ তয়ের হলো ; আরও ডাক্তারদের কত দিকে কত লাভ (Dispensary commission) ডিস্পেনসরির কমিশন, মদের দোকানের (Commission) কমিসন্, (Butcher) বুচারের দোকানের (commision) কমিশন, ডাক্তারের (recomendation) রেকমেণ্ডেসন ছাড়া কি (meet) মিট, কি (drink) ড্রিনক লোকে কিছুই (use) ইউজ্ করে না।

খুদী। আগে (client) ক্লায়েন্ট উকীলের সঙ্গে কি দেখা কর্‌তে পেতো (clerk) ক্লার্করা কোটা বালাখানা করে গেছে ; আর লোক ছিল (enterprising) এন্টারপ্রাইজিং কেমন, জালই কর্‌লে, খুনই কর্‌লে, কিছু না হয় এক (Criminal case) ক্রিমিন্যাল কেসেই চলে যেতো।

দোকড়ি। আজ্ঞে জাল খুন তো হতিছে, তবে ঘর ঘর উকীল হয়ে কিছু প্যাঁচ পরছে—ঘর ঘর ডাক্তর, ঘর ঘর উকীল।

পুঁটী। আরে তাতে কি এসে যায়, তেমন ভাল (Nervous patient) নারভাস্ পেষেন্ট হলে ছ-মাস কেন (attend) এটেণ্ড কর না।

খুদী। একটু ভাল (Suit) সুট হলে খালি (postpone) পোষ্টপন্ নাওনা, (opposite party) অপজিট্ পার্টিকে হয়রাণ কর না, যত হয়েছে (coward) কাওয়ার্ড, তেমন জিদি লোক হ'লে একটা (Suit) সুটে যে তিন (generation) জেনারেসন কাটানো যায়।

দোকড়ি।' মশাইরা যদি কাঙ্গালের কথা শুনেন, তা এক নন্দী বুরার ছেলেতেই আপনাদের দুজনেরই চলতি পারে,

আর এ গোলামেরও এঁটো টা কাঁটাটা খেয়ে পেট্‌টা ভরে।

উভয়ে। কি (Case) কেস, কি (Case) কেস।

খুদী। কি (partition) পার্টিসন ?

দোকড়ি। ক্যাশ খুব জবর (Partition) পার্টিসন কেন (Exhibition) এক্‌জিবিসন্‌ হতে পারে। মদ খেয়ে হাত পা ভাঙ্গা অন্ততঃ মাসে দুটা পাবেন। মারামারির মকদ্দমা পুলিসে অন্ততঃ হপ্তায় একটা ধরেন। রায়্‌ মোটা কর্‌বার জন্যি টোনিকটা রোজ চলবে, রাহরর বারী খরিদের লেখাপরাও হবে। ইয়ার বক্সির (Liver) লিভার আস্‌টাও আছে ; মার আর পরিরারের খোরাকির নালিশটা একবাবে পাকা করে রাখুন। আর কত বল্‌বো, আপনারা ইংবাজী পর্‌ছেন, আরও কত কি করি নিতি পার্‌বেন, করি নিতি পার্‌বেন।

উভয়ে। বটে—বটে।

খুদী। আমাদের (introduce) ইণ্ট্রডিউস্‌ করে দিতে পার ?

দোকড়ি। আপনগার মত লোক পালি তো সে বাচি যায়, যত জুটেছে আট-কুটে বরাখুরে, বুরা মরেছে, আমিতো একেবারেই চলছি সেহানে, আসেন এহনি পরিচয় করিয়ে দেব, কিন্তু আখেরে গোলামেরে পায়ে ঠেল্‌বেন না।

পুঁটী। আমি (Patient) পেসেণ্টকে হাতে রেখে চিকিৎসা করা ছাড়বো তবু তোমায় ছাড়বো না।

খুদী। আমি আদালতে হলপ্‌ ছাড়বো, ক্লাইয়েণ্টের কষ্ট বাড়ানো ছাড়বো তবু তোমায় ছাড়বো না।

পুঁটী। দেখ খুদীরাম, কোথা থেকে নিমতলার ঘাটে এসে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে একটা কাজ হয়ে গেল।

দোকড়ি। মশাই হিন্দুয়ানী কি মিছে, শাস্তরে বলছে "শ্মশানে যতিষ্ঠতি. সবান্ধব।"

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ভট্টাচার্য্য, পিসি ও মা।

ভট্টা। বড়্‌ বড়্‌ বড়াং, বড়্‌ বড়্‌ বড়াং বড়্‌ বড়্‌ বড়াং।

পিসি। দেখুন ভট্টাচায্যি মশাই, আপনার ও বচন টচন রাখুন, পচা আমার হবিষ্যি কর্‌তে পারবে না ; ছুদের ছেলে, ওর আবার ওষুধ, ওর আরার হবিষ্যি, মাচ ভাত খেয়ে বালীর পিণ্ডি দিলে উদ্ধার হবে, দাদা যখন ওর কোলে গেছে তখন স্বগগে গেছে।

মা। ঠাকুরঝি, দশটা দিন হবিষ্যি করুগ্‌, দশ পিণ্ডিটা দিগ্‌।

পিসি। না বাপরে, মাছের ঝোল না খেলে ওর পেটের অসুখ করে, একটা মাস কেটে গেলে বাঁচি, নিরিমিষ্‌ খেতে দিচ্চি এই ঢের।

(ললিতের প্রবেশ)

ললিত। না পিসো আমি হবিষ্যি করবো, কেন এখন শীতকাল, ফুলকপি, শাল-গাম, হ'ল একদিন বা হাঁসের ডিম ভাতে দিলুম্।

পিসি। দূর বোকা ছেলে, হাঁসের ডিম কি খেতে আছে।

ললিত। কেন দোষ কি, তাতে তো আর আঁস নেই, কেমন ভট্টচায্যি মশাই ?

ভট্টা। না কপি খান তায় দোষ নাই, গোল-আলুও চ'লেছে, হাঁ—হাঁ—হাঁসের ডিমটা চল্‌বে না।

ললিত। আর আমি আপনি রাঁধবো ?

ভট্টা। না মায়ে রেঁধে দিলে দোষ নাই।

ললিত। কেন, নতুন কেরোসিনের উনুন কিনে এনেছি।

পিসি। নারে বাপু চুপ কর, ভট্টাচায্যি মশাই আপনি অনুমতি দিন, আমি নিরিমিষ খাওয়াব।

ললিত। পিসো, তুই শুধু পায়ের কথা একট জিজ্ঞাসা কর, এই শীতকালে মোজা না পায়ে দিলে আমার পা ফেটে যাবে।

পিসি। ভট্টচায্যি মশাই, পসমের জুতো চল্‌তে পারে ?

মা। ঠাকুরঝি, ছেলেটাকে তো মুর্খ করলে, এখন মিন্‌ষের কাযটাও করতে দিবিনি ?

পিসি। আরে থাম্ না লো, আমার চেয়ে যেন ওর দরদ, আমি কি ব্যবস্থা না নিয়েই কিছু কর্‌ছি।

ভট্টা। তা গোজা চল্‌তে পারে, মোজা চল্‌তে পারে, ছেলে মানুষ।

ললিত। আর জুতো, তা নইলে আমার সিল্কের মোজা খারাপ হয়ে যাবে।

পিসি। নেকড়ার জুতো পায়ে দিতে পার্‌বি, কি বলেন ভট্টাযি মশাই ?

ভট্টা। বড় লোকে এমন দেয়, বলি শ্রাদ্ধ কিরূপ হবে ? দানসাগর শ্রাদ্ধে সকল দোষই খণ্ডে যায়।

মা। বলি ভট্টচায্যি মশাই, ও আপনার কেমন কথা ? গরিবের ছেলে—ছেলে, আর বড় লোকের ছেলে—ছেলে নয় ?

পিসি। হাদ্যাখ বৌ তুই আমার ওপর কথা কসনে বলছি, যা বল্‌ছি চুপ ক'রে শুনে যা, কাল্‌কের ছুঁড়ি এল ফর্ ফরাতে; ইনি না ব্যবস্থা দেন, আমি নবদ্বীপ থেকে ব্যবস্থা আনাবো, শ্রাদ্ধ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মাথার চুল পাক্‌লো, আমি আর ব্যবস্থা জানিনি, আমার ভাসুর-পো চাপকান্ পরে আফিসে গেছে, শুধু চামড়ার জুতোই পায়ে দেয়নি।

ললিত। পিসো সেই বেন্দাবনী জুতোগুলো, সে বিশ্রী দেখায় আমি পায়ে দেবনা।

ভট্টা। তা সাহেব বাড়ী থেকে মৃগচর্ম্মের জুতা করে নাওনা, হরিণের চামে দোষ নাই। নবদ্বীপের ভট্টচায্যি ব্যবস্থা দিতে পারে, আমি আর পারিনি ? ব্যবস্থার মত পয়সা দেয় কে ? পিত্যেসের মধ্যে একটী মধুপর্কের বাটী ! দানসাগর শ্রাদ্ধ হলো রাজসিক শ্রাদ্ধ, তা যদি করেন তো সকল বিধিই আছে। মনু ব'লেছেন,

"কলৌ তামসিক শ্রাদ্ধ,
রাজসিক ধনেশ্বরে।
ত্রেতায়াং সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ,
সংগ্রাম নরবাতরে॥
দ্বিজ পরোহিতো তুষ্টা,
সর্ব্ব দোষ হরে হর।

কলৌ ধন্য ধনাঢ্যোন,
যৎকৃত্বা দানসাগর॥"

কি না, কলির হলো গে তামসিক শ্রাদ্ধ, আর যারা বড় লোক, তারা রাজসিক কর্‌বে, ত্রেতায় ছিল গে সাত্বিক শ্রাদ্ধ, বড় কঠিন, বিভীষণ ক'রেছিল সইলো না, নর বানরের যুদ্ধ হলো; বামুন পুরুতকে সন্তুষ্ট করতে পার্‌লে স্বয়ং মহাদেব নিজে সব দোষ অপহরণ করেন। কলিতে দানসাগর কর্‌লে ধন্য ধন্য হয়; দানসাগর শ্রাদ্ধ কর, ললিত বাবু সব করতে পাবেন।

পিসি। বৌ শুন্‌লি অতুরের নেম নাস্তি।

মা। বলি ভট্টচায্যি মশাই তোমার কেমন কথা গো, বেটার কি কায নাই?

ভট্টা। মা, আপনি চিন্তিত হবেন না আমি ব্যবস্থা দিলেম দেখি কোন্ ভট্টচায্যি খণ্ডন করে?

মা। এখন দানসাগর আমার কে করে, মেয়ের পুরী, একটা কি অবিভাবক আছে?

পিসি। ওমা, দানসাগর কর্‌তে হবে বৈকি? আমার ভাসুর-পোদের ডেকে পাঠাই, তারা সব ক'রে দেবে।

মা। এখন বেয়াইকে একুজি-কুটার করে গেছে, তাঁর মত না হলে তো আর হবে না।

পিসি। ওমা, দানসাগর না করলে হয়, এতটা টাকা রেখে গেল, আমার ভায়ের কাযটী হবে না? একটা টিটিঁ পড়বে না; তোমার কেবল টাকার গাঁট দেওয়া, আর হুদের ছেলেকে হবিষ্যি করিয়ে সারা।

মা। ঠাকুরঝি, তোমার কথা আর আমায় ভাল লাগে না ভাই।

পিসি। তা তোমার এ শোকের সময় এ সব কথায় থেকে কায কি, এখন কি তোমার মাথার ঠিক আছে? আমরা গিন্নি বান্নি আছি, সব কর্‌ছি, তুই বাপু চাইলে টাকাটা বার ক'রে দিস্, না পারিস্ চাবিটা আমায় দিস্; আমরা শোকের সময় শোক করি, কাযের সময় বুকে পাথর বাঁধি।

মা। পাষাণ বেঁধেছ তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি, আমি চল্লুম।

[মার প্রস্থান।

নেপথ্যে। ললিত বাবু! ললিত বাবু! ওপরে আছেন কি?

ললিত। কেও—দোকড়ি?—আছি—দাঁড়াও।

নেপথ্যে। আরে হিঁই বৈঠো, হুকুম হোয় ছোড় দেবে।

পিসি। কে আবার মর্‌তে এলো? ভট্টচায্যি মশাই একবার আমার সঙ্গে আসুন, মাগীর এখন মাথার ঠিক নাই, দিন তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল, আর দেখুন, আপনি যে ব্যবস্থা দেবেন, আমি তাই কর্‌বো। পচা কখন মা জানে না, বাপ জানে না, আমাকেই জানে, আমার কথা ঠেল্‌বে না, কিন্তু আমার শ্বশুর বাড়ীর গুরু পুরুত—এঁদের ভাল ক'রে বিদেয় কর্ত্তে হবে। এদিকে আসুন, আরও অনেক কথা আছে।

(পীশিমার প্রস্থান)

(পুরোহিতের গমনোদ্যোগ ও ললিত কর্ত্তৃক পুরোহিতের টিকি আকর্ষণ)

ললিত। ঠাকুর দাঁড়াও, আমি দানসাগর

করবো, হাঁসের ডিম খাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

ভট্টা। তা আপনার যা ইচ্ছা করবেন, কিন্তু হ—হ—বিধ্যি ভোজন গোপনে করতে হয়, গোপনে করতে হয়।

ললি। কেন, আমি টেবিলে বসে খাব, যদি পাঁচজন বন্ধুই এলো।

ভট্টা। কি জানেন ললিত বাবু, গরিব ব্রাহ্মণ আছি, দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন, আমি আপনার হয়ে সব নিয়ম পালন ক'রে দেব, আমায় মূল্য ধ'রে দেবেন; পুরোহিতের উপর সব ভার চলে, সব ভার চলে।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। ললিত বাবু! ললিত বাবু! দরোয়ান ছারেনা।

ললিত। এস, এস, দরোয়ান ছোড় দেও।

[ললিতের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বৈঠকখানা।

(ললিতের প্রবেশ।)

ললিত। উঃ! ভুলে গেলুম; (Christmas) খ্রীষ্টমাসের ব্যবস্থাটা নিলে হতো, তা ওতো বলেই গেল, ওকে মূল্য ধরে দিলেই সব হবে।

(দোকড়ির প্রবেশ)

কি হে দোকড়ি যে?

দোকড়ি। বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে দুজন (Gentlemen) জান্টেমেন্ আসচে, একজন ডাক্তর, একজন কোর্টের উকীল।

ললিত। কৈ ডাক না?

দোকড়ি। আপনি (Shake hand) সেকেন্ করে লন্, জান্টেমেন্ লোক, বাবুর আলাপের যোগ্য তাই আন্লাম্; বর বর সাব—বর বর মেম ওদের হাতে।

ললিত। মশায় আসুন।

(খুদীরাম ও পুঁটীরামের প্রবেশ।)

আমার বড় সৌভাগ্য, বস্তে আজ্ঞা হয়।

খুদী। শুন্লেম আপনি একজন (Educated young man) এডুকেটেড ইয়ঙ্গ ম্যান্, তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেম।

পুঁটী। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় (Pleased) প্লিজড্ হলেম। আমরা (Medical man) মেডিকেল ম্যান্, (Visit) ভিজিট্ ভিন্ন কোথাও যাই না, আপনার চরিত্রের কথা শুনে দেখা করতে এলেম।

দোকড়ি। আপনারা বসে আলাপ কর্বেন, আমি বিষয় কর্ম্মের কথাটা সেরে যাই। বাবু, আজ লন্ কাল লন্ টাহা প্রস্তুত, আমরা কাঁচা কথা কইনা, ব'লেগেছলাম কাছা গলায় উঠ্বে আমিও (Payment) প্যামেণ্ট করবো, এই উকীল বাবু আছেন, লেখা পড়া সব দেহে দেবেন, ডাক্তার বাবু আপনার তরফে ইসাদি হবেন।

ললি। তা কাল সকালেই তবে (Payment) পেমেণ্ট হোক, কত দিচ্ছ?

দোক। যা বলন্, কাল সকালে দশ হাজার মজুত আছে।

ললি। আরও বিশ হাজার চাই।

দোক। গোলাম আছে আপনার ভাবনা কি?

ললি। তা খুচরো নোট ক'রে রাখ্‌তে বলো, ভারি নোট ভাঙ্গাতে হেঙ্গাম।

দোক। খুচরা নোটও থাক্‌বে, শাল দোশালা, আংটী, আর বরদিন আস্‌ছে, আপনাকে সওগাৎ দিতে হবে তো, তা ষাট্ কলসি খাজুরে গুর আছে, কমলাও আছে পাঁচশত।

ললি। না আমার নগদ টাকা চাই, সাহেবের পোষাক পরি শাল টাল নিয়ে কি কর্‌বো, আর কতকগুলো ঝোলা তুমি হাবড়ে খেও, গুড় তোমার বাঙ্গালের খোরাক।

দোক। তা না রাখেন আমি বেচে দেব, গোলাম, আছে ভাবনা কি? আপনি একটা একটা সই ক'রে দেবেন মাত্র; ও মহাজনের একটা পদ্ধতি আছে, ওরা বোঝে না।

ললি। তা যা হয় কোরো, আমার টাকার দরকার।

দোকড়ি। তা যাই আমি আর বিলম্ব কর্‌বো না, সব ঠিক ক'রে রাখিগে। কাল সকালে দশটার সময় তো ঘুমে থেকে উঠ্‌বেন?

ললিত। তা উঠ্‌বো বৈ কি।

দোকড়ি। তবে আসি, বসেন ডাক্তার বাবু, আলাপ করেন আগায়ে বসেন।

[দোকড়ির প্রস্থান।

খুদী। অপেনি কি কিছু (Loan) কচ্ছেন?

ললিত। হাঁ, এদ্দিন বাবা যকের ধন আগলে গেলেন, যখন মলেন তখনও বজ্জাতি ছাড়্‌লেন না, শ্বশুর শালা হ'য়েছেন (Executor) এক্‌জিকিউটার, তার হাত তোলায় থাক্‌তে হবে।

খুদী। হাঁ, এ (Independence) ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি (Approve) য়্যাপ্রুভ করি।

পুঁটী। (Independence) ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের মত কি আর আছে, আপনার টাকায় কেন পরের মুখ চাওয়া?

খুদী। তা এতো ভাল উপায় কচ্ছেন না, ও মহাজনদের কাছে ধার ক'রে দশ হাজার লিখে দিয়ে, জোর পাঁচ হাজার পান তো ঢের।

ললিত। তা কি কর্‌বো, (Executor) এক্‌জিকিউটার তো এক পয়সা দেবে না, শ্বশুর বেটা তো এমন শালা নয়, সে আবার বাবার বাবা।

খুদী। এ আপনার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি?

ললিত। তা নয় তো কি, বাবাকে আর এক পয়সা রোজগার কর্‌তে হয়নি, খালি সুদ খেয়েছেন, আর রায়েত লাঠিয়ে জমি কেড়ে নিয়েছেন।

আপনি (Will set aside) উইল সেট্ য়্যাসাইডএর, নালিশ করুন, তা হলেই (Executor) এক্‌জিকিউটার থাক্‌বে না, আপনার নিজের সম্পত্তি আপনি নিজে দেখে শুনে (Manage) ম্যানেজ কর্‌বেন, আর আমার এই (Friend) ফ্রেণ্ড ডাক্তার আছেন, এ হ'তে আপনার বিশেষ উপকার হবে, ইনি সাক্ষি দেবেন যে যখন (Will) উইল

ক'রেছিলেন, তখন আপনার পিতার মস্তিষ্কের দোষ ছিল, (He was not in a fit state to know what he was doing) হি ওয়াজ নট্ ইন্ এ ফিট্ ষ্টেট্ টু নো হোয়াট্ হি ওয়জ ডুইং। (Friend) ফ্রেণ্ডের জন্য সকলি করতে হয়।

ললিত। উনি তো বাবার চিকিৎসা করেন নি।

পুঁটী। কোন ডাক্তার দেখেছিল? আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে, আমি হয় তো ঠিক ক'রে নিতে পারবো।

ললিত। ডাক্তারি ওষুধ খাবে? কবিরাজ দেখিয়ে ছিল, ভিরকুটী কত!

খুদী। (Thank God, happy coincidence) থ্যাঙ্ক্ গড্, হেপি কন্সিডেন্স; আপনার (Father's death) ফাদারের ডেথ্ হ'য়েছে কবে?

ললিত। পরশু।

খুদী। ঘাটে (Registry) রেজেষ্ট্রী করা হ'য়েছিল?

ললিত। তা হয়েছিল বৈকি, আমার শ্বশুর (Report) রিপোর্ট লেখায়।

খুদী। (I congratulate you) আই কন্গ্রাচুলেট্ ইউ, আপনার (Father) ফাদারের মৃত্যু জাল, (Will) উইল জাল, আপনার শ্বশুর (Transport) ট্রান্সপোর্ট হবে।

ললিত। সে কি রকম?

খুদী। দোকড়ি দালাল আজ বৈকালে ঘাটে আপনার (Father) ফাদারের মৃত্যু হ'য়েছে কিনা (Enquiry) এন্‌কয়ারী করতে গিয়েছিল। (Registrar) রেজিষ্ট্রার ব্যাটা কি নাম, কি ব্যামো, কোথায় বাড়ী জিজ্ঞাসা করতে ভুলে ফের আজ (Registry) রেজেষ্ট্রী ক'রে ফেলেছে; আপনার শ্বশুরকে আর দোকড়ি দালালকে (Conspiracy) কন্সপিরেসি ক'রে (Forgery) ফোরজারী (Charge) চার্জএ ফেল্‌ছে, এক দফা (Criminal) ক্রিমিনেল আর এক দফা (Civil) সিভিল, (Forged Will cancel) ফোরজড্ উইল ক্যান্সেলের জন্য (Application) এপ্লিকেসন।

পুঁটী। বেশ হ'য়েছে, দোকড়ি দালালকে আপনার (Enemy prove) এনিমি প্রুভ্ করতে হবে, ওকে আর বাড়ী ঢুকতে দেবেন না।

ললিত। টাকা—কাল সকালে টাকা—

খুদী। টাকা আমি দেব, আপনি (Handnote) হেণ্ডনোটে ধার করবেন না, আমি কম্ সুদে (Mortgage) মরট্গেজে করিয়ে দেব।

ললিত। কিন্তু লোকটা বড় (Serviceable) সারভিস্এবেল ছিল, আমার অনেক (Private) প্রাইভেট্ কাজ করতো। আপনারা আমার (Friend) ফ্রেণ্ড, বধি এমন কি লুকিয়ে বৈঠকখানায় আনতো; বাবা একদিন টের পেয়ে কাণ ম'লে তাড়িয়ে দেন।

পুঁটী। আপনি এই বাজারে নারকেল তেল মাখা (Public woman) পবলিক্ ওম্যানগুলোর সঙ্গে (Mix) মিকস্ করেন? আমি (Ladies) লেডিজদের সঙ্গে আলাপ করে দেব,

আপনি যাকে ইচ্ছা বাগানে নে যাবেন।

ললিত। (English lady) ইংলিস লেডি?

পুঁটী। (English Armenian, German) ইংলিস, আরমেনিয়ান, জারম্যান।

ললিত। সত্যি, মাইরি! (Give hand, Give hand) গিভ হেণ্ড, গিভ্ হেণ্ড।

পুঁটী। আপনাকে বড় বড় (Party) পার্টিতে নিয়ে যাব, (Ball) বলেতে (Lady) লেডিদের সঙ্গে (Dance) ডান্স করবেন। আপনি ইংরাজী পোষাক পরেন বল্লেন না?

ললিত। (Pentaloon coat) পেণ্টুলন কোট সব ঠিক ক'রে রেখেছি, কেবল (Hat) হ্যাট্টা বাবার ভয়ে পরিনি, তা যা আছে প্রায়ই হ্যাটের মতন, খালি চারদিকের কারণিসটা নেই।

পুঁটী। না, (Hat) হ্যাট্ পর্‌তে হবে।

ললিত। (Ball) বলে আমি বিবির সঙ্গে নাচ্‌তে পার্‌বো কেমন করে, আপনার সঙ্গে খুব আলাপ?

পুঁটী। আলাপ আছে আর উপায়ও আছে, আপনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে (Party) পার্টি দিন; বড় বড় সাহেব, বড় বড় (Lady) লেডি সব আস্‌বে, আসল গোরা। আর জানেন, এ সব ছোট কাযে দুর্ণাম হয়, আপনার এমন (Position) পজিসন্ ক'রে দেব যে, (Levee) লিভিতে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ হবে, আর (Enjoyment) এনজয়মেণ্টও (First class) ফার্ষ্ট ক্লাস হবে।

ললিত। কি ক'রে?

খুদী। আপনি (Suit file) সুট ফাইল করুন, বড় বড় (Barrister) বেরিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হবে, তাদের (Through) থ্রুতে।

পুঁটী। (Suit) সুট তো (File) ফাইল করবেনই, সেতো আমি সাক্ষি দেব, একটা (Political party) পলিটীক্যাল পার্টি কর্‌বো আমরা—বুঝেছ খুদীরাম, যাতে স্ত্রী স্বাধীনতা হয়, বিধবা বিবাহ হয়, খাওয়া দাওয়ার (Restriction) রেষ্ট্রীক্‌সন উঠে যায়, (National energy) ন্যাশান্যাল এনার্জি বাড়ে, এমন সব কায কর্‌তে হবে।

ললিত। স্ত্রী-স্বাধীনতা কি?

পুঁটী। এই আপনার স্ত্রী আমাদের সাম্‌নে আসবে, আমাদের স্ত্রী আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

ললিত। বেশ, বেশ, এ যদি হয় তা আমার মেম চাইনা, আমি ইংরিজী জানিনি, মেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতে পার্‌বো না।

পুঁটী। হবে না কেন, চেষ্টা, উদ্যম, (Agitation) এজিটেসন আর তার সঙ্গে পয়সা খরচ কর্‌লেই হবে। আপনি উদ্যোগ করুন, এই (Christmas) খ্রীষ্টমাসের দিনেই (First meeting) ফার্ষ্ট মিটিং করা যাবে; আমোদ, কায দুই এক সঙ্গে হবে, কোন দেশে কেউ কথন এমন করেনি; কেমন হে খুদীরাম ভায়া, এর মধ্যে টাকাটার যোগাড় কর্‌তে পার্‌বে তো?

খুদী। এই (Deed) ডিড্‌টা তৈয়ার করতে যা দেরি তা হয়ে যাবে।

ললিত। (Christmas) খৃষ্টমাস্ কবে?

পুঁটী। ফিরে হপ্তায়।

ললিত। তা আমার যে (Medicine) মেডিসিন্ হ'য়েছে; বাবার একটা শ্রাদ্ধর হেঙ্গাম আছে আবার, সাহেবদের সঙ্গে খানা কেমন ক'রে খাব?

খুদী। শ্রাদ্ধ ফ্রাদ্ধ আবার কি, ওসব মানেন নাকি?

পুঁটী। তা শ্রাদ্ধ করতে হয় করে ফেলুন, বাপ মাকে জল পিণ্ডি দেবে তা আবার এক মাস বসিয়ে রাখা কেন, যত শীঘ্র দেওয়া যায়, তত ভাল, ছেলের কায হয়।

ললিত। আর এক রকম যোগাড়ও হয়েছে দানসাগর করবো, পুরুত ব'লেছে তার মূল্য ধরে দিলেই আমার ছুটী, সে সব করবে।

পুঁটী। তবে আর কি, মূল্য ধরে দেবেন।

খুদী। তা আপাততঃ কত টাকার ঠিক করবো?

ললিত। আমার এখন দশ হাজার চাই, আর বড় দিনের কি লাগ্‌বে, মকদ্দমার খরচ, সে আপনারা জানেন।

পুঁটী। হাজার ত্রিশ ঠিক কর, রোজ রোজ খেঙা ভাল না।

ললিত। বেশ কথা।

(চাকরের প্রবেশ।)

চাকর। বাবু, বাড়ীর ভেতর ডাকৃছেন, জলখাবার জায়গা হয়েছে।

খুদী। তা যান, আপনি জল টল খানগে, রাত তো হয়েছে। আমরা সকালেই আসছি, মদ্দাৎ দোকড়ি না বাড়ী ঢোকে।

ললিত। তবে আমি বাড়ীর ভেতর যাই— ওরে বাবুদের একটু দে—প্রথম দিনটা; তবে আসি।

খুদী। না না আজ থাক্, আর একদিন হবে।

ললিত। তবে পান এনেদে আর তামাক এনেদে, আমি চল্লেম।

[ললিতের প্রস্থান।

চাকর। আপনারা বসুন আমি তামাক আনৃছি।

[চাকরের প্রস্থান।

খুদী। তুমি আবার কি ধুয়ো তুল্লে হে (Political Association, Lady, Levee) পলিটিকেল এসোসিয়েসন, লেডি. লিভি, আমি (Professionally deal) প্রফেসেনেলি ডিল করাই ভাল বুঝি, (Regular conveyance) রেগুলার কন্‌ভেয়্যান্স হয়ে (মর্টগেজ হোক, (Civil, criminal) সিভিল, ক্রিমিনেল দুরকম (Suit file) সুইট ফাইল করা যাক্, তোমারও (Medical jurisprudence) মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্স পড়ার পরিশ্রমটা পুষিয়ে আসুক, আর আমারও (Professional) প্রফেসানেল পসারটা জাঁকুক্। (Let us act in concert) লেট আস্ য়্যাক্ট ইন্ কন্‌সার্ট।

পুটী। তোমার এক গাদা (Law) ল বই আমার একখানি (Jurisprudence) জুরিস্‌প্রুডেন্স্; তোমার (Forgery, chicanery) ফোর্জ্জারী, চিকেনারী

কত র'য়েছে, আমার একেত একটা (Poisning) পয়জ্‌নিঙ্গ করবার (Subject) সব্‌জেক্টও নাই; আর ওকেও তো একটা আমোদ টামোদ দিয়ে রাখা চাই, খালি আদালতে ঘুরোলেই কি ওর প্রাণ ঠাণ্ডা থাক্‌বে, তা একটু (Reformed) রিফর্‌ম্‌ড ইয়ারকি না ঢোকালে যে আমাদের(Social position)সোসিয়েল পজিসন্‌ যাবে। সর্ব্বদা ওকে চোকে চোকে রাখ্‌তে হবে, এ সহরে তো সুধু তুমি আর আমি ছিপ্‌ নিয়ে ফির্‌ছিনি, অতবড় কাতলা গা ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুর্‌বে, মদ মেয়েমানুষের চার, বড় জবর চার।

খুদী। তা কি কর্‌বে?

পুঁটী। আমার একটা নসে বলে ভাইপো আছে, তাকে ওর সঙ্গে জুটিয়ে দিচ্ছি, সেই সব কীর্ত্তি ক'রে বেড়াবে।

খুদী। দোঁকড়ে বেটাকে তাড়ান গেল, আবার ভিড় বাড়াতে চাচ্ছ কেন?

পুঁটী। আরে সে একটা পাগলা, তাকে নিয়ে ভয় নাই, একটা হুজুগ করে চোগা চাপকান্‌ পরে তার (Speech) স্পিচ্‌ কোরে বেড়াতে পার্‌লেই হলো।

খুদী। ভাল কথা মনে, আমার একজন (Serving clerk) সারভিং ক্লার্ক আগে গোরার দালাল ছিল, তাকে ভিড়িয়ে দেওয়া যাক, কলিঙ্গের বিবি আর জাহাজি গোরা এনে এনে ওর সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়াবে, মিছিমিছি কাকেও বল্‌বে (Magistrate) মেজিষ্টের কাকেও বল্‌বে (Barrister) বেরিষ্টারের মেম, কি বল?

পুঁটী। এইবারে তুমি আমার মতলব কতক বুঝেছ, টাকাও (Professional) প্রোফেসেনেল উপায়েতে মারা যাবেই, একটা আপনাদের নাম কেনা যাক্‌ না, (Position) পজিসনটা বাড়িয়ে নেওয়া যাক্‌। ওকে লালবাজারের কাফিখানায় পাঠিয়ে বোঝান যাবে যে (Evening party) ইভ্‌নিং পার্টি, যথার্থ (Evening party, Levee) ইভ্‌নিং পার্টি, লিভিতে আপদের (Introduce) ইন্‌ট্রডিউস্‌ করায় চেষ্টা করা যাকনা, তোমার আমার বাইরের ছটা ফিরিয়ে ফেল্‌তে হবে।

খুদী। বেশ বেশ, তাই ভাল, একটা চাই কি (Honorable) অনারেবল টনারেবল হতে পারা যাবে।

পুঁটী। দেখ্‌লে বাবা ইনার্জির গুণ, আমরা যেন (Julius Cæsar) জুলিয়াস্‌ সিজার হয়েছি, এলেম আর লঙ্কাকাণ্ড করে চল্লেম।

খুদী। রসো বাবা, ভাত তো মাখ্‌লে, এখন মুখে তোল।

পুঁথী। ওর ডৌলটা ঠিক (Diagnosis) ডায়োগনিসিস্‌ করে নেওয়া গেছে, গোলা তো খা ডালা।

খুদী। চল, আর তামাকের জন্য দাঁড়ায়না, বড়মানুষের বানেরাৎ চাকর, এখন টিকে ধরাচ্ছে, কাল সকালে এসে খাওয়া যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

রঙ্গ-পট।

(মেথর ও মেথরাণীর প্রবেশ)

(গীত)

মম উম্‌দা উম্‌দা চিজ্‌ সওগাৎ লিয়া,
ঘিসি তিসিকো মম দেখা নেহি।
ময়কো ঘুমাকো মঙ্গ লো যাগা, ওভি সহি॥

মায় বাপ জিসিকো রোয়ে,
ঔর ছোড়্কে কসবি ঘরমে শোয়ে,
হাম ওস্‌কো দেওয়ে;
গঙ্গা কিরা ময় সাচি কহি॥
যো না মানে দেওতা ভি না মানে পীর,
বে পয়জারসে যিসিকো না নোয়ে শির,
সরাপ মে রহে যো মস্তাগীর,—
যো ছোড়া হায় জাত্,
ডেম্ ডেম্ বলে হে ছোড়েহে লাথ্,
উসিকো দেনে ময় খাড়া রহি॥

(সকলের প্রস্থান।

(রঙ্গদার ও রঙ্গিণীর নৃত্য করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(ললিত, নসীরাম ও মুক্তারামের প্রবেশ।)

নসী। না, (Ball and supper) বল এণ্ড সাপার বেশী রাত্রে, সন্ধ্যার সময় যা (Arrangement) য়্যারেঞ্জমেণ্ট আছে, (International politico-social procession) ইণ্টারন্যাশানেল পলিটিকো-সোসিয়েল প্রসেসন ক'রে বাগানে প্রবেশ; তার পর (Picnic) পিক্‌নিক্, তাতে বড় বড় (Barrister, Captain, Lieutenant) বেরিষ্টার, ক্যাপ্‌টেন্, লেপ্টনেণ্ট সব (join) জয়েন্ করবে, শেষে মেমেরা এসে পৌঁছিলে (Grand ball and supper) গ্রাণ্ড বল্ এণ্ড সাপার হয়ে (Entertainment close) এণ্টারটেনমেণ্ট ক্লোজ্ করা যাবে।

ললিত। তাতে কি হবে?

নসী। এ করলেই নাম বেজে যাবে, (Ball) বলে আমাদের চূড়ান্ত, আর (Procession) প্রসেসনে নাম।

মুক্তা। আর (Picnic) পিক্‌নিকে আহারের ঘটা।

ললিত। নাম বেরুলে তো বড় বড় মেম, বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে খানা টানা খাওয়া যাবে?

মুক্তা। হুঁ।

নসী। আর আমাদের (International) ইণ্টারনেশান্যালের মতলবটা কি জান? যেমন (Wilson) উইলসনের হলো (Hall of all nations) হল অব্ অল নেসন, তেম্‌নি (Christmas) খ্রীষ্টমাস হবে পরব (Of all nations) অব্ অল নেসন অর্থাৎ ইহুদী, পার্শি, মোগল, চীনম্যান্, মাদ্রাজি, সব জাত একসঙ্গে গান বাজনা আহারাদি করবে।

ললিত। না না চীনেম্যান্‌টা কাজ নাই, ওরা আরসুলো খায়।

মুক্তা। না না চীনেম্যান্ থাক্, এক একটা চীনেম্যান্ থাক্, এক একটা চীনে মেম বড় জবর আছে, দেড় ছটাক্ ওজনে যেন ছবিখানি।

ললিত। তব বহুত আচ্ছা, জয় জগন্নাথ, সব জাত একত্র।

মুক্তা। ঢের ঢের শালা বাবু আনা করে গেছে, এমনটা কেউ করেনি।

ললিত। খুদীরাম বাবু পুঁটীরাম বাবু যাবেন তো?

মুক্তা। যাবেন বৈকি, তাঁদের (Wife) ওয়াইফ্ নিয়ে (Picnic) পিক্‌নিকে যাবেন।

ললিত। আর (Barrister) বেরিষ্টাররা।

নসী। সাহেবরা কি মেম ছাড়া কোথাও যায় ?

ললিত। তবে তো ইস্তক কাবার।

মুক্তা। শুধু ইস্তক, ইস্তক বিন্তি কাবার ; সাহেব, বিবি, আর গোলাম এই মজুত আছি।

ললিত। আমাকেও কি পরিবার নিয়ে যেতে হবে ?

নসী। গেলে দেখায় ভাল, ইংরেজের মজ্‌লিস্।

ললিত। চার দিন কেটে গিয়েই তো মুস্কিল হয়েছে, নইলে দিদির চতুর্থীর নাম ক'রে আনাতুম, আর সঙ্গে করে বাগানে নিয়ে যেতুম।

নসী। আপনার তো ভগ্নী নাই ?

ললিত। বল্‌তুম পিসো চতুর্থী কর্ব্বে।

মুক্তা। তাকি হয় ?

ললিত। কেন, আমার বোন্ পারে আর বাবার বোন্ পারে না ?

নসী। (My dear) মাই ডিয়ার, আজ না দশ দিন ?

ললিত। হাঁ।

নসী। দশপিণ্ডির নাম ক'রে আনাও।

ললিত। সেই বেশ, আমি বল্‌বো দশ পিণ্ডিতে বেরবো উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বো। (Christmas) খৃষ্টমাস (Present) প্রেজেণ্ট পাঠাব আর সেই সঙ্গে আন্‌তে পাঠাব। ভাই নসি! সাহেবদের কথার জবাব দেব কি করে ?

মুক্তা। (Yes, no, very well) ইয়েস্, নো, ভেরি ওয়েল, আর হিন্দিতে বল্‌বে।

ললিত। আমি তো বুঝ্‌তে পার্‌বো না ; আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বো 'কি বলছে', উল্‌টে করে, 'ইক্ লব্‌ছে' ?

নসী। কেন, আমীর ওমরা, রাজা রাজ্‌ড়া, তারা সব আপনার ভাষায় কথা কয় ; তুমি বাঙ্গালায় বল্‌বে, আমি (Interpret) ইণ্টারপ্রেট করে দেব।

ললিত। এই, মদ খেয়ে ধরা পড়্‌লে পুলিসে যেমন করে ?

নসী। হাঁ, তুমি বাঙ্গালায় বলে যেও।

ললিত। না ভাই, বাঙ্গালা কথা কইলে মুখ্যু ঠাওরাবে। আমি ঐ উল্‌ট কথা কব, তুমি বলো মাদ্রাজী বুলি বলছে।

নসী। সে মন্দ নয়, একটা বিজাতীয় ভাষায় কথা কওয়া চাই, তাতে (Respectability) রেস্‌পেক্‌টেবিলিটী বাড়ে।

ললিত। সাহেবরা খেপে ঘুসি টুসি মার্‌বে না তো ?

নসী। না।

মুক্তা। আর দুই একটা আমোদ করে মারে, সয়ে যাবে, এই আমরা যে কত গোরার ঘুসি খেয়েছি।

নসী। হাঁ, তাতে (Physical exercise) ফিজিকেল এক্সারসাইজ হয় বটে, (Boxing noble art) বক্সিং নোবল আর্ট।

ললিত। আর এক মুস্কিলে পড়েছি, এই এক মাসের ভেতর বাগান গেলে মা বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে বলেছে।

নসী। তা অমন যাবে, আমি যখন (Reformed) রিফরমড্ হই আমার মা গলায় দড়ি দেয়।

ললিত। আর পিসীও একটু বেজার

বেজার, দশপিণ্ডি আপনি দিলেম না, পুরুতকে মূল্য ধরে দিলেম।

নসী। সে বেশ করেছ।

মুক্তা। এই যে লোক প্রাচিত্তিরের সময় গরুর মূল্য ধরে দেয়, দেব্য মূল্যনাং সোধ্যতে।

নসী। বেজার হয় হবে, ও মাগীগুলো তফাৎ হয় সে ভাল, (Reformation) রিফরমেসনের পথে বিষম কণ্টক। আমি এখন চল্লুম, হাতে ঢের কাজ রয়েচে, (Procession) প্রসেসনের উদ্যোগ করতে হবে।

ললিত। তা মুক্তারাম তুমি যাও, বাগান যাতে ডাক্তার বাবু যেমন যেমন বলে·ছেন তেম্‌নি তেম্‌নি সাজান হয়, তার তদারক করগে, আর দেখ ভাই মুক্তা-রাম, উকীলবাবু ডাক্তারবাবু যেন (Wife) ওয়াইফ্ আনেনই।

মুক্তা। আনবেন বৈ কি।

ললিত। আমিও (Wife) ওয়াইফ্‌কে আন্‌তে পাঠাই আর (Christmas present) খৃষ্টমাস প্রেজেন্টগুলো পাঠাইগে। হাঁ মুক্তারাম, মকদ্দমার কি হলো ?

মুক্তা। এই বড়দিনের বন্ধ খুল্লেই একে-বারে গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যাবে, এস নসি বাবু।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

শিবুচৌধুরীর বাড়ীর উঠান।

(শিবুচৌধুরী ও দোকড়ি।).

শিঃ। আর তুমি তো ছেলেটাকে মজালো।

দোকড়ি। আজ্ঞে হুজুর, আমি মাগী বারী আস্‌টা নিয়ে যেতেম বটে, কিন্তু এই মকদ্দামা মাম্‌লার শলা কি (Mort-gage) মারগিজের মদ্দি ছিলাম না।

শিঃ। বুঝিছি, তোমার বকরায় কম পড়েছে; আমি সব বেটাকে থামে বেঁধে চাব্‌কাবো।

দোকড়ি। আজ্ঞে, আমায় চাবকান্ গোলাম হাজির আছে, এই খুদে পুঁটে বিটারে বেউজ্জৎ করেন।

শিঃ। তোমারা সব সমান।

দোকড়ি। আজ্ঞে, তারা আমার উপর দশকাটী বারা, যদি ওভয় দেন তো বলি।

শিঃ। কি, মকদ্দামা করবে তো?

দোকড়ি। আজ্ঞে, পত্যয় করেন আর না করেন, ঐ খুদীরামের সারবিং ক্লার্ক, আর পুঁটীরামের ভাইপো, দুই বিটাতে শলা দিয়ে আজ বিবির নাচ করবে, আর আপনানর কন্যাকে সেই মজ্‌লিসে নিয়ে যাবে।

শিবু। চোপ, বেকুব!

দোকড়ি। আজ্ঞে দোহাই হুজুর, মিথ্যা বলছিনা, সেহানে গোরার নাচ হবে, খানা খাওয়া হবে, দশা তো হলোই না, শ্রাদ্ধও যে হয় এমনটা বুঝিনা; আজ সব ভেপু বাজায়ে গরের মাঠ দিয়ে হল্লা করে যাবে।

শিবু। বটে, বটে, রাস্তায় (Placard) প্লেকার্ড দেখেছিলেম বটে, সেকি ওরা ?

দোকড়ি। আজ্ঞে হাঁ, ঐ আবাগীর পুৎ নসো।

শিঃ। হুঁ আমি (Deputy Commissiner) ডেপুটী কমিসনারকে চিঠি লিখ্‌ছি।

(পিসির প্রবেশ।)

পিসি। এই যে বেয়াই, আর ভাই আমি লজ্জা সমরে মাথা খেয়েছি ; গঙ্গা নেয়ে যাব অমনি এদিকে এসেছি। বাড়ীতে তো সর্ব্বনাশ, তুমি কদিন হেথা ছিলেনা খপর দিতে পারিনি।

শিঃ। কি কি ! আপনি এসেছেন, ব্যাপারটা কি ?

পিসি। বৌ তো কিছু বুঝ্‌বে না, ছেলে কেমন করে কথার বাধ্য কর্‌তে হয় তাতো জানেনা, খালি রাগতেই জানে। আমি বল্লুম অত পেড়াপিড়ি করিস্‌নি বেশী কোটকিনা টেক্‌বে না; কালের ছেলে, এখন বেঁকে বসেছে, শ্রাদ্ধ কর্‌তে চায়না, পুরুতের হাতে টাকা ধরে দিয়ে বল্লে মুল্য ধ'রে দিলেম, দানসাগর শ্রাদ্ধ হ'বে, তোমরা পাঁচ জনে আমোদ করবে, এই সব ভাবনায় ডাক্ ছেড়ে বিনিয়ে কাঁদতে পাইনি। সাধ ক'রেছিলাম মেয়েযগ্যির দিন খানিক কাঁদবো, তা পোড়া কপালে হলো না।

শিঃ। আবার যে শুন্‌ছি আমার নামে নালিস কর্‌বে।

পিসি। তা, ও সব পারে, আমাকেই যে বলছে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। তা যাই, আমি না হয় বিন্দাবন ফিন্দাবন চলে যাই।

শিঃ। বেন্ ঠাক্‌রুন কি বলেন ?

পিসি। তবে আর বল্‌তে এলেম কি ছাই ? বেটার ওপর রাগ করে মাগী আজ ভোরে পাল্কী ডাকিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেল।

দোকড়ি। দেহেন, এইটে কিবল খুদীরামের শলায়।

পিসী। হাঁরে তোরা তো ওর সঙ্গে বেড়াস, একটু সুপরাবর্শ দিতে পারিস্‌নি।

দোকড়ি। পিসি, এহন কি আর দোকরির কথা চলে, এহন যা করে সেই খুদে আর পুঁটে। তোমায় বাড়ী থেকে বার কর্‌ছে, পিসি, আমিই কেনে সুখে আছি, আমার ছাঁই দেখ্‌লে চাবুক নিয়ে তারা করে, কুত্তো লেলায়ে দেয়।

(খ্রীষ্টমাস সওগাৎ লইয়া মুটিয়াগণের প্রবেশ।)

শিঃ। এ সব কি ? এ বাড়ী না, এ বাড়ী না, বড়দিনের সওগাৎ হিন্দুর বাড়ী কেন ?

পিসি। হাঁ এইখানকারই বটে, ও বৌমার হবিষ্যির সামগ্রী, কাল থেকে গুছোন ছিল।

শিঃ। এ কি হবিষ্য ! এ যে শোর গন্ধ।

পিসী। ও তোমার কোন্ সাহেব বাড়ী থেকে আস্‌ছে, এই যে আমাদের ছেরা পেছিয়ে পড়েছে, আলো চাল মাল্‌সা টাল্‌সা নিয়ে আস্‌ছে।

শিঃ। হাঁরে ওকি সব, ঠিকানা ভুল হয়নি তো ?

মুটে। এজ্ঞে এহানেরই বটে।

শিঃ। কে পাঠিয়াছে?

মুটে। নন্দী সাহেব বল্লেন, বিবি সাহেবের কিস্‌মিসের ভ্যাট, ও থান্‌সামা, পিছায়ে পর্‌লে ক্যান, চিঠি দেহাওনা।

(খান্‌সামার প্রবেশ।)

খান। এই চিঠি নিন।

শিঃ। এ সব কি হে, নফর?

খান। আজ্ঞে বাবুর হুকুম, কথা কয়ে কে চাবুক খাবে।

শিঃ। (পত্র পরিয়া) আঁ্যা, একবারে গেছে!

পিসি। কি কি! লিখ্‌ছে কি?

শিঃ। লিখেছে আমার মাথা আর মুণ্ডু, এই ভেড়া, শোর, গোরুগুলো পাঠিয়াছে আর মোহিনীকে আজই সেখানে পাঠাতে বলেছে, বলে দশপিণ্ডিতে বৃষ-উৎসর্গ করবো।

দোকড়ি। এই দেহেন হুজুর, গোলাম সত্যি কি মিথ্যা বলছিল; দেহের হুজুর, ঐ খুদে পুঁটের নামে জাতমারার দাবী দিয়ে এক নম্বর ফোজদারি করেন।

পিসি। আঁ্যা, আবাগীর বেটা একেবার বয়ে গেল! নফ্‌রা, সে আলোচাল ঘি টি কি কর্‌লি?

খান। আজ্ঞে, সে ভুরিয়াকে দেছেন কুকু-রের পোলাও রাঁধতে।

পিসি। (কান্নার স্বরে) ওগো দাদা গো, তুমি একবার নিমতলার ঘাট থেকে এসে দেখগো, তোমার সোনার পচা বৌমাগীর দোষে পাদ্‌রী হয়েছে গো, তোমার বোনের একটা হিল্লে করে যাও গো।

শিবু। উঠুন, উঠুন, আপনি এখানে পড়ে কাঁদ্‌বেন না, বাড়ীর ভিতর যান্, ঠাণ্ডা হোন্।

পিসী। আর আমি ঠাণ্ডা হ'য়েছি গো।

[পিসীর প্রস্থান।

শিবু। এ সব আবি উঠাও; নফর নে যা; আজ থেকে সে আর জামাই নয়; আমার মেয়ে বিধবা হ'য়েছে।

দোকড়ি। আজ্ঞে, হুজুর ওদের দুটাকে ফোজদারিতে ফাঁসাতে পারলেই ললিত বাবু দোরস্ত হবেন।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, যা যা—হারামজাদা, টেঁক্ টেঁক্ করছে।

দোকড়ি। হুজুর, খপর দিলাম আর হলেম আমি হারামজাদা? বরাৎ, বরাৎ, কলিতে ধর্ম্ম নাই।

শিবু। যা, নিয়ে যা সব; ওরে আমার গাড়ী তৈয়ার কর্‌তে বল।

[শিবুচৌধুরীর প্রস্থান।

দোকড়ি। হালারা আমারেই তারে, আচ্ছা দেখ্‌ছি, আমি কেমন বাঙ্গাল দেখমু। হালারে আমি দিলাম জুটায়ে পুটায়ে আর আমারেই দেহাও কলা; দেশ হইলে হালাদের বাঁশ পিটা করতাম্। ভগবান্ দেবেনই সুবিধা করে, যেমন সাব জুটিয়ে খানা দিচ্ছে, তেমনি সাবরা মদ খাইয়ে বন্দা দেয় তো আমি দের পয়সা গঙ্গাপূজা দিই।

[দোকড়ির প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজপথ।

(চীনেম্যান্)

গীত।

এঁন্চু কেঁচু কুঁচু নাঁচু নাঁচু।
কেঁ'টমু অঁফুচু হাঁং ফুচু ॥
সবেঁচু দোঁ লুঁপী বাঁবু।
তেঁলা মেঁলা খাঁও কেঁচু খঁচু ॥

(মগের প্রবেশ।)

গীত।

ঢিং ঢিং ঢিং নাঠিং থিম।
ফুঙ্গি লপ্পি চা চাকুম্ চাকুম্ চিং।
ডিগোলা ডিগোলা ডিগ্ ডিগ্ কায়া,
ডিগোলা ডিগোলা লাথিম্ পিয়া,
নাঠাও নাঁঠাও কো বারমিজ্ সিং ঠিং ঠিং ঠিং।

(সংস্কারকগণের প্রবেশ।)

ব্যঙ্গ গীত।

জয় জয় পলিটিকো ড্রেস।
এত দিনে হ'য়েছে বাঙ্গালির রেস ॥
খেল্‌ছে ক্রিকেট খেল্‌ছে বিলিয়ার্ড,
ঘিয়ের বদলে গেলে হগ্‌স্ লার্ড,
কি ভয় কি ভয় ধ'রে রাখবে সব দেশ,
দেখছ না মিলেছে হররঙ্গা ফেস্,
ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সব, নাই সেমের লেস্।

(রঙ্গদার ও রঙ্গিণীর নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ, পরে প্রস্থান।)

(দোকড়ির প্রবেশ।)

দোকড়ি। হালায়া নাস্তিক, বর দিনের দিন গঙ্গার বন্দনা গান কর্‌ছে; বগবান্ মিথ্যা, এই সব হালা মদ্ খেয়ে ডুগী বাজায়ে বাগান চলছে, আর দোকড়ি সেন উমি লোকের মত দাঁরায়ে তামাসা দেখছে। হালার পুত্তিরা বিলাতি খোল মাথায়ে ফোলবাজ্জা খাবে, আর আমি বাসায় গিয়া চিবা গুর চিবাইব। এ মাগুর ভাই হুহালারে জুটাইলাম কেন, টাকা প্রস্তুত, প্যামেণ্ট করি, আর সব ফাস—বগবান্!

(গোরাত্রয়ের প্রবেশ।)

গোরাত্রয়। We shant go home till morning. Dun de didle didle dom.

দোকড়ি। ও বাপ্! এ যে লাল কুত্তী! (পলায়নোদ্যত)।

১ম গো। Not so fast my bonny lad. (দোকড়িকে ধৃত করণ)

দোকড়ি। দোহাই সাহেবের, (Poor man) পুওর মেন্।

১ম গো। What a knocker face, ha! ha! ha! (হাস্য)।

দোকড়ি। (Poor man) পুওর মেন্ (License have) লাইসিন্সি হ্যাভ, (Thief not) থিফ্ নট্।

১ম গো। Hold the ankle Dick, Darkee wants a swing.

গোরাদ্বয়। Polly Polly dear, Polly gone to Cashmere, Lulla Lulla Lullaby, Lulla Lulla Lullaby.

দোকড়ি। (Sir) সার্, ছেরে (give) গিভ্. (Sir) সার্, ভুঁই দাও, (Give ground)

গোরাদ্বয়। Polly was a Welshman,

Polly was a thief. Polly came to my house, stole like a beef.

দোকড়ি। (And no sir and no) এণ্ড নো সার এণ্ড নো, বেগুন পটল; (Sir, ground) সার, গিভ্ গ্রাউণ্ড। (And no, and no.) এণ্ড নো, এণ্ড নো, নচেৎ (I go) আই গো মম হোম্ (home at once) য়্যাট্ ওয়ান্স, ও কদম তোর সাধের বুরো মলো রে, সাধের বুরো মলো।

গোরাদ্বয়। Now don't howl.

দোকড়ি। (My) মাই হার গোব (all another place) অল এনাদার প্লেস্, নারী ভুঁরি (up down) অপ্‌ডাউন, (head making thus thus) হেড মেকিং দাস্ দাস্। (ঘুরিতে ঘুরিতে পতন।)

২য় গোরা। Ha! ha! ha! (Clap) Encore, encore, three cheers for Father X'mas, what a Pantomime, old Erin couldn't give us a betta fun.

দোকড়ি। (I fall go) আই ফল্ গো (you) হাত তালি (and) এণ্ড (laugh) লাফ, (very good, God have, God have, Virtue see.) ভেরি গুড্, গড্ হ্যাভ্, গড্ হ্যাভ্, ভার্চ্চ সী।

২য় গো। Grog-shop?

দোকড়ি। দাও বাবা ইংরাজী গালিগালা, আমি বুঝিনা যে আমার গায়ে লাগ্‌বে।

২য় গো। Look sharp, a good ale-house?

দোকড়ি। আমিও বাঙ্গালায় দিচ্ছি, তোমার বুনির সাতে আমার পুতির বিয়া হইছে, আমি তোমার ভগ্নীপোত, কেমন গর্ব্বস্রাব, বেরের বেরে, রেজ্‌লা।

৩য় গো। (Wine shop) সরাব ঘর দেখলাও।

দোকড়ি। (স্বগত) ও হালা, সরাপের দোহান দেহাবে দিতে বল্‌ছ, সবুর করতো; বগবান্! তুমিই সত্য, এইবার বাগানে মদমারা বার করছি; এই হালার দমদমার খেপা গোরার দল ঠেহায়ে দিচ্ছি, ধনঞ্জয় দিবে আর সব কারি থাবে।

২য় গো। চল্, বারো।

দোকড়ি। (Yes sir) ইয়েস্ সার, (Your servant sir) ইওর সারভেণ্ট সার। (Wine-shop here not) ওয়াইন্ সপ্ হিয়ার নট। (Master eat wine) মাষ্টার ইট্ ওয়াইন্? (Come garden) কোম্ গার্ডেন্, (Very near) ভেরী নিয়োর, (This) দিস্ মোর (Return) রিটরণ্। (Brandy) ব্রাণ্ডি, (Whiskey) হুস্কি, (Champagne) স্যাম্পেন, (All, all) আল, আল; ফাউল, কাট্‌লিস্, মদন ছাপন, (Every, every) এভ্‌রি এভ্‌রি, (Free, free,) ফ্রী, ফ্রী, (Come garden) কোম্ গার্ডেন, (Come my back) কোম্ মাই ব্যাক্, (Back me, not beat) ব্যাক্ মি, নট্ বিট্; (Back) ব্যাক্ থেকে (come) কোম্।

৩য় গোরা।—

Come come my boys away,
Let us hasten to the play.

দোকড়ি। গান বাজনা (After after) আফ্‌টার আফ্‌টার, (Come, come) কোম্ কোম্! (No rupee give, no rupee give) নো রুপি গিভ্, নো রুপি গিভ্, (beat and eat, beat and eat) বিট্ এণ্ড ইট্, বিট্ এণ্ড ইট্।

৩য় গোরা।—

When dined all kind
Of fruit upon the table was,
With red wine and white wine,
Spirifs and punch ;
The boys eat the fruits
As long as each one able was.
Their chops and apples went.
Crunch, crunch, crunch.

দোকড়ি। গান (Keep) কিপ্, (Come) কোম, নইলে সব (Eat) ইটে ফেল্‌বে, (Not got something) নট্ গট্ সম্‌থিং, (Come, come !) কোম্, কম্!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

উদ্যান-মধ্যস্থ কক্ষ।

(খুদীরাম, পুঁটীরাম ও মুক্তারামের প্রবেশ।)

খুদী। কিরে মুক্তারাম, সাহেব বিবির কি কর্‌লি ?

মুক্তা। আজ্ঞে, আজ বড়দিনের দিন কি সাহেব পাওয়া যায় বাবু ?

খুদী। তাইতো, তাইতো, গোটাকতক (Sailor) সেলার কেলার পেলিনি ?

মুক্তা। সেলার কি পেতুম না, আপনার যে নসীরাম র'য়েছেন, ওঁর আবার দশ পনেরটা লাট সাহেব নহিলে চল্‌বে না, ওঁরে কেন এনেছেন ? ও একাজ জানে না, ও খালি হেল্লো হেল্লো ক'রে লেক্‌চার হাঁক্‌বে।

পুঁটী। তবেই তো, কি হবে ?

মুক্তা। মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে ফেলে রাখবেন এখন।

খুদী। আর আমাদের দু'জনের পরিবারের কি কর্‌লি ?

মুক্তা। এই চুলে শ্যাম, আর মাতাল গোলাপীকে নিয়ে ঘেম্‌টাওয়ালা আস্‌ছে, আমি সব শিখিয়ে দিয়ে এসেছি, কেউ ধর্‌তে পার্‌বে না।

পুঁটী। তাদের বিবিয়ানা পোষাক ?

মুক্তা। আমাদের পাড়ায় সখের যাত্রা আছে কি না, তাই থেকে দুটো কেয়ারি পোষাক দিয়ে এসেছি।

পুঁটী। নসেটা আছে যে ?

খুদী। তুমি এমন বেয়াড়া লোক জোটাও কেন ?

পুঁটী। তা এখন সব দিকে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ কোথা পাই, বখরা নেবে না, চালাক চট্‌পটে হবে, আবার ছোঁড়াকে বশে রাখ্‌বে।

খুদী। যাহোক্, এখন আর উপায় নাই ; যখন (Commit) কমিট্ ক'রে ফেলেছে, তোমায় (Maintain) মেন্টেন্ কর্‌তেই হবে। যদি নসে বলে আমার কাকী নয়, তুমি নসের নামে (Malice impute) ম্যালিস ইম্পিউট করো ; তুমি যখন (Oath) ওথ্ নিয়ে বলবে তোমার (Wife) ওয়াইফ্, তখন

তোমার (Affidavit) এফিডেভিটই গ্রাহ্য হবে।

পুঁটী। কিও খেপামো করছো? একি আদালত, হলপ্ শুন্‌বে? এক ফিকির আছে; নসেটা (Reform, reform) রিফরম রিফরম ক'রে মাথা পাগ্‌লা হ'য়েছে, আমার পরিবারকেও দু'মাস দেখেনি, বাপের বাড়ী গেছে, তাতে আজ যাকে দেখ্‌বে, তার পোষাকও রকম সই, আমি বুঝিয়ে দেব এখন যে, (Mental reformation) মেণ্টেল্ রিফরমেসন যদি খুব উঁচু হয়, তা'হলে (Physical metamorphosis) ফিজিকেল মেটামরফসিস হয়ে চেহারা বদ্‌লে যায়, (Physiology) ফিজিওলজিতে এমন আছে।

খুদী। মোদ্দাৎ কার কোন্‌টা ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে, আবার মিনিটে মিনিটে (Physical metamorphosis plea) ফিজিকেল মেটামরফসিসের প্লি না নিতে হয়।

পুঁটী। হাঁ, সে ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে বৈকি, বড়টা তোমার, ছোটটা আমার; দুটো কিছু আর এক বয়সী নয়, তা হলেই (Natural) নেচারেল হবে।

(ঘেমটাওয়ালা ও ঘেম্‌টাওয়ালীদের প্রবেশ)

মুক্তা। এই যে সব এসেছে?

ঘেমটাওয়ালা। মুক্তারাম বাবু, কার বৌ কে হবে ঠিক ক'রে নিন, কিন্তু নাচ টাচ হওয়া চাই, নইলে ষোল টাকা করে নেব।

খুদী। এ নেহাৎ (Cadaverous) কেডাভারাস্ গোছ।

ঘেম্‌টাওয়ালা। আজকের মতন ঐ এক রকম গুছিয়ে নিন, আজ বড়দিনের বাজারটা কেমন?

খুদী। মুক্তে, এঁকে বলে দাও উনি আমার (Wife) ওয়াইফ্, ওঁর নাম প্রসন্ন, মনে ক'রে রাখ্‌তে বল, আমি (My dear) মাই ডিয়ার বলে ডাক্‌বো; আর উনি ডাক্তার বাবুর স্ত্রী, ওঁর নাম—নামটা কি বলে দাও, সত্যি (Wife) ওয়াইফএর নাম ব'লে দাও।

পুঁটী। কামিনী, মনে রেখ, আমি (Darling) ডারলিং ব'লে ডাক্‌বো।

খুদী। আপনার (Wife) ওয়াইফের নামটা (Important) ইম্পরটেণ্ট হলো, নসীরাম নাম জানে।

পুঁটী। ভুল্লে ক্ষতি নাই (Reformation) রিফরমেসনে নামও বদলায়, দেখ্‌তে পাওনা, বিলেত থেকে ফিরে এসে রায় হন রে, দত্ত হন ডেটা।

খুদী। এ বেশ তুমি নজীর বার করেছ, এতে (High Court rule) হাইকোর্টের রুল আছে।

(ললিত, নসীরাম ও সংস্কারকগণের প্রবেশ।)

ললিত। নসীরাম, খবরের কাগজে লিখবে?

নসী। লিখবে না? আমি (Reporter) রিপোর্টারদের টাকা দিয়ে এসেছি।

ললিত। আমি 'রায় বাহাদুর' হব?

নসী। নিশ্চয়; এই রকম দুটো (Christmas) খ্রীষ্টমাস কর্‌লেই।

পুঁটী। ললিত বাবু, আমরা (Procession

join) প্রোসেসনে জয়েন্ করতে পাল্লেম না, (Wife) ওয়াইফ সঙ্গে ছিল, (Lady) হাঁটিয়ে আনা।

ললিত। (Wife) ওয়াইফ্ এনেছেন, গোটে' হেল! আমুন্, শ্বশুরশালা আমার মাগ পাঠাবে না, আমি তার নামে (Trespass) ট্রেস্পাস্এর (Charge) চার্জ আন্‌বো, হবে না খুদিরাম বাবু?

খুদী। না, (Trespass) ট্রেস্পাস্ হবে না, (Habeas Corpus) হেভিয়াস্ করপাস্ করতে হবে।

ললিত। কেন, মদ খেয়ে আমি একবার একজনের বাড়ী ঢুকে ছিলেম, আমায় (Trespass) ট্রেস্পাস্ ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ক'রেছিল; কৈ ডাক্তার বাবুর (Wife) ওয়াইফ্ কৈ?

ললিত। এই যে, (Darling) ডারলিং এদিকে এস না।

নসী। কাকা, এ ভাবতে তুমিই ধন্য! কবে তোমার ভাইপো-বৌয়ের বিদ্যার জোর হবে, (Friend) ফ্রেণ্ডদের হাত ধ'রে বেরিয়ে আস্‌বে?

পুঁটী। (Darling) ডারলিং, আমার (Friend) ফ্রেণ্ড ডাকছেন, এস?

১ম খে। ও শামি, যানা।

২য় খে। আমি কেন, ওযে তোকে ডাক্‌ছে ডালী।

মুক্তা। যে হয় একজন এস না।

২য় খে। ডালী যে ওকে বল্‌বে, আমি যে মাই ডিয়ার।

নসী। কাকা, আজও লজ্জা ভাঙ্গা হয়নি? কাকি, কাকি!

১ম খে। আবার কাকী কে লো, এতো মড়ারা কারুকে শিখিয়ে দেয়নি।

মুক্তা। ওগো তুমি গো তুমি, এস।

নসী। কাকি, কাকি! আমি তোমায় (Congratulate) কন্‌গ্রাচুলেট করি —এ কেরে! কাকা, কাকা, এতো বাড়ীর কাকী নয়, সে বসন্তের দাগ গেল কোথায়?

ললিত। না, আবার বসন্তর দাগ কেন, ঐ বেশ!

পুঁটী। নসি, তুমি (Reformation Pioneer) রিফরমেসনের পাইওনিয়র হ'য়ে বুঝ্‌তে পার্‌ছনা যে, (Dr. Jenner) ডাক্তার জেনারের মতে মনের বদলতা হ'লে চেহারারও বদল হয়, আর (Superstition) সুপারষ্টীসন গেলেই (Small pox) স্মল পক্সের দাগ মিলিয়ে যায়।

নসী। বটে, ঠিক জান?

পুঁটী। এবারকার (Lancet) লেন্‌শেটে বেরিয়েছে সাহেবরা এ মত খুব মান্‌ছে।

নসী। সাহেবরা ব'লেছে, তবে কাকী না হয়ে আর যায় না। আজ কি সুখের দিন, বাঙ্গালির (Meeting) মিটিংএ (Ladies and gentlemen) লেডিস্ এণ্ড জেণ্টেলমেন্ ব'লে (Speech) স্পীচ দিতে পার্‌বো। (I will introduce you to Lalit Babu) আই উইল ইন্‌ট্রডিউস্ ইউ টু ললিত বাবু, (This is Mr. Nundy, this my dear aunty) দিস্ ইজ মিষ্টার নন্দী, দিস্ ডিয়ার আণ্টি।

ললিত। বা! বা! বা! বস বিবি সাহেব; এ বেড়ে মজা, আমি রোজ রোজ কিস্-

মাস্ করবো ; খুদীরাম বাবু, তোমার (Wife) ওয়াইফকে ডাক।

খুদী। এই যে, মুক্তারাম ওঁকে এদিকে আস্‌তে বলতো।

মুক্তা। বৌ ঠাকরুণ, বাবু ডাকছেন যাও।

২য় খে। ভাল ঢংএর বাগান যা হোক।

ললিত। তোমার নাম কি ভাই ?

২য় খে। মাই ডিয়ার।

ললিত। (My dear) মাই ডিয়ার, বা! বা! বা! কেয়া বিলাতি নাম, দেখ দেখি কি মজা, আর শ্বশুরশালা আমার মাগটিকে আট্‌কে রেখে আমায় নাকাল করলে, তাকেও এমনি পোষাক পরাতুম।

নসী। নাও বস, এখন (Speech) স্পীচ আরম্ভ হোক্।

১ম সংস্কা। না, আগে মঙ্গল সঙ্গীত।

২য় সংস্কা। না, (Political prayer) পলিটিকেল প্রেয়ার।

ললিত। না, আগে (Circus) সার্কাস্; ঠিক পোষাক প'রে এসেছে, আমার গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে এস।

১ম খে। হাঁরে ও [illegible] মুখপোড়া [illegible] কোথা ? বাগানে এসেছি কি প্রাণ দিতে ? ঘোড়ায় চড়্‌তে হবে ?

নসী। কাকি, ঘোড়ায় চড়বেই তো, বীরাঙ্গনার কাযই এই ; আমি আর কারুর কথা শুনবো না ; আমার দম ফেটে যাচ্ছে, আমি (Speech) স্পীচ আরম্ভ করি। (Ladies and gentlemen) লেডিস্ এণ্ড জেণ্টেলমেন্, না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগে না জাগে না।

১ম সংস্কা। প্রেমের কোহেল হে দয়াময়, ডাক হৃদয়-বসন্তে।

২য় সংস্কা। Oh! Poor India, where art thou, come to your own country!

(দোকড়ির প্রবেশ।)

দোকড়ি। (Come in sir, come in) কোম্ ইন্ সার, কোম্ ইন্, (Free pass) ফিরি প্যাশ, (Come in) কোম্ ইন্, (Beat) বিট, (Shoe beat) সু বিট(Eat very much) ইট বেরি মচ, (Drink) ডিরিঙ্ক দেদার, (Not give) নট গিব চাইলে।

(গোরাদের প্রবেশ।)

পট পরিবর্ত্তন—পরীস্থান।

—*—

X'MAS SONG..

Woman and wine our hearts do bind,
Kiss my lads, the misses are kind.
Why mirth we mar ;
Drink the nectar ;
'Tis not in the moon,
Y'll find very soon ;
Each slender waist let us wind,
'Tis no for jolly nectar oh! lads dear,
We wish good cheer ;
To all—to all ;
A merry Christmas—
Happy New Year.

যবনিকা পতন

প্রহ্লাদ-চরিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ		স্ত্রী।	
হিরণ্যকশিপু	দৈত্যরাজ।	কয়াধূ	রাণী।
প্রহ্লাদ	রাজপুত্র।	সখীগণ ইত্যাদি	
ষণ্ড ও অমর্ক	গুরুমহাশয়দ্বয়		

মন্ত্রী, সেনাপতি, দূত, রক্ষীগণ, বালকগণ,
গোলক-সখাগণ, শ্রীকৃষ্ণ, নারদ,
নৃসিংহ অবতার ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজসভা।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। অযোগ্য সকলি,
বুঝিলাম দৈত্যকুলে নাহি হেন চর,
রাজ আজ্ঞা করে যে পালন,
বধ যোগ্য সবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! দূতগণ নহে অপরাধী,
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল করিল ভ্রমণ,
জলস্থল মেরুশির গভীর কন্দর
অন্বেষিল জনে জনে,
কিন্তু দৈত্যকুলেশ্বরে কেহ না দেখিল।
পুনঃ দাস প্রেরিনু সুদক্ষ দূতগণ,
সবে সৃষ্টি করি অতিক্রম
ভ্রম গর্ব্বে কৈল অন্বেষণ,
বৃথা পরিশ্রম নিদর্শন না পাইল;
মৃতপ্রায় ফিরিয়ে আইল সবে।

রাজা। অকর্ম্মণ্য ভীরু দূতগণ।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ!
এসেছে নারদ ঋষি রাজদরশনে।

রাজা। আনহ সভায়।

[দূতের প্রস্থান।

এই ঋষি ভ্রমে নানা স্থানে,
জানে কি এ ভ্রাতার সন্ধান?

(নারদের প্রবেশ।)

কহ ঋষি কোথা হতে আগমন ?

নার। হরগৌরী করিয়া প্রণাম,
আসিয়াছি রাজদরশনে।

রাজা। জান তুমি,
বিশ্বজয়ী ভ্রাতা মম করিল পয়ান,
হরি সহ করিতে সংগ্রাম,
তদবধি তত্ত্ব তার নাহি আর।
দৈত্যদূত গেল দশদিকে,
মৃতপ্রায় একে একে সকলে ফিরিছে,
ভ্রাতার সন্ধান আনিতে নারিল কেহ।

নার। মহারাজ!
ভয় হয় অমঙ্গল বার্ত্তা দিতে,
বিশ্বপ্রান্তে গদাকরে ফেরিলাম ঘুরে
হরিকরে অন্বেষণ,
দৈত্যডরে ধরি হরি বরাহ শরীর,
নীরগর্ভে ছিল লুকাইয়ে,
কহিলাম বিবরণ হিরণ্যাক্ষবীরে।
ক্রোধে দৈত্যেশ্বর
দৃঢ়ক'রে ধরি গদাবর,
অনন্ত সলিল-স্তম্ভ ভেদি, বাহুবলে
বরাহে করিলা আক্রমণ,
দৈব বিড়ম্বনা
রণে দৈত্যরাজ পরাজয়।

রাজা। সাজ সাজ কে আছ কোথায়,
ভ্রাতার প্রেতাত্মা তৃপ্তি
করিব বরাহ মেধে।

সকলে। সাজ, সাজ।

নার। মহারাজ! কোথা তাঁর পাবে দরশন,
জলগর্ভে নাহিক বরাহ আর,
প্রাণভয়ে পলাইয়ে গেছে কোথা।

রাজা। পলায়েছে, কোথা পলাইবে ?
বিশ্ব খুঁজে বধিব তাহারে।
হা, বিশ্বজয়ী ভ্রাতা মম।

মন্ত্রী। মহারাজ, কেবা রবে রাজ্যের রক্ষণে,
দুষ্টদেবগণে
রাজ অদর্শনে যদি করে আক্রমণ ?

রাজা। দেবগণে বধি জনে জনে,
যাব আমি হরির সন্ধানে,
কেবা সেই হরি,
দ্বন্দ্ব করে আমা সবা সনে।

নার। মহারাজ, ধর্ম্মহিংসা বিনা
হরির না পাবে দরশন,
কামরূপী বরাহ দুর্জ্জয়,
হিরণ্যাক্ষ যাঁরবলে পরাজয়,
কৌশলে করহ তাঁরে বধ।

রাজা। কহ ঋষি
কি কৌশলে দেখা পাব তার ?

নার। মমতা বিহীন সেই হরি,
কিন্তু ভক্ত তাঁর প্রাণাধিক;
ত্রিভুবন কর অন্বেষণ,
হরিভক্ত যথা যেইজন,
পীড়ন করহ তারে,
ভক্তের রক্ষণে আপনি আসিবে হরি,
বিনাক্লেশে বধ কর তাঁরে।

রাজা। মন্ত্রী অযোগ্য এ দৈত্যকুল,
অযোগ্য সকলে, অযোগ্য এদৈত্য-
সিংহাসনে আমি
নহে অসুরারী, হরিভক্ত আছে ত্রিভুবনে
ভ্রাতৃহন্তা হরিপূজা হয় অধিকারে,
যাও মন্ত্রী যদ্যপি মমতা থাকে প্রাণে,
নহে দৈত্যকুল নিজহস্তে করিব নির্ম্মূল।
হা ভ্রাতঃ! শতধিক বীর্য্যে মম,
তব অরি পূজা পায় দৈত্য অধিকারে,
হে অশান্ত আত্মা, শান্ত হও শান্ত হও,
তুলি ভুজ কহি সভামাঝে,
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!
হায়, নহে অরি সন্মুখীন!

মন্ত্রী। পদপ্রান্তে চির নিপতিত দাস ;
মহারাজ কহি সত্য ভাব
কেবা মৃত্যু করে আশ,
হরিপূজা করিবে সংসারে,
দৈত্যচর ফিরে ঘর ঘর, দেবনাগ নর,
সবে মানে দৈত্যের শাসন।
মহাবীর হিরণ্যাক্ষ করি অন্বেষণ,
দূতগণ কৈল পর্য্যটন,
হরিনাম কোথা না শুনিল,
সুধাও ঋষিরে কেবা করে হরিপূজা ?
রাজা। কহ ঋষি ! কোথা ভক্ত আছে ?
নার। নহি জ্ঞাত, মহারাজ কর অন্বেষণ,
শুনহ লক্ষণ
হরিভক্ত যেই, উন্মত্ত সেজন
দিবানিশি হরিগুণগান, হরিপদে প্রাণ,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য সদা রহে।
রাজা। মন্ত্রী প্রের দূত, কর অন্বেষণ,
হরিভক্ত যেই বধহ জীবন তার ;
কহ ঋষি অদ্ভুত বারতা
কত বল ধরে সেই হরি,
ভ্রাতারে করিল পরাজয়,
ঐরাবৎ-হীন তেজ গদাঘাতে যার,
কহ কিরূপে হইল রণ ?
নার। দৈত্যেশ্বর ! দেখি নাহি রণ,
দূর হ'তে শুনেছি গর্জ্জন,
জ্ঞান হলো অকালে প্রলয়,
গর্জ্জে কভু হিরণ্যাক্ষ শূর,
কভু নাদে বরাহ দুর্ম্মদ,
যেন মহাশব্দে একার্ণব ধায়
নব বিশ্ব গ্রাসিবারে ;
শতবর্ষ এ ভীম আরাব
ক্রমে দৈত্যপতি ক্ষীণস্বর,
বরাহ গর্জ্জন মুহুর্মুহুঃ বিদারিল দিশা।
ক্রমে শব্দ স্তব্ধ নাহি আর,
নীরব ভুবন প্রলয়ান্তে যথা।
পরে মহাত্রাসে শু'নমু কৈলাসে
দৈত্যপতি পরাজয়,
জ্যোতি তার
মিশিয়াছে শিবের চরণে।
রাজা। মানিলাম যোগ্য শত্রু হরি,
কিন্তু ভীরু কেন নাহি দেয় রণ।
নার। মহারাজ !
কামরূপী সেই হরি নানা রূপ ধরে,
কভু মৎস্য, কভু ভ্রমে কূর্ম্ম কলেবরে,
লয়ে বরাহ আকার,
দন্তে ধ'রে তুলিল মেদিনী,
এবে কে বুঝিতে পারে
কিবা চক্রে ফেরে,
চক্রী হরি চিরদিন।

(প্রহ্লাদের প্রবেশ।)

প্রহ্লা। পিতা, পিতা !
রাজা। প্রহ্লাদ, বসি তুই দৈত্য সিংহাসনে
পারিবি অমরগণে করিতে শাসন,
আমি যাই হরি অন্বেষণে।
প্রহ্লা। পিতা আমি যাব সাথে,
তব পদাশ্রয়ে হরির দর্শন পাব।
রাজা। দেখ ঋষি দৈত্যপুত্র নাহি গণে অরি,
শিশু চায় হরি সম্মুখীন হতে।
নার। দৈত্যপরাক্রম
বিদিত অমর নর নাগে।
প্রহ্লা। কেবা অরি পিতা ?
রাজা। হরি।
প্রহ্লা। হরি, কার অরি !
নামে যাঁর অতুল মাধুরী,
বাঁশরী-বদন ভক্তজন-হৃদয়-রঞ্জন,
মদনমোহন শ্যাম,
হরি কারু নহে অরি।

রাজা। কোথা শত্রু করি অন্বেষণ,
শত্রু নিজ গৃহে,
কহ পুত্র,
কে তোরে বলিল হরি নহে অরি,
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল ?
হেন উপদেশ তোরে দিল।

প্রহ্লা। পিতা, বোঝ মনে মনে
ব্রহ্মার সৃজন, হরির পালন,
পঞ্চানন সংহারের অধিকারী,
হরি হলে অরি, সৃষ্টি কভু না থাকিত।

রাজা। কুলের কলঙ্ক দেখি জন্মিল কুমার,
দুর্জ্জনের উপদেশে হেন সংস্কার।
শুনমন্ত্রী রাজ্যে হেরি অতি অনিয়ম,
শাসন না মানে প্রজাগণ,
হরিনাম অবশ্য কীর্ত্তন হয় পুরে;
দুঃদৈ'ব আমার!
পুত্র করে হরিগুণ গান।
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত কর নিবারণ,
পুত্রের শিক্ষায় আপনি করেছি হেলা
কি দোষ শিশুর!
অধ্যাপক করহ নিযুক্ত,
দৈত্য কুলোচিতধর্ম্ম শিখায় নন্দনে।

মন্ত্রী। যণ্ড আর অমর্ক দু'জন
সর্ব্বশাস্ত্র বিচক্ষণ,
দৈত্যরীতি জানে বিধিমতে,
যুবরাজ উভয়েরে করুন অর্পণ।

(যণ্ড ও অমর্কের প্রবেশ।)

রাজা। শুনিলে স্বকর্ণে মম পুত্রের যে রীত,
কর পুত্রে উপদেশ দান,
যাহে মন্দ বুদ্ধি হয় দূর।
শোন রে প্রহ্লাদ,
হরিনাম আর নাহি আন মুখে,
মহা কষ্ট হব তাহে আমি,
হরি দৈত্যকুলে চির অরি,
যাও, পাঠ লহ যণ্ডামার্ক-স্থানে।
দ্যাখ বিড়ম্বনা,
পুত্র করে শত্রুর বাখান।

যণ্ড। মহারাজ, বাল্য চপলতা
উপদেশে শীঘ্র হবে ক্ষয়,
সিংহপুত্র সিংহ চিরদিন,
ছাগ কভু নহে হয়।

অমা। রাজপুত্র সুবুদ্ধি সুধীর,
সর্ব্বশাস্ত্রে অচিরে হইবে অধিকার,
জ্ঞানলাভে বর্ব্বরতা হবে দূর।

[যণ্ডামর্কের সহিত প্রহ্লাদের প্রস্থান।

নার। রাজ আজ্ঞা পেলে করি স্বস্থানে গমন।

রাজা। ভাল, পাও যদি হরির সন্ধান,
আচরাৎ দেবে মোরে।

নার। মহারাজ!
দৈত্য-কুল হিত-চিন্তা করি চিরদিন,
জয় হোক।

[প্রস্থান।

রাজা। শুন মন্ত্রী!
সাবধানে হেন প্রথা করহ স্থাপন,
যাহে রাজ্যে হয় ধর্ম্মের হিংসন,
যজ্ঞব্রত নাহি হয় অধিকারে,
হরি ভ্রাতৃ অরি, প্রতিশোধ দেব ত্বরা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

পাঠশালা।

(যণ্ড, প্রহ্লাদ ও বালকগণের প্রবেশ।)

যণ্ড। কহ বৎস! কি কারণ করহ রোদন?
পাঠে দেহ মন বর্ণ কর উচ্চারণ।

প্রহ্লা। আদি বর্ণ আদ্যক্ষর প্রভুর আমার,
কৃষ্ণ নাম তাঁর,
যাহে জনমন আকৃষ্ট তাঁহার পায়;
যাঁর করুণায় জগৎ আনন্দময়।
নামে তৃপ্ত প্রাণ,
অন্তরে আনন্দ উৎসব বহে শতধারে,
হৃদয়ে না ধরে বহে ধারা নয়ন যুগলে,
কহ গুরুদেব! কবে কৃষ্ণ ব'লে
বাহুতুলে আনন্দে নাচিব সবে,
কবে ভবে হবে কৃষ্ণনাম,
পাপী তাপী জুড়াইবে প্রাণ,
বহিবে আনন্দাশ্রু-স্রোত,
ব্রহ্মা শিব পুলকে শুনিবে,
হরিধ্বনী ঘরে ঘরে হবে,
কবে জীব লভিবে পরম পদ,
দুর্ল্লভ সম্পদ কৃষ্ণধন কবে সবে পাবে?
হা কৃষ্ণ! হা করুণা আকর!
দীনবন্ধু জগৎ ঈশ্বর!
তাপহর কোথা কৃষ্ণ তুমি!
কবে রাঙা পায় লুটাইয়ে কায়
সফল করিব দেহ?
হেয় জন্ম কৃষ্ণনামে সার্থক হইবে;
কবে কৃষ্ণ পাব, উপদেশ কহ গুরুদেব!

অমা। এ্যাঁ এ্যাঁ দাদা! এ কি সর্ব্বনাশ!

ষণ্ড। আরেরে প্রহ্লাদ কি তোর ব্যভার?
দৈত্যকুলে তুই কুলাঙ্গার,
ছার খার সকল করিলি দেখি;
ত্যজ মন্দ রীত,
নহে দণ্ড পাবে যথোচিত
পাঠে মন করহ নিবেশ।

প্রহ্লা। অন্য পাঠে কিবা প্রয়োজন
আছে গুরু দুরন্ত শমন,
ভবের বন্ধন কৃষ্ণ বিনে কে ঘুচাবে,
দিন বয়ে যায়
তাই কৃষ্ণ পায় লয়েছি আশ্রয়,
প'ড়ে ভব পারাবারে বার বার কতই
মজিব,
কৃষ্ণ বিনে কেমনে তরিব,
মহাভাবে কৃষ্ণনাম লয়ে
অনায়াসে হব পার।

অমা। দাদা বল' তুমি,
অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাৎ,
এ্যাঁ কোথা পলাইব,
ত্রিভুবন খুঁজে রাজা বধিবে জীবন।

ষণ্ড। আরে দুরাচার,
হেন উক্তি কর বার বার.
রাজকোপে আপনি মজিবি
আমারে মজাবি,
সর্ব্বনাশ কেন কর আবাহন?

প্রহ্লা। দেব! কৃষ্ণপদে যে করে আশ্রয়,
ত্রিসংসারে কিবা তার ভয়,
যমজয় করে অনায়াসে,
দীনবন্ধু বান্ধব যাহার,
অরি কেবা তার?
জগৎপ্রাণ নারায়ণে,
যাঁর কৃপা-বলে জীবের চেতন,
বিষ্ণুমায়া সংসারে প্রচার,
তাই কুলমান অহঙ্কার
অনন্ত সংসারে এক কৃষ্ণ অধিকারী;
কেবা কার অরি
সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান;
নামে যার ভব সিন্ধু তরি
পরিহরি কৃষ্ণপদ-তরী,
কিবা ছার পাঠে দিব মন।

অমা। দাদা নহে ভাল কথা
প্রাণ যাবে দুষ্ট শিষ্য হেতু।

ষণ্ড। বিধাতার বিড়ম্বনা কে পারে বুঝিতে
হেন দুষ্ট জন্মিল এ দৈত্য কুলে,

পরামর্শ করি মন্ত্রী সনে
যেবা হয় করিব বিহিত,
থাক দুষ্ট যদবধি নাহি আসি ফিরে,
দেখিব অচিরে
কৃষ্ণনাম কর কোন মুখে।

[ষণ্ডামার্কের প্রস্থান।

১ম বা। ভাই প্রহ্লাদ তুই পালা, না পালালে গুরু মশায় এসে মারবে।

২য় বা। না না রাজপুত্র তুমি পড়, দেখ-দেখি আমরা কত পুঁথী পাঠ ক'রেছি তুমিও অমনি শিক্ষা কর, কত শাস্ত্র শিখবে।

প্রহ্লা। পদ্ম-পত্র-জল-জীবন চঞ্চল সদা,
পলে পলে মৃত্যু অগ্রসর
হরিতে পরাণ বায়ু,
ধন মান ঐশ্বর্য্য বিফল,
মৃত্যু মুখে বিদ্যাগর্ব্ব যাবে রসাতল,
হরিনাম সহায় কেবল,
তরিতে দুস্তার ভবে ;
অধ্যয়ন কিবা আর কৃষ্ণনাম বিনা,
কৃষ্ণবিনা শাস্ত্রের গরিমা কিবা,
সেই শাস্ত্র হরিকথা যাহে,
অধ্যয়ন স্বার্থক তাহার,
হরিনাম যে ক'রেছে সার,
সেইজ্ঞান হরিজ্ঞান যাহে পাই!
যার কৃষ্ণপদ ধ্যান,
কৃষ্ণগুণ যেই করে গান,
জ্ঞানময় কৃষ্ণ তাঁরে দেন পদছায়া।
তুচ্ছ হয় উচ্চপদ কৃষ্ণনাম গুণে,
কৃষ্ণনাম বল রে বদনে,
খণ্ডিবে সংশয়, দূরে যাবে ভবভয়,
শ্রীপদ আশ্রয় দেবেন দয়াল হরি।
কল্পতরু নাম সর্ব্বজীবে করুণাসমান,
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় কৃষ্ণনামে।
অধ্যয়ন বৃথা পরিশ্রম—
ত্যজ ভ্রম কৃষ্ণে কর প্রাণ সমর্পণ।
আয় কৃষ্ণবলি কৃষ্ণ সনে খেলি,
কৃষ্ণনাম মহাশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
হরিব'লে কুতূহলে ভবে যাই চ'লে,
হরিব'লে এড়াব শমন,
এস করি নাম সঙ্কীর্ত্তন,
হরি হরি বোল,
গণ্ড গোল কেন মিছে করি,
পাব নব প্রাণ হরিনাম অমৃত সমান,
হরি বল, হরি বল ভাই।

গীত।

সকলে। দিয়ে করতালি, এস হরি বলি,
হরিনাম করি গান।
কালহরি আয় হরি ব'লে,
শীতল করি তাপিত প্রাণ॥
অলসে দিন ব'য়ে যায়,
প্রেমের হরিনাম বলি আয়,
রাঙা পায় সঁপি মন কায়,—
সুধায় ভাসি দিবা নিশি,
সুখে সুধা করি পান।

(ষণ্ডামর্ক ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

অমা। মন্ত্রী মহাশয়!
মহারাজ উভে উভে দেবে শূলে,
হায় হায় পলাব কোথায়?

ষণ্ড। মন্ত্রী মহাশয়, জীবন সংশয়,
শত্রুতা কি ছিল মোর সনে,
সর্ব্বনাশ কি হেতু করিলে?
আরে মাথা খেয়ে
সকলে কি উন্মত্ত হ'য়েছে।
রাজা জনে জনে দেবে শূলে,
আর ছার শিষ্যগণ,

এতদিন বৃথা কৈলি শাস্ত্র অধ্যয়ন,
উন্মত্ত হইলি সবে বালকের বোলে,
রাজ কোপে নিস্তার কি পাবি কেহ?

প্রহ্লা। হরিপদে মতি গতি যার
কারে ডর তার!
ভবার্ণব অকূল পাথার,
যাঁর নামে গোখুর সমান তরি,
যেই নামে আপনি মুরারী,
ধেয়ে আসি দেন কোল,
প্রফুল্ল অন্তরে
হরি ব'লে ডাক বারে বারে
গেল তাপ হরিবলে নাচ ভাই।

(বালকগণের প্রবেশ।)

সকলে।— গীত।

আমার বংশীবদন শ্যাম
নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী।
ধেয়ে আয় দেখবি যদি
বদন ভ'রে বল হরি॥
মরি হায় কি মোহন সাজে,
কি মধুর নূপুর বাজে,
দোলে বনমালা,নাচে কালা,
প্রাণ মন মজে;
প্রেমে গ'লে বাঁশী বলে,
আয় রে আয় কোলে করি।

মন্ত্রী। উচিত নহেক কথা করিতে গোপন,
দৈত্যরাজ্যে একি বিড়ম্বনা!
সত্য যাহা নারদ কহিল
কামরূপী হরি, পুত্রে করে অরি,
নহে কিহে হিরণ্যক্ষ পায় পরাজয়,
চল যাই রাজার নিকট।
যেবা হয় করুন বিধান।

ষণ্ডা। নৃপ কোপে যাবে প্রাণ।

মন্ত্রী। সামান্য এ নহে কথা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজপথ।

(প্রহ্লাদ ও বালকগণের প্রবেশ)

শ্যাম সুন্দর নাচে বনমালা দোলে।
মধুর মুঞ্জির মিলে কিঙ্কিন রোলে॥
ভ্রমরা গুঞ্জন জিনি গুণ গুণ বোলে।
নাচে হরি হেরি প্রাণ মন ভোলে॥
নেচে চলে কোটী দোলে
দোলে শিখিপাখা।
খঞ্জন গঞ্জন নাচে আঁখি দুটী বাঁকা॥
অধরে ধরে না হাঁসি
বাঁশি দুটী বাজায় রে।
মদন মোহন নাচে
ভুবন ভোলায় রে॥
মোহিত মুরালীধারী
নাচে পায় পায় রে।
শারি শুকে মুখে মনোসুখে গায় রে।
মরি মরি রূপ হেরি হৃদয় জুড়ায় রে।
ময়ুর ময়ূরী নাচে হেরিয়ে বিভোল,
কোকিল কোকিলা গায়
প্রেমে উতরোল॥
কেন ভুলি সবে মিলি বলি হরিবোল।
মুখে বলি হরিবোল॥

[গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

-*—

কক্ষ।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। রাজা মহাশয়! দাও হে অভয়
ভয় হয় বার্ত্তা দিতে,

যুবরাজ পাঠশালে গেল,
শিশুগণে উন্মত্ত করিল
অরিগুণ করি গান, সবে হরি ব'লে,
নৃত্য করে বাজারে বাজারে,
উন্মত্ত নগরবাসী বলে হরিবোল,
মহা গণ্ডগোল কেহ নাহি মানে মানা,
যুবরাজ র'য়েছেন সাথে,
কোতোয়াল মানা না করিতে পারে।
প্রাণভয়ে জড়যড় হয়ে
রাজপদে আশ্রয় লয়েছে অধ্যাপক,
বহুদিন এবংশে আশ্রিত,
দেখি নাই হেন বিড়ম্বনা।

রাজা। হা ভ্রাতঃ! হা হিরণ্যাক্ষ শূর!
হেন পুত্র জন্মিল আমার
ঘরে ঘরে শত্রুর প্রশংসা করে,
অবশ্যই দৈত্যপুরে আছে দুষ্টজন,
যার উপদেশে শিশুর এ আচরণ।
কোথায় প্রহ্লাদ,
আন শীঘ্র তত্ত্ব লব সবিশেষ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

ষণ্ডামার্ক আদ্যোপান্ত কহ বিবরণ,
ত্যজি অধ্যয়ন
শত্রুনাম কীর্ত্তন করিলে কিবা হেতু?

ষণ্ড। দৈত্যকুলেশ্বর!
বুঝিতে না পারি প্রভু।
অনর্থের হেতু শিক্ষা দিনু বর্ণপরিচয়,
শিশু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কয়;
বুঝাইনু, করিনু তাড়না,
বিফল সকলি কৃষ্ণ বলে অবিরত,
কৃষ্ণ ব'লে মাতাইল শিষ্যদলে,
কৃষ্ণনামে মাতিল নগর,
মহাডরে দ্রুত আইনু বার্ত্তা দিতে।

রাজা। কামরূপী হরি কহিল আমারে ঋষি,
সেই বা আসিয়া পুত্রে দিল উপদেশ,
ধরে নানাবেশ,
সেই বা আসিয়া দৈত্যদেশে
করে হেন আচরণ;
চর মম দক্ষ কেহ নয়,
কোথা হরি কেমনে নির্ণয় করি।
হা শঙ্কর হরিভক্ত নন্দন আমার,
এই হেতু এতদিন পুজিনু তোমায়।

(মন্ত্রীর সহিত প্রহ্লাদের প্রবেশ।)

কহ পুত্র একি তব রীত,
গুরু কহে হিত,
কর তাহা অবহেলা!
ইন্দ্রজয়ী জ্যেষ্ঠ তাত তব
প্রাণ দেছে হরির সমরে,
আরে রে অজ্ঞান,
দৈত্য হয়ে সে হরির গুণ কর গান।
দেখ জগৎমণ্ডলে
কোন কুলে হেন যশোরাশি—
কোন কুলে দাস রবি-শশী,
কোন কুলে ইন্দ্র আজ্ঞাকারী;
হেন উচ্চবংশে জন্ম তোর!
অতি তুচ্ছ হরি,
দৈবের বিপাকে জ্যেষ্ঠ মম পরাজয়,
দৈত্য হয়ে তা'রে কর ভয়,
কেন চাহ শত্রুর আশ্রয়?
প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ!
অপবাদ রাখিবি কি কুলে?
বড় সাধ মনে
সিংহাসনে তোমারে স্থাপিব,
হরি অন্বেষণে আপনি যাইব,
বধিব সে মায়াময় দুরাচারে;
পুত্র হয়ে পিতৃ সাধে নাহি হও বাদী!

প্রহ্লা। পিতা কৃষ্ণের কৃপায়
বৈভব তোমার,

কৃষ্ণের কৃপায় দৈত্যকুলে
প্রতাপ অপার,
হরি পরম প্রভাবময়।
পিতা, আমি তব পূরাইব সাধ,
কালাচাঁদ করিবেন দয়া,
দূরে যাবে মায়া,
নিত্যজ্ঞানে অনিত্য হইবে দূর ;
হৃদিমাঝে গোলকের লীলা,
কৃষ্ণসনে নিত্য প্রেমখেলা,
অমৃত আস্বাদে অন্য সাধ না রহিবে।
পিতা যাবে দিন এ দিন না রবে,
শমন ধরিবে কেশে,
কৃষ্ণনামে দমিবে শমনে—
কৃষ্ণনামে হবে মৃত্যুঞ্জয়,
ত্রিসংসারে হের হরিময়,
চিণ্ময় সনাতন,
ভাগ্যফলে পাইয়াছি নাম,
মোক্ষধাম করতল যাহে,
দিন গেল, বল হরি হরি।

রাজা। আরে কুলাঙ্গার অধম সন্তান,
পুত্র নহে বিজ্ঞ যেন পিতা সম,—
স্মরণ ক'রেছে তোরে যম।
দেখি হরি তোরে কিসে রক্ষা করে,
কে আছরে বধ শিশু কুকুর সমান।
(একজন রক্ষকের প্রবেশ।)
বধ কর তীক্ষ্ণ অস্ত্র ঘায়,
আরে রে অধম এখনও মাগহ পরিহার,
কহ কৃষ্ণ ছার,
ভজ দৈত্যকুলেশ্বরী কালী,—
মার্জ্জনা যদ্যপি চাও।

প্রহ্লা। পিতা কালী কালা কর কেন ভেদ
এক ব্রহ্ম জগৎ ঈশ্বর !
নানা রূপ ভক্তের বাসনামতে।
থাকিলে বাসনা,
পিতা মাতা করি উপাসনা,
মোহবশে মাগি নানা বর,
কল্পতরু বিভু পরাৎপর,
বরদাতা পিতা মাতারূপে,
সখারূপে খেলা করি ঈশ্বরের সনে,
প্রেমের কামনা,
প্রেমদান মাত্র উপাসনা,
এক আত্মা অভিন্ন হৃদয় ;
প্রেমময় লীলা
প্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন,
ঘুচে তাহে জীবের বন্ধন,
নিত্যানন্দময় হয় প্রাণ।

রাজা। রক্ষী বধ ল'য়ে বিলম্ব না কর,
দেখি কোথা সখা তোর
কে রাখে রে দৈত্যের প্রহারে,
যাও মন্ত্রী ঘরে ঘরে কর অন্বেষণ,
যেই করে হরি সংকীর্ত্তন
বধ তারে পামরের সাথে।
[মন্ত্রী, রক্ষক ও প্রহ্লাদের প্রস্থান।
হা শঙ্কর !
দৈত্যকুলে কলঙ্ক রটিল
হেন পুত্র কি হেতু জন্মিল,
শক্র পদানত হলো আমার অঙ্গজ !
না জানি কে হরি,
মায়াধর দুরন্ত সে জন
হিরণ্যাক্ষে করিল নিধন,
ছলে তার কুলগ্রহ হইল কুমার,
দমিয়াছি অমর ঈশ্বরে
কিন্তু গৃহভেদি রিপু
করি কেমনে বিজয় !
বুঝি মোরে বাম ত্রিলোচন,
নহে কার দুর্দ্দৈব এমন
যে নন্দনে করি দরশন
পরিতৃপ্ত হয় প্রাণ,

সেই কাল হয়ে দংশিল হৃদয়ে,
অভাগা কে আছে এ সংসারে
বধ করে আপন কুমারে ;
পুত্র হতে যদি ভঙ্গ কার,
সাধে কার জ্বলন্ত অঙ্গার।
আরে কামরূপী হরি,
দেখিবরে কতদিন রহ লুকাইয়া,
দৈত্যকরে কিরূপে নিস্তার পাও ;
আরে প্রাণ হীনবীর্য্য পুত্রে কিবা ফল,
সাহস দুর্জ্জয় মৃত্যু মুখে যায়,
কেশমাত্র না কাঁপিল—
হেন সুত শক্রর কিঙ্কর,
হরি! রহ রহ
অগ্রে হেরি পুত্রের শোণিত।

(মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ! অনর্থ ঘটিল
শিশু অঙ্গ বজ্রে বিনির্ম্মিত,
রক্ষীগণ বধ্যভূমে লইয়া বালকে
প্রহারিল নানা প্রহরণ,
শূরবৃন্দ ব্যথিত হৃদয়
স্বর্গছাড়ি পলাইল যে আঘাতে,
পুষ্প বরিষণ সম সহিল কুমার।
মহাভয়ে কম্পিত হৃদয় রক্ষীচয়
পুনঃ অস্ত্র হানে প্রাণ পণে
কি কুহক কেবা জানে—
রহিল অভেদ্য শিশু মুদিত নয়নে ;
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
তিল তিল অস্ত্র চূর্ণ হলো,
মহারাজ স্বচক্ষে দেখেছে দাস।
রাজা। হেন পুত্র হলো মম শক্রর আশ্রিত,
এতই কি দুর্দ্দৈব আমার!
যুগ যুগান্তর পূজিয়া শঙ্কর
সদয় করিনু তাঁরে,
তাঁর বরে অস্ত্রে মম অভেদ্য শরীর,
দেখ পুত্র মম আমা হতে বীর
বিনা বরে অস্ত্র নাহি পশে কায় ;
আরে পাপমতি হরি!
হেন পুত্রে ছলে কর পর ;
হা শঙ্কর! এত কি হে ছিল তব মনে
হিরণ্যক্ষ সম শিশু নির্ভিক হৃদয়,
অটল রহিল পুত্র আমার শাসনে,
দেবগণ ভীত মম চক্ষু কষায়নে,
অস্ত্র মাঝে নিশ্চিন্ত কুমার,
দুর্ণিবার দেবের ছলনা—
মন্ত্রী আনহ প্রহ্লাদে,
বারেক বুঝাব বংশের গৌরব কথা,
দেখি যদি নন্দন আপন হয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

আরে আরে হরি,
কোথা তোর পাব দেখা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে দেব তোরে
আয় হরি বারেক সমরে,
মিটাই রে মনের এ জ্বালা।
দেখি বজ্রমুষ্টি যায়,
মায়ারূপী মায়া তোর যায় কি না যায়।
আরে ক্রুর নিঠুর কপট,
ছলে কর পিতা পুত্র ভেদ,
হরি, হরি পেলে তোরে
মেটাই এ খেদ।
যাক ত্রিভুবন,
ইন্দ্র স্বর্গে হোক অধিকারী,
যাক সিংহাসন
দৈত্য গর্ব্ব হোক লোপ,
আপনি যাইব
পাতি পাতি খুঁজিয়া দেখিব,
দেখি হরি কোথায় লুকায়ে আছে;

আরে ভীরু জান মনে মনে
শঙ্কর সাধনে নাহি মোর পরাজয়,
জান তুমি কামরূপী হীনমতি হরি,
মৎস্য কুর্ম্ম বরাহ শরীরে
কিম্বা অন্য কলেবরে
সম্মুখীন হইতে নারিবে ;
তাই লুকাইয়ে আছ ডরে।
নাহি অনন্ত এ কালে এ হেন সময়,
মম পরাজয় সম্ভব হইবে যবে,
পঞ্চভূত স্বজিত নাহিক হেনস্থান,
যথা হিরণ্যকশিপু
রণে নাহি হবে জয়ী।
আরে হেয় হরি,
তাই চুরি রণ কর মোর সনে।
(মন্ত্রী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ।)
শুন পুত্র পিতার বচন,
দৈত্যকুলে যোগ্য পুত্র তুমি
অপূর্ব্ব সাহস বীর্য্য শিশু কলেবরে,
শোন দৈত্যকুলের গৌরব,
যেই বীর্য্যে জন্মে দেবগণ
সেই বীর্য্যে দুই ভাই লভিনু জনম,
ধরণী টলিল ভারে,
একদিনে বাড়িনু দুজনে
তরুণ তপন সনে,
কিন্তু যবে মধ্যাহ্ন তপন
ভাই দুইজন ধরিনু উজ্জ্বল তেজ জ্যোতিঃ
যে বিভায় শূন্য নীলিমায়
খেলিল দামিনী মালা
নিভায়ে ভাস্কর,
বাহুবলে জলে স্থলে সমীরণ ব্যোমে
দীপ্ত হুতাশনে,
আধিপত্য করেছি স্থাপন ;
ভৃত্যসম নিত্য দেখ আসে দেবগণ
বিশ্বজয়ী ভ্রাতার গর্জ্জনে,
থর থর কাঁপিত বিমান
হেন জ্যেষ্ঠে মারিয়াছে হরি।
বীর্য্যবান্ পুত্র তুমি দৈত্যকুলে,
করি মানা নাহি হরি কর আবাহন,
আন হরি সম্মুখে আমার,
দৈত্যকুলে অন্য কোন ভার
নাহি আর দেব তোরে ;
হরি অতি কুটীল পামর।
প্রহ্লাদ আমার, পিতা নহ
জাননা রে পিতার ব্যবহার,
নাহি আর দেব তোরে অন্য ভার।
আমা হতে কেহ উচ্চ হয়
এ সংসারে কেহ নাহি চায়,
পিতা প্রাণ পণে
দিবানিশি করে রে কামনা,
পুত্র উচ্চ হোক শতগুণে আমা হ'তে,
বোঝ না বোঝ না মর্ম্মের বেদনা,
উপযুক্ত পুত্র যার শত্রু অনুগত.
নরক ভীষণ নহে তার।

প্রহ্লা। হরি প্রেমময়,
কেন পিতা শত্রু ভাব তাঁরে ?
পিতা মুদিয়ে নয়ন
ধ্যানে রূপ বারেক করহ দরশন,
দেখ শ্যাম মদনমোহন,
বাঁকা দুটী খঞ্জন নয়ন
সুধাকর দেখ পিতা মধুর অধর,
ঢল ঢল হের পিতা কি ভাব বদনে ;
দেখ প্রাণে প্রাণে হেন রূপ যাঁর
সেকি কভু অরি হয় কার ?
নিত্যানন্দ আনন্দে সে খেলে,
আনন্দে ডাকিছে বাহু তুলে,
আনন্দ ঢালিয়া দেয়।

রাজা। ভাল যে হয় সে হয়
তবু তব জ্যেষ্ঠ তাত ঘাতী অরি।

প্রহ্লা। ভাগ্যবান্ জ্যেষ্ঠ তাত মম
হরি যারে অরিরূপে রেখেছেন পায়,
রাজা। ওহো হিরণ্যক্ষ শূর
পুত্র স্নেহ ক্ষমহ আমায়,
আরে বর্ব্বর সন্তান,
ভ্রাতৃ তেজ মিলেছে হরের রাঙ্গাপায়;
অরিরূপ অদ্ভুত প্রলাপ
কোথা পেলি এ বয়সে?
প্রহ্লা। পিতা হর হরি কেন কর ভেদ?
জগৎ পিতা বিভু দিগম্বর,
ফণী অলঙ্কারে
চিতাভস্ম মাখে কলেবরে,
ফেরে মহাযোগী শ্মশানে শ্মশানে,
মাতা দিগম্বরী
দিগম্বরে আলিঙ্গন ক'রে,
হেরে ডরে পরাণ শিহরে;
তাই জগৎ প্রাণ জগৎ আধার
সখাভাবে ভক্তেরে জাগালে,
হরিভক্ত সনে খেলে
খায় ফল মুখে হাতে দিলে,
কভু আসে কোলে কোলে করে কভু;
আহা হরি ভক্তের অধীন,
দীন হতে দীন দীনে দেন আলিঙ্গন,
হরি নৃত্য করে, মালা চেয়ে পরে,
ভগবান্ খেলা করে।
রাজা। মন্ত্রী আজ্ঞা দেহ মাতাইতে
বারণ আমার,
গর্জ্জনে যাহার পবন কন্দরে পশে,
হস্তিসনে খেলাইতে ডাক্‌রে হরিরে;
শোন তোর নিকট মরণ
চাহ ক্ষমা,
এখনও রে মার্জ্জনা করিব তোরে,
বল হরি অরি,
ইষ্টদেব শঙ্করে প্রণাম কর।
প্রহ্লা। পিতা শিবপদে শত প্রণিপাত,
সদাশিব ঘুচান বিষাদ
দিয়ে মোরে হরিধন,
পিতা হরি অরি কহিব কেমনে,
মুরালিবদনে কেমনে ভাবিব পর;
হরি যদি অরি, কহ পিতা,
কিসে প্রাণ ধরি,
কেন ঘোরে দিবস সর্ব্বরী
বিশ্ব কেন এ আনন্দধাম;
হরিনাম ভাবিব কেমনে,
শিরায় শিরায় রক্তস্রোত ধায়
কহে মোরে হরি কভু নহে বাম;
অন্তর আমার
নৃত্য করি কহে বার বার,
হরি বন্ধু! নহে অরি।
প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত মাধুরী,
বুঝিতে না পারি এ সংসারে
অরি কেবা কার,
হরি নামে প্রাণ ভরে যায়
শত্রু মিত্র সকলি ফুরায়;
মত্তমন পিয়ে সুধা অনন্ত তৃষায়,
তৃপ্ত ক্ষিপ্ত এককালে মধু পারাবার,
ওরে মন আমার হরি বল,
হরি বল দিন গেল ব'য়ে।
রাজা। বধ কর করী পদতলে।
[রাজার প্রস্থান।
প্রহ্লা। হের হরিময় শত্রু কারু নয়,
হের খেলা ভোলামন,
খেল বাহু তোল হরি হরি বল;
ওরে এল তোর আনন্দের দিন,
কৃষ্ণ বলে দিবি প্রাণ।
মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শুনেছ কুমার?
প্রহ্লা। চল মন্ত্রী হরি বলে চল সাথে।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানন পথ।

(গোলোক সখাগণের প্রবেশ।)

গীত।

সকলে। আয় আয় আয় গুটি গুটি চলি,
আয় আয় আয় ধবলি শ্যামলি,
ওরে গোলোক ত্যজে
আস্‌বে হরি ধরাতলে।
(নেপ, প্রহ্লা।) হরি রাখ রাঙা চরণ-কমলে
হরি হে! হরি হে! হরি হে!!
সকলে। ধেনু শুন রে ওই ভক্তডাকে হরি ব'লে
ভক্ত হৃদয় ভরি শোন বাজিছে বাঁশরী,
ওরে ডাকলে হরি রইতে নারে,
রাঙা চরণ কমল দেয় তারে।
প'ড়ে বিপদে
শোন ভক্ত ডাকে বারে বারে।
গুণ গুণ গুণ নূপুর বাজে,
ভক্ত হৃদয়ে তার বাজে,
কানু বিভোর ধেনু নেহার—
কানু চলে ঢ'লে ঢ'লে,
বনমালা দোলে গোলে,
কানাই প্রেমে ভাসে নয়ন জলে।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রান্তর।

(প্রহ্লাদ, মন্ত্রী প্রভৃতির প্রবেশ।)

প্রহ্লা। এ সময় কোথা কৃষ্ণ দয়াময়!
করীপদে যদি প্রাণ যায়,
নাহি গণি তায়,
রাঙা পায় স্থান দিও বংশীধারী;
তব পদে আশ,
শ্রীনিবাস তোমা বিনে নাহি জানি,
এস হরি ভক্তে কৃপা করি,
মরি প্রভু হে'রিয়ে মাধুরী,
দেখা দিয়ে দূর কর তাপ;
ওহে ভবত্রাতা, তুমি পিতৃ মাতা,
তুমি সখা বিপদে কাণ্ডারী;
বংশীধারি, বাজাও বাঁশরী
দাঁড়াইয়ে পায় পায়;
আরে রে রসনা,
কৃষ্ণ ব'লে ত্যজ রে ভাবনা,
ধাওরে বাসনা শ্রীকৃষ্ণের রাঙা পায়,
কৃষ্ণ ব'লে মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয়;
কৃষ্ণপদে নত হও মন,
আসিছে শমন দুর্জ্জয় বারণরূপে,
কৃষ্ণ ব'লে ত্যজ পরিতাপ,
শমন প্রতাপ কৃষ্ণ নামে হবে পরাজয়;
কই কৃষ্ণ, অনাথবান্ধব!
(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।)
কৃষ্ণ। আয় আয় আয় রে প্রহ্লাদ,
করী'পরে দেখ তোর হরি।
প্রহ্লা। প্রভু দয়াময়!
দীননাথ দয়া কর দৈত্যকুলে,
তব পদ ভুলে
মোহমদে মত্ত মম পিতা,
ওহে জগৎত্রাতা,
দেহ তাঁরে পদাশ্রয়।
মন্ত্রী। এই হরি, কর আক্রমণ, কর আক্রমণ
(রক্ষীগণ আক্রমণ করিতে উদ্যত
ও হস্তী-শুণ্ডাঘাতে রক্ষীগণের পতন।)
১জনর। মন্ত্রী মহাশয় পলাও সত্বর,
নহে কারু নাহি রবে প্রাণ।

মন্ত্রী। সকলি কুহক, সকলি কুহক।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

('রাজার প্রবেশ।)

রাজা। ধন জন সকলি অসার,
বৃথা বীর্য্য বৃথা অহঙ্কার,
কোথা হরি কোথা দুরাচার,
খলশক্র কিরূপে সংহার করি;
আরে কামরূপি, বুঝি তোর বল,
কভু যদি হও সম্মুখীন,
আয় হরি নিরস্ত্র যুঝিব তোর সনে,
যাব যেই স্থানে কর আবাহণ।
দেহ রণ এইমাত্র চাই,
ওহো দৈত্যকুল দিল ছারে খারে!
মজা'লে কুমারে,
আশা বাসা সকলি ফুরালো,
আরে খল নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
অতি ক্রূর বুদ্ধি তোর,
পিতাপুত্রে কর ভেদ।
জাননা জান না আরে হীনমতি হরি,
কি বেদনা পুত্র হ'লে পর,
আরে পাপমতি একি রে দুর্নীতি,
বীর্য্যবান্ নাহি করে ছল,
দেখি ছল তোর বল;
দেখা দেরে কপট পামর,
যদি এক ঘায় নাহি হয় তোর পরাজয়,
সত্য করি না করিব দ্বিতীয় প্রহার।
নীচ অরি, কি করি কি করি,
কোথা হরি কেমনে দর্শন পাই,
আছ কে কোথায়
সমাচার জানাও আমায়;
দেহ কেহ হরির সংবাদ?
দিব রাজ্য ধন, দিব সিংহাসন,
চিরদিন রব রে অধীন,
দেখাইয়ে দেহ যদি হরি;
ওহো, কি হলো কি হলো,
পুত্র নিল শক্রর আশ্রয়,
পিতা হয়ে সন্তান নিধন করি।
হরি, হরি!
দেখা দে রে দেখা দে আমায়,
আরে তোর অদ্ভুত প্রতাপ,
বর হলো শাপ,
আত্মহত্যা করিবারে নারি।
ওহো এমন বেদনা কেমনে জুড়াব!
হরি তোর কোথা দেখা পাব,
দাও হরি বধি তোর ভক্তের জীবন,
দে রে দরশন,দরশন দে রে দুরাশয়।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ, বচন না যুয়ায় আমার,
নাহি বুঝি শিশুর ব্যবহার,
মদমত্ত দুর্ম্মদ বারণ,
শিশু হেরি ত্যজিল গর্জ্জন,
অকস্মাৎ করী'পরে চূড়াবাঁধা শিরে,
দেখা দিল পুরুষ দুর্জ্জয়
করী'পরে তুলিল কুমারে,
নিরাপদে শিশু করে হরিগুণ গান।
রক্ষীগণে আজ্ঞা দিনু আক্রমণ হেতু,
করি-শুণ্ডাঘাতে সকলে ত্যজিল প্রাণ

[প্রস্থান

রাজা। কালসর্প আনি বধ' শিশু,
গদা আন গদা আন,
কৃষ্ণ বধ এখনি করিব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ।)

রাজা। সত্য কহ পুত্র মোরে
জান কি কৌশল,
তোর কায় অস্ত্র চূর্ণ হয়,
দুর্ম্মদ বারণ
প্রভু আজ্ঞা করিয়ে হেলন
কিবা ছলে লোটে তোর পায়,
নতশির কালভুজঙ্গম
এ হেন বিক্রম তোর,
ধন্ত তোরে করি রে বাখান,
বিষপানে পাও পরিত্রাণ,
অসীম ক্ষমতাশালী তুমি,
পূজ কালী করাল-বদনী,
এইক্ষণে মন্ত্রীগণে আনি
রাজ্যে তোরে করি অভিষেক।
ত্যজ পুত্র কুবুদ্ধি তোমার,
কৃষ্ণ অতি অসার কপট,
ধীর তুমি মহাবীর্য্যবান্
কেন তার মান অধীনতা।
রাখ পিতৃ-কথা,
কৃষ্ণনাম কর পরিহার,
হও রাজ্যেশ্বর,
দেব যক্ষ অমর কিন্নর
ডরে তোর দাস হবে,
ভবে কীর্ত্তি রহিবে অতুল,
দৈত্যকুলে গৌরব বাড়িবে,
আমি যাব হরি অন্বেষিব,
নাগপাশে বান্ধিয়া আনিব,
দেখাইব দৈত্য হ'তে বলী নহে হরি;
ত্যজ ভ্রম, কৃষ্ণে নাহি কর আবাহন।

প্রহ্লা। পিতঃ নাহিক কৌশল
নাহি অস্ত্রবল,
কৃষ্ণপদ ভরসা কেবল
হৃদয় কমলে,
ধরি তাঁর রাঙ্গা পা দু'খানি
তাই অস্ত্রে পাই পরিত্রাণ;
বিষপান অমৃত সমান,
তাই দন্তি পায়ে পরিহার,
হরির কৃপায় সর্প নতশির;
ধ্যান জ্ঞান সকলি আমার হরি।
হরি কভু ধরয়ে বাঁশরী,
কভু এলোকেশী করে শোভে অসি,
কভু দিগম্বর মহাযোগী হর,
কভু মীন কূর্ম্ম বা বরাহ,
সর্ব্ব দেহে হরি অধিষ্ঠান।
হরি জগৎপ্রাণ,
ব্রহ্ম আত্মা ব্রহ্মার ধ্যানের নিধি,
জগৎবৈভব শ্রীপদপল্লব তাঁর,
স্থাপিতে সংসার বার বার হন অবতার;
ভব-ভার খণ্ডে হরিনামে,
তাঁরে পরিহরি
বল পিতা কিসে প্রাণ ধরি,
প্রাণ মন সকলি তো হরি।
পিতা হরি সনে কেন কর বাদ,
হৃদি-মাঝে হের কালাচাঁদ
ঘুচিবে বিষাদ,
প্রাণ ভরি হেরিবে সে অতুল মাধুরী;
হয়ে বাঁকা দেখা দেবে শ্যাম
হৃদি-পদ্মে দেহ তাঁরে স্থান,
হেরে তাঁরে তাপ যাবে দূরে;
বাঁকা শিখি-পাখা,

খঞ্জন নয়ন দুটি বাঁকা
বাঁকা হয়ে বাজা'বে বাঁশরী,
মরি মরি হরি হরি হরি প্রেমময়!

রাজা। অগ্নি জ্বালি পোড়াও বালকে,
দৈত্যকুল কলঙ্ক কর রে দূর।
দৈত্যকুলে কেহ নাহি বলবান্
বালকের বধে প্রাণ?
হায়, পরিতাপ কব আর কারে,
দৈত্যগর্ব্ব গেল ছারে খারে
পুত্র হলো অরির সেবক,
অগ্নিমধ্যে রহে যদি পুত্রের জীবন,
শিশু লয়ে উচ্চ শৃঙ্গে কর আরোহণ
করি তারে প্রস্তরে বন্ধন
সাগরে নিক্ষেপ কর;
পুত্র আছে জীবিত আমার
হেন সমাচার আর কেহ নাহি আন;
বধ' তারে পার যে প্রকারে,
আর মোরে হরিগুণ না শোনায়।
দেখি কোথা হরি,
শুনি দেখা দেয় নয়ন মুদিলে,
দেখি আমি নয়ন মুদিয়া,
আয় হরি,
হৃদপদ্মে দেব তোরে স্থান,
আয় আয় তীক্ষ্ণ খড়গে
করি হৃদি খান খান,
আয় প্রবঞ্চক,
পুত্রশোক পাশরিব বধিয়া তোমায়,
রহ রহ কোথায় লুকাবি?
জলে স্থলে শূন্যে সমীরণে
খুঁজিয়ে ধরিব তোরে;
আয় হরি আয় ধরি তোর পায়,
কর রণ দৈত্যের সহিত।
আরে ভীরু ছলে কর পুত্রে পর,
আরে রে বর্ব্বর পুত্র কি নাহিক তোর,
রে নিষ্ঠুর! একি তোর বীরপনা,
বীর পুত্র পিতা হয়ে করি বধ!
হায় কিসে দেব প্রতিশোধ!
কেমনে রে শান্ত করি ক্রোধ!
শুনি ভক্ত তোর পুত্রসম,
আয় ভক্ত তোর রক্ষিবারে,
দেখ ভক্তে দৈত্য বধ করে,
হরি যদি তোরে পাই
তুচ্ছ করি ভুবনের অধিকার,
দেরে মূঢ় বারেক সমর
মম যুদ্ধে যদি তোর রহে রে জীবন,
করি পণ—ত্যজি ত্রিভুবন
বিশ্বপ্রান্তে বসি গিয়ে শিব আরাধনে,
দেখা দে রে এই মাত্র চাই।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। একি রাজা ক্ষিপ্তপ্রায়,
দৈত্যকুলে না জানি কি হয়,
দানবের কাল হলো হরি।
বধিয়াছে হিরণ্যাক্ষ শূরে,
কৌশল তাহার
কুমারের জীবন সংশয়,
রাজার এ দশা,
দৈত্যকুল জানে সে দুর্জ্জয়,
তাই নাহি সম্মুখীন হয়,
গুপ্ত রহি করিছে কৌশল।
হায় হায় বুদ্ধিবল নাহিক যুয়ায়,
ছলে বুঝি মজায় দানব-কুল,
কি করিব দৈত্য বলবান্।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাসমঞ্চ।

গীত।

সখীগণ।

হৃদয়ে বহে প্রেমেরি তুফান,
প্রাণ পেয়েছে প্রাণের মতন।
প্রেমের পুলকে গোলোক-লীলা,
প্রাণের সনে প্রাণের রমণ॥
ঢলি ঢলি ঢলি অঙ্গে অঙ্গ,
নয়নে নয়নে নয়ন রঙ্গ,
মোহিত মদন মান ভঙ্গ,
প্রেমতরঙ্গে নেহারে—
বাঁধি বাঁধি বাঁধি মালতী মালে,
বেড়ি বেড়ি বেড়ি ভুজ মৃণালে,
রুণু রুণু রুণু মুঞ্জির তালে,
পড়্‌বো ঢলে রূপের ভারে॥
মরি মরি মরি উথ্‌লে ওঠে
রূপের কিরণ॥

১ সখী। কেন কেন কেন বিরস বদন হরি
তোমার এত সাধের গোলোকধামে?

(নেপ-প্রহ্লা।) কোথায় হরি
অনল মাঝে বধে অরি!
হরি হে! হরি হে!

কৃষ্ণ। আমায় ভক্ত ডাকে প্রাণেশ্বরী॥

সকলে। চল চল চল যুগলে যুগলে।
ভক্তে তুলে নিব কোলে॥

কৃষ্ণ। আমার ভক্ত বিনে কে আছে আর।
আমি ভক্ত বিনে রইতে নারি—
ভক্ত আমার প্রাণের সার—
আমি ভক্তের তরে সদাই কাঁদি,
আমি ভক্তে প্রাণে প্রাণে বাঁধি
দেখেছ প্রাণসখী রে।
আমি ভক্তের পায়ে ধরে সাধি,
কত কাঁদি প্রাণসই রে॥

সখীগণ। চল চল চল হরি হরি বল,
ভক্ত প্রেমে বেঁধেছে বাঁকা শ্যামে।
হরি রইতে নারে ভক্তের তরে
গোলক ধামে॥
চল ভক্তে হেরি নয়ন ভরি।
কেন কেন কেন বিরস-বদন হরি॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(কয়াধুর প্রবেশ।)

কয়াধু। মা চণ্ডী, তোমা ভিন্ন মনের বেদনা আর কারে জানাব? মা সকলি দিয়েছিলে তবে কেন সর্ব্বনাশ কর্‌লে? মাগো! যে অতি দীন দরিদ্র সেত আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী; হায় এ সংসারে কার পতি পুত্রের বধ কামনা করে? জগজ্জননি! শিব সীমন্তিনি! অভাগিনীর প্রতি মুখ তুলে চাও। মা গো! বার বার প্রহ্লাদকে রক্ষা ক'রেছ, গণেশজননি অনল হতে আপনার পুত্রকে রক্ষা কর।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। রাজ্ঞি! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?

কয়া। মন্ত্রী সর্ব্বনাশ হলো, এদিকে পুত্রের এই দশা! রাজাও বোধ করি কোন্ বিকট রোগক্রান্ত, বুঝি শিববর ব্যর্থ হয়, তাঁর মস্তিস্কের স্থিরতা নেই, এখন শঙ্কর না রক্ষা কর্‌লে আর উপায় নেই।

মন্ত্রী। কেন জননী?

কয়া। রাজা নিদ্রাবস্থায় তর্জ্জন করে, সম্পূর্ণ নিদ্রিত অথচ এ ঘর ও ঘর অনুসন্ধান করেন, বলেন এই হরি, এই হরি, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, প্রভু কি পীড়া হ'য়েছে? আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া বললেন, আমার শত্রু উদরে তা জান না? তুমি নারী, নচেৎ বধযোগ্য, আমি ভয়ে নীরব হয়ে রইলেম।

মন্ত্রী। দেবি! আমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ হ'য়েছে, আমি এ অকূলে কোন উপায়ই দেখ্‌ছি না, হরি দৈত্য-কুলে কাল হলো, মহারাজের যে অবস্থা তাঁকে কোন কথা বোঝাতে গেলে ক্রোধানল শত গুণে প্রজ্জলিত হয়ে উঠে; আপনি যদি কোন উপায় করতে পারেন তা হলে হয়; আমি দাস, আমি কি কর্‌বো।

কয়া। মন্ত্রি আমি পুত্র গর্ভে ধ'রে কাল ক'রেছি, প্রহ্লাদের মুখ দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল, ভেবেছিলেম পুত্র হতে ইহকালে সুখী হব, কিন্তু ভগবতী সকলি বিপরীত করিলেন! রাজপুরে এসে অবধি মহারাজ কখনও কোন রূঢ়কথা বলেন নি, কিন্তু এখন আমায় দেখলেই দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করেন, আর আরক্তলোচনে বলেন, তুই পাপিনী নীচকুলোদ্ভবা! নচেৎ এমন নীচ সন্তান কেন প্রসব করিলি? তোর সন্তান আমায় দিবানিশি তুষানলে দগ্ধ কর্‌ছে, মন্ত্রী আমি অভাগিনী! রোদন কর্‌বো এ স্বাধীনতা আমার নেই, হায়, এই নিমিত্ত কি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেম? অনুকূল পতি কার এরূপ প্রতিকূল হয়? কার পতি সন্তান-নিধনে যত্নবান? এ অভাগা সন্তান কেন আমার জঠরে এসেছিল? মন্ত্রী বুঝি পুত্র গর্ভেধরে পতি পুত্র হারাই। মন্ত্রী যাও, যাও, বুঝি মহারাজ এ দিকে আস্‌ছেন।

দেবি! আমি রাজ-বৈদ্যের সঙ্গে পরামর্শ করিগে।

কয়া। মন্ত্রী যাও শীঘ্র যাও, মহারাজ দেখলে উভয়কে বধ কর্‌বেন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। রাজ্ঞি! শুনেছ তোমার পুত্রকে অগ্নিতে দাহন কর্‌তে আজ্ঞা দিয়েছি, যদি তাতে রক্ষা পায় তোমার পুত্রকে গিরিশৃঙ্গ হতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে; দেখি কুহকিনী তোর কি কুহক, পাপিনী পুত্রশোক পাবি, পুত্রশোক পাবি, পুত্রশোক পাবি। তুষানল, তুষানল বীরবর হীরণ্যাক্ষ তুমি কোথায়; এ মনের জ্বালা কা'কে জানাব, দেখে যাও দেখে যাও প্রহ্লাদের আচরণ দেখে যাও। রাক্ষসী নীরব আছ? কাঁদ, কাঁদ, তোমার রোদন দেখলেও আমার মন তৃপ্তি হয়। তোমার পুত্রকে বধ কর্‌বো, তোমার পুত্রকে বধ কর্‌বো, তোমায় পুত্রহীনা করবো; এই হরি, এই হরি! ধর্ ধর্ ধর।

[প্রস্থান।

কয়া। হা শঙ্করি! তোমার মনে এই ছিল মা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানন।

(রক্ষী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ।)

প্রহ্লা। কৃপাসিন্ধু, অনাথবান্ধব
পদে রাখ এ ঘোর বিপদে,
দেখ প্রভু দিপ্ত হুতাশন,
এখনি তো যাবে এ জীবন;
দেখা দাও মদনমোহন আসি,
এস এস ভীত জন সখা,
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও সম্মুখে
পুলকে অনলে ত্যাজি প্রাণ;
বিপদ সাগরে যে ডাকে তোমারে
তারে হরি দাও দেখা।
এ অকূলে কোথা আছ ভুলে,
এস কৃষ্ণ বাজা'য়ে বাঁশরী,
প্রাণ পরিহরি
রাঙা পদ দেখিতে দেখিতে;
কমলনয়নে চাহ কমলরঞ্জন।
হে শ্রীনাথ ভকতবৎসল!
দেহ বল ত্যজিপ্রাণ নাম করি গান;
হরিনাম সংসারে অভয়,
হর ভয় ওহে ভগবান্,
যদি মম দুর্ব্বল হৃদয়,
মৃত্যুকালে নামে করি কলঙ্ক অর্পণ,
ডরি বনমালী শমন তাড়নে,
পাছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ভুলি,
দেখো দেখো রেখো সখা পায়
যেন রসনায় তব নাম গায়,
কালাচাঁদ নাহি অন্য সাধ,
কৃষ্ণ ব'লে যেন যায় প্রাণ।

(অনলমধ্য হইতে কৃষ্ণের উদয়।)

কৃষ্ণ। আয় কোলে আয় রে অনলে,
অগ্নিমাঝে দ্যাখ তোর হরি,
দেখুক সকলে—
অনল শীতল হয়ে বৈষ্ণব পরশে;
আয় ভক্ত, ভক্ত আমার প্রাণ
ভক্তসার ভক্ত বিনা নাহিক আমার,
বাঁধা আমি ভক্তের নিকটে।

রক্ষী। ওরে ওরে জ্বলে গেল।

প্রহ্লা। কোটীজন্ম সহিতে তাড়না
কালাচাঁদ হয় হে বাসনা মনে,
হরি দয়াময়, হরি দয়াময়,
হরি দয়াময়!
দেখো প্রভু ভুলো না আমায়,
দেখা পাই এই ভিক্ষা চাই।
প্রভু তব মহিমা অপার,
দৈত্যকুলে করহ নিস্তার
পদাশ্রয় দেহ প্রভু পিতারে আমার,
ওহে জগৎপতি!
মতি গতি সকলি হে তুমি,
ভগবান্ দিয়ে দিব্যজ্ঞান
ত্রাণ কর দৈত্যকুলেশ্বরে।

কৃষ্ণ। ভক্তের বাসনা পূর্ণ হবে চিরদিন,
কালে পদতলে
দিব স্থান জনকে তোমার,
কহি সত্য করি দৈত্য
দ্বারে বাঁধা র'ব চিরদিন।
পূর্ব্ব বিবরণ করহ শ্রবণ,
ছিল জয় বিজয় আমার দ্বারী,
ব্রহ্মশাপে জন্মিল ধরায়,
শত্রুভাবে দোঁহে মোরে করিল সাধনা,
হিরণ্যক্ষে দিছি আমি দেখা,
কালপূর্ণ হলে
দেখা দেব জনকে তোমার।

প্রহ্লা। ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় সকল তব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বাগান।

(মন্ত্রী ও রক্ষীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। একি সত্য!

রক্ষী। মহাশয় স্বচক্ষে দেখুন এই বৃক্ষগণের এই পুষ্পবনের অবস্থা দেখুন, মহারাজ ক্ষিপ্তপ্রায় এসে সকলি ছিন্ন ভিন্ন করেছেন, এই হরি হরি বলেন আর বৃক্ষে গদাঘাৎ করেন।

মন্ত্রী। অ্যাঁ, কখন?

রক্ষী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হলে প্রহরী পরিবর্ত্তন হয়, সেই সময় আমরা দ্বার রক্ষার ভার পাই।

মন্ত্রী। এখন তো প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত।

রক্ষী। আমি মহারাজের এই দশা দেখে আমার সহকারীকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ক'রে মহাশয়কে সংবাদ দিলেম।

মন্ত্রী। আমি রাজ্ঞীর নিকট শুনেছিলেম মহারাজ নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করেন, কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় প্রতি গৃহ অন্বেষণ করেন, বোধ হয় আজও সেই ভাবে উদ্যানে প্রবেশ ক'রেছেন।

রক্ষী। কইতো নিদ্রিত দেখলেম না, আরক্ত নয়নে অগ্নি-শিখা নির্গত হচ্ছে, কিন্তু চক্ষে পল্লব পড়ে না, ঐ দেখুন।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। নানা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি গদা গ্রহণ কর্ব্বোনা, চুপ চুপ কথা কওয়াও উচিত নয়, দুরাচার পলাবে, ঐ হরি আস্‌ছে।

মন্ত্রী। নিদ্রিত অবস্থায়ই বটে।

রাজা। হা ভ্রাতঃ বরাহদন্তে তোমার অঙ্গ বিদির্ণ হ'য়েছে, বীরবর ক্ষনেক বিশ্রাম কর, আমি বরাহ নিধন ক'রেছি।

মন্ত্রী। এতো সম্পূর্ণ উন্মত্ততা।

রাজা। মুনি মৃত মৃত, কাম-রূপী কাম-রূপী, দুর্জ্জয় দুর্জ্জয় সে হরি।

রক্ষী। মন্ত্রী মহাশয় একি দেখ্‌ছি দৈত্যকুলে সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। কি বল মন্ত্রী প্রহ্লাদ কালী ব'লেছে, দুরাচার হরিনাম আর নেয় না? আমার পুত্র, আমার পুত্র, চুপ চুপ ঐ হরি আস্‌ছে।

মন্ত্রী। আর উপায় নেই, হরি সর্ব্বনাশ কর্‌লে, হরি সর্ব্বনাশ কর্‌লে, হায় কি হলো রাজার এই দশা! রাজপুত্রকে পর্ব্বত শৃঙ্গ হতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে নিয়ে গেল, দৈত্যের আধিপত্য বুঝি ফুরালো।

রক্ষী। হায় হায় কি হলো!

রাজা। কি, অগ্নিতে মরে নি? সকলে প্রবঞ্চক, সকলে আমায় প্রবঞ্চনা কচ্ছে, আমি এককালে সকলকে নিধন কর্‌বো; এই হরি, এই হরি, এই হরি।

মন্ত্রী। মহারাজ আমি, আমি।

রাজা। অ্যাঁ কোথা আমি।

(মূর্চ্ছা।)

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ হলো, মহারাজ ধৈর্য্য হোন, মহারাজ ধৈর্য্য হোন, দৈত্যেশ্বর স্থির হোন।

রাজা। ওঃ হরি!

ধন্য তুই কপট মায়াবি।
মন্ত্রী ত্রিসংসার হেরি হরিময়,
নিশিদিনে শয়নে স্বপনে,

হরি নাহি ভুলি,
কিন্তু মম অন্তরের কালি নাহি গেল,
হরি না আইল,
রাজ্যধন বিফল সকলি,
প্রতিশোধ দিতি যদি নারি।
কপট নির্দ্দয় বীর সেতো নয়,
কৌশলে মজায় দৈত্যকুল,
গেল কুলমান
শত্রু-পূজা করিল সন্তান,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বধিল কপটী,
দেখা দিয়ে দেখা নাহি দেয়,
ছলে কোথা যায়
ভাবি তাই কোথা তারে পাই,
এ যাতনা কেমনে মেটাই।
আয় হরি, আয়
দৈত্যবল বোঝ পরিষ্কায়,
এক ঘায় চূর্ণ করি তোর শির,
আয় মূঢ় কূর্ম্ম-কলেবরে,
কিম্বা এস বরাহ-শরীরে,
সিংহ ব্যাঘ্র নর, অমর কিন্নর
ধর শীঘ্র যে মূর্ত্তি বাসনা তোর,
দেখা পেলে বুঝি তোর বল,
ভাঙ্গি তোর ছল,
হায় আর নাহি সয়,
গেল গেল সকলি মজিল।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথা হরি
ধর্য্য ধর কি হেতু উতলা,
তিন পুর ভ্রমে দৈত্যদূত,
যমদূত সম বলে,
স্বর্গে মর্ত্তে ফেরে রসাতলে,
আনি দিবে হরির সংবাদ,
স্থির হও ধর্য্য ধর মহারাজ।

রাজা। মন্ত্রী, পূজিয়া শঙ্কর মাগিলাম বর
অস্ত্রে জলে অনলে
নাহিক মৃত্যু মোর,
নাহিক শরীরি শঙ্করকৃপায় যারে স্মরি
দিবা বা রাত্রে মৃত্যু নাহি মোর,
হেব মন্ত্রী বর হলো শাপ,
একি পরিতাপ,
পুত্র হলো শত্রুর অধীন।
ধরি হীন দেহ,
ভ্রাতৃবধ প্রতিবিধিৎসিতে নারি;
মনে করি দেহ পরিহরি,
এড়াই এ দারুণ যন্ত্রণা,
মৃত্যু সম্ভবে না,
মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় বরে আমি।
ঐ হরি, ঐ দুরাশয়,
আয় বধি তোর প্রাণ।

মন্ত্রী। মহারাজ কোথা হরি?

রাজা। ঐ হরি বাজায় বাঁশরী,
ঐ ঐ ঐ চক্রি মূঢ়।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রক্ষীগণের প্রবেশ।

১ম রক্ষী। রাজাতো ভাই গর্দ্দানা মেবে, উঃ সমুদ্র থেকে উঠলো যেন কাল মেঘ থানা।

২য় রক্ষী। আমি ভাই অত দেখিনি, আমি ঝুটী দেখেই সট্‌কেছি, সে দিন আগুণ থেকে বেঁচেগেছি, আজ নিয়েছিল আর কি। ঐ সেনাপতি মশাই আসছে, আয় ভাই ওঁরে বলি, রাজাতো আস্ত রাখবে না।

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। সর্ব্বনাশ হলো, মহারাজ আগুণ মানেন না, জল মানেন না, ঐ হরি হরি ব'লে, হ্রদে ঝাঁপ দিলেন, আমি ভেবে পাচ্চিনে কি উপায় করবো!

১ম রক্ষী। সেনাপতি মশাই রক্ষা করুন, কুমারকে নিয়ে তো বিভ্রাটে পড়লেম, গিরিশৃঙ্গে আরোহণ ক'রে রাজকুমারকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌লেম, অকস্মাৎ সমুদ্র থেকে একখানা কাল মেঘের মত উঠলো, আমরা অস্ত্র মার্‌লেম্, দন্তে অস্ত্র ধর্‌লে, চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম! রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে তীরে উঠলো, আমরা পুনর্ব্বার আক্রমণ কর্‌লেম, সে মেঘবর্ণ বীরপুরুষ গর্জ্জন কর্‌লে, গর্জ্জনে শত শতজন মূর্চ্ছিত হলো, আমরা প্রাণ ভয়ে পলায়ন ক'রেছি, কুমার নিরাপদে পুরে প্রবেশ করেছেন।

সেনা। সকলি বিচিত্র! এ সেই হরি নিশ্চয়, রাজার কাছে চল।

২য় রক্ষী। মহাশয় রাজকোপে সর্ব্বনাশ হবে।

সেনা। না না রাজা বুঝেছেন তোমাদের অপরাধ নাই, হরি অতি ক্ষমতাশালী, চল রাত্র গেল বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

১ম রক্ষী। মহাশয় প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হ'য়ে ছুটেছিলেম।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—•—

রাজসভা।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। দেখা দিয়ে কোথায় লুকায়,
পাছে পাছে অরি ধরিতে না পারি
এরূপ কেমনে করি নাশ,
দেখি দেখি কোথায় মিশায়।
এই এই পুনঃ দেখি নেই,
কভু জলে কভু বা অনলে,
কভু বৃক্ষে গগণমণ্ডলে
নাচে কুতূহলে,
ধেয়ে গেলে তথা আর নেই।
নিশ্চয় নিকটে আছে,
কিন্তু দুরাশয় মহা মায়াময়,
হেন বৈরী কেমনে করিব পরাজয়,
চোরা রীতি করে চুরি রণ
এ দুর্জ্জন শাসন-অধীন নয়,
নিশ্চয়, নিশ্চয় হেথা
কোথা আছে অরি।

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। মহারাজ!
রাজ্যে দেখি সকলি অদ্ভুত,
বুদ্ধি হয় পরাভব,
বাঁধিয়ে প্রস্তরে কুমারে সাগরে
যবে করিল নিক্ষেপ—
জল হ'তে অকস্মাৎ উঠিল পুরুষ;
নবজলধর-জিনি কলেবর
শিখিপাখা শোভা পায় শিরে,
কুমারে লইয়া কোলে খুলিল বন্ধন।
রক্ষিগণ—
অস্ত্র বরিষণ করিল সকলে মিলে
দন্তে ধরি লইল সে পুরুষ দুর্জ্জয়,

ভীমনাদে করিল গর্জ্জন,
কত শত জন ত্যজিল জীবন তাহে।
কেহ মূর্চ্ছাপ্রায়
কেহ দ্রুতপদে পলাইল,
নাহি জানি—
রাজ্যে কিবা জঞ্জাল ঘটিল,
নিরাপদে রাজপুরে ফিরেছে কুমার।

রাজা। এই হরি! শীঘ্র বল কোন্ সিন্ধুমাঝে
দেখা দেছে দুরাচার,
এখনি বধিব তারে।

সেনা। মহারাজ!
শত্রু আর নাহি সিন্ধুমাঝে ;
কভু জলে কভু শত্রু অনলে বিরাজে,
সাগরে কি পাবে নিদর্শন।

রাজা। সেনাপতি সত্য তব কথা,
দুর্ম্মদ দুর্ম্মদরূপ হরি,
ডাকহ প্রহ্লাদে
অবশ্য সে তত্ত্ব জানে,
যদি কোথা দেখা তার পাই
অমরত্ব নাহি আর চাই,
হরির শোণিতে নিভাই মনের জ্বালা,
ডাকহ প্রহ্লাদে,
কৌশলে জানিব কোথা হরি!

সেনা। প্রভু! রক্ষীগণে কুমারে আনিছে।

(রক্ষীগণসহ প্রহ্লাদের প্রবেশ।)

রাজা। সত্য কহ পুত্র মোরে
কোথা তোর হরি,
কহ বার বার
ব্যাপি ত্রিসংসার
হরি তোর বিরাজিত,
কিন্তু রাজচর করে অন্বেষণ
হরি-দরশন কেহ কেন নাহি পায়?
বল সত্য বল,
হরি সনে কোথা দেখা হলো,
কেমনে সে ভুলালে তোমারে?
সাগর-মাঝারে কেমনে বা এল,
কেবা তত্ত্ব দিল
ঘুচাও সংশয়, নাহি আর ভয়,
কহ কি প্রমাণে
জান হরি জগৎবিহারী?

প্রহ্লা। পিতা! ভক্তিমাত্র হরির প্রমাণ ;
নাহি স্থান নাহি হেন ধাম
হরি যথা নাহি বিদ্যমান,
বাঁকা বংশীধারী ত্রিসংসারতারী,
হরিময় ত্রিভুবন,
অন্তরে বাহিরে নেহার হরিরে,
রবিশশী দিবা নিশি করে গুণগান,
বহে সমীরণ হরি-সঙ্কীর্ত্তন ক'রে,
সাগর-কল্লোলে হরি হরি ব'লে,
হরিনাম করে জলধর,
ভূচর খেচর আদি চরাচর
হরি পরাৎপর নতশিরে মানে সবে।
ক্ষুদ্র কীটে অথবা অমরে
সমভাবে শ্রীহরি বিহরে,
বিশ্বপরমাণু সম পূর্ণ হরিপ্রেমে।

রাজা। রাখ রাখ বাক্য আড়ম্বর,
দেহ মোরে স্বরূপ উত্তর,
এই স্থানে আছে কি রে হরি?

প্রহ্লা। হরি জগৎময়,
একথা নিশ্চয়, সংশয় না কর তায়।

রাজা। এই যে স্ফটিক স্তম্ভ দেখ বিদ্যমান,
ইহাতে কি আছে তোর
প্রভু ভগবান্?

প্রহ্লা। হরি বিদ্যমান স্তম্ভের ভিতর।

রাজা। মমতায় নিজহস্তে বধি নেই তোরে,
যদি না দেখাও হরি স্তম্ভের ভিতর
খড়্গাঘাতে ল'ব তোর প্রাণ।

প্রহ্লা। পিতা নিশ্চয় এ কথা—
আছেন শ্রীহরি এই স্তম্ভের ভিতর।
রাজা। আ রে ভ্রাতৃ-ঘাতী কপট পামর,
স্তম্ভে আছ লুকাইয়ে।
(রাজার স্তম্ভে পদাঘাত ও ভীষণ গর্জ্জন সহিত নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব।)
এই হরি! বুঝি বৃথা হয় বর,
চরাচরে হেন মূর্ত্তি নেই,
তবু বীরকার্য্য না ভুলিব।
(গদাঘাৎ)
দিবারাত্র জলে স্থলে মৃত্যু নাহি মোর,
আরে রে পামর,
কি করিবি নরসিংহরূপ ধরি ?
নৃসিং। সন্ধ্যাকাল নহে দিবানিশি,
নহে জলে স্থলে জানুপরে ত্যজ প্রাণ,
বল্ নাহি প্রেম সম।
(সংহারোদ্যত)
রাজা। প্রতারণা ক'রেছ শঙ্কর ;
হরি তুমি বলবান্!
আহা, কি মোহন মূরতি তোমার
হেনরূপে কেন নাহি দিলে দেখা,
মনোহর ত্রিভঙ্গিম শ্যামল সুন্দর,
হৃদ্‌পদ্মে দেহ শ্রীচরণ।
(মৃত্যু)
(দেব দেবীগণের প্রবেশ।)
দেবগণ। শান্ত কর প্রভুরে প্রহ্লাদ,
নহে পদভরে যায় ধরা রসাতল।
প্রহ্লা। প্রভু মজে ত্রিভুবন,
ক্রোধ কর সম্বরণ,
হের সভয় হৃদয় দেবগণ,
করজোড়ে করে অবস্থান,
সৃষ্টি রাখ সৃষ্টিরকারণ।
নৃসিং। আয় আয় ভক্ত সদাশয়
কোলে ল'য়ে জুড়াই হৃদয়,
আমা হেতু সহিয়াছ অশেষ তাড়না
প্রহ্লা। প্রভু রূপ হেরি সভয়হৃদয়,
দেখা দাও মদনমোহন-ঠামে।
নৃসিং। অবোধ সন্তান হেতু এরূপ ধারণ,
যুগ প্রয়োজন,
নেহার নয়ন মুদি ত্রিভঙ্গমুরতি।

গীত

খাম্বাজ—একতালা।

সকলে।—
দৈত্যদম্ভভঙ্গ, নরসিংহ ভীমরঙ্গ,
গর্জ্জন ঘন, দুর্জ্জন মন, কম্পিত আতঙ্কে।
স্তম্ভগর্ভে অঙ্গ ধারণ,
ভক্তাধীন নারায়ণ,
ভক্তচিত্তমত্তপ্রেমে নর্ত্তন তরঙ্গে।
অপার করুণা হরি,
অরি পায় পদ তরি,
হরি তুমি কারু নও অরি ;
সখা ব'লে খেল সখা প্রেমিকের সঙ্গে,
হের দীনে অপাঙ্গে।

যবনিকা পতন

চৈতন্য-লীলা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।		স্ত্রী	
জগন্নাথ মিশ্র	.. নদীয়া-নিবাসী ব্রাহ্মণ	শচীদেবী	মিশ্রের স্ত্রী
নিমাই	.. মিশ্রের পুত্র শ্রীচৈতন্য অবতার।	লক্ষ্মীদেবী	নিমায়ের ১ম পত্নী
		বিষ্ণুপ্রিয়া	নিমায়ের ২য় পত্নী
নিত্যানন্দ	.. অবধৌত		
গঙ্গাদাস	.. অধ্যাপক		
অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ	.. বৈষ্ণবগণ		
হরিদাস	.. যবন বৈষ্ণব		
জগাই, মাধাই	.. পাষণ্ডদ্বয়		

[পাপ, ষড়্রিপু, কলি, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, মুনিঋষি, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী-গণ, অতিথি, ব্রাহ্মণগণ, গণক, সন্ন্যাসী, ভট্টাচার্য্যদ্বয়, বৈষ্ণবগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।]

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাপের সভা।

(পাপ ও ছয় রিপু।)

পাপ। যত্নবান্ কর্ম্মাধ্যক্ষ তোমরা আমার,
মম অধিকার ক'রেছ প্রচার,
বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি
নাহি পায় স্থান;
কোথা প্রস্থান ক'রেছে তারা,
কৈ দেখি নাহি বহুদিন;
কার্য্যাধ্যক্ষ প্রবীণ সকলে,
দেহ পরিচয়, কেবা কি কৌশলে
রাজ্য মম করহ বর্দ্ধন,
যথাযোগ্য পুরস্কার দিব জনে জনে;
কর কাম গুণগ্রাম ব্যাখ্যা তব।

কাম। কিবা নাহি জান মাতা,
মম শক্তি তোমার কৃপায়,
কুৎসিত প্রকৃতিরূপা তুমি,
ব্যাপি আকাশ পাতাল ভূমি—
চিরদিন করহ বিহার,
মোহিনি তোমার
বর্ণিবারে কেবা পারে,
শুন মাতা যথাসাধ্য করি তব কাজ;
বসে নারী বিলাস-ভবনে
বিলোল নয়নে—
দর্পণে অধরে রাগ হেরে;
কাকপক্ষ সম,
নিতম্ব লুণ্ঠিত সুচিকণ কেশজাল,
যবে বামা সীমন্তে বিভাগ করে,
মনো-লোভা ধবল সরল
প্রতিবিম্ব করি দরশন
ক্ষুন্নমন;—
সুগন্ধের ভার কুসুমের হার
পরে গলে,
দোলে মালা পীন পয়োধরে;
ধীরে ধীরে কামিনীরে কহি,
কেনলো কেনলো সুলোচনে,
একা হেথা বসি অযতনে,
যুবা মন করি আকর্ষণ
কেন নাহি রাখ বেঁধে?
যাও যাও অলসে কি হেতু রও,
দম্ভ ক'রে যুবাগণে সহ বা কেমনে,
কেন না কাঁদাও,
চরণে না লুটাও সবারে;
দেখলো নিবিড় কেশজাল,
যাহে যুবা-মন ক্ষুদ্র মীনসম
শত শত রহিবে জড়িত;
দেখ দেখ কটাক্ষে তোমার
কত শত ফুলশর,—
মন্মথমোহিনী অধরে দেখ না রাগ,
হেরে তোর পীনপয়োধর
কার প্রাণ না হবে কাতর?
বিচঞ্চল লাবণ্যের জল
ঢল ঢল কলেবরে,
হেরে তৃষানল প্রবল না হবে কার?
স্থিরমনে শুনে বামা,
উঠে সে ঈষৎ হাসি—
প্রতিবিম্ব আরসি সম্মুখে ধরে;
ধায় বিমোহিনী দিগ্বিজয় করিবারে।
অলস হেরিলে নরে, কহি গিয়ে তারে
কি কর হে ভুবনমোহন;
দেখ দেখ মরে নারী তোর তরে,
যাও ফুল-শয্যা পরে,
আদরে তোমারে হৃদয়ে ধরিবে বালা;
ভৃঙ্গ তুমি নানা ফুলে পিয় মধু।
শুনি মম মধুর বচন,
কুৎসিত যে জন
রতিপতি ভাবে আপনারে;
হেথা ধনী আঁখি বাণ হানে
বিচলিত প্রাণে,
ছলনায় যুবক যুবতী মরে,
ভুঞ্জে শেষে বিষময় ফল
দিবারাতি দহে অন্তঃস্থল,
পশে তব অধিকারে;
না ফুরায় হায় হায় তার।

পাপ। কহ ক্রোধ তব কার্য্য কিবা?

ক্রোধ। রণ, সৃজন আমার,
মম উপদেশে বিচার হারায় নর,
হত্যা পরস্পর,
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,
বধে বৃদ্ধে, অবলায় নাহি করে দয়া,
বধে নিজ জায়া,
বধ করে আপন সন্তান;

যোগী, ভোগী, বালক, রমণী
সবারে উন্মত্ত করি,
চৈতন্য হারায়—
পশে আসি তব অধিকারে
নাহি মম বাক্যের পটুতা,
অধিক বলিতে নারি।

পাপ। লোভ মম কিরূপে করহ হিত?

লোভ। আমি যথা যাই, হিত তথা নাই,
পুত্র দেয় পিতারে গরল,
ছল শিখে সরল বালক-
নরকের আধিপত্য বাড়ে;
হত্যা, প্রতারণা, কে করে গণনা,
কত হয় প্রভাবে আমার,
অধিক কি কব মাতঃ?

পাপ। কহ মোহ! কেমনে মজাও নরে?

মোহ। কি কব জননী,
বেড়িয়ে অবনী—
দেখ মম প্রভাব বিস্তার;
কাম, ক্রোধ, লোভ করে বল,
সকলি মা আমার কৌশল;
মৃত্যুমুখে যায়
নাহি স্মরে দেবতায়,
তবু ফিরে চায় সজল নয়নে,
বিষময় বিষয় ভোলে না,
তবু বলে "আমার আমার;"
পুত্র পরিবার;
বুঝ মাতা নরক বিস্তার
হয় বা না হয় ইথে।

পাপ। মদ! কিবা মহিমা তোমার?

মদ। আমি, আমি কথা লোকময়,
দাস তার মূলাধার,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ
বল কি করিত
আমি যদি না রহিতাম মানব-হৃদয়ে;
বিনা অহংকার
বল মাতা পতন কাহার,
মম ছলনায় নর পরাজয়,
তাই অন্য রিপু পায় স্থল।

পাপ। হে মাৎসর্য্য করহ বর্ণন,
নরক বর্দ্ধন তুমি বা কিরূপে কর?

মাৎস। যদি মাতা কর গো প্রত্যয়,
একা আমি করি সমুদয়;
অতি হীন শ্রেষ্ঠভাবে আপনায়,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ পরাজয়,
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার;
বুদ্ধি তারে বলে
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই,
গুরু কেবা,
কিবা উপদেশ দেবে,
ভাবে মনে ভ্রান্ত সর্ব্বজন,
সাধুবাক্য ঠেলে সর্ব্বক্ষণ,
অধিকার বর্দ্ধন করে মা তব।

(নেপথ্যে হরিধ্বনি।)

পাপ। এ কি! বধির শ্রবণ!
বজ্রনাদে উঠে ধ্বনি ভেদিয়া গগন!
কহ রিপুগণে—
কিরূপ শাসন স্বীকার?
হেন জয়োল্লাস কত দিনে হবে দূর?

সকলে। বুঝিতে না পারি মাতা,
অকস্মাৎ কি হেতু এ রব।

(কলির প্রবেশ।)

কলি। শুন শুন সর্ব্বনাশ হইল উদয়,
এত দিনে গেল তব অধিকার,
কাঁপিছে অবনী, শুন হরিধ্বনি!

পাপ। কিসের এ গণ্ডগোল কহ মহাশয় ?
কলি। বচন না যুয়ায় আমার,
চৈতন্য হ'লেন অবতার,
মজিল মজিল, অধিকার গেল তব।
পাপ। কেন কি করিবে চৈতন্য আমার ?
কলি। জনমে যাহার
হরিধ্বনি রটিল সংসারে,
ভেবে দেখ কি হবে তখন,
যবে প্রভু !—
সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি দেশে দেশে,
হরিনাম দিবেন সবারে।
পাপ। ওহো! বুঝিলাম কলরব কিবা হেতু।
দেখ, রাহু গ্রাসে শশধর,
গ্রহণ সময় চিরদিন এই রব হয়,
নাহি ভয়, যাবে সব রিপুর তাড়নে।
কলি। কি করিতে পারে রিপুগণে,
ভক্তজনে রিপুর কি অধিকার,
রিপু দাস তার ;
ভক্ত-অবতার উদয় চৈতন্যরূপে।
পাপ। কহ প্রভু, কেবা এ সংসারে
যার হৃদে নাহি বিঁধে অঙ্গনার আঁখি,
রোষ যারে অবশ না করে,
লোভে নাহি ঘোরে,
না হয় আচ্ছন্ন মোহে,
কেবা ধরে কায় মদ না নাচায় যারে,
নর-কলেবরে মাৎসর্য্যে কে অনাদরে।
কলি। শুন শুন ভক্তে নাহি জ্ঞান,
কিঙ্কর সমান
কাম তার কার্য্যে রবে রত,
অশ্বসম—
নিত্যধামে বহি লয়ে যাবে তারে ;
চিত্তের দমনে নিয়োগ করিবে ক্রোধে;
লোভ কি করিবে, লোভে ফিরাইবে
পাইতে পরম পদ,—
মোহে অনিবার, নয়নের ধার
বহিবে ঈশ্বরপদে,
মদে মত্ত রবে ঈশ্বর সাধনে সদা,
মাৎসর্য্যে তাড়িবে, সদা কবে
বল্ ওরে বল্ কেবা সনাতন ?
ষড়্‌রিপু করিয়ে মোহন
সাধিবে আপন কাজ,
হেরি বিভু পরম সুন্দর—
নশ্বর সৌন্দর্য্য নাহি চাবে ;
মহাকামে উন্মত্ত রহিবে
করযোড়ে ইন্দ্রিয় থাকবে সদা।
পাপ। ভাল দেখিব কেমন—
যৌবনে ইন্দ্রিয় নাহি পূজে।
কলি। জীবন যৌবন—
সনাতনে যে করে অর্পণ,
আত্ম-বিসর্জ্জন প্রাণের সুসার যার,
তার সনে দ্বন্দ্ব কার সাজে ;
শিখাইতে আত্ম-বিসর্জ্জন
প্রেমের জনম,
নারায়ণ প্রেমে অবতার।
অধিকার গেল এত দিনে,
চল মিশ্রের আলয়
চখে দেখে ঘুচাও সংশয়,
একাধারে রাধাকৃষ্ণ অবনীতে।
পাপ। ভাল যদি ঈশ্বর-কৃপায়,
রিপুচয় পায় পরাজয়,
যুক্তি আর বিজ্ঞান-সহায়ে
শাসন করিব ধরা।
কলি। ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায়,
হেরি তরঙ্গ-নিচয়
সভয়হৃদয় বিজ্ঞান পলায় দূরে।
মদনমোহন—
মাধুরী করিলে দরশন
গলিবে প্রস্তর হৃদি তব,

পরাভব আপনি মানিবে,
এস লহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পাপ। হায় কব কারে মনের বেদনা;
এবে ত্রিসংসার তব অধিকার
তবু কিহে পীড়ন সহিতে হবে?
চল যাই দেখি কে জন্মিল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

(বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি।)

বিবেক। কহ দেবী,
আর কিবা কাজে রব ধরা-মাঝে,
কোথা পাব স্থান করিতে বিশ্রাম
ঘুরিতেছি দিবানিশি;
অতি আশে প্রবেশি যে পুরে
নৈরাশ অধিক তথা,
ভ্রমিলাম কত স্থান লইতে আশ্রয়,
ভয় পেয়ে আইলাম পলায়ে সত্বর;
হেরিলাম পর্ব্বত-গহ্বরে,
ব'সে অন্ধকারে,যোগে মগ্ন যোগিগণ,
দূর হতে হেরিয়ে আকার
হ'লো মনে আশার সঞ্চার;
মনে হলে এখন গো হৃদয় শুকায়,
পূর্ণ কামনায় মাৎসর্য্যের দাস সবে,
গরিমা অন্তরে নরে ঘৃণা করে
যোগবলে অষ্ট সিদ্ধি চায়;
বিনা ঈশ্বর কৃপায়
শক্তি পারে আপন চেষ্টায়,
হেরে সে সবারে
আইলাম পলাইয়ে দূরে,
জিজ্ঞাসহ মম সহোদরে,
বৈরাগ্য আছিল সাথে।

বৈরাগ্য। দেবী সত্য যাহা বিবেক কহিল।
হেরিলাম দীর্ঘ জটাধারী
ব'সে আছে নয়ন মুদিয়ে,
কাছে গিয়ে কি দেখিনু!
পদশব্দে চাহিল নয়ন-কোণে
ভাবে মনে কেবা আসে—
দিবে কি আমারে কিছু।
অতি লোভী অল্পে নাহি তোষ,
কারে রোষ সন্তোষ কাহার প্রতি,
সঙ্গ তার তখনি ত্যজিনু।

বিবেক। শুন পুনঃ অদ্ভুত কথন,
কতদূর গিয়ে দেখি ব'সে একজন
চিন্তায় মগন—
ত্যজিয়ে বিষয়, রিপু করি জয়
ভাবে মনে মানবের হিত,
চিন্তা নিরন্তর কিসে সুখী হবে নর,
কিন্তু হায় চিত্ত তার ঘোর অন্ধকারে,
ভাবে, বিজ্ঞান কেবল মানবের বল
কত মত করিছে কৌশল,
তড়িৎ-কিঙ্করী, সদা আজ্ঞাকারী
দেশে দেশে বার্ত্তা বহে তার;
লয়ে বাষ্পযান তুচ্ছ করে স্থান,
সাগর-হৃদয় দলিত করিয়ে যায়;
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্য জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী;
লিখে দম্ভভরে
ঈশজ্ঞান অনর্থের হেতু,
মহা ভয়ে দ্রুত আইনু পলায়ে।

বৈরাগ্য। কেহ তন্ত্র করিয়া আশ্রয়,
অধর্ম্মেরে দিতেছে প্রশ্রয়,
না বুঝিয়ে মর্ম্ম ত্যজে লোকধর্ম্ম,

মদ্য মাংস রমণী লইয়ে খেলা,
এ হেন ধরায় কেমনে রহিতে বল ?

ভক্তি। এল আনন্দের দিন, চিন্তা কর দূর
গোলোকবিহারী হরি, ধরায় উদয় !
হেরি জীবের দুর্গতি,
আপনি শ্রীপতি,নব ভাবে অবতার,—
একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা;
দ্রব হবে শিলা,—
হরি নাম শুনে তাঁর মুখে।
রসের তুফান, বহিবে উজান,—
বাহ্য রাধা অন্ত কৃষ্ণ অপূর্ব্ব এ ভাব ;
হেন ভাব হয় নাই কোন যুগে।
ধন্য ধন্য কলির মানব—
হরিনাম উৎসব—
পাইবে দুর্লভ পদ সবে,
শাখি পাখী প্রেম-পূর্ণ হবে
হরিনাম হরিনাম ধরাময়।
(নেপথ্যে হরিধ্বনি।)
শুন শুন সিন্ধুনাদ জিনি কাঁপায়ে অবনী
হরিধ্বনি শুন রে উল্লাসে,
ধন্য ধরা—নদীয়ায় এ'ল গোরা,
দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরীগণে
আসিতেছে হরি-দরশনে ;
দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোল
মুনি ঋষি আসিছে সকল,
হরিবোল, নাহি আর হরিবোল বিনা,
নাচে বাহু তুলে হরি হরি ব'লে
ত্রিভুবনে হরিগুণ গায়,
গোলোক কে চায়,
মোরা সবে রহিব ধরায়
সাঁতারিব প্রেমের সাগরে ;
চল চল হরি ব'লে
দেখি গিয়ে মদনমোহন।
[সকলের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণের প্রবেশ।)

সকলে গীত।

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

পুরুষগণ।
কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারি।
স্ত্রীগণ—
মাধব মনমোহন মোহন মুরলীধারি।
সকলে—
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।
পুরুষগণ—
ব্রজ-কিশোর কালীয় হর কাতর ভয়-ভঞ্জন।
স্ত্রীগণ—
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা হৃদিরঞ্জন ॥
পুরুষগণ—
গোবর্দ্ধন ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ
দামোদর কংস-দর্পহারি,
স্ত্রীগণ—
শ্যাম রাস রসবিহারি,
সকলে—
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার ॥
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চণ্ডীমণ্ডপ।

(জগন্নাথ মিশ্র ও পণ্ডিত।)

মিশ্র। শুন আশ্চর্য্য বিবরণ,
হেরিলাম গৃহিণীর অদ্ভুত বিকাশ,
অকস্মাৎ বেড়িল উজ্জ্বল জ্যোতি।

একদিন কহিল আমারে,
"দিবানিশি শুনি শূন্যে আনন্দের ধ্বনি,
নৃত্য গীত কঙ্কনের রোল,
ধীরে পশে শ্রবণে আমার,
কভু অজানিত কুসুম-সৌরভে
দিক্ পূর্ণ হয় জ্ঞান,
হলে অন্যমন।
স্তুতিবাদ শ্রবণে পরশে,
যেন অহর্নিশি কেবা আসে কেবা যায়,
গর্ভে মম সন্তান সঞ্চার,"
তাই এ লক্ষণে ভয় হয় মনে,
দেবলীলা বুঝিতে না পারি।
শুনি গৃহিণীর বাণী
অকস্মাৎ হইল স্মরণ
অদ্ভুত স্বপন-কথা ;
যামিনীর শেষে নিদ্রা-ঘোরে অচেতন
হেরিলাম জ্যোতিরাশি অতীব উজ্জ্বল,
পশিল হৃদয়ে,
দেহ মম আনন্দে পূরিল,
দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্দেহী কয়জন
বেড়িল আমায়,
আরম্ভিল, নৃত্য গীত করতালি দিয়া,
কহিল সকলে—
ভাগ্যবলে দেহে তোর
পশিলেন ভগবান্
তোমা হতে—
ভব প্রকৃতিতে করিবেন অবস্থান।"
কহ বুধগণে—
এ লক্ষণে কিবা হয় অনুমান ?

পণ্ডিত। মীমাংসা করিতে কিছু নারি,
অদ্ভুত লক্ষণ—
হেরিলাম শিশু-কলেবরে,
উচ্চ লগ্নে জন্মিল কুমার,
বেড়িয়াছে উজ্জ্বল কিরণ,
এই সবে শ্যামবর্ণ হলে সংঘটন—
নারায়ণ হইত নির্ণয় ;
বর্ণ বিনা অবতার লক্ষণ যে সব
অবয়ব সকলি প্রকাশে,
কিন্তু বর্ণে মনে জন্মিছে সংশয়।

(মুনি ঋষি ও বিদ্যাধরীগণের পুনঃ প্রবেশ।)

সকলে — গীত।

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

পুরুষগণ—
কার ভাবে গৌর বেশে যুড়ালে হে প্রাণ।

স্ত্রীগণ—
প্রেম-সাগরে উঠ্‌লো তুফান,
থাক্‌বে না আর কুলমান।

সকলে—
মন্ মজালে গৌর হে॥

পুরুষগণ—
ব্রজমাঝে রাখাল সেজে,
চরালে গোধন।

স্ত্রীগণ—
ধ'র্‌লে করে মোহন বাঁশী
মজ্‌লো গোপীর মন।

পুরুষগণ—
ধ'রে গোবর্দ্ধন রাখ্‌লে বৃন্দাবন।

স্ত্রীগণ—
মানের দায়, ধ'রে গোপির পায়
ভেসে গেল চাঁদবয়াণ।

সকলে—
মন্ মজালে গৌর হে॥

মিশ্র। কহ, মোর কুমারে হেরিয়ে
হরি ব'লে নৃত্য কর কি হেতু সকলে,
একে একে অষ্ট কন্যা দিয়েছি শমনে;

তাই শঙ্কা হয়, সুলক্ষণ এ তনয়
রবে কি যুড়াতে আঁখি ?
বল সত্য বল কেন কর হরিগুণ গান।

১ম ঋষি। নবদ্বীপে নয়ন কি নাহি কারু,
হেরি পূর্ণ অবতার
মনের বিকার দূর নাহি হয় কার !

পণ্ডিত। অবতারে যে সব লক্ষণ
অবয়বে করি দরশন,
কিন্তু হেরি গৌউর বরণ ;
বিস্ময় হ'তেছে মনে—
শ্যামবর্ণ অবতার চিরদিন।

১ম-ঋষি। অদ্ভুত এ লীলা—
এক অঙ্গে রাধাশ্যাম !—
পুরুষ প্রকৃতি এক দেহে রতি
জীবে গতি করিতে প্রদান,
বুঝহ যুক্তিতে, ঈশ্বর শক্তিতে
আহ্লাদিনী শক্তিসার,—
আহ্লাদিনী শক্তির আধার।
গৌর আকার
এক অঙ্গে স্বগুণ নির্গুণ।

১ম বিদ্যাধর। অত কেন তর্ক নিরূপণ,
হেন রূপ মদনমোহন
ত্রিভুবন কখন কি করিয়াছে দরশন ?
রূপে প্রাণ গলে—
মুগ্ধ মন আপন পাসরে,—
প্রেমের তুফান
সংসার-সাগরে খেলে,
গৌরাঙ্গ অন্তরে, গৌরাঙ্গ বাহিরে
গৌরাঙ্গ জগৎময়।
এল গুণমণি, পবিত্র অবনী
হরিধ্বনি তোল সবে।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

গীত।

দেশ মিশ্র—যৎ।

পুরুষগণ—
একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে।
স্ত্রীগণ—
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা,
কাঁদ হে গৌর সাজে।
সকলে—
দেখরে প্রেমের খেলা মন আমার।
পুরুষগণ—
আনন্দে ভাস্‌লো ধরা, এল গৌরচাঁদ।
স্ত্রীগণ—
মন্ মজালে মোহন বেশে,
পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।
পুরুষগণ—
হরিনাম রট্‌লোরে দেশে।
স্ত্রীগণ—
প্রেম বিলায়ে প্রেম-নীরে ভেসে।
পুরুষগণ—
পিবে সুধা প্রাণ পদরাজীব রাজে।
স্ত্রীগণ—
দাঁড়াবে বাঁকা হ'য়ে হৃদয়-মাঝে।
সকলে—
দেখ রে প্রেমের খেলা মন আমার।

ৢয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

(নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ।)

১ম বালক। নিমাই লিখ্‌তে আস্‌বে না ?
নিমাই। না ভাই বাবা মানা ক'রে দেছে,
তোরাও যাস্‌নি, আজ খেলা ক'র্‌বো।

১ম বালক। গুরুমশাই তো মার্‌বে ভাই।

নিমাই। না মার্‌বে কেন ফিকির ক'র্‌বো এখন।

১ম বালক। তোর বাপ ভাই তোকে লিখ্‌তে যেতে দেয় না কেন ?

নিমাই। দাদা যে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল, আমি কি আবার সন্ন্যাসী হয়ে যাব, তাই লিখ্‌তে যেতে দেয় না, আয় ভাই খেল্‌বি আয় ?

১ম বালক। গুরুমশাই তো ভাই মার্‌বে না।

নিমাই। মার্‌বে কোথা, পালিয়ে থাক্‌বো এখন।

বালকগণ। তুই ভাই তবে ফিকির করিস।

নিমাই। তা ক'র্‌বো এখন, কৃষ্ণলীলা খেলি আয়।

গীত।

বিভাষ—একতালা।

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মায়ী।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই।
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মোহন মুরলী ;
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ, কাঁহামে পাই।
কাঁহা মেরি যমুনাতট,
কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরী, কাঁহা হামারা রাই।

বিভাষ—কাওয়ালী।

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে ব'লেছিল কুঞ্জে যেন এসে না।
রূপের বড় গরব করে রাই
দেখ্‌ব এবার মন যদি তার পাই,
এবার গৌর হয়ে,
ধ'র্‌ব পায়ে আর ত কাল রব না।
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে ঘরে ত মন বসে না॥

নিমাই। ডাঁড়া ডাঁড়া ভাই ওই অতিত্ আবার ভাত্ নিয়ে চোখ্ বুজে বসে আছে, আমি ওর এঁটো ক'রে দিই—দু' বার এঁটো ক'রেছি, এই বার হ'লে বার বার তিন বার হয়।

(অন্ন ভক্ষণ।)

অতিথি। একি! তুমি আবার উচ্ছিষ্ট ক'র্‌লে ?

নিমাই। কেন, তুমি যে আমার খেতে ব'ল্‌লে।

অতিথি। এত সামান্য কথা নয়, তোমায় খেতে বল্লেম ?

নিমাই। না বল্‌লে তোমার ভাত খাব কেন ?

অতিথি। প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপ্‌নি নারায়ণ বালকরূপে, আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

জয় জয় জনার্দ্দন মুকুন্দ মুরারি।
জয় জয় শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারি।
নম মৎস্য-কলেবরে বেদের উদ্ধার।
নম কূর্ম্মদেহে ধর পৃথিবীর ভার।
নমস্তে বরাহরূপে ধরণী দশনে।
নম নরসিংহরূপে দানব দলনে।
নমস্তে বামনরূপে বলির ছলন।
নম ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয় শাসন।
নমস্তে ধনুকধারী দর্পহারি রাম।
নমস্তে অনন্ত-শক্তি হলধর নাম।

নম নম ঘনশ্যাম গোপিনী মোহন।
কল্কীরূপী নম নম ম্লেচ্ছ বিনাশন।
পুন নরদেহধরি,
কি ভাবে এসেছ হরি—
গৌরাঙ্গে কি লীলা অনুপম।
ভক্তের আনন্দ-মেলা
কি ভাবে করহ খেলা,
ঘুচাও এ অজ্ঞানের ভ্রম।
কৌমুদি ঠিকরে অঙ্গে,
বল কিবা নবরঙ্গে
কি ভাব-তরঙ্গ নদীয়ায়!
দেখা দেছ কৃপা করি
বন্ধন ঘুচাও হরি,
রেখ হে দুর্লভ রাঙা পায়।

নিমাই। চল্ ভাই গঙ্গাতীরে যাই,
নৈবিদ্দি কেড়ে খাইগে।

১ম বালক। না ভাই সব মার্‌তে আসে,
গালাগাল্ দেয়।

নিমাই। আমি তোদের কেড়ে দেব এখন,
চল্‌না।

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।

(মিশ্রের প্রবেশ।)

মিশ্র। ঠাকুর আপ্‌নি আহার করেন নাই?

অতিথি। আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি, মিশ্র তুমি বড় ভাগ্যবান্, তোমার পুত্ররূপে ভগবান্ বিহার কচ্চেন,আমি মহাপ্রসাদ ধারণ ক'রেছি, আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। তোমার পুত্রের চরণ-কৃপায় জগৎ পবিত্র হবে, তোমার অতিথি সৎকারে চরিতার্থ হলেম, এখন এই দক্ষিণা দাও, তোম্‌রা স্ত্রীপুরুষে দাঁড়াও আমি প্রণাম ক'রে যাই।

মিশ্র। সেকি প্রভু! আপনার অন্নব্যঞ্জন সকলি প'ড়ে রয়েছে।

অতিথি। আমি মহাপ্রসাদ লয়ে যাব, দেশে দেশে বিতরণ ক'র্‌ব, মিশ্র মায়ায় বুঝ্‌তে পাচ্চ না তোমার পুত্র কে? তোমার গৃহিণীকে ডাক, তোমরাও সামান্য নও।

মিশ্র। গৃহিণী, গৃহিণী দেখ সর্ব্বনাশ, নিমাই অতিথির অন্ন আবার উচ্ছিষ্ট ক'রেছে;—

(শচীর প্রবেশ।)

শচী। এঁ্যা কি সর্ব্বনাশ! নিমাই কোথা গেল, এই যে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম, প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অতিথি। শোন, আমি যখন ইষ্টদেবকে নিবেদন ক'রে দিই,আমার বোধ হ'লো তিনি প্রসন্ন হ'য়ে অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ ক'রছেন; চেয়ে দেখি তোমার বালক ভক্ষণ ক'র্‌ছে। তিনবারই এই ভাব আবার ধ্যান করে দেখি ইষ্টদেবত প্রসন্ন হয়ে ভক্ষণ কর্‌ছেন। তোমা বালকই আমার ইষ্টদেবতা, উভয়ে আশীর্ব্বাদ কর,ইষ্টদেবতার পদে আমা মতি থাকুক। আমি বিদায় হলেম, কিছু সঙ্কুচিত হ'ও না, পরম বন্ধু তোমার গৃহে।

গীত।

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় জয় ভবতারণ
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীত ভয়বারণ॥

যুগে যুগে রঙ্গ,
নব লীলা নব অঙ্গ,
নবতরঙ্গ নব প্রসঙ্গ, ধরা-ভার ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি,
বিতর রাসরসবিহারী,
দীন আশ-কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রাসকারণ।

[অতিথির প্রস্থান।

মিশ্র। অদ্ভুত সকলি।
শচী। শুন প্রভু! বুঝিতে না পারি
কি আছে অদৃষ্টে আর!
বিশ্বরূপ গেছে ছেড়ে,
নিমায়ের আশা তিলমাত্র নাহি করি।
নয়ন মুদিলে শুনি
চরণে নূপুর বাজে তার,
অহর্নিশি শূন্যে ওঠে স্তুতিবাণী।
মিশ্র। আমিও বুঝিতে কিছু নারি,
নিমাই চঞ্চল অতি,
যে দিন শাসন করি
স্বপনেতে হেরি আসে দেবগণ—
সবে করে নিবারণ
শাসন করিতে মোরে,
বলে দেবতা-মণ্ডলে
নিত্যধন তোমার নন্দন
জগজ্জন-তারণ কারণ—
ধরা-মাঝে অবতার।
দেশে দেশে বিলাইবে নাম,
সদা কাঁপে প্রাণ কি হবে কি হবে,
নিমাই কি ছেড়ে চলে যাবে,—
গেছে বিশ্বরূপ
সে অবধি আশঙ্কা অধিক বাড়ে মম।
শচী। কোথায় নিমাই,
গৃহে তারে দেখিতে না পাই,
গেছে বুঝি খেলিবারে।
মিশ্র। যাও, গৃহে খুঁজে আনি তারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

গঙ্গাতীর।

(পূজায় নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ, স্ত্রীগণ, নিমাই ও বালকগণ।)

গীত।

বিভাষ-মিশ্রিত—একতালা।

নিমাই ও বালকগণ।—
আম্‌রা রাখাল-বালক
মাঠে ধেনু চরাই।
ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দে মাই।
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো
এসেছি তাই।
দে না মা যা দিবি আদর ক'রে,
আদর ক'রে দিলে মনে ধরে,
দেরি কর না মা মোরা খেলিতে যাই।
১ম স্ত্রী। এই নাও।
নিমাই। তোর সাত্‌টা ছেলে হবে, আর তোর গোলাভরা ধান হবে, ছেলেরা সব টোল্ ক'রবে;—"তুই কিছু দে মা মা।"
২য় স্ত্রী। যা যা দুষ্টুমি করিস্ না, বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি নিয়ে যাচ্ছি।
নিমাই। দিলি নি, তোর চার্‌টে সতিন হবে।
২য় স্ত্রী। না না, গাল দিস্ না, এই নে।
নিমাই। তোরও সাত বেটা হবে, টোল

ক'র্‌বে, এই সব শোন, আমি বিষ্ণু, যে যা নৈবিদ্দি আন, আমায় দাও, আমি খেলেই পূজা হবে, এই নে ভাই তোরা খাবার নে।

১ম বালক। তুই কিছু খাবি নি ভাই?

নিমাই। তোরা খা'না, আমি আবার নেব এখন।

১ম ব্রাহ্মণ। বেল্লিক, নৈবিদ্দি কেড়ে নিলি?

নিমাই। তোমার বৈকুণ্ঠে বাস হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। বেল্লিক মার খাবি।

নিমাই। কই মার না, গঙ্গা পাবে না।

(নৈবিদ্দি কাড়িয়া লওন।)

১ম ব্রাহ্মণ। আরে বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস্—সর্ব্বনাশ হবে তোর।

নিমাই। হ্যাঁ ঠাকুর সত্যি সর্ব্বনাশ হবে?

১ম ব্রাহ্মণ। এই নিলে নিলে কেড়ে নিলে।

(নিমাই গমনোদ্যত।)

স্ত্রীগণ। নিমাই ফিরে আয়, ফিরে আয়।

নিমাই। না, আমি খেলি গে।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

১ম বালক। নিমাই ফির্‌লি যে?

নিমাই। হরিবোল হরিবোল।

১ম স্ত্রী। নিমাই বল দেখি এর কেমন বর হবে?

নিমাই। আমি জানি না, তুমি হরিবোল বল, হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। এই নে না এর নৈবিদ্দি খানা।

নিমাই। না আমি ও নৈবিদ্দি নেব না, হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। দেখ্ দেখি কেমন মেয়েটী, বে করবি?

নিমাই। তোম্‌রা হরিবোল বল্‌বে না, আমি চল্লেম্।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। এই নৈবিদ্দি নে না।

নিমাই। না, ও হরি বলে না, আমি ও নৈবিদ্দি নেব না।

১ম স্ত্রী। লক্ষ্মী! হরি বল্‌তো।

লক্ষ্মী। হরিবোল হরিবোল, আমি নৈবিদ্দি দেব না।

নিমাই। আমি নৈবিদ্দি নেব না।

১ম স্ত্রী। শোন্ না নিমাই, এই মেয়েটীকে বে করবি?

নিমাই। আমায় ও নৈবিদ্দি দেয় না, আমি চল্লেম।

১ম স্ত্রী। না শোন্ না, আমরা হরিবোল দিই। তুই একটি গান গা দেখি।

গীত।

মঙ্গল-মিশ্রিত—একতালা।

নিমাই ও বালকগণ।—

রাধা বই আর নাইক আমার,
রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।
মানের দায় সেজে যোগী
মেখেছি গায় ভস্মরাশি।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে,
তারে বড় ভালবাসি॥

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।

১ম স্ত্রী। লক্ষ্মী তুই চেয়ে রয়েছিস্ কি, ওতো চ'লে গেল।

লক্ষ্মী। আমার কি ঐ বর?

১ম স্ত্রী। হ্যাঁ।

লক্ষ্মী। তবে আর আমি বে ক'র্‌তে কাঁদব না, আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা ক'র্‌বো।

১ম স্ত্রী। আর ও যে তোকে বে ক'র্‌বে না ব'ল্‌লে।

লক্ষ্মী। না আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা ক'র্‌ব।

১ম স্ত্রী। তা কান্না কিসের, খেলা করিস্।

২য় স্ত্রী। আহা নিমায়ের সঙ্গে বে হ'লে দিব্যি সাজে।

১ম স্ত্রী। তুই যে খেলা ক'র্‌বি বল্‌চিস, গান গাইতে পার্‌বি ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, অম্‌নি ক'রে গান ক'রব নাচ্‌ব।

৩য় স্ত্রী। তোমরা চল্‌লে ? দাঁড়াও না আমিও যাই।

(মিশ্রের প্রবেশ।)

মিশ্র। কই এখানেও তো নিমাই নাই।

১ম স্ত্রী। এই যে সব নৈবিদ্দি টৈবিদ্দি কেড়ে খেয়ে চ'লে গেল।

মিশ্র। এঁ্যা—নৈবিদ্দি খেয়ে গেল, কোথা গেল দুষ্ট দেখি।

১ম স্ত্রী। নাগো কিছু বলো না, কেড়ে কি নিতে পারে, আম্‌রা দিয়েছি তবে নিয়েছে।

১ম ব্রাহ্মণ। মিশ্র তোমার ভাগ্যের কথা আমরা কিছু ব'ল্‌তে পারিনা, কোন্ মহাপুরুষ তোমার সন্তানরূপে অবস্থান ক'রচে নির্ণয় করা অসাধ্য। আমি বিষ্ণুকে নৈবিদ্দি নিবেদন ক'রে দিচ্ছি, নিমাই এসে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়না ক'র্‌তে গেলেম, নিমাই পালাল, নূপুরের ধ্বনি শুন্‌লেম্, কিন্তু পায়ে নূপুর নাই, ভাবলেম আমার ভ্রম হইয়াছে, কিন্তু মৃত্তিকায় পদাঙ্কে দেখি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন, আমি বিস্মিত হয়ে রইলেম। আমি নিশ্চয় বল্‌চি তোমার পুত্র সামান্ত নয়, তুমি শাসন করো না, কে লীলাভূমিতে লীলা ক'র্‌তে এসেছে বলা যায় না।

মিশ্র। আশ্চর্য্য! বালকের স্বভাব কিছু বোঝা যায় না, সকলেই এরূপ কথা বলে তার কারণ কি? গৃহিণীও তো এইরূপ নূপুরের ধ্বনি শুনেছিল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

মিশ্রের বাটী।

(গণৎকার ও শচী।)

গণৎকার। তুমি মা বড় ভাগ্যবতী! আমি এরূপ অপূর্ব্ব লক্ষণ কোন স্ত্রীলোকের দেখি না।

শচী। বাবা আমি ভাগ্যবতী কেমন ক'রে? আমি একে একে আটটি সন্তান খেয়েছি, বড় ছেলেটী বিবাগী হয়ে গিয়েছে; ছোট ছেলেটী পাগলের মতন বেড়িয়ে বেড়ায়। বাবা, যদি এমন কোন উপায় ক'রতে পার, ছেলেটীর মন স্থির হয় তা হলে তোমার চরণে কেনা হয়ে থাকি। ঠাকুর! দেখ ঐ পাগ্‌লার মত আস্‌ছে।

(নিমায়ের প্রবেশ।)

গণ। এইটি তোমার ছেলে, কই দেখি হাত দেখি,—মা তুমি এই সন্তানকে পাগল ব'ল্‌ছিলে, তোমার এই সন্তানের জন্মে বংশ পবিত্র, পৃথিবী পবিত্র।

নিমাই। গণক্ কার ঠাকুর! তোমার ঝুলিতে কি দেখি ?

শচী। ছি বাবা, দুরন্তপনা ক'র্‌তে আছে, গণকঠাকুরকে নমস্কার কর।

নিমাই। গণকঠাকুর, বল দেখি আমি 'আর জন্মে কে ছিলুম ?

শচী। দেখ্‌লে বাবা, পাগ্‌লামো দেখ্‌লে।

গণ। না মা এ পাগলামো না, "আর জন্মে তুমি গোপ ছিলে।"

নিমাই। কি পুণ্যে বামুণ হলেম্ ?

গণ। দেখ তোমারই কৃপায় আমি তোমাকে চিনেছি, তোমারই কৃপায় আমার বিদ্যা বিফল নয়, তোমার পাপ পুণ্য নাই ইচ্ছাতে হয়েছ।

নিমাই। তবে আমি তোমার ঝুলি কেড়ে নিই, তুমি ব'ল্‌তে পার্‌লে না।

(ঝুলি কাড়িয়া লওন।)

শচী। হতভাগা ছেলে দেবতা বামুণ মান না।

(ঝুলি দেওন)

নিমাই। তুমি ব'ক্‌লে, তবে আমি এঁটো হাঁড়ী ছোঁবো।

শচী। কি করিস্, কি করিস্, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! যা আজ তোকে ভাত দেব না।

নিমাই। ভাত্ দেবে না, দেখ না ঠাকুর হয়ে বসি।

(সিংহাসন হইতে বিষ্ণুকে নামাইয়া নিমায়ের সিংহাসনে উপবেশন।)

বোল হরিবোল, দোল্ দোল্ দোল্,
কৃষ্ণরাধার দোল।
দোল দোল দোল,
দোলে শ্যাম বামে দোলে রাই;
নীলমণি আর কাঁচা সোণা
রূপের সীমা নাই।
রাঙা সখি ফাগে রাঙা রাঙা বৃন্দাবন।
রাঙা রাধা রাঙা বাঁকা মদনমোহন।
দিচ্চে সবাই করতালি হচ্চে বড় গোল।
হরিনামে ধ্বজা তোল্ বোল্ হরিবোল।
সারি সুখে মুখে মুখে ক'রচে বসে গান,
গুন্ গুনিয়ে ভোম্‌রা ছোটে
পদ্মের টোটে মান।
পাখম ধ'রে নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী।
কুতূহলে হাসে দুলে ফুলের মুঞ্জরী।
যমুনা যায় উজান ব'য়ে আনন্দে বিভোল।
গগনভরে উঠ্‌ছে কেবল হরিনামের রোল।
বোল হরিবোল, দোল দোল দোল,
কৃষ্ণরাধার দোল।

(মিশ্রের প্রবেশ।)

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ!
উচ্ছিষ্ট পরশে অশুচী হইয়ে
বিষ্ণু সিংহাসনে
দেখ নিমাই ব'সেছে গিয়ে;
ভাবি তাই কি হবে কি হবে
গৃহবাস সকলি মজিবে,
আরেরে নিমাই,
মাথা খেয়ে করিলি কি সর্ব্বনাশ।

মিশ্র। আরে পাষণ্ড জন্মিলি কুলে
শাস্তি তোর দিব যথোচিত।

[নিমায়ের প্রস্থান।

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ।)

গঙ্গা। মিশ্র মহাশয়!
উগ্রভাবে কোথায় গমন,
দেখিলাম নিমাই পলায়
যাও বুঝি করিতে শাসন ?

মিশ্র। মহাশয়! পুত্র বুঝি পাষণ্ড হইল
ব'সেছিল বিষ্ণু সিংহাসনে।

গঙ্গা। বিচিত্র এ কথা নয়,
বিদ্যা উপার্জ্জনে
পিতা হয়ে কর প্রতিরোধ,
সঙ্গত নহেত আচরণ;
বুদ্ধি যার যতই প্রবল
সেই হয় ততই চঞ্চল,

বিদ্যাভারে হয় স্থির,
অসামান্য বুদ্ধিশক্তি নিমায়ের তব ;
অধিক কি কব
বৎসরেক পাঠ লয় এক দিনে,
এ সন্তান মূর্খ করি রাখ ঘরে
পিতা নহ অরি তুমি তার।
প্রথমত আয়ুর কামনা—
কিন্তু আয়ু ভারমাত্র বিদ্যা বিনা ;
কর পুত্রে আমারে অর্পণ
পণ্ডিত নন্দন ফিরাইয়ে দিব আমি।

মিশ্র। তব উপদেশ
গ্রহণ করিব মহাশয় !
শীঘ্র দিব যজ্ঞ উপবীত
পরে আজ্ঞা তব করিব পালন ;
যাই,—
দেখি কোথা গেল দুষ্টমতি।

গঙ্গা। ধর মিশ্র আমার বচন
নাহি কর পুত্রের শাসন ;
পশুবৃত্তি অধিক যাহার
সেই হয় শাসন অধীন,
উচ্চরুচি তোমার পুত্রের
বিপরীত ফল হবে করিলে তাড়না।
"কে এ ব্রাহ্মণ।"

গণ। গ্রহাচার্য্য আমি।

গঙ্গা। ভাল ভাল।
শাস্ত্র কিছু ক'রেছ কি অধ্যয়ন ?

গণ। জানি কিছু গুরু-উপদেশে।

গঙ্গা। ভাল বল দেখি কেবা আমি ?

গণ। গণনার নাহি প্রয়োজন,
অধ্যাপক বুঝেছি কথায়,
কিন্তু ভাগ্য তব অতি বলবান
সম্মানভাজন হবে জগৎ-মাঝারে
পাঠ দিয়ে মিশ্রের বালকে।
মম নিবেদন শুন মিশ্র মহাশয়,
"সামান্য তনয় তব নাহি কর জ্ঞান।"
জড়নেত্রে হের শিশুকুমার তোমার,
কিন্তু যেন সার,
ভব পারাপারে কর্ণধার অবতার ;
গুরুর কৃপায়,—
মিথ্যা কভু না হয় গণন।

গঙ্গা। ভাল, ভাল !

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানন-পথ।

(পাপ ও কলির প্রবেশ।)

পাপ। প্রভু ! শচীর নন্দনে
অসামান্য লক্ষণ না হেরি,
সত্য বটে সুন্দর লাবণ্য তার
তাহে একে হবে আর,
চঞ্চল যে জন রূপ তার মহা অরি।
বাল্যকালে যেই বৃত্তি হইলে প্রবল
কালে হয় মম করতল,
সে সকল বলবান্ নেহার শিশুতে ;
দেব দ্বিজ নাহি মানে,সদা অনাচার।
দেখেছ কি জাহ্নবীর তীরে
বালিকারে হেরে,
কামবৃত্তি উদ্দীপন হলো মনে,
নাহি ভয়—
ধরাময় মম রাজ্য হইবে বিস্তার।

কলি। অল্প দৃষ্টি তব,
বালকের ভাব নাহি হয় অনুভব,
দেব প্রেম বিনা কিছু নাহি জানে,
প্রেমে মত্ত খেলে শিশু সনে,

প্রেমে আচার ব্যভার না করে বিচার
শঙ্কাশূন্য আনন্দ-আগার দেহ।
খেলিতে খেলিতে
নৈবিদ্দি লইল কাড়ি,
কেবা তাহে হ'ল অসন্তোষ,
যার মনে যেই আকিঞ্চন
প্রেমে তাহা করে সংপূরণ,
দেখ কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝ তার—
প্রেমের বিহার নাহি কোন প্রয়োজন;
যে হেরে কুমারে
প্রেমের সাগরে ভাসে,
কারে বল কাম উদ্দীপন ;
সেবক যেমন কাম আসি করে পূজা।
লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মীদেবী আপনি ধরায়,
তাই প্রভু দরশন দিলেন কৃপায়।
বিষ্ণুপদে যেই দ্রব্য করে সমর্পণ,
কৃপা করি করিয়ে গ্রহণ
বিতরণ করে অন্য জনে,
বুঝহ লক্ষণে
প্রয়োজনহীন এ বালক,
লোক বুঝাবারে ধরণী-মাঝারে
নরদেহ ধ'রে বিরাজেন ভগবান্।
মনোবৃত্তি প্রবল সকল
কিন্তু দেখ ইচ্ছাধীন।

পাপ। প্রথমত ইচ্ছাধীন বৃত্তি সবাকার,
পরে হয় দুর্নিবার্,
দেখ এ সংসারে রীতি
আগে রাজা মন,
ইন্দ্রিয় সকল প্রবল যখন
মন হয় দাস সবাকার,
অন্ধ প্রায় ঘুরিয়ে বেড়ায়
ধায় যথা লয়ে যায় ইন্দ্রিয় তাহার;.
কহি নিশ্চয় তোমায়
অসংশয় বালক করিব জয়।

কলি। বৃথা আশা,—
যম-জয়ী হরিনাম বদনে যাহার,
কি সাধ্য তোমার
স্পর্শ করিবারে তারে,
শিশুরে সামান্য ভাব মনে,
হরিনাম বিনা নাহি জানে
হরি হরি বলে
হরিলীলা খেলে শিশু মিলে,
যেই হরি বলে ধেয়ে কোলে যায় তার,
অশান্ত হইলে,
হরি ব'লে ভুলায় বালকে,
ভৃঙ্গ যথা মধুগন্ধে ধায়
হরিধ্বনি হয় হে যথায়
পুলকে বালক তথা নাচে,
কিবা শক্তি আছে বালকে করিতে জয়?
দেখ দিতে উপবীত
দেবগণ আসে তরান্বিত;

(নেপথ্যে হরিধ্বনি।)

শুন শুন হরিধ্বনি মিশ্রের ভবনে,
ধরণীতে নাহিক তোমার স্থান।

পাপ। ঐ নাম সহিতে না পারি
ঐ নাম ভয় করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রবেশ।)

বৈরাগ্য। দেবী! অদ্ভুত কথন
সত্য যুগে বলির ছলন,
কলিতে বামন রূপ কিবা প্রয়োজন?

ভক্তি। অপূর্ব্ব চৈতন্যলীলা,
ধরাভার করিতে হরণ
যুগে যুগে অবতার নারায়ণ।
অংশ পূর্ণ প্রয়োজন মতে ;—
কৃষ্ণরূপে পূর্ণ অবতার,

তাহে অংশ বিরাজিত সমুদয়,
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ ভিন্নকায়ে লীলা,
নদীয়ায় এক অঙ্গে অনুরূপ তার,
রাধাকৃষ্ণ একত্রে বিহার।
নহে জড় নয়ন গোচর তাহা,
ভাবুক হৃদয় তন্ন তন্ন হেরে সমুদয়,
জড় আঁখি হেরে মাত্র শচীর বালক।
কলিকালে সম প্রয়োজন
পাষণ্ডদলন ভক্তপ্রাণ উত্তেজনা,
লীলা অন্তরে অন্তরে
বাহ্যে তার নাহিক প্রকাশ।
দানব প্রকৃতিগত দম্ভ অহঙ্কারে
প্রেমে হ'বে পরাভূত
দেবভাব হইবে বিস্তার,
হবে নরদেহ তাহে প্রেমের আগার ;
যুগে যুগে যত অবতার,
'হ্লাদিনী প্রধানা শক্তি তার,
সেই শক্তি বিকশিত নদীয়ায় ;
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি
যত লীলা ক'রেছেন হরি,
ভাবুক হেরিবে তাহা।
আজি উপনয়ন তাঁহার,
ভিক্ষা করিবেন হরি,
ভক্ত তাহে হেরিবে বামনরূপ।

বিবেক। কহ দেবি !
কলিযুগে কেন লীলা সমুদয় ?

ভক্তি। অন্নজীবী অল্পশক্তি কলির মানব,
শ্রমসাধ্য সাধন অক্ষম,
প্রেম বিনা গতি নাহি আর ;
স্বল্পদৃষ্টি দূর নাহি হেরে,
ঘূর্ণমান সংশয়-সাগরে,
ভেদজ্ঞান প্রধান প্রকৃতি তার,
লীলা যবে একত্রে হেরিবে
ভেদজ্ঞান যাবে,
প্রেমে পাবে সনাতন।
অন্য যুগে নীরস সাধন
নির্গুণ ঈশ্বরপূজা ;
কলিযুগে দীক্ষামাত্র নাম
প্রেমামৃত পান
হরিনাম সাধন কেবল,
যেই নাম সেই হরি করিতে প্রচার
নদীয়ায় প্রভু অবতারি,
উন্মত্ত হইয়ে
নাম গেয়ে ফিরিবেন দেশে দেশে।
নিরঞ্জন হেরি বিদ্যমান,
আপামর পাবে দিব্যজ্ঞান,
এককালে হেরিবে সকল লীলা ;
হের দেবদেবীগণে আসিছে বিমানে,
হেরিতে বামনরূপ।

বৈরাগ্য। দেবি ! না ঘুচে সংশয় সুধাই তোমায়
কৃষ্ণলীলা রাখাল গোপিনী ল'য়ে,
শুনিলাম একাধারে রাধাশ্যাম,
কোথা বলরাম শ্রীদাম সুদাম
কোথায় গোপিনীগণ ?

ভক্তি। হের যোগদৃষ্টি বলে
নীলাচলে ভাবে মগ্ন অবধূত চলে,
নিত্যানন্দ নাম
ঐ দেহে বিরাজেন বলরাম।
হের নদীয়ায়
ভক্তবৃন্দ জ্যোতির্ম্ময় কায় ;
কেহ সখা, সখীভাবে কেহ,
আত্মাসনে আত্মার বিহার
ভাব তাহে সার,
আধার প্রভেদ মাত্র তাহে;
একমাত্র বিরাজে পুরুষ,
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার ;
লীলার তরঙ্গ যবে বহিবে যৌবনে।

ভক্ত সনে,
দেহে নানা ভাব পাইবে বিকাশ
নিষ্কাম ব্রজের সেই ভাব সমুদয়।
বৈরাগ্য। কহ দেবি! ঘুচুক সংশয়
রাধাভাবে কেন দয়াময়,
গোলোকে দেখি নি হেন লীলা
পুরুষ প্রকৃতিভাবে, তত্ত্ব কিবা তার?
ভক্তি। কৃষ্ণ-প্রেমে বৃন্দাবনে গোপ-নারীগণে
না করিত সুখের কামনা,
নিষ্কাম রাধার প্রেম;—
কিন্তু শত গুণে সুখের পয়োধি
উথলিত হৃদয়ে সবার।
'হ্লাদিনী শক্তির আধার
রাধা-প্রেম, রাধা ভাব বিনা
নাহি হয় অনুভব।
পেতে সেই প্রেমের আস্বাদ
কালাচাঁদ শ্রীরাধার ভাবে,—
সেই প্রেমে জগৎ মাতিবে,
প্রেমময়ী কিশোরীর প্রেম,—
গৌরাঙ্গ উদয়
বিলাইতে সে প্রেমের কথা।
মুক্তি তুচ্ছ করিবে মানব,
প্রেমার্ণবে আমরা ভাসিব সুখে,
চল হেরি বাল্য প্রেম বামনের লীলা।
(নেপথ্যে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল।)
বিবেক। শুন হরিধ্বনি উঠে পুনঃ পুনঃ।
তবু মম না ঘুচে সংশয়,
বাৎসল্যভাবের লীলা কোথা সমুদয়?
ভক্তি। ভাবুক-হৃদয় হেরেছে সকল লীলা,
মৃত্তিকা ভক্ষণে কৃষ্ণের বদনে,
চতুর্দ্দশ ভুবন হেরিলা নন্দরাণী;
মৃত্তিকা ভক্ষণে শচীর কুমার
ভুবনের সমাচার কহিল মাতারে।
মিশ্রের পাদুকা বহিলেন ভগবান্,
সবিস্ময়ে জনক জননী
শুনিল নূপুরধ্বনি
নূপুর বিহীন পায়।
যথা গোপগৃহে মাখনহরণ
ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
খাদ্যদ্রব্য চুরি করে হরি।
প্রেমের কৃত্রিম কোপে ধায় প্রতিবাসী
ধরিতে গৌরাঙ্গ-শশী,
শচীর শাসন বন্ধনের অনুরূপ,
দম্ভের দলন দানব-নাশন
হয় নিত্য প্রেমের লীলায়,
হেরে মুখ প্রেমে গলে প্রাণ,
দম্ভ আর নাহি পায় স্থান,
যার দ্রব্য যায় সেই পুনঃ চায়
আসি পুনঃ করুন হরণ।
গোষ্ঠলীলা শিশু সনে খেলা,
সখ্য প্রেম বিতরণ প্রেমিকের সনে,
মধুলীলা ভাতিবে যৌবনে।
চল চল বামন দর্শনে,
বিলম্ব না কর আর।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

মিশ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

(নিমাই, প্রতিবাসিনীগণ ও শচীর প্রবেশ।)

নিমাই। ভিক্ষা দাও মা।
১ম প্রতি। এ সুখের দিনে
কেন কাঁদ শচীদেবী?
শচী। মাগো পোড়া আঁখি নিবারিতে নারি,
নিমাই আমার সেজেছে সন্ন্যাসী,

তাই মাগো আঁখি-জলে ভাসি ;
কত কথা পড়ে মনে মা আমার,
যোগীবেশে বিশ্বরূপ ভিক্ষা চেয়েছিল,
আহা বাছা কোথা চ'লে গেল,
সেই বেশ নিমাইয়ের আজি হেরি ;
মাণিক কাঞ্চন প'রে
কার পুত্র হেন রূপ ধ'রে
হেরে নারি ফিরাইতে আঁখি,
ভাবি তাই,
এ নিধি কি নিরবধি রবে মম কোলে ?

১ম প্রতি। শুভদিনে চোখের জল ফেল না।

শচী। বাবা ভিক্ষা কর ?

নিমাই। ভিক্ষা দাও মা।

১ম প্রতি। নিমাই তোর সেই ছড়া ব'লে ভিক্ষা কর।

গীত।

বারোঁয়া-মিশ্রিত—একতালা।

দে গো ভিক্ষা দে,
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।
ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসী,
ওগো তাইতো আসি, দেখ্ মা উপবাসী।
দেখ্ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'।
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনাতীরে,
আঁখি-নীর মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে ॥

(ভিক্ষা দেওন।)

নিমাই। আমি ছড়া বল্লেম, তোমরা হরি হরি বল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। রাধে, রাধে।

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকন।)

শচী। ওমা ছেলে অমন হ'ল কেন গো, নিমাই, নিমাই !

নিমাই। কৈ মা, আমার রাধা কই মা ?

যোগী হ'য়ে তবু রাধার
পেলেম না চরণ।
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার প্রাণধন !
বদন তোল দেখ্‌লো কিশোরী,
ভিক্ষা দেহ মান, ধরি পায়ে ধরি।
ও হো কি হ'ল কি হ'ল
প্যারী কোথা গেল,
রাধে দেখা দাও, দেখা দাও,
হেরি চাঁদবদন।
না পাই নিদর্শন শূন্যমন
দেখ ঝরে দুনয়ন ;
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার প্রাণধন !

শচী। ওমা কি সর্ব্বনাশ হ'ল !

নিমাই। না মা আমি ছড়া ব'ল্‌চি।

মম প্রাণেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রাই,
লুকাল কোথায় কোথা দেখা পাই।
মরি দেখ দেখ, রাই রাখ, রাই রাখ,
কিশোরী শিরে ধরি শ্রীচরণ।
শূন্য বৃন্দাবন, শূন্য নিধুবন
কোথা রাই আমার জীবনের জীবন ;
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার প্রাণধন !

শচী। না বাবা, আর তোর ছড়া বলার কাজ নেই।

(মিশ্রের প্রবেশ।)

মিশ্র। ওগো তোম্‌রা সব, কতকগুলি বিদেশী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আমার নিমাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেছে। আমি কোনমতে তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পার্‌লেম না, তাঁরা সব হরিবোল দে আস্‌ছে, দেবতার ন্যায় রূপের জ্যোতি, আমার নিমায়ের জন্মদিনে তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে এসেছিলেন।

[নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(হরিধ্বনি করিতে করিতে দেবগণের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বেশে প্রবেশ।)

সকলে— গীত।

সুরট-মিশ্রিত—একতালা।

পুরুষগণ—

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারি।

স্ত্রীগণ—

গোপীগণ-মনমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জচারি,

নিমাই—

জয় রাধে, শ্রীরাধে।

পুরুষগণ—

ব্রজবালকসঙ্গ, মদন মানভঙ্গ,

স্ত্রীগণ—

উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ,

পুরুষগণ—

দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারি;

স্ত্রীগণ—

ব্রজবিহারী গোপনারী মান-ভিখারি।

নিমাই—

জয় রাধে শ্রীরাধে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখ।

(শ্রীবাস ও অদ্বৈত।)

শ্রীবাস। কেবা হরিদাস?

অদ্বৈত। মহাবিষ্ণুপরায়ণ যবন শরীরে,
প্রভুর মহিমা কিবা সীমা কব তার,
শ্রেষ্ঠ নীচ নাহিক বিচার,
ভক্তি যথা বিরাজমান;
ভক্তিপণে হরিদাস নামেতে যবন
কিনিয়াছে নারায়ণ,
অদ্ভুত কথন তার আচরণ।
নবাব শুনিল তার হরিভক্তি কথা
বাঁধিয়ে আনিলা দরবারে,
মহারোষে হরিদাসে করিয়া তর্জ্জন
কহিতে লাগিল, একি আচরণ তোর
কাফেরের ধর্ম্ম কেন নিলি-?
হরিদাস করিল উত্তর,
"প্রভু পরাৎপর—
নানা রূপে করেন বিহার,
নীচের উদ্ধার হেতু আকার তাঁহার,
এক বিভু ভিন্নমাত্র ভক্তের কারণ।
দয়াময় যেইরূপে দেন যারে দেখা
সেই তাঁরে পূজে সেই ভাবে,
নাহি হিন্দু ম্লেচ্ছ যবন,
যেই পূজে সেই নিরঞ্জন,
নরদেহ সার্থক তাহার।
মনের বিকার উচ্চ নীচ অভিমান;
যেইরূপে দয়াময় ক'রেছেন দয়া,
সেইরূপে পূজা করি তাঁর।"

শ্রীবাস। সাধু সাধু,
কে বুঝিবে প্রভুর করুণা!

অদ্বৈত। সার কথা মূঢ় নাহি শুনে—
কাজির মন্ত্রণা শুনে
আজ্ঞা দিলা অনুচরে,
বাজারে বাজারে কর প্রহার নফরে,
তাহে যদি রহে এর প্রাণ
তবেত জানিব ওর হরি।
দুষ্ট দূতগণ করিয়ে বন্ধন
প্রহার করিল কত।
হরিদাস প্রভুপদে আশ
নাহি গণে যতেক তাড়না,
মনে মনে করিল কামনা,
দয়াময়, অজ্ঞান এ অনুচরগণ
তাই মোরে করিছে পীড়ন,
অপরাধ মার্জ্জনা করিহ সবাকার।

শ্রীবাস। বৈষ্ণবের চূড়ামণি যবন সে নয়,
এবম্বিধ সাধুর কৃপায়—
কলিযুগে তরিবে মানব।
শুনি কিবা হলো অতঃপর।

অদ্বৈত। হরিপদে মতি গতি যার
কি করিবে যবন তাহার,
পুষ্প বরিষণ সম সহিল প্রহার,
চমৎকার নবাব মানিল
পদে ধ'রে মিনতি করিল;
মিষ্টভাষে হরিদাস তুষিল সবারে।

শ্রীবাস—
হায় কত পুণ্যফলে হেন ভক্তি মিলে।

অদ্বৈত। শুনি সেই সাধুতম আসিবে হেথায়,
অনুগ্রহে তাঁর
ভক্তি বৃদ্ধি হবে ম-সবার,
ছিল কলুষিত বেশ্যা এক জন
হরিদাসে করি দরশন,
দিব্য জ্ঞান জন্মিল তাহার,
এও এক অদ্ভুত কথন।

শ্রীবাস। কিবা এর বিবরণ?

অদ্বৈত। কোন মূঢ় জন
হরিদাসে করিতে ছলন,
কুটিরে তাঁহার
পাঠাইয়ে দিলা বারনারী।
হরিদাস জিজ্ঞাসিল প্রয়োজন,
পাপ অভিপ্রায় বেশ্যা করিল প্রচার,
বৈষ্ণবের নাহি কোন মনের বিকার;
কহিলা তাহারে ব'স তুমি
করি জপ্ সমাপন।
হরি ধ্যানে হলো নিশা অবসান,
পরদিন আসিতে বলিল তারে,
সে রাত্রিও গেল সেইরূপে,
পর রাত্রে সেরূপে কাটিল,
বারাঙ্গনা আশ্চর্য্য মানিল,
পদতলে হইল লুণ্ঠিত;
হরিমন্ত্র দিল হরিদাস
পাপ ক্ষয় হলো তার।
এবে বেশ্যা পরম বৈষ্ণবী,
হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী হরিপদ অনুরাগী,
দিবানিশি করে সে সাধন।

শ্রীবাস। দেখ লৌহ হইল কাঞ্চন
অয়স্কান্তমণির পরশে,
কত দিনে আসিবে সে মহাজন?

অদ্বৈত। কতদিন না জানি নিশ্চয়,
শুনি শীঘ্র আসিবেন নদীয়ায়।

(প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

প্রতি। বলি হাঁ হে,—তোমরা কারুকে ঘুমুতে দিবে না? যদি পাঁচজনে মিলেছ, তো শেয়ালের মত ডাক তুলেছ। চিকুড়ি না ক'রলে কি

তোমার হরি শুন্‌তে পায়না? এই যে তুমিও যুঠেছ, দেশটা মজালে আর কি, ভাল মানুষের ছেলে কাজ গেল কর্ম্ম গেল, গাধার ডাক্ ডাক্‌তে দলে নিয়ে নিয়েছ আর কি।

মুকুন্দ। কেন মশাই, আমরা কেবল হরিগুণ গান করি বইতো না?

প্রতি। হরিগুণ গান কর তো গাধার মত চেঁচাও কেন?

শ্রীবাস। সংকীর্ত্তন করি।

প্রতি। কেন মনে মনে হরিনাম ক'রলে হয় না, তোম্‌রা যে সব নূতন শাস্ত্র তুল্‌লে হে, এত বদিয়াতি ক'রলে লোক টেক্‌তে পারবে কেন? তোমাদের দৌরাত্ত্বিতে কি রাত্‌দিন লোক ঘুমুবেনা, আর কীর্ত্তনের তো মাথা মুণ্ড কিছু বুঝ্‌তে পারিনা, "প্রাণনাথ হে প্রাণনাথ হে," ওতো টপ্পাবাজি। অমন চেঁচামেচি কর্‌লে কিন্তু ভাল হবে না বাপু; মানুষ সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু আলিস্যি রাখ্‌বে, না অম্‌নি ডাকাত্‌পড়া চীৎকার তুল্‌লে।

মুকুন্দ। গীত।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন।
মায়া ঘোরে কত দিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কু-স্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে,
নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তমো পরিহরি হের তরুণ তপন।

প্রতি। বলি তোমরা নেহাত বেহায়া, বলি বৈষ্ণব হলে কি যেগে ঘুমাও! ঘুমুওনা মন, ঘুমুওনা মন কর্‌চ, আমি তোমাদের পরিষ্কার ব'ল্‌চি বাপু, নদেয় ও সব হবে না।

শ্রীবাস। কি বলেন, নদে হরিনামের স্থান, নদেয় হবেনা তো কোথায় হবে?

প্রতি। আচ্ছা আমি দেখে নিচ্চি, গ্রামের পাঁচ জনের কাছে যাই, বলিগে যে গাধার ডাক্ ডাক্‌বেই ডাকবে, তোমারা থাক্‌তে পার থাক।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শ্রীবাস। দীননাথ!

কতদিনে হরি ভক্তি উদয় হইবে,
হরিনামে মাতিবে নদীয়াবাসী,
সবে মিলে হরিগুণ গাবে,
পশু পক্ষী পতঙ্গ তরিবে,
পুলকে উঠিবে হরিধ্বনি,—
হরিপ্রেম প্রবাহ বহিবে,
গোলোক অবনী হবে
প্রস্তরে বহিবে প্রেম-নীর।

অদ্বৈত। দিব্যচক্ষে করি দরশন
নাহি বহু দিন আর,
ভবে হরিনাম ত্বরায় প্রচার হবে;
মত্ত হয়ে হরিগুণ গেয়ে
ভুঞ্জিব দিবস নিশি।
বৈষ্ণবের কিবা আছে ভয়,
প্রাণ হরিময়—
হরিধ্বনি কর প্রাণভরে!

সকলে। হরি, হরি, হরি।

নেপথ্যে। হরি, হরি, হরি।

অদ্বৈত। আহা কে বিদেশী সুমধুর স্বরে
হরিনাম করে প্রাণ ভ'রে!

বৈষ্ণবের প্রায়
জ্যোতির্ম্ময় কায় হবে কোন মহাজন।
(হরিদাসের প্রবেশ।)
হরি। মহাশয়! আইলাম হরিনাম শুনে
হরি ভক্তগণে করিবারে দরশন,
আজি মম সফল জীবন,
সাধুসঙ্গ হলো লাভ;
কহ কৃষ্ণকথা,
তৃপ্ত কর মনের পিপাসা,
হরিদাস নাম মম।
সকলে—
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল
অদ্বৈত। পবিত্র নদীয়া-পুরী,
এই সেই মহাজন ভক্তির আধার;
যদি মম ধামে হন অধিষ্ঠান
হরিগুণ শুনি তব মুখে।
হরিদাস। ভক্ত সহবাসে—
পবিত্র হইব অভিলাষ।
অদ্বৈত। ভাগ্য ম-সবার
যাবে দিন বৈষ্ণব সেবায়।
হরিদাস। আছে এক বাসনা আমার
নবদ্বীপে হরিনাম হইবে প্রচার,
বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে
প্রচারক লয়েছে জনম,
আসিয়াছি তাঁর দরশনে।
শ্রীবাস। মহাশয়! কেবা প্রচারক—
কত দিনে হরিনাম হইবে কীর্ত্তন?
মহোৎসবে মিলিয়ে বৈষ্ণব
মহানন্দে হরি নাম রব
তুলিবে গগণ পথে।
হরিদাস। শুন বিবরণ,
কালি সন্ধ্যাকালে বসিলাম ধ্যানে,
মানস নয়নে
হেরিলাম অপূর্ব্ব মুরতি—
দিব্য জ্যোতিপূর্ণ সে পুরুষ
যেন সুমধুর ভাষে সম্ভাষি আমায়
নদীয়ায় আসিবারে দিলা উপদেশ,
কহিলেন নরদেহ করেছি ধারণ
হরিনাম বিতরণহেতু,
কিন্তু কালপূর্ণ হয়নি এখনও,
চারিদিক্ হতে যবে আসিবে বৈষ্ণব,
নদীয়ায় একত্রে মিলিবে,
নামোৎসব হবে সেই কালে।
অদ্বৈত—
বলিয়াছি, বলিয়াছি তোমা সবে
কৃষ্ণচন্দ্র আপনি আসিবে,
হরিনামে হবে ধরা মাতোয়ারা,
শুনহ প্রমাণ তার মহাজন মুখে,
কিবা ভয় আর,
আর না মানিব মানা,
এস প্রাণ ভরে করি হরিধ্বনি।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
২য় প্রতি। প্রভু সংশয়সাগরে
আলোড়িত মন মম,
নিবেদন পদে
ভক্তির প্রসঙ্গ কিছু করিব শ্রবণ,
হেরি মহাশয় মহা-জ্ঞানী,
বলুন আমায়
জ্ঞান বিনা ভক্তি, কোথা পায় স্থান?
হরিদাস। ভক্তিতত্ত্ব কৃপা-সুধাও,
শুন কহি সাধ্যমত;
কষ্টসাধ্য জ্ঞান উপার্জ্জন
নীরব সাধন মদন দাহন করি;
কিন্তু ভক্তি অন্তরের ধন
নাহি হেন দীন, নাহি শক্তিহীন
ভক্তির যে নহে অধিকারী,
রসে দিবানিশি ভাসে,
এ সাধন মদনমোহন, করি

রূপ আজ্ঞাকারী
প্রয়োজন বিহীন কামনা,
নবভাবে নিত্য উত্তেজনা।
অনন্ত—অনন্ত নবভাব
মানবের পরম বৈভব,
ভোগ মোক্ষ পদানত
সীমাশূন্য ভক্তির মহিমা।

২য় প্র। জ্ঞান বিনা ভক্তি হৃদে কেমনে
জন্মিবে,
জ্ঞানে করি বস্তুর বিচার
ভক্তি সার জ্ঞানেই বুঝিব,
জ্ঞান বিনা ভাল মন্দ বিচার কে
করে ?

হরি। ভক্তির মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত ভুবনে,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার ইথে,
যথা প্রাণ চায়, প্রাণ তথা ধায়
হেতু বস্তু না করে বিচার ;
আকর্ষিত প্রাণ নাহি হিতাহিত জ্ঞান
শুভাশুভ নাহি প্রয়োজন,
ভক্তিই জীবন, ভক্তিই ভক্তির হেতু।

২য় প্র। সঙ্গত এ নয়,
যথা প্রাণ ধায়
তথা যদি করিব গমন
বুদ্ধিবৃত্তি সব অকারণ,
কেমনে বা হবে রিপুর দমন ?

হরিদাস। শুভাশুভার্থে যে করে বিচার,
বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন তার
ইন্দ্রিয় দমনে সেই হয় যত্নশীল ;
কিন্তু যেই আকাঙ্খাবিহীন
কোন্ শক্তি তার প্রয়োজন ?
ভেবে দেখ মনে,
বৃন্দাবনে গোপনারীগণে
অহেতু যাইত কৃষ্ণে করিতে দর্শন,
কলঙ্ক রটিল, তাহা না মানিল
কৃষ্ণ বিনা দিবানিশি করিল রোদন ,
তবু কৃষ্ণধন কোথা, কৃষ্ণধন
দিবানিশি বলিল বদনে।
কৃষ্ণ ধ্যান সার,
হিতাহিত নাহিক বিচার
জ্ঞানহীনা গোপাঙ্গনা অবশ্য কহিব,
বিনা বস্তুর বিচার
ভক্তি লাভ করে ছিল অনায়াসে।

২য় প্র। দেব ! ক্ষমুন আমায়—
ব্রজাঙ্গনাগণে
সুখী হ'ত কৃষ্ণ দরশনে
তাই কৃষ্ণে করিত কামনা।

হরিদাস। ব্রজাঙ্গনাগণে
কৃষ্ণ দরশনে অবশ্য হইত সুখী,
বিরহে বেদনা হত প্রাণে,
তথাপিও দুরূহ বিরহ
হৃদি মাঝে দেছে স্থান ;
জ্ঞান অবশ্যই কয়
যাহে দুঃখ হয় কর তাহা পরিত্যাগ।
কিন্তু ব্রজে হের ভাব—
নিত্য নব রাগ
সুখ দুঃখ নাহিক বিচার,
সুখে দুঃখে কৃষ্ণময় প্রাণ
সুখে দুঃখে কৃষ্ণ গুণ গান,
প্রাণ অনুগামী
অন্য যুক্তি গোপী না মানিত।

শ্রীবাস। মিথ্যা কেন করিবে বিচার,
এস সংকীর্ত্তন করিব সকলে।

২য় প্র। আজি মম নূতন জীবন,
হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত। এস প্রভু বাটীর ভিতর,
রুদ্ধ দ্বারে করি সংকীর্ত্তন
নহে পাষণ্ড করিবে জ্বালাতন।
[সকলের প্রস্থান।

(জগাই মাধাইয়ের প্রবেশ।)

জগাই। আজ তোরে আমি দিব্বি করে বল্‌চি, এক এক শালাকে ধরবো আর এক এক পাত্র গালে ঢেলে দেব।

মাধাই। আর আমি একখানা পাঁঠার হাড় গুঁজে দেব। শালারা ভোর দিন মাল্‌পো ঠুস্‌ছে আর চেল্লাচ্ছে।

জগাই। চেল্লায় কেন জানিস? খিদে বাগিয়ে নিচ্চে, ব্যাটারা হাড়িকাঠ দেখ্‌লে চোখে হাত্‌ দেয়, আর কপালের উপর হাড়িকাট আঁকেন।

মাধাই। তুমিও যেমন শালাদের সব ভণ্ডামি, তুই বল্‌ছিস মদ দিবি, লুকিয়ে শালারা সের সের মদ খায়; ব্যাটারা বদমাইসের যাসু, এমন বিপরীত গানও শুনিনি।

জগাই। আমি বলি এক শালাকে ধরি আর কাম্‌ড়ে চাট করি। ওই নিমাই পণ্ডিতটার কি ঠাওরালি, ওকে দলে নিতে পারবি? ব্যটাত বৈষ্ণবের সঙ্গে লাগ্‌তো, কিন্তু মদে বড় এগোয় না।

মাধাই। ভয় ভাঙেনি,—এই রে শালারা দোর দিয়েছে, মদ দে।

জগাই। গিল্লি, আর পাব কোথা?

মাধাই। তবে তুই কি ভণ্ডামি কর্‌তে এলি, চল্‌ মদ নিয়ে আসি, দোরে বসি ক'রে দেখান।

(নেপথ্যে খোলের শব্দ।)

শালারা সুরু ক'রেছে, দাঁড়া মদ নিয়ে আসি, আজ দোর ভেঙে ঢুকবো। শুন্‌চি ব্যাটারা ভোর্‌ দিন চীৎকার কর্‌চে, এই সকালে আরম্ভ করেছে, আর এই ভোর ফের হয়। গোটা দুই কলসী তুলে আনিগে চল, আজ শালাদের ধর টিকি মার কিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রাঙ্গন।

(মালিনী আসীনা।)

(নিমাইয়ের প্রবেশ।)

নিমাই। কি মালিনী এখানে বসে রয়েছ কেন?

মালিনী। দেখ, আমি একছড়া মালা গেঁথে এনেছি। সকলে তোমায় চন্দন মাখিয়ে দেয়, মালা পরিয়ে দেয়, আমার সাধ হয়েছে তোমায় এই মালা ছড়াটী পরাই। আমি বড় সাধ ক'রে গেথেছি তুমি পর্‌বে?

নিমাই। দাও, (মালা পরাইয়া দেওন) কি দেখ্‌ছ মালিনী?

মালিনী। কি দেখি কি দেখি আর, তোমায় দেখছি। আহা, এমনত আমি কখন দেখিনি! আহা কি রূপ! আমি কত কোটী-জন্ম পুণ্য ক'রেছিলুম, আমার প্রাণ ভরে গেল। আহা কি মধুর বংশীধ্বনি! প্রভু আবার বাজাও; মরি মরি প্রাণ ভরে গেল।

(শচী ও প্রতিবাসীনীর প্রবেশ।)

শচী। ওমা এ কি!
নিমাই,—বাবা!

নিমাই। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী
ভ্রান্ত জীব নেহার মুরারী,

হের করযোড়ে
ব্রহ্মা আদি করে স্তব।
যুগে যুগে হই অবতার
দানব সংহার হেতু,
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমাতেই হয়,
পূর্ণ আমি সর্ব্ব ঘটে বিদ্যমান।

শচী। নিমাই, নিমাই বাবা একি ?

নিমাই। দেখ, দেখ খোলহ নয়ন
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড করহ দরশন,
কেবা পিতা, মাতা কেবা, পুত্র ভ্রাতা
বহুরূপে আমিই সংসারে।

শচী। সর্ব্বনাশ ! কি হলো আমার !
নিমাই, নিমাই, স্থির হও বাপধন।

নিমাই। কেবা তুমি কে তব নিমাই,
একা আমি অন্য আর নাই,
বহুরূপা প্রকৃতি নর্ত্তকী।

শচী। ওমা, ওমা কি হলো আমার ?
ডাকিনী কি পশিল নিমায়ে
কিম্বা বায়ুরোগ হলো,
একি মোরে বিড়ম্বনা।

নিমাই। অনন্ত শয্যায় মগ্ন একার্ণব মাঝে,
যোগ মায়াবলে পদসেবা ছলে
বসে লক্ষ্মী পদতলে ;
কে করে নির্ণয় স্থিতি লয়
কোটী কোটী হইতেছে মুহূর্ত্তেকে ;
মায়ায় সৃজন, মায়ায় পালন,
মায়ায় নিধন পুনঃ।
এক, বহু মায়া আবরণে
যুগ বর্ষ পল মায়ায় সকল
মায়াবলে স্থান নিরূপণ,
ভ্রান্তিরূপা মায়ায় প্রভেদ জ্ঞান।

(প্রতিবাসীনীর প্রবেশ।)

প্রতি। দেবি !
কি হয়েছে পুত্রের তোমার ?

শচী। না জানি কি হলো, বাছা ঘরে এলো
কিবা বলে বুঝিতে না পারি।
কহে "একমাত্র আমি নিরঞ্জন
একা কিছু নাহি আর
মায়াবশে ভেদজ্ঞান"।

নিমাই। বাসনায় জগৎ সৃজন,
কর জীব বাসনা বর্জ্জন,
নিত্যধন পাবে অনায়াসে,
বাসনায় মনের জনম,
মন সৃষ্টি করে এ শরীর।
অনন্ত বাসনা উঠে তার
ভাসে মন বাসনাসাগরে,
মোহ-অন্ধকারে আপনা পাসরে,
শিব ভুলি হয় জীব ;
আমি আমি জন্মে মহা ভ্রম,
সুখ আশে দুঃখে নিমগন,
গতাগতি দুর্গতি অপার;
অহঙ্কার তবু নাহি যায়,
জন্ম মৃত্যু সহে অনিবার
নিস্তারের না ভাবে উপায়,
জীবে কৃপা করি
আসিয়াছি নরদেহ ধরি
হরিনামে হরিব জীবের মোহ,
তাপিত যে জন লহরে স্মরণ
বন্ধন ঘুচিবে তোর।

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ !
শুন শুন পুত্রের বচন।

নিমাই। বাজায়ে বাঁশরী বৃন্দাবনে ফিরি
গোপাল গোপীর প্রেমদার,
যেবা প্রেমচায় বিলাই তাহায়
দূরে যায় সংসার বাসনা তার,
অনিবার বহে প্রেমধার,
আয় দিব কে আছ পিপাসী।

প্রতি। শচীদেবি করি নিবেদন,

পূর্ব্ব কথা করহ স্মরণ,
বাল্যকালে রোদন করিত পুত্র তব
শান্ত হতো হরিনামে,
হরিনামে হবে রোগ উপশম
এস সবে করি হরিধ্বনি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। উচ্চ শব্দে কর হরিনাম,
নাম বিনা নাহি আর,
নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাম,
নাম উচ্চ, উচ্চ নাহি নাম হ'তে—
গাও হরিনাম জপ হরিনাম,
হরিনাম বল অবিরাম;
নামে মোক্ষ সংশয় নাহিক তায়;
যেই নাম গায়
তায় আমি প্রসন্ন সর্ব্বদা।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শচী। নিমাই; নিমাই, কেন হলিরে এমন,
বাপ ধন! অন্ধের নয়ন তুই,
দেখ দুঃখিনী জননী তোর করিছে
রোদন।

নিমাই। মা! মা! কেন এত লোক
সমাগম?

শচী। নিমাই, নিমাই! কে তোরে কি
করেছিল বল,
কেন তোর হলো ভাবান্তর?

নিমাই। ভাবান্তর কিবা মাতা?

শচী। বাপ ধন অঞ্চলের নিধি!
কেন কর অভাগীর সর্ব্বনাশ?
আয় বাছা!—
গেল দিন, করনি ভোজন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজপথ।

(জগাই, মাধাইয়ের প্রবেশ।)

জগাই। দেখ্ ভাই, ব্যাটাদের টীকিতে চাল্‌তা বেঁধে তাড়া দিব।

মাধাই। আমি ধ'র্‌তে পার্‌লেই শালাদের তিলক চেটে নেব, গোঁপ কামিয়ে শালারা সব সখি হয়, কোন শালা বৃন্দে, কোন শালা ললিতে, নন্দের ব্যাটার আর গলায় দড়ি যোটেনি।

জগাই। তুই নিমাই পণ্ডিতের বেতে গিয়েছিলি?

মাধাই। পাঠার রেঁা গাছটা নে গিয়ে কি কর্‌বো? আমি কল্‌সী ক'রে রক্ত ধ'রে রেখেছি, অদ্বৈতের বাড়ীর দোর গোড়ায় ঢেলে দেব, দেখ্ কিন্তু ব্যাটা গয়া থেকে এসে পালে মিসে গিয়াছে, আগে নিমাই পণ্ডিতটাকে দেখ্‌লে শালারা পালাতো। কি বাবা, নেড়া নেড়ীর হেঙ্গাম নদেয় এল?

জগাই। নিমাইটাকে দলে নিতে পারিস্? ওটা খুব জাঁহাবাজ আছে।

মাধাই।। একদিন ছটাক খানেক মদ, আর এক খানা পাঁটার মিটুলি দিতে পারিস; নিমাইটাকে পেলে ব্যাটাদের ঘরে ঘরে তাড়া করি, বলি তর্ক কর্।

জগাই। ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে গেছে, দু-দুটো বেতে দুহাতে খরচ করেচে, এখনো বোধ করি পোতা টাকা আছে। দেখ, বাড়িতে যেন সদাব্রত, যে ব্যাটা যায় হেউ ঢেউ খেয়ে এসে,

বামুণ বৈষ্ণব হলে তো সিকিটে আঙু-লিটে দক্ষিণাও মেরে দিলে।

মাধাই। চল না এক দিন রাত্রিতে গিয়ে পড়ি।

জগাই। নারে, দলে নিয়ে নে—সব রকমই চ'ল্‌বে, ব্যাটা এখন খুব পণ্ডিত হ'য়েছে এক ব্যাটা দিগ্বিজয়ী এসেছিল, দু কথায় থ বানিয়ে দিলে। দেখ্, এক বেটা সন্ন্যাসী আস্‌ছে, ব্যাটার ঠেয়ে ঝুলি কেড়ে নেওয়া যাক্, বুঝি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী থেকে আস্‌ছে।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সন্ন্যা। জয় হোক্—জয় হোক্,—বহুকাল এমন চব্য চূষ্য আহার হয় নি।

মাধাই। সন্ন্যাসী-ঠাকুর প্রণাম, আমার পেটে শূল ব্যথা আছে, ভাল ক'রে দিতে পার?

সন্ন্যাসী। না বাবা আমি ভিকিরি, আমি কি অষুধ জানি?

মাধাই। না না জান বই কি।

সন্ন্যাসী। না বাবা আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই ওষুধপত্র কিছুই জানিনি।

মাধাই। তা এক ছিলিম্ গাঁজা টেনে যাও।

সন্ন্যাসী। না বাবা আমি গাঁজা খাব না।

মাধাই। খাবে বই কি, বসোনা—জগা গাঁজা সাজ তো।

জগাই। এই যে টিপ তোয়েরি!

মাধাই। বসো ঠাকুর বসো, ঝুলি রাখ, বেশ ভাল ক'রে বসো।

[জগাই ঝুলি লইয়া প্রস্থান।

সন্ন্যাসী। ওকি, ঝুলি নিয়ে যাও কোথা?

মাধাই। এই তোমার বাসায় রাখ্‌তে চল্‌লো আর কি।

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা! আমার ঝুলি দাও।

মাধাই। শালা আমি নিয়েছি—তবেরে শালা —

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা, বলি বাবা আমি বড় গরিব বাবা।

মাধাই। মার্ শালাকে।

সন্ন্যাসী। বাবারে বাবারে।

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

(জগাই মাধায়ের পুনঃপ্রবেশ।)

মাধাই। জগা ঝুলিটে কোথায় রাখ্‌লি?

জগাই। আঙুলিটে বার্ ক'রে নে ফেলে দিয়েছি আর কি। দাঁড়া আজ সব শালা নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী গিয়েছে, এই পথ দে ফিরে যাবে।

মাধাই। শালাদের যে ধর্‌তে পারিনি, ধর্‌তে পার্‌লে বুঝি। জগা, তুই কাল্ কোথা ছিলি? আমি একটা গহনাগাঠি সুদ্ধ ছুঁড়ি ধরে ছিলুম্, বড় মাতাল ছিলুম হাত ছাড়িয়ে পলাল।

জগাই। আমি মাঠে গিয়েছিলুম, দুশালাকে ধরলুম কিন্তু কিছু আদায় হলো না।

মাধাই। নিধরাম বাড়য্যের ছেলে ব্যাটাকে ধর্‌তে পার্‌লিনি? তাহলে দিন্‌কতক সুবিধা হতো।

জগাই। না, সে ব্যাটা নেহাত বেল্লিক, সে ছোঁড়া নিমাই পণ্ডিতের টোলে গেল্।

মাধাই। মদ খেয়ে আমোদ করা কি যে সে ব্যাটা পারে?

জগাই। সাদ্ধি কি।

মাধাই। দ্যাথ্ জগা, গাছে উঠি আয়।

জগাই। কেনরে তুই বাঁদর নাকি? গাছে উঠ্‌বি কেন?

মাধাই। আম্‌রা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবে, এ দিক দিয়ে কেউ যাবে না।

জগাই। না না, এই আড়ালে দাঁড়াই আয়, আমার পা টল্‌ছে গাছে উঠ্‌তে পার্‌বো না।

মাধাই। কে দু' ব্যাটা আস্‌ছে, দেখ্‌ টিকিদাস ভট্টাচার্য্য।

জগাই। ও ব্যাটাদের নিয়ে খানিক রঙ করা যাবে এখন।

(দুজন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

১ম ভ। ওহে! নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোথা বল্‌তে পার?

জগাই। নিমাই পণ্ডিত?

১ম ভ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নবদ্বীপে বড় পণ্ডিত যে।

জগা। সে যে আজ দু'দিন মারা গিয়েছে, আহা বড় পণ্ডিতই ছিল বটে, জ্বর বিগার হলো আর নাই।

১ম ভ। সে কি!

জগা। আর সে কি।

২য় ভ। না ও মিছে কথা, দেখ্‌তে পাচ্চ না ব্যাঙ্গ কর্‌চে, ওরা বেল্লিক।

জগা। ভট্টাচার্য্য বেল্লিক বল্‌লে, এক পাত্র মদ খেয়ে যেতে হবে; মেধো দেত এক পাত্র মদ।

মাধা। ভট্টাচার্য্য খাও।

১ম ভ। আরে, রাম রাম!

২য় ভ। আরে চৈতন বেঁধেছে।

জগা। আরে ধর্ শালাকে।

১ম ভ। আরে গিছি, গিছি, গিছি— ভট্টাচার্য্য এদিকে, ভট্টাচার্য্য এদিকে।

মাধা। যাবি কোথা শালা, মদ খেয়ে যা।

২য় ভ। আরে র, আরে র।

জগা। ধর্ ধর্ ধর্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

মিশ্রের বাটী।

(শচী ও শ্রীবাস।)

শচী। শুনহ বৈষ্ণব চূড়ামণি,
মম সম নাহিক দুঃখিনী,
জন্ম গেল কাঁদিতে কাঁদিতে,
বিশ্বরূপ ছেড়ে চলে গেছে
সে শেল রয়েছে,—
পতি-শোকে সদা দহে প্রাণ;
রূপ-গুণ-যুতা
বধূমাতা আনিলাম ঘরে
যমে নিল হ'রে,
সে শোক ভুলিতে নারি।
মন্ত্রণা করিয়ে
পুনঃ বধূ আনিলাম গৃহে,
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী,
নাহি জানি কি দুর্গতি হবে তার;
গিয়েছিল গয়াধামে নিমাই আমার,
না জানি কি বিষম বিকার
উঠিল অন্তরে তার।
সদা মৌনে রয় কথা নাহি কয়,
কভু হাসে কভু কাঁদে পাগলের প্রায়,
রজনীতে আচম্বিতে করে গো চীৎকার,
কোথা কৃষ্ণ, কোথা বাপ আমার,

শতধার নেত্রদ্বয়ে বহে,
কভু মূর্চ্ছা হ'য়ে লুঠে ভূমিতলে,
সবে বলে বায়ুগ্রস্থ কুমার আমার ;
যেবা হয় কর প্রতিকার।
প্রাণ আমার বুঝাইতে নারি,
বুঝি ডাকিনী যোগিনী লঙ্ঘিল
বাছায়,
কি উপায় করিব না জানি।

শ্রীবাস। নাহি ভাব শচী ঠাকুরাণী।
যে বিকার পুত্রের তোমার
ব্রহ্মা শিব সদা বাঞ্ছে তাহা,
কৃষ্ণনাম মুখে সদা যার
রোগ কোথা তার,
কেন বৃথা বিপদ আশঙ্কা কর ?
পুত্র তব মহা গুণবান্,
কৃষ্ণময় প্রাণ,
তুমি পুণ্যবতী;—
তাই সতী হেন পুত্রে ধরেছ জঠরে।
ভক্তিরসে দিবানিশি ভাসে,
হাসে কাঁদে সে কারণ,
ত্যজ শোক মন—
কৃষ্ণধন পাবে তুমি তনয়ের গুণে।
বায়ুরোগ বলে যত জ্ঞান-হীন জনে,
নাহি কর ভয়, রহ অসংশয়
সকলি হইবে শুভ কৃষ্ণের প্রসাদে,
সার্থক জীবন যার হরিভক্তি আছে।

শচী। যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর,
পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী।
তাই ত্বরা করে দিলাম বিবাহ পুনঃ,
কিন্তু যে আচার বধূর সহিত
দেখে মম কাঁপে বুক,
ছিল ভাল
যত দিন গয়াধামে না যাইল,
এবে যদি বধূমাতা বসে কাছে
কভু মৌনে রয়, কভু বা তর্জ্জন করে
ডরে যায় পলায়ে বালিকা ;
লয়ে পরের বাছায় ঠেকিয়াছি দায়,
আহা অবোধ বালিকা কাঁদে দিবা-
নিশি,
অভাগীর না জানি কি দশা হবে।
কহ তুমি বুঝাইয়ে নিমায়ে আমার,
গৃহধর্ম্মে দেয় মন,
শুন শুন বৈষ্ণব সুজন,
আঁধার-সংসার-দীপ নিমাই আমার।

শ্রীবাস। ঠাকুরাণী আমি কি বুঝাব
পুত্র তব নহে সাধারণ,
হরি-সঙ্কীর্ত্তন হেতু জনম তাহার
ভাগ্যবতী বধূমাতা তব ;
হেন পতি কার ভাগে ঘটে আর,
প্রসাদে যাহার—
ভব ভার হইবে খণ্ডন,
ভুবন পাবন নন্দন তোমার জেন
সার।

শচী। আহা! দেখ দেখ পাগলের প্রায়,
আঁখি-নীরে বুক ভেসে যায়,
বল বল এ ভাব কেমনে যাবে ?

শ্রীবাস। ভাবে ভাব বাড়িবে নূতন
নব আকর্ষণ—
কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট পরাণ ;
ঠাকুরাণী চিন্তা কর দূর।

(নিমায়ের প্রবেশ।)

নিমাই। ধন্য তুমি ধন্য গো জননী,
বৈষ্ণবের পদার্পণ তব পুরে।
কই প্রভু!
কই মম কৃষ্ণভক্তি হ'লো,
অধম জনম বৃথা কেটে গেল,

বল প্রভু!—
কৃষ্ণ কই কোথা কৃষ্ণ পাব,
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।
তুমি ভক্ত সাধুজন,
করি তব চরণ বন্দন
কৃষ্ণধন পাই যেন তব আশীর্ব্বাদে।
নাহি অন্য আশ,
যেন হই বৈষ্ণবের দাস
অনায়াসে তাহে পাব গোলোক-
বিহারী।
হায় কোথা গেল হরি,
হরি, হরি কোথা তুমি দয়াময়!
(মূর্চ্ছা।)

শচী। ওগো কি হ'লো কি হ'লো?

শ্রীবাস। নাহি ভয় কর হরিধ্বনি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল।
আহা কিবা সুধাময় নাম,
নাম বিনে কিছু নাহি আর,
নামের মহিমা ব্রহ্মা শিব দিতে নারে
সীমা,
নাম সম ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক আর।
গাও হরিনাম
ধরাধাম শ্রেষ্ঠ হবে গোলোক হইতে,
ধন্য ধন্য ধন্য এ মানব দেহ,
যাহে কৃপা করি ভবের কাণ্ডারী
দিয়াছেন হরিনাম বলিতে শকতি,
ধন্য এ রসনা যাহে হরিনাম করি গান,
ধন্য বসুমতী,—
হরিভক্তি প্রচার যথায়।
হরিবোল, হরিবোল।

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ।)

গঙ্গা। ভাল হ'লো শচীঠাকরুণ রয়েছেন। বলি নিমাই! তোমায় কি এই নিমিত্ত অধ্যয়ন করিয়েছিলুম? শ্রীবাস ঠাকুর! আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু পূজা ক'রে থাকি কিন্তু আপনারা মিলে দেখ্‌ছি এই সংসারটা ছারখার ক'রলেন। আহা! স্বর্গীয় মিশ্র নিমাইকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

শ্রীবাস। পণ্ডিত মহাশয় আমার অপরাধ কি? শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেছেন, আমি কি ক'র্‌বো।

গঙ্গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কথা আপনি অর্ব্বাচিনকে বোঝাবেন। ভগবান্ হৃদয় যে দিকে লওয়াবেন সেই দিকেই যাবে। ওহে নিমাই তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে, তুমি আমার সহিত তর্ক কর, সংসার ধর্ম্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্ম প্রধান আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অন্য আচার কেন কর?

নিমাই। প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কি করি কি করি,
ভাবি কূলে রই
কূলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ যায় বুঝালে না ফেরে
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে;
মনঃ প্রাণ মজেছে আমার,
বল কিবা করিব বিচার,
কৃষ্ণ সার,—
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি চাহি আর;
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলগো
আমায়,
জ্ব'লে মরি আর তাঁর বিরহ সহিতে
নারি,
হায় কোথা তুমি হরি,

লুকাইলে মন প্রাণ হরি,
প্রাণ যায় দেখা দাও।

গঙ্গা। শ্রীবাস ঠাকুর! যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনি একটু অন্তর হন্, আমি আমার শিষ্যের সহিত দুটো কথা কই।

শ্রীবাস। যে আজ্ঞা!—

(নিমাইয়ের প্রতি) সন্ধ্যার সময় দেখা হবে,তুমি তোমার অধ্যাপকের সহিত কথা কও।

নিমাই। প্রভু! আছে মম বিশেষ বারতা
কৃপা ক'রে রাখিবেন পায়,
পাই যেন দরশন।

[শ্রীবাসের প্রস্থান।

গঙ্গা। ভাল নিমাই যার প্রতি প্রাণ ধায় তার পূজা কর, কিন্তু জীবিকাও তো চাই, সামান্য পুণ্যে অধ্যাপকের কার্য্য প্রাপ্তি হয় না, তুমি সরস্বতীর কৃপায় সে পদ পেয়ে কেন অনাদর কর?

নিমাই। দেব! যথাশক্তি শিষ্যদিগের নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি, তাদের মন তৃপ্ত হয় না,এই নিমিত্ত তাদের ব'লেছি স্থানান্তরে অধ্যয়ন করগে।

গঙ্গা। কিরূপ যথাশক্তি ব্যাখ্যা কর? ন্যায়, ব্যাকরণ. অলঙ্কার, সকলি তোমার কৃষ্ণ, ধাতু জিজ্ঞাসা ক'রলে বল কৃষ্ণের ধাতু, সকল কথাতেই কৃষ্ণ, এতে শিষ্যদিগের মন কিরূপে তৃপ্তি হবে?

নিমাই। প্রভু!
শাস্ত্র-মর্ম্ম এইমাত্র বুঝিয়াছি সার;
কৃষ্ণের সংসার,
কৃষ্ণ ন্যায়, কৃষ্ণ অলঙ্কার,
কৃষ্ণ বিনা ধাতু আর কার,
কৃষ্ণের কৃপায় জীবের চেতন
কৃষ্ণ বিনা সব অচেতন,
সার মর্ম্ম শাস্ত্রের এ জানি।

গঙ্গা। না না ও ত উন্মত্ততা, ও ত প্রলাপ। সঙ্গত কথা কও, গয়াধাম হ'তে এসে তোমার মস্তিষ্ক চঞ্চল হ'য়েছে। জিজ্ঞাসা করি তোমায় এ উপদেশ কে দিলে, তোমার মা ঠাকরুণ, তোমার স্ত্রী, তাদের আর কে আছে? তোমার মুখ চেয়ে তারা আছেন, তাদের ভরণ-পোষণের ভার কি তোমার নয়?

নিমাই। প্রভু!
কেবা আমি ভার কিবা মম,
সর্ব্বশক্তি বিশ্বের আধার
কৃষ্ণ বিনা ভার আর কার?
প্রস্তর মাঝারে
কীটানুরে কে করে পালন?
আমি কেবা কি করিতে পারি।
করি যেবা করান মুরারী;
সকলের অধিকারী কৃষ্ণধন,
দয়াময় ভুবনপালন,
সম কৃপা সবারে তাঁহার।
জলবিম্ব প্রায় ফুটেছি ধরায়,
বল দেব আমি কি করিব।

গঙ্গা। যথার্থ ই কৃষ্ণের সংসার
পালনের ভার সত্য তাঁর,
কিন্তু নিমিত্ত বিহনে
কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য নাহি হয়।
যথা সূর্য্য করিয়ে বেষ্টন
ভ্রমে গ্রহগণ,—
তেমতি সংসারে একে লক্ষ্য ক'রে,
রহে যত পরিজন;
কার্য্য-ক্ষেত্রে কার্য্য বিনা কেবা রয়,
কার্য্য বিনা জ্ঞানলাভ নাহি হয়,
কার্য্যই মুক্তির হেতু,
শাস্ত্র মর্ম্ম এই সার;

কিবা কোথা দেখিলে নূতন
যাহে শাস্ত্র মর্ম্ম কর হেলা।

নিমাই। ক্ষমা কর দেব!
একমাত্র নিমিত্ত জগতে
দেখিয়াছি গয়াধামে
বিষ্ণু-পদ করি প্রদক্ষিণ,
বুঝিয়াছি আমি অতি দীন,
কার্য্য কিবা সে'তো সেই হরি,
হরি ব্রহ্মময় নাহিক সংশয়
প্রত্যক্ষ এ কথা,—
নহে যুক্তি অনুমান।
জীবে দয়া অপার যাঁহার,
খণ্ডাইতে ভীম ভবভার,
পাদপদ্ম যাঁর বিরাজিত গয়াধামে,
দুর্দ্দৈব আমার হেন পদে নাহি রুচি!
গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণু-পদ-পঙ্কজে করিতে মধুপান
ভ্রমে কত কোটি অশরীরী প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব নাহি জানি
সবে হরিময় হরিগুণ কয়,
আমি ভাগ্যহীন—
নাহি চিনিলাম হরি।
হরি বল দিন গেল,
কুতূহলে নাচ হরি বলে
মাতো হরি-প্রেমে, মোক্ষ ঠেল পায়,
অকুল সাগরে কার্য্য দেহ বিসর্জ্জন,
গাও হরিনাম হরি বিনা নাহি আর,
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ দেহ প্রাণ।
কর কৃষ্ণ নাম,—
হরি বল, গাও সে অভয় নাম।

গঙ্গা। হরি বল,
ওরে দেরে মোরে
কোথা পেলি হরি প্রেম?

সকলে। হরিবোল, হরিবোল।

গঙ্গা। ভাগ্য মানি শচীঠাকুরাণী,
পুত্র নহে সাক্ষাৎ মুরারী,
হরি বল দিন গেল ব'য়ে।
হে নিমাই,
শাস্ত্র মর্ম্ম তুমিই বুঝেছ সার
আর তব সঙ্গ না ছাড়িব,
না করিব কার্য্যের গরিমা।

নিমাই। এ'স প্রভু!
কৃপা করি মম গৃহে করহ ভোজন;
মাতঃ!
গুরু সেবা সাধ মম, কর আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(প্রতিবাসী ও নিতায়ের প্রবেশ।)

পথ।

নিতাই। গীত।

ঝুম্ মিশ্র—একতালা।

হারে রে রে রে, ওঠরে কানাই।
বেলা হলো চল চল গোঠে যাই।
আয়রে কানু আয়।
ওঠরে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,
পথ পানে সবে চায়।
বেলা হলো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী,
দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বন ফুল তুলে সাজাব তোরে,
আয় আয় কানু ওঠরে ওঠরে,
ব্যাকুল ধেনু,
নাহি শুনে বেণু কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে,
তোরে ডাকে ধেনু বনে যেতে নাহি চায়।

(প্রতিবাসীদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম প্র। বাবা এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা, বলি ওহে হারে রে রে রে, তোমার আবার কি ঢং?

নিতাই। আমি ভিখারী।

১ প্র। ভিকিরি ভিক্ষা কর, অমন হারে রে ক'র্‌ছ কেন?

গীত।

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী,
কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল,
কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়।
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা,
তাই তো আমি এলেম হেথা;
আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥

১ প্র। ন্যাকামো কর্‌তে আর যায়গা পাওনি, ন্যাকা ব্যাটা চোর না হয়ে আর যায় না।

২ প্র। না হে না, একজন অবধূত দেখতে পাচ্চ না।

১ প্র। আরে দূর ও বাট্যারা চোরের ইষ্টি।

(নিমাইয়ের প্রবেশ।)

নিমাই। সার্থক জীবন,
সত্য মম ফলেছে স্বপন,
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে;
দাদা! দাদা! আর কি পলাতে পার?

নিতাই। পালাব কোথায়?—
চিরদিন রেখো মোরে পায়
দাদা বলে করেছ আদর;
দেখ যেন ক'রো না হে পর,
চিরাশ্রিত আমি তব।

নিমাই। তুমি সর্ব্ব-শুভ-দাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
তোমার কৃপায় হরিগুণ গাব নদীয়ায়
হরিভক্তি মেগে লব তব পায়,
কৃপা করি ভিক্ষা কর মম পুরে,
একত্রে করিব সংকীর্ত্তন।

নিতাই। সার্থক জীবন
পাইলাম তব দরশন,
পদে তব চিরদিন ভিক্ষা আছে মম।

[নিমাই ও নিতায়ের প্রস্থান।

২ প্র। হ্যাঁ, দেখ নিমাই পণ্ডিত্‌টে ভারি বিগ্‌ড়ল, গয়া থেকে এসে, টোল ফোল তো সব ছেড়ে দিলে, তার পর দিন-কতক কর্‌লে কি বামুন বৈষ্ণব সব গঙ্গা স্নানে যায় ও চাকরের মতন কারুর কাপড় নিয়ে, কারুর কুশাসন ব'য়ে, কারুর নৈবিদ্যি মাথায় ক'রে সঙ্গে যায়, আর বলে আশীর্ব্বাদ করুণ আমার বিষ্ণু ভক্তি হোক, আর এখন ধরেছে ভেউ ভেউ কান্না।

১ প্র। তাই তো হে, আগে আগে বৈষ্ণব বৈরিগী দেখ্‌লে তাড়া কর্‌'তো, এখন পালে মিলে গেল, ব্যাটারা এক দিন জগা মাধার পাল্লায় পড়ে।

২ প্র। তাইতো হে নিমাই পণ্ডিত খেপে গেল, ভারি অধ্যাপক হয়ে উঠেছিল, ওরে জগা মাধা এই দিকে আস্‌ছে। আহা একটু আগে এলে হতো ভাল, সরে পড়ি আবার ব্যাটারা হেঙ্গাম ক'রবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মাধা। তুই সুতো মালপো পেলি কোথা?

জগা। তোরে তো বল্লুম হাঁড়া চুরি করে-ছিলুম।

মাধা। তাই ব'ল্‌চি হাঁড়া চুরি ক'র্‌লি কি 'ক'রে বল দেখি ?

জগা। নাকে হাড়ি কাট কেটে গিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌লুম আর কি, দোর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি দু'ব্যাটা বৈরিগী ব'ল্‌লে কোথা যাও, আমি হ্যাঁ ক'রে বল্লুম কামড়াব। "আর দুখানা খানা" ?

মাধা। না ভাই আর চলে না।

জগা। আমারও আর চলে না।

মাধা। ব্যাটারা মদ নিজ্জসই খায়, বড় মোলাম বানায়—ঠিক যেন পাঁঠার মাস।

জগা। মেধো আয় খিদে করি।

মাধা। কি ক'রে রে ?

জগা। ব্যাটাদের মতন নাচি আয়, এক এক বেটা নাচে আর দিস্তে থানেক খায়; আচ্ছা মেধো কিছু বুঝ্‌তে পারিস? বেটারা সখি হয় কি, আমি মনে কর'-তুম ধোনা অধিকারীর মতন সখি সাজে, তা না ব্যাটারা চৈতন চুটকি উড়িয়ে দিয়েই সখি।

মাধা। আচ্ছা ব্যাটারা, কি নেশা করে ?

জগা। ঐ মালপোর নেশা।

মাধা। আচ্ছা যখন মালপো আন্‌ছলি থানিক গরম মস্‌লা ছেড়ে দিতে পার-লিনি কেন ?

জগা। তুই ভাল মনে করেচিস্, আমি এক শালাকে গরম মসলা মাখিয়ে কামড়াব।

মাধা। ওরে ভাল কথা মনে পড়েছে, নিমাই পণ্ডিত্‌টে খেপে গিয়েছে, বাড়ীই থাকে না, এই তর্কে লুট্ করি আয়।

জগা। না ভাই, আমি দু'দিন ওৎপেতে ছিলুম, বেটার বাড়ীর চার্‌ পাশে ভারি সাপ্‌. দু'দিনই সাপে খেতে খেতে বেচে গেছি।

মাধা। আঃ তো শালার যেন ননিচোরা শরীর হয়েছে, সাপে খাবে ;—

জগা। ভাইকে শালা ব'ল্‌তে আছেরে শালা ?

মাধা। বলি, একশবার তোর আক্কেলকে বলি, এমন সুবিধা, যাবিনি চুরি কর্‌তে।

জগা। নারে—আমায় দুদিনই কেউটায় তাড়া করেছে।

মাধা। তবে রাত্‌টে কি ক'র্‌বি ?

জগা। চনা বৈরিগিদের দোরে পাঁটার নাড়ি ফেলে দে আসি।

মাধা। গোরুর্‌ হাড় দিয়ে দেখেছি ব্যাটারা ছোঁয়।

জগা। ব্যাটাদের বাড়ীর ভেতর ফেলতে পারিস্‌ ?

মাধা। চল্‌ বাঁশে ক'রে দেখিগে।

জগা। আর এক মজা কর্‌বি, আজ্‌ ভূত হবি ?

মাধা। তাই চল্‌ এক কল্‌সী মদ নিয়ে শ্মশা-নের দিকে যাই।

জগা। তুই মদ আন্‌গে, আমি নেড়ে পাড়ার দিকে একটা পাঁটা চুরি ক'রে নিয়ে যাই।

(জগায়ের নৃত্য।)

মাধা। জগা তুই নাচচিস্‌ কেন ?

জগা। বৈরিগী হব, ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায়, "হরিহে দেখা দাও," মেধো আমার তেলক কেটে দিতে পারিস ? "প্রেমসে কহো ভগী ময়রাণী, হরিহে দেখা দাও"

মাধা। আচ্ছা! "হরে" কে সে শালা জগা জানিস? আমি হ'লে ব'ল্‌তেম ধরে লেওরায় শালাকে। আমার শোধ হয়

এক শালা মাল্‌পোওলা, খিদে পেলেই ডাকে। আচ্ছা জগা! তুই যে মালপো চুরি ক'রতে গেলি, ভাবটা কি বুঝলি?

জগা। চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়, তুই দেখলি তো চার্ খানা খেতেই কুপো কাৎ; রাধাবলে আর এক এক ব্যাটা বিশখানা ওঠায়।

মাধা। এক শালাকে একদিন তো বাগে পেলুম্ না।

জগা। তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস্।

মাধা। দেখ্ মাতাল বলিস্ তো ভাল হবে না কোন্ দিন্ মাতাল দেখেছিস্? তুই যেমন ছটাকে মাতাল, আমি ছসের খেয়ে সান্‌সা আছি, এখন চল্‌ছিস কোথায়?

জগা। চল্‌না কেত্তন শোনা যাক্‌গে, ব্যাটারা বেড়ে বাজায়, "চাকুম চুকুক ভুশ্ ভুশ্ ভুশ্।"

মাধা। তুই বড় গান শোননেওলা।

জগা। ওরে বেশ এক রকম রাধে রাধে বলে, আমার ভাই রাধি নাপ্‌তিনিকে মনে পড়ে।

মাধা। তুই দেখ্‌ছি বৈরিগী হ'বি।

জগা। তোর চৌদ্দ হ'গুণে বায়াম্ন পুরুষ বৈরিগী হোগ্।

মাধা। ভেয়ের চৌদ্দ পুরুষ তোলে শালা?

জগা। নে রাগ করিস্ নি, মিষ্টি ক'রে মিষ্টি ক'রে বল্লুম, মদ দেব তোর গাল ভ'রে, আয় ছুটে আয় হাঁ ক'রে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীবাসের বাটী।

(নিমাই ও শ্রীবাস।)

নিমাই। কার ধ্যান করিস্ শ্রীবাস,
পূর্ণ তোর আশ—
দেখ মম বিকাশ ধরণী ধামে।
গোলোক ত্যজিয়ে
আসিয়াছি দেখাদিতে তোরে,
কৃষ্ণ ব'লে যতই কেঁদেছ
কৃষ্ণনাম যতই গেয়েছ
সে সকল পূর্ণ এত দিনে;
মত্ত মন যার অন্বেষণে,
চেয়ে দেখরে নয়নে
ইষ্টদেবে কর দরশন।

শ্রীবাস। আরে আরে কে তুই বর্ব্বর,
পূজায় ব্যাঘাৎ কর;—
প্রভু! অধমেরে এত বিড়ম্বনা!
জয় জয় ষড়-ভুজধারী
রূপ অনুপম—
দুই করে ধর ধনুর্ব্বান
দশস্কন্ধ দর্প চূর্ণ যায়,
আহা মরি মরি গোপীমনোহারি
দুই করে ধ'রেছ বাঁশরী,
কি হেরি—কি হেরি—
দুই করে দণ্ড কমণ্ডলু
রূপ হেরি পরাণ জুড়ায়,
তুলনাই তুমিই তুলনা,
গৌরাঙ্গ সুন্দর গোলোক ঈশ্বর,
ভক্তপূর্ণ আশ ভাবের প্রকাশ,
ধরা মাঝে হ'লো এতদিনে,
কৃপা করি কর চিরদাস পদে।

(নিতাই, হরিদাস, অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ।)

নিমাই। আয় ভাই আয়রে নিতাই
অনন্ত অখণ্ড তোর লীলা,
আজি ভক্তের এ মেলা
পুরাইব সবার কামনা।
আয় হরিদাস—
মোর পদে তোর চির-আশ,
তুমি মোর দেহ হ'তে প্রিয়,
আয় করি আলিঙ্গন।

হরিদাস। দেহ শিরে শ্রীচরণ ;—
মরি কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম
বাঁশরী-বয়ান,
ব্রজবালা হৃদয়বিলাস!
ধন্য আমি, ধন্য তব মহিমা প্রকাশ,
সার্থক যুবন দেহ।

নিমাই। আয় শীঘ্র আয় অদ্বৈত কোথায়,
আরে আরে—
তোর তরে গোলকে রহিতে নারি,
তোর দায় লক্ষ্মী সনে এসেছি ধরায়।

অদ্বৈত। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী
গোলকবিহারী, জয় জয় নিরঞ্জন,
জয় জয় ভক্তের জীবন,
ত্রিভুবন পাবন চরণরজে,
জয় বিশ্বপতি, অগতির গতি
রহে যেন মতি রাঙ্গা পদে।

নিমাই। আয়,ভক্তবৃন্দ, কররে আনন্দ
সবে মিলি করিব রে পাষণ্ড দলন।
করিবারে জীবের উদ্ধার
দেখ পুন বহি দেহভার,
জীবের দুর্গতি আমি দেখিতে না
পারি,
দেখ তাই এসেছি নিতাই,
তাই আমি আপনি এসেছি।
কই কৃষ্ণ কই,
কোথা গেল কৃষ্ণ প্রাণধন!

(মূর্চ্ছা।)

নিতাই। ধন্য কলিকাল, ধন্য কলির মানব,
কোন্ যুগে কে দেখেছে হেন লীলা?
কিশোরীর প্রেমে
ভ্রমে ভবে ব্রজরাজ,
এলো গোরা হরিনামে মাতে ধরা।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। কেরে হরি ব'লে প্রাণ জুড়ালে,
দেহ পদধূলি
সকলে এ অভাগার শিরে ;
ওহে বৈষ্ণবমণ্ডল
ভক্তিতে বেঁধেছ হরি,
আমি দীন্
হরি ধন দেহ কৃপা করি,
আরে শঠ্ কপট কানাই,
ভুলাইতে চাও,
আর কেবা ভোলে তোর ছলে।

নিতাই। গীত।

সুরটমিশ্রিত—একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই।
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণে এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই।
ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
এল, কোথা গেল এনে দে লো হরি,
আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জান না, কৃষ্ণ আন না,
বলো বলো তারে, রাধা প্রাণে মরে,
কালা বিনে রইতে পারি কই।

নিমাই! হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণধন।

সকলে। গীত।

সিন্ধুরাথাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক শারি, মুখে মুখ করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে ওঠ লো কিশোরী।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

রাজপথ।

(প্রতিবাসীদ্বয়।)

১ম প্র। নেড়া নেড়ীর কীর্ত্তিতে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, নিমাই পণ্ডিতটে জুটে একাকার ক'রে তুল্‌লে? ব্যাটাদের জাত নাই, ধর্ম্ম নাই মুসলমানের সঙ্গে ব'সে খায়, বামুনের ছেলে মুসলমানের পায় ধুলা নেয়, আর ব্যাটাদের যে দাঁত-কপাটি, যাচ্ছে যাচ্ছে ঢিপ্‌ ক'রে পড়্‌লো, রেতে দিনে ঘুমাবার যো নাই, এ ডাকাতে কীর্ত্তি নিয়ে কি করা যায়?

২য় প্র। বলি কাজিকে ভোলালে কি ক'রে? সে দিনে তো কাজি খুব সরগরম হুকুম দিয়ে গেলেন যে, নগর-কেত্তন ক'র্‌লেই ধরে নিয়ে যাবেন।

১ম প্র। সেজেগুজে গিয়ে গাঁ গাঁ শব্দে পড়্‌লো।

২য় প্র। বেড়ে গানটী ধ'রে ছিল, "তুয়া চরণ মন লাগুরে সারঙ্গ ধর।"

১ম প্র। বলি তুমিও বৈরিগী হবে নাকি? তোমারও যে ভাব লাগে দেখি।

২য় প্র। রাত্‌ দিন চেল্লায় এই থারাপি, তা নইলে এক একটা গান ধরে মন্দ নয়।

১ম প্র। মন্দ না ব'লে কি রাত্‌ দিন? সে.. সে দিন বড় রঙ হ'তে হ'তে র'য়ে গেছে। ঐ যে অবধূত্‌ ছোঁড়া যিনি বীর বলাই, সে আর বুড়ো এক ব্যাটা নেড়ে আছে, বাপের নাম পানাউল্লা, ছেলের নাম কেষ্ণবিলাস।

২য় প্র। কে ওই হরিদাস?

১ম প্র। কে জানে ব্যাটার কি নাম, ওই দু'ব্যাটাতে জগা মাধার কাছে গিয়ে প'ড়েছেন।

২য় প্র। সত্যি নাকি, তার পর তার পর?

১ম প্র। তারা ধর্‌ ধর্‌ ক'রে তাড়া ক'রলে আর কি?

২য় প্র। আর ও ব্যাটারা কি ক'র্‌লে?

১ম প্র। সে বড় শক্ত পাল্লা, মার দৌড় আর কি?

(নেপথ্যে ভেরিধ্বনি।)

ওই যে ব্যাটারা আস্‌ছে, গ্রাম শুদ্ধ মাতিয়েছে, ব্যাটাদের একঘরে ক'র্‌বারও যো নাই, ওই নিতাইটা আর হরিদাসটা ঘরে ঘরে গিয়ে ভজায়।

২য় প্র। আচ্ছা নিমাই যাত্রা ছেড়ে দিলে কেন? সে বেশ ছিল, রাধিকা সেজে গাইতো, বেশ গাইতো।

১ম প্র। হ্যাঁ, সে গোঁফ মুড়িয়ে মান ক'র্‌বার ধুম কি! আজ্‌ শালারা যদি আমাদের

পাড়ায় যায় তো ঢিল খেয়ে আস্‌বে, সব ছেলেগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছি।

২য় প্র। ওব্যাটারা যাদু জানে, ঢিল আর মার্‌তে হয় না, ও ছেলে ব্যাটারাও হাত তালি দিয়ে নাচ্‌বে এখন।

১ম প্র। আমি আজ আপনি ইট মার্‌বো চল।

২য় প্র। বলি একবারে অত রাগ কেন, দাঁড়াও না স্নান কর্‌বে না?

১ম প্র। আরে দূর্ দীক্ করলে, ব্যাটারা চেঁচাচ্চে দেখেছ।

২য় প্র। একটা গান শুনুন।

১ম প্র। আর তুমি শোন ভাই আমি চল্লুম।

[১ম প্রতিবাসীর প্রস্থান।

২য় প্র। আহা বেশ গাচ্ছে।

(নিমাই, নিতাই ইত্যাদি ও বৈষ্ণবগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

সকলে গীত।

খাম্বাজমিশ্রিত—যৎ।

বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে,
প্রাণ মন কেন মজালে।
সাধে কি কাননে আসি,
কেনহে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ অকূল মাঝে ভাসালে।

নিমাই। তোম্‌রা আজকে কোন্ দিকে নাম বিলুতে যাবে?

হরিদাস। দাঁড়াও প্রভুকে একটু রাগাই,—আমি বুড়ো মানুষ, আমি তো অবধূত ছোঁড়ার সঙ্গে যাব না।

নিতাই। যাবিনি? আমায় কাঁদে ক'রে বুনিয়ে যেতে হবে। যাবিনি যদি তো, আমায় নাম গেয়ে মজালি কেন? আয়!

হরিদাস। প্রভু এ পাগ্‌লার সঙ্গে আমায় দিলেন, আমার প্রাণ বাঁচান ভার, গঙ্গায় লাফিয়ে কুমীর ধ'র্‌তে যায়, সে দিন দুটো মাতাল খেপালে।

নিমাই। হরিদাস! তুমি যে আমায় খেপালে, তোমার চেয়ে আর পাগল কে?

নিতাই। প্রভু, করুণাময়! তোমার মাহাত্ম্য বুঝ্‌বো যদি সেই মাতাল দু'জনকে উদ্ধার কর, তবেই তোমার মাহাত্ম্য। প্রভু, তারা অতি দীন অন্ধকূপে পতিত, আহা! তারা হরিনাম শুনে মার্‌তে আসে, তাদের দশা কি হবে?

নিমাই। নিতাই, তুমি যারে উদ্ধার ক'র্‌বে ভাবছ, তা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ কে আছে, তোমার প্রেমে কীট্ পতঙ্গ উদ্ধার হবে।

নিতাই। না ঠাকুর! ভাঁড়ালে হবে না, জগাই মাধাইয়ের মত পাপী নেই; তাদের উদ্ধার কর্ত্তে হবে, যে হরি বলে সে তো আপনার গুণে তর্‌বে; প্রভু! এই দীন মাতালদের নিজ গুণে তরাও।

নিমাই। নিতাই! তোমার মনস্কামনা হরি অবশ্যই সিদ্ধ ক'র্‌বেন। জগাই মাধাই ধন্য!—যাকে তুমি প্রেমদান ক'রেছ। কে কোন্ দিকে যাবে, চল ঘরে ঘরে নাম বিলুই। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।

সকলে। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।

[নিতাই ও নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিমাই। নিতাই যাবে না ?

নিতাই। আমি আজ মাতাল নিয়ে মদ খাব।

নিমাই। তোমার মাতালদের খাইয়ে যদি থাকে, আমাদেরও একটু দিও।

[নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিতাই গীত।

ভৈরোঁ-মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়াব ব'য়ে যায়।
বইছে রে প্রেম শতধারে,
যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী,
প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল রে হরি ;
প্রেমে প্রাণ মত্ত ক'রে,
প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায় ;
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়।

(জগাই মাধাইয়ের প্রবেশ।)

জগাই। কেরে কেরে কেরে ব্যাটা রাই কিশোরী ?

নিতাই। বাবা, আমি অবধূত।

মাধাই। এই দিকে আয় শালা, আমি তোর যমের দূত, হুঁ আজ আর যাও কোথা শালা, সে দিন বড় পালিয়েছিলে, বল্ শালা তুই সখী না বৃন্দে ?

নিতাই। তুমি যে হও একবার হরি বল।

মাধাই। শালা আবার আজ।

(কল্সীর কাণা ছুড়িয়া প্রহার।)

নিতাই। প্রভু! অপরাধ কর হে মার্জ্জনা,
জানে না জানে না জ্ঞানহীন সন্তান তোমার,
দয়াময়! নিজ গুণে পতিতে নিস্তার কর।

মাধাই। আবার শালা,—

জগাই। কেন বল্ দেখি তুই ওকে মার্বি ?

মাধাই। মার্বো, তুই কি রাখবি ?

জগাই। কখনই মার্তে দিব না।

নিতাই। গীত।

ভৈরোঁ-মিশ্রিত—একতালা।

প্রাণ ভ'রে আয় হরি বলি,
নেচে আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ ক'রেছ হরি ব'লে নাচ ভাই।
বল্‌রে হরিবোল,
প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল্‌রে তোল্ হরিনামের রোল ;
পাও নি প্রেমের সাদ,
ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
হের্‌বি হৃদয় চাঁদ ;
ও রেপ্রেমে তোদের নাম বিলা'ব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।

জগাই। মেধো হরি বল্, নইলে তোর সর্ব্বনাশ হবে।

মাধাই। রেখে দে তোর সর্ব্বনাশ, তুই হরি বল্। আচ্ছা বাবাজী মার্বো না, আবার গাও।

নিতাই। গীত।

মঙ্গল-মিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম হরি বল না।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি,
সাধ কেন তোর হ'লো না।

পাপী তাপী নাই করে বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার,
করুণার তুলনা নাই আর ;
নামে হও মাতোয়ারা মিছে মদে ভুল না।

(নিমায়ের প্রবেশ।)

নিমাই। একি নিতাই, কে তোমার এ দশা ক'র্‌লে? কোন্ নরাধম সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে?

নিতাই। ত্যজ ক্রোধ ব্যথা লাগে নাই;
ভিক্ষা চাই তোমার চরণে
কৃপা কর জ্ঞানহীন দীন দুই জনে;
দুটী ভাই জগাই মাধাই,
মোহঘোরে ফিরে অন্ধকারে,
প্রেমদান করহে দোঁহারে,
তোমা বিনে—
পাতকীরে কেবা রাখে পায়?
মজে ঘোর দায় হলে তব রোষ,
কোন কালে নিস্তার না পাবে,
কলঙ্ক পড়িবে তব দয়াময় নামে।
মাধাই মারিল, জগাই বারিল,
দেখ দোঁহে ভয়ে জড়সড়,
প্রভু! দুঃখ হর করহ অভয় দান।

নিমাই। আয়রে জগাই,
তুমি কিনেছ আমায়,
নিতায়েরে রক্ষা ক'রে,
আয় আয় লহ আলিঙ্গন,
কৃষ্ণ তোরে করিবেন কৃপা।

জগাই। প্রভু! দয়া কর—
দয়া কর আমি নরাধম!!

নিমাই। তুমি মম প্রাণের দোসর,
হরিময় হবে তব প্রাণ,
পাবে পরিত্রাণ কর হরিগুণ গান।

জগাই। হরি দয়া কর, হরি দয়া কর!
ওরে মেধো পায়ে ধর।

মাধাই। প্রভু! আমার কি হবে?
প্রভু! আমার কি হবে?

নিমাই। যাঁর কাছে অপরাধী তুমি
তাঁর ক্ষমা বিনা তব নাহিক নিস্তার,
মহাজনে ক'রেছ আঘাত,
শত বজ্রাঘাতে নাহি হবে প্রতিশোধ,
উপায় কেবলই তাঁর পায়।

মাধাই। প্রভু! দয়া কর,
আমি অধম রক্ষা কর।

নিতাই। হরিনাম গুণে যদি পুণ্য থাকে মোর
তোরে আমি করি সমর্পণ।
ধর নূতন জীবন,—
আরেরে মাধাই তোর প্রেম চাই,
হরি ব'লে প্রেম দে আমায়।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

মাধাই। ওরে জগাই আমি কোন্ নরকে ঠাঁই পাব? এমন দয়াল ঠাকুরকে মেরেছি, আমি পাষাণ, আমার কি পরিত্রাণ হবে? আমার মহাপাপ কি নষ্ট হবে, আমার অন্তরে আগুণ জ্ব'লচে। প্রভু! আমি জানি না আমি অজ্ঞান, আমায় ক্ষমা কর, আমার পরিত্রাণ কর।

নিতাই। মাধাই তোর ভয় নাই, যে হরি বলে, তার কোটী জন্মের পাপ যায়। আমি তোরে আমার পুণ্য দিয়েছি, তোর আর পাপ নেই।

মাধাই। আহা প্রভু! তুমি যেমনি দয়াল, আমি তেমনি পাতকী, এ মহা পাতকীর কি উদ্ধার আছে?

জগাই। প্রভু! তোমার পাদ-পদ্ম আমি কখনও ছাড়্‌ব না, আমরা দু-ভাই মহা-পাতকী, আমাদের উপায় কর্ত্তে হবে,

আমরা অশেষ দোষের আকর, আমরা বৈষ্ণব হিংস্রক, প্রভু আমাদের পায়ে রাখ।

মাধাই। হায়! আমরা অতি দীন, মানব-দেহে শূকর অপেক্ষা হীন, প্রভু! একবার পাদপদ্ম বক্ষে দাও, আমার প্রাণ শীতল কর।

নিমাই। আরে আরে জগাই মাধাই,
হরিনাম বল, হরি বিনা নাই,
হরি বল পাপ হবে ক্ষয়,
হরিনামে পাপ ভস্ম হয়
তুলা যথা অনল পরশে,
কি কব রে হরির দয়ার কথা,
দীন-বন্ধু করুণা-সাগর
ভবে যেই ভয় পায়
আদরে তাহারে দেন কোল,
নাম নিলে—
ভবসিন্ধু গোখুর সমান তরি,
প্রাণ ভ'রে হরি বল দুটী ভাই
আর পাপ নাই,
হরিবল স্নিগ্ধ হবে তাপিত অন্তর;
নামে সুধা ধরে প্রাণে তাপ হরে,
অতুল হরির নাম,
হরি ব'লে ডাক রে অভয়ে।

মাধাই। হরিবোল, হরিবোল। হরি বিপদ-ভঞ্জন হরি! পতিতকে পদে স্থান দাও, হরি তোমার দয়াময় নাম সার্থক কর।

জগাই। হরি যেমন তোমার নামের গুণ— আমরা তেমনি পাপী, পতিতপাবন আমাদের তুল্য আর পতিত নেই।
প্রভু! যদি দয়া ক'রে দিলে নাম,
দেহ শ্রীচরণে স্থান,
আজ্ঞা কর দাস হ'য়ে করি সেবা!
আর গৃহে নাহি যাব পদাশ্রয়ে সদা রব।

নিমাই। শুন শুন জগাই মাধাই,
আর ভয় নাই—
পদ ছায়া দিয়েছেন হরি,
কর দোঁহে নাম সঙ্কীর্ত্তন
ভবের বন্ধন খসে যাবে অনায়াসে
হৃদাকাশে হইবে চৈতন্যোদয়,
না কর সংশয় অভয় হরিনাম,
আজি হ'তে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিবি দুজনে
যাও সবে নগর ভ্রমণে,
রব আমি নিতায়ের সনে।

সকলে। গীত।

কাফি-বারোঁয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল্ হরিবোল,
ঘুচবে মনের কালিমা।
হরিনামের রসে পাষাণ গলে,
আয় ডাকি আয় হরি ব'লে,
হরি ব'লে ভবে যাই চলে,—
হরি হৃদয়মাঝে উদয় হবে,
হরি প্রেমের নাই সীমা।

[বৈষ্ণবগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

নিমাই। ধর ধর নিতাই আমারে,
প্রাণ যে করে কি কব তোমারে আর,
দুস্তার এ ভব পারাবার
কিসে জীব হইবে নিস্তার
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল,
তুমি ধন্য ধন্য তব প্রেম!
তব প্রেমে অধম তরিল,
আমি আর গৃহে নাহি রব
সন্ন্যাস লইব—
হরিনাম দেশে দেশে দিব,
জীবের দুর্গতি সহিতে না পারি

মিলে দুটি ভাই দেশে দেশে যাই,
হরিনাম চল রে বিলাই
হরিনামে পাতকী তরিবে;
ভবে আনন্দ উঠিবে
সন্তাপ রবে না এ সংসারে।
হরি-প্রেমে হইব সন্ন্যাসী
আর কেন রব গৃহবাসী,
পিপাসীরে ঢেলে দিব প্রেমবারি,
কাঁদে প্রাণ জীবের বিষাদে,
ধর ধর নিতাই আমার;
হরি প্রেমে সঁপেয়াছি প্রাণ,
নদীয়ায় কার্য্য সমাধান,
'চল যাই মিছে কেন দেরি করি।

নিতাই। ভবভার করিতে খণ্ডন
প্রভু তব ধরায় জনম,
তব প্রেমে ভাসিবে সংসার
জীবকুল হইল অভয়,
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
পাপ বিমোচন—
হরি সঙ্কীর্ত্তন রটিল ভুবন ময়।

নিমাই। এস' হে নিতাই—
আজি আমি বিদাই লইব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মিশ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া।)

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচে কেন? আমার প্রাণ কেমন কচ্চে, মাগো, প্রভু কোথায় গেলেন? ওমা, কেন এত প্রাণ আমার ব্যাকুল হ'ল? মাগো, আমার ধর!

শচী। মা, ভয় কি মা, নিমাই আমার এখনি বাড়ী আস্বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা আমার প্রাণ স্থির হয় না, মনে হয় যেন আমি আর দেখ্‌তে পাব না, মাগো সকাল অন্ধকার দেখ্‌ছি, একি! আমার কি হ'লো?

শচী। বিধাতা তোমার মনে কি আছে জানি নে! বৌ মা অমন কেন হল, আবার কি কপাল ভাঙ্‌লো,বৌ মা গৃহ-কাযে যাও, ঐ যে আমার নিমাই ঘরে আস্‌ছে, ছি মা, অমঙ্গল ভাব্‌না ক'র্‌তে আছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা আমার প্রাণ কিছুতেই বোঝে না, মাগো আমি অভাগিনী আমার গুণমণি কি আমার হবে, সদাই ভয় হয়, কি জানি মা যদি শ্রীচরণ হারাই।

শচী। যাও মা গৃহ কাযে যাও, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর গে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা, একবার দেখে যাই।

শচী। দেখ্‌তে পাচ্চনা ঐ যে নিমাই আস্‌ছে, কাযে যাও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা, আমার ধন আমি পাবতো?

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

শচী। হায় অদৃষ্টে কি আছে ব'ল্‌তে পারিনি, বধূমাতা আমার অতি ধীর;— সহসা এত চঞ্চলা হ'ল কেন? হরি অভাগিনীর ভাগ্যে কত দুঃখ লিখেছ?

(নিমায়ের প্রবেশ।)

নিমাই। মাতা! শুন মন দিয়া,
বিদরে গো হিয়া জীবের দুর্গতি হেরি

ঘরে আর রহিতে না পারি,
যাব মাগো বিলাইতে নাম,
যেন পূরে মনস্কাম
কর মাতা আশীর্ব্বাদ,
প্রাতেঃ যাব গৃহ পরিহরি।

শচী। নিমাই! নিমাই কি বলিস্।
কোথা যাবি কে আছে আমার!

নিমাই। মাগো হরি প্রেমে হইব সন্ন্যাসী।

শচী। আরে আরে কেন বধ জননীরে!
(মূর্চ্ছা।)

নিমাই। মা, মা! ওঠ মা আমার,
উচ্চ কার্য্যে নাহি হও প্রতিরোধ,
ওঠ গো জননী—
মায়াবশে দেবকার্য্যে নাহি দেহ বাধা।

শচী। নিমাই, নিমাই, বাপ আমার!
ওরে আমার কি হলো,
বাছা! তোরে আমি ছেড়ে নাহি দেব
যাস্ যদি মাতৃঘাতী হবি।

নিমাই। মাতঃ! সম্বর ক্রন্দন
দেবকার্য্যে কি হেতু নিষেধ কর;
অন্য অন্য জন—
নানা দেশ করিয়ে ভ্রমণ
আনে নানা রত্নধন,
কৃষ্ণধন আমি এনে দিব,
তবে কেন কর মা রোদন?
সামান্য রতন হেতু গেলে মা সন্তান
হাস্যমুখে জননী বিদায় দেয়,
কৃষ্ণ প্রেম অন্বেষণে করিব গমন
কি হেতু মা কর নিবারণ?
বুঝ মনে জননী আমার,
দেবকার্য্যে বহি দেহভার
অকল্যাণ হয় মাতা সে কার্য্য হেলনে।

শচী। আরে রে নিমাই!
কি নিয়ে সংসারে র'ব বল?
আছে মম একটী বন্ধন
কেন তাহা করিবে ছেদন,
তোমা বিনা গৃহ মম অরণ্য সমান
শ্মশানে কেমনে রব একা।
আরে রে নিমাই নিমাই, আমার
বজ্রাঘাত করোনা হৃদয়ে,
এই হেতু জঠরে ধ'রেছি তোরে?

নিমাই। কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ মা জননী
কেঁদ না নিমাই ব'লে,
কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে নিমাই ব'লে নিমাই হারাবে
কৃষ্ণ নাহি পাবে,
কেঁদ না মা মায়া কর দূর—
জে'ন মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার,
কেবা আর কার—
কতবার পুত্রহারা হয়েছ জননী,
বার বার যতই কাঁদিবে,
মোহে মাতা ততই মজিবে
ততই মা বাড়িবে রোদন;
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে আর না কাঁদিতে
হবে।
ধন্য তুমি জননী আমার,
পুত্র তব হরিনাম বিলাইবে,
ভবে কেবা কবে হেন গৌরবিনী
পিতৃদেবগণ—
আছিলেন বিষ্ণুপরায়ণ সবে
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সেবক তব সুত,
বিষ্ণুর প্রসাদে নাম করিব প্রচার
হরিনামে নাচিবে সংসার,
হেন কার্য্যভার—
পুত্রেরে কি দিতে নার?
পশু-মন করিয়া ছেদন
সনাতন করিব মা অন্বেষণ;
ধ'রে মানব-জীবন

পশু হ'য়ে কেন রব,
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভবের বৈভব
শ্রীপদ-পল্লব এনে আমি দিব তোরে,
তবে কেন কর মা রোদন?
যেই লয় কৃষ্ণপদ ছায়া,
তার তরে কেন কর মায়া,
অতুল সম্পদ—
করি মাতা কৃষ্ণপদ আকিঞ্চন
মায়াবশে নাহি কর নিবারণ।

শচী। আরে রে নিমাই
তোর মুখ পানে চাই,
তাই প্রাণ আছে দেহে।
দেব কার্য্যে বাছা তুই যাবি,
আমি রে অভাগী
কাঁদিতে জনম গেল।

নিমাই। মাতঃ! যে করে রোদন
ধন্য সেই জন,
নারায়ণ শ্রীচরণ দেন তাঁরে।

শচী। আহা! বধূমাতা সত্য তুমি অভাগিনী,
সত্য বজ্রাঘাত শিরে।

নিমাই। মাতা রহিলাম হেথা
করিয়ে সন্ন্যাস ব্রত
প্রাতে যাব গৃহত্যাগ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

শ্রীবাসের বাটী।

(অদ্বৈত, শ্রীবাস, জগাই ও মাধাই)

অদ্বৈত। আরে আরে কি শুনি কি শুনি,
গৌর-গুণমণি
ছেড়ে যাবে মো সবারে।
অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত
প্রাণহারা কেমনে রহিব।

শ্রীবাস। চল ভাই! সবে মিলি করি নিবারণ,
জীবনের জীবন গৌরধন
না দেখে কেমনে রব।

জগাই। আরে রে মাধাই,
প্রভুর চরণ দেখিতে না পাব ভাই।

মাধাই। মম সম পাষণ্ড দুর্জ্জন
যেই স্থানে ধরে রে জীবন,
গৌরচন্দ্র সেথায় কি রয়।
কি উপায় হবে
শ্রীচরণে কে আর রাখিবে?

(নিত্যানন্দের প্রবেশ।)

হরিদাস। নিত্যানন্দ বল,কি হলো কি হলো
পদে কি হ'য়েছি অপরাধী,
তাই প্রভু ছেড়ে যাবে?
চল সবে কেঁদে গিয়ে ধরি পায়।
হরি একি হলো,
হরি হরি দীননাথ,
কর দয়া দীনজনে!
চল যাই ধরি গিয়ে প্রভুর চরণে।

(নিমাই ও শচীর প্রবেশ।)

সকলে। প্রভু! প্রভু!
কোথা যাবে,নদীয়া ত্যজিয়ে?

হরিদাস। প্রভু! কভু যেতে তো দেব না;
বৃন্দাবনে—
রথ চক্র ধ'রেছিল গোপীগণে,
আজি সবে রাখিব তোমারে ধ'রে;
ওহো!
কেবা রহে প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন!

নিমাই। শুন শুন হরি ভক্তগণ,
করেছি মনন
হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে,

ভবে এসে ভাসে জীব অকূল-পাথারে,
দিব সবে হরি-পদ-তরী,
মানবের দুর্গতি দেখিতে নারি,
কর সবে হরি-গুণগান
কাঁদাও না আর,
কোল দাও প্রফুল্লবদনে সবে,
কর আশীর্ব্বাদ আশাপূর্ণ হয় মোর ;
এস এস হে নিতাই
হরি ব'লে চলে যাই গৃহ ত্যজি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শচী। ওরে আমার নিমাই সন্ন্যাসী হ'লো ?

(মূর্চ্ছা।)

নিতাই। দেখ ভাই জননী লুটায় ভূমে।

নিমাই। অবধূত্ কেন হে ভুলাও মোরে ?

নিতাই। ওঠ মা আমার !
মায়া কর পরিহার,
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে—
কাঁদিলে নিমাই পাবে।

নিমাই। মাত ! বাঁধ প্রাণ,
সত্য করি কহি তব স্থান,
পুনঃ মাতঃ দেখা পাবে।

শচী। হরি হরি বিপদে কাণ্ডারী,
অভাগীরে কৃপা কর।

নিমাই। সবে মিলি করি হরিধ্বনি
শুনি আমি প্রাণ ভ'রে।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল
মন আমার।

গীত।

খাম্বাজ মিশ্রিত—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা;
প্রাণসখা রাখ পায়।
কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি ;
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।

যবনিকা পতন।

নিমাই-সন্ন্যাস।

(চৈতন্য-লীলা—
দ্বিতীয় ভাগ)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

নিমাই	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নিতাই	অবধূত।
প্রতাপ রুদ্র	উড়িষ্যাধিপতি।
রায় রামানন্দ	জমীদার।
কেশব ভারতি	নিমাইয়ের দীক্ষাগুরু।
সার্ব্বভৌম	সভাপণ্ডিত।
অদ্বৈত, হরিদাস, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ	ভক্তগণ।
বক্রেশ্বর	নিমাইয়ের ভৃত্য।

নট, জামাই, ব্রাহ্মণ, ধোপা, সভাসদগণ, প্রতিবাসিগণ, বৈষ্ণবগণ, বালকগণ, শিষ্যগণ, দেবগণ, রথযাত্রীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শচী	নিমাইয়ের মাতা।
বিষ্ণুপ্রিয়া	নিমাইয়ের পত্নী।

নটী, মালিনী, ধোপানী, দেবীগণ, প্রতিবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(রাজা, রায় রামানন্দ ও সভাসদ্‌গণ।)

রাজা। রায় রামানন্দ! তুমি প্রভুর কৃপার পাত্র—তুমি আমায় কৃপা কর, প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছেন, প্রভুর বিরহে প্রাণ অতিশয় কাতর হ'য়েছে, আমার জীবন শূন্যজ্ঞান হচ্ছে—তুমি কোন উপায় কর।

রামা। মহারাজ! যে প্রভুর নিমিত্ত ব্যাকুল প্রভু তার নিমিত্ত ব্যাকুল; আপনি অচিরে তাঁর দর্শন পাবেন।

রাজা। আমি ভক্তবৃন্দের নিকট শুনেছি যে তুমি প্রভুকে নিয়ে আনন্দ কর, তোমার দ্বারায় নট নটীরা শিক্ষিত হ'য়ে নিত্যই গৌরাঙ্গ-লীলা তোমায় প্রদর্শন ক'রে, কৃপা ক'রে যদি তুমি আমায় সে অভিনয় দেখাও;—আর এক আমার পরম খেদ প্রভুর নাগর মূর্ত্তি দেখি নাই, কি উপায়ে আমি সে নটবর মূর্ত্তি দেখতে পাবো?

রামা। মহারাজ! ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়।

রাজা। প্রভু যারে তারে বলেন "আমায় দাসত্বে মুক্তি দাও," এরই বা কারণ কি?

রামা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ অদর্শনে শ্রীরাধা এত ব্যাকুল হ'তেন যে, তাঁর শরীরে সম্পূর্ণ মৃত্যু লক্ষণ দৃষ্ট হ'তো;—এই বিরহ-বিকার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বল্‌লেন, "রাধে! তোমার প্রেমে আমি চিরঋণী রইলেম;—কিসে তোমার ঋণ পরিশোধ হবে?" শ্রীরাধা উত্তর করলেন, "আমি দাসী আমার নিকট ঋণ কি?" শ্রীকৃষ্ণ বারবার কাতর হয়ে বল্‌লেন, "প্রিয়ে! আমায় কৃপা কর, কিসে তোমার ঋণমুক্ত হবো বল?" রাধা বল্লেন,—"প্রাণেশ্বর! যদি দাসীরে করুণা করলেন তবে, এই ভিক্ষা দিন যে, অধম জীব যেন তোমার কৃপালাভ করে।" ভগবান্ তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন, "তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, আমি দ্বারে দ্বারে প্রেম বিতরণ করবো, জীবকে উদ্ধার ক'রে তোমার ঋণ হতে মুক্ত হব।" বৃন্দে রঙ্গ করে বল্‌লেন যে "কপট-চূড়ামণি! তোমার কথায় প্রত্যয় কি? যদি স্বহস্তে খৎ লিখে দাও, তবেই মানি।" এ কথায় মুরলীমোহন তাঁর প্রেমের মহাজন শ্রীমতীকে দাস খৎ লিখে দিলেন। সখিগণ সে খতে সাক্ষ্য; তাই প্রভু গৌরবেশে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করচ্ছেন।

রাজা। রায়! শ্যামসুন্দরের এ গৌর বেশ কেন?

রামা। প্রেমবিকার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলেন, "রাধে! তোমার ন্যায় আমি একজন্ম বিরহে ব্যাথিত হ'য়ে রোদন করবো, তোমার ন্যায় ধরাসনে লুণ্ঠিত হব, প্রেমে তোমার কি অপূর্ব্ব সুখ আমি এক জীবন আস্বাদন করবো।" কিশোরী উৎকণ্ঠা হ'য়ে বল্‌লেন, "তুমি রোদন করবে, তোমার কোমল কায় ধূলায় ধূসরিত হবে, এ আমার সহ্য হবে না।" ভগবান্ উত্তর করেন, "বিরহ জনিত সুখ তুমি কি একাই অনুভব

করবে?—আমায় কেন বঞ্চিত কর, মানা করো না, আমার বাসনায় প্রতিরোধ করো না।" রাধা বল্লেন, "যদি এ দুঃখ ভোগ তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হয়, অন্তরে তুমি থেক, বাহিরে তোমায় আমি আবরণ ক'রে রাখবো, তুমি যে ধূলায় লুণ্ঠিত হবে, তা দেখতে পারবোনা।" শ্যামসুন্দর ব্যাকুল হ'য়ে ধরাশায়ী হবেন—ভাবতে ভাবতে শ্রীমতী উৎকণ্ঠা হলেন, হৃদয়াবেগে শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে শ্যাম অঙ্গ আবরণ করলেন,এই নিমিত্ত অন্তর কৃষ্ণ বহি রাধা ভাবে গৌরলীলা, এই নিমিত্তই প্রচ্ছন্ন ভাবে গৌর অবতার, এই নিমিত্তই অপ্রেমিক তাঁহাকে অবতার অস্বীকার করে।

রাজা। ভাল রায়! তুমি কৃপা ক'রে আমার একটি সন্দেহ ভঞ্জন কর, প্রভু কি নিমিত্ত বিধবা জননীর প্রতি, যুবতী পত্নীর প্রতি নির্দ্দয় হলেন, কেনই বা সে ভক্ত-মন-রঞ্জন নাগর বেশ পরিত্যাগ করলেন।

রামা। মহারাজ! আমি কিছুই জানি না গৌরাঙ্গলীলা গৌরাঙ্গই জানেন, কিন্তু নট নটীগণের অভিনয়ে আমার হৃদয়ে একটি ভাবের উদয় হয়—আপনি অভিনয় দেখুন, আমি ভরসা করি আপনার হৃদয়েও সে ভাব উদয় হবে।

রাজা। সে তোমার ন্যায় ভক্তের কৃপায়, তবে শীঘ্রই আয়োজন কর, আমি রাজ্ঞীদিগের সংবাদ দিই গে, তারাও সকলে লীলা সন্দর্শনে উৎসুক।

[রাজা ও রামানন্দের প্রস্থান।

প্র, সভা। দেখ, এই রামানন্দটা ভক্ত বিটেল;—ব্যাটা বাবরিটে বাহার দিয়ে হাতী চড়ে ডঙ্কা বাজিয়ে "গৌর গৌর" করে।

দ্বি, সভা। আর তুমিও যেমন! ব্যাটা অতি নচ্ছার, বাগনে বেশ্যা নিয়ে দিবা রাত্তির পড়ে আছে, কারুর গা ধুইয়ে দিচ্ছে, কারুর চুল বেঁধে দিচ্ছে, ব্যাটা ভক্তির সাগর,রাজাটা খেপেছে খেপেছে, এমন জগন্নাথ প্রভু থাকতে কিনা গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ,—বাবা দশ অবতারের ভিতর তো গৌরাঙ্গ পেলেম না।

প্র, সভা। ওই ভণ্ড ব্যাটারা ওই এক ধুঙ ধরেছে, আর কি—আচার ব্যাভার সব উলটে দিলে, ব্যাটারা পেট বৈরাগীর দল, পূজা করতে তর সয়না ব'লে নিয়ে আর প্রসাদ।

দ্বি, সভা। এবার রোসো ব্যাটাদের জিজ্ঞাসা করবো, বলি গৌরাং যদি তোদের অবতার, তো মাথা মুড়িয়ে কেষ্ট কেষ্ট করে কেন?—

প্র, সভা। তা জানিসনে? ব্যাটারা বলে রাধা ভাব, আর ওঁরা সব ব্রজগোপী।

দ্বি, সভা। রাজাটা বিগড়েল, তা নইলে গুপীর পিণ্ডীদান যাত্রা করতুম, বুড়ো বুড়ো মদ্দরা কি ক'রে বলে সখি।

প্র, সভা। চল অভিনয় দেখিগে, তা নইলে রাজা রাগ করবে।

দ্বি, সভা। আরে বেশ বেশ ছুঁড়ী আছে, দু এক বেটীকে বাগানে আনতে পারিস? টপ্পা টপ্পী শোনা যায়।

প্র, সভা। আর তা বুঝি জানিস্ নি? ও বেটীদেরও ভাব লেগেছে, ও বেটীরাও ওই বৈরাগীর মতন টীপ্ টীপ্ আছাড় খায়।

দ্বি, সভা। আর বুঝি ঐ রামানন্দ ধেয়ে গিয়ে কোল দেয়, যা হোক্ ব্যাটা খুব মজায় আছে।

প্র, সভা। চল চল খানিক লঙ্কা মরিচ নিয়ে যেতে হবে।

দ্বি, সভা। কেন রে ?—

প্র, সভা। চখে দিয়ে ভক্ত হব, ঝর্ ঝর্ করে কাঁদবো আর কি।

দ্বি, সভা। দেখ্ আমি তোর কাছে বস্‌বো যখন কাঁদতে হবে গা টিপে দিস্।

প্র, সভা। ঐ ব্যাটাদের মুখ চেয়ে থাক্‌বো আর কি ;—ও ব্যাটারাও কাঁদ্‌বে আমরাও লঙ্কা টিপ্‌ছি আর কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

(নট ও নটী।)

নট। প্রিয়ে
চৈতন্য মধুর লীলা করি প্রদর্শন,
নব-রস-বশ রসিক সুজন
মনবিমোহন কর আজি রঙ্গস্থলে,
প্রফুল্ল অন্তরে—
করিব হে প্রভু গুণগান,
জুড়াইব প্রাণ জনম সফল হবে ;
উচ্চরবে হরি সংকীর্ত্তণ
সভাজন আনন্দে শুনিবে,
প্রেমরসে দ্রবিবে পাষাণ হিয়া।

নটী। নাথ!
হরিগুণ করি গান হরিনাম গুণে,
কিন্তু মম ভয় হয় মনে
মাত্রহীনা আমি অতি দীনা,
নিগুঢ় লীলার ভাব কেমনে প্রকাশি ;
সাধু ভক্তজন
মানসরঞ্জন কি গুণে করিব বল—
যেই ভাব করি অনুভব
শুকদেব আনন্দে বিভোর,
কোথায় সে তত্ত্ব পাবে দাসী।
নহে যার মধুময় প্রাণ,
মধুর আখ্যান
সে কিহে বর্ণিতে পারে ?
নারী আমি হব মাত্র নিন্দার ভাজন।

নট। প্রিয়ে! ত্যজ ভয় মনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত পাবন
পতিতে লো কৃপা তাঁর অতি,
তাঁর কৃপা-বলে
রঙ্গস্থলে উত্তীর্ণ হইব সবে,
সেই রাঙ্গা চরণ-কমল মম বল।
মহাপ্রভু কৃপার আধার,
বার বার অঙ্গীকার তাঁর,
যে লবে অভয় নাম
গুণধাম সদয় হইয়ে,
আপনি আসিয়ে,
পুরাবেন মনস্কাম তার ;
এস ভক্তিসনে
এক মনে করি নাম গান,
মহাপ্রভু হয়ে অধিষ্ঠান
পুরাবেন মনের বাসনা,
প্রিয়ে ভেবনা ভেবনা,
অভয় গৌরাঙ্গ নাম।

নটী। নাথ! ক্ষুদ্র নটী ভক্তি কোথা পাব ?
মন নহে বশ
এক মনে কেমনে গাইব ?
শঙ্কা হয় মনে
সে নামে কলঙ্ক পাছে রটে।

নট। প্রিয়ে! গৌরাঙ্গের মহিমা অপার

অতি নীচ অতি প্রিয় তাঁর,
নির্ভয়ে কর লো নাম গান
ভগবান্ অধিষ্ঠান হবেন হৃদয়ে,
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
দীননাথ দীনের ঠাকুর।

উভয়ে। গীত

কামোদ-মিশ্র—একতালা।

ডাকে হে পতিত তোমায়,
পতিত পাবন পূরাও সাধ।
দীনের ঠাকুর কোথায় গৌরচাঁদ।
নামের গুণে এস গুণধাম,
হৃদয় ভরি হেরি হরি ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নাম ভরসা করি আশা পূরবে মনস্কাম;
আমার মন বসে না প্রেম জানে না,
বাঁধো পেতে প্রেমের ফাঁদ॥
রাঙ্গাচরণ দুটি চাই,
মধুর গৌরনামটী যেন পাই,
রাই কিশোরীর দোহাই,হরি তোমারি দোহাই,
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে,
দাও হে প্রেম সুধার স্বাদ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

শয়ন-কক্ষ।

নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

নিমাই। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? একি তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রইলে যে? ছিঃ আবার কাঁদছো—কথা কবে না? কেঁদ না কাঁদলে মনে ব্যথা পাই।

বিষ্ণু। না।

নিমাই। না বলে যে আরো কাঁদ্‌ছো।

বিষ্ণু। আমি দাসী।

নিমাই। আবার নীরব হ'লে যে, কি বল্‌ছিলে বল?

বিষ্ণু। প্রভু এ সুখ-স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে যাবে।

নিমাই। প্রিয়ে! আমি তোমার কাছে অপরাধী।

বিষ্ণু। প্রভু! জন্ম জন্মান্তর তপস্যা ক'রে আমি পদসেবা কর্‌তে পেয়েছি।

নিমাই। বল কি বল্‌বে বল? আমি তোমার সঙ্গে কথা কইনি ব'লে কি অভিমান ক'রেছ? দেখ আমাতে আমি নেই, আমার্ মতি স্থির নাই।

বিষ্ণু। প্রভু! আর কি তোমায় দেখ্‌তে পাবনা?

চৈত। কেন প্রিয়ে?

বিষ্ণু। আমি দাসীর যোগ্য নই, কিন্তু তবু কৃপা করে আমায় চরণ স্পর্শ কর্‌তে দাও; তোমায় দেখ্‌তে পাই তুমি অন্যের সঙ্গে কথা কও, মধুর স্বর শুন্‌তে পাই, আমার অধিক সাধ নাই। প্রভু আমায় বঞ্চিৎ কর্‌বে, তুমি দয়াময়, কেবল কি আমার প্রতিই নির্দ্দয় হবে।

নিমাই। আমি বলেছি আমাতে আর আমি নেই, আমাকে মার্জ্জনা কর।

বিষ্ণু। আমি কি তোমার মার্জ্জনা কর্‌বো? আমি নিশ্চয় জানি আমিই অপরাধিনী, তোমার কৃপার যোগ্য নই। দয়াময়! তুমি ত কারুর প্রতি নির্দ্দয় নও?

নিমাই। প্রিয়ে আমি অতি নির্দ্দয়, আহা! তোমার মনে কত ব্যথা দিয়েছি, তুমি আবার কাঁদ কেন?

বিষ্ণু। প্রভু তোমার কথায় আমার হৃদয়ে আশার সাগর উথ্‌লে উঠছে,—আমি কি অভাগিনী! এ আশায় নৈরাশ হব?

নিমাই। কেন প্রিয়ে?

বিষ্ণু। প্রভু আমার পিপাসা যুগ যুগান্তরে মিটবে না।

নিমাই। তোমার অভিমান কি গেল না।

বিষ্ণু। মান অভিমান তুমি আমার সর্ব্বস্ব! কিন্তু অন্তরে আমি তোমার সহিত দিবারাত্র কথা ক'য়েছি, প্রভু আমার সাধ মেটবার নয়?

নিমাই। আবার কাঁদ কেন?

বিষ্ণু। তুমি যে ছেড়ে যাবে।

নিমাই। না আমি কি ছেড়ে যাই?

বিষ্ণু। আমি দাসী, আমায় কেন প্রবঞ্চনা কর, আমি চিরদিন জানি তোমার চরণ সেবার যোগ্য নই।

নিমাই। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, যুগ যুগান্তরে তোমার কাছে আমি বাঁধা।

বিষ্ণু। তুমি কি সন্ন্যাসী হবে?

নিমাই। প্রিয়ে!

আমি প্রেমের সন্ন্যাসী চিরদিন,
আমি প্রেমাধীন,
প্রেমের পশরা বই শিরে;
প্রেমব্রত লয়ে
আমি এসেছি সংসারে,
প্রেম বিনা কিছু মম নাহি আর,—
প্রেম-অনুরাগী,
প্রেমে গৃহী, প্রেমে আমি যোগী,
প্রেমে সর্ব্বত্যাগী,
প্রেমময় বলে হে আমায়;
প্রেম যথা তথা রই।
তুমি প্রেমময়ী,
প্রেমডোরে বেঁধেছ আমায়,
কেন মিছে কর ভয়—
প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি
প্রেমডুরী কাটিতে না পারি;
বিস্তীর্ণ সাগর, উচ্চ শৃঙ্গধর,
মরুভূমি লঙ্ঘি
আসি প্রেমিকের পাশে।
হের প্রেমনীরে আঁখি সদা ভাসে,
প্রেমিক আমার প্রাণ।
এস প্রিয়ে,
ফুল অলঙ্কারে সাজাই তোমারে,
সাধ ক'রে এনেছি ভূষণ।

(ফুল অলঙ্কার পরাইয়া দেওন।)

বিষ্ণু। প্রভু!

আমি দাসী সদা অভিলাষী
মনোমত সাজাব তোমায়
তুমি ত নির্দ্দয়
মনঃ সাধ রহিল রে মনে।

নিমাই। তোমায় সাজিয়ে দেই, তুমি আমায় সাজিও, এই তুলসীর মালা পর, এ অপেক্ষা রত্ন আমার আর নেই, আহা প্রিয়ে! এই তুলসীমালায় তোমার শোভা শত গুণ বৃদ্ধি হলো।

দেখ প্রিয়ে নয়নে আমার
ভুবনমোহিনী ছবি তব,
প্রাণে মম সদা ঐ ছবি
অস্থিময় ও ছবি অঙ্কিত;
আমার আমার
প্রেমময়ী মাধুরী তোমার
ভুলিব না জন্ম-জন্মান্তরে।

বিষ্ণু। কেন প্রভু! ভুলাও আমায় আর,

ত্রিভুবনে নহ তুমি কার,
তুমি দয়াময়
কেবলি হে আমারে নিদয়,

ডাকে যে তোমারে কোল দেহ তারে;
অধিক না চাই
পদ-প্রান্তে পাই যেন স্থান।
নিমাই। কই তুমি আপনি সাজলে, আমায় সাজিয়ে দিলে না।
বিষ্ণু। প্রভু!
আছে কি রতন, কি দিয়ে সাজাব
কোথা হেন পাইব কাঞ্চন,
তব,
বর্ণের প্রভায় মলিন না হবে যাহা;
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্তমণি
কোথা হেন আছে হে না জানি,
তব,
নয়নের রাগে জ্যোতিহীন নাহি হবে?
নন্দন-কাননে হেন আছে কি কুসুম,
অঙ্গের সৌরভে যার গৌরব না যাবে,
বল যদি গুণনিধি প্রেমময় তুমি,
প্রেমআঁখিনীরে মালা গেঁথে দিই গলে।
নিমাই। দেখ কেমন ফুলের অলঙ্কার দেখ, আমার সাধ হ'য়েছে তোমার হাতে সাজ্‌বো।
বিষ্ণু। প্রভু! তোমার সাধ নয়, আমার মনোসাধ পূর্ণ কর্‌বে; কিন্তু সাধ তো পূর্ণ হবে না। কোটী জন্ম যদি সাজাই, তবু সাধ বাড়্‌বে।
নিমাই। এস যোগনিদ্রা জগৎমোহিনী
কার্য্যে মম হও অনুকূল;
এস শীঘ্র বিলম্ব না সহে,
কাল ব'য়ে যায়
এ বন্ধন ছেদন করিতে নারি,
জীবের উদ্ধার-ভার ল'য়েছি এবার
কত দিন গৃহবাসে রব?
এস শীঘ্র ভক্ত আছে প্রতীক্ষায়।

বিষ্ণু। প্রভু কি বল্‌চেন?
নিমাই। বড় নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে।
বিষ্ণু। শয়ন করুন, আমি পদসেবা করি।
নিমাই। অকূল সংসার
জীবকুল আতঙ্কে আকুল,
নিদ্রা যাব জীবে করি মুক্তিদান।
(নিমাইয়ের শয়ন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পদসেবা)
বিষ্ণু। নিদ্রে! কেন এস রে নয়নে
প্রাণধনে হেরি ভাল ক'রে,
বাসনা কি পুরে,
যত দেখি তত বাড়ে সাধ;
বক্ষে ধরি অভয় চরণ
তবু ভয় না হয় বারণ,
কেন মন হও উচাটন?
আরে রে নয়ন!
দেখ রূপ সাধ মিটাইয়ে।
(বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়ন ও নিদ্রা)
নিমাই। প্রিয়ে!
ঋণী আমি রহিলাম তব প্রেমে,
কি করিব সতী!
হরিবারে জীবের দুর্গতি
যেতে হ'ল ত্যজিয়ে তোমায়;
ভেব না ভেব না
হৃদি-মাঝে কর গৃহ ভাবনা;
দেহ যাবে—
তিলমাত্র প্রাণ নহে তোমা ছাড়া,
মম প্রেমে জীব অধিকারী।
আর প্রিয়ে রহিতে না পারি,
জে'ন মনে—
অবিচ্ছেদ তুমি আমি চিরদিন।
[প্রস্থান।
বিষ্ণু। (স্বপ্নে) জগত-মাঝারে এ ঐশ্বর্য্য আছে আর কার,

রূপের ভাণ্ডার
একি একি কি দেখি কি দেখি,
প্রাণনাথ কেন দেখি মস্তকমুণ্ডন ?
(জাগিয়া)
নাথ নাথ কোথা তুমি ?
কি হ'ল কি হ'ল কাল নিদ্রা
কেন চখে এল,
কেরে হরে নিল হৃদয়ের নিধি ?
নাথ ! নাথ ! দেখে যাও মরে
অভাগিনী,
ওমা ওমা কি হ'ল আমার,
এস গো জননী
প্রাণনাথে না হেরি শয্যায়,
মাগো দেখে যাও ভেঙ্গেছে কপাল।
(শচীর প্রবেশ।)
শচী। কি রে কোথায় নিমাই।
বিষ্ণু। কাঁদিতে মা কেন বা জাগিনু
ধ'রেছিনু চরণ দু'খানি,
ফাঁকি দিয়ে প্রভু গেছে পলাইয়ে।
শচী। নিমাই ! নিমাই ! কোথা আছ
বাপধন ?
তোমা বিনা কে আছে আমার ?
মার্কণ্ডের পেয়েছি প্রমাই
মোর মৃত্যু নাই,
বাম বিধি,
অঞ্চলের নিধি কোথা গেল ?
বিষ্ণু। দেখ শীঘ্র দেখ মা নগরে,
পতি বিনা না রাখিব প্রাণ,—
প্রভু আমি শত অপরাধী,
তুমি গুণনিধি করুণাসাগর
তবে কেন ঠেলিলে চরণে।
যায় প্রাণ দেখা দেও এ সময়;
মাগো শীঘ্র যাও পতি এনে দাও
আর না সহিতে পারি।
শচী। নিমাই, নিমাই !
লুকায়ে কি আছ যাদুমণি ?
বাছা রহ এইখানে,
দেখি আমি প্রতিবাসী-গৃহে,
নিমাই, নিমাই !
[শচীর প্রস্থান।
বিষ্ণু। হায় কালনিদ্রে ! কেন এলি চক্ষে ?
(মূর্চ্ছা)
(মালিনী প্রভৃতির প্রবেশ।)
মালি। একি ঠাকৃরুণ, ভূঁয়ে পড়ে কেন
গো ? ওমা, একি ঠাকৃরুণ, ওঠো।
বিষ্ণু। কার তরে গেঁথে হার এনেছ
মালিনী,
গুণমণি গেছে ফাঁকি দিয়ে ;
দেখ দেখ আঁধার আগার,
কি কায চন্দনে কি কায বসনে
কি কায গো কুসুম-মালায় ?
অবলার হাহাকার
করিয়াছে পুরী অধিকার ;
বিনা চিতানল
কিসে আর হবো গো শীতল,
আদরিণী আদরে যাহার
সে তো নাহি আর ;
আমি অভাগিনী
হেন নিধি রাখিব কেমনে ?
আয় মালা !
প্রাণকান্ত দিয়াছেন তোরে,
ধরি তোরে হৃদয়ে আদরে
তুমি হে বুঝিবে মম জ্বালা,
এবে আমি অধিনী তোমার
তোমার সহায়ে নাম গা'ব তাঁর ;
আরে রে বদন !
বস্ত্রে তোরে করি আচ্ছাদন
কালামুখ কেহ যেন নাহি দেখে,

ফুরাইল জীবনের সাধ।
মালা! তুমি বিষাদের অধিকারী,
আর নাহি ভয় বিচ্ছেদে তোমার,
তোমারে সঁপেছে প্রভু মোরে,
মিলনে করেছি তোরে ভয়
গেছে সে সময়,
রহিল রে স্মরণ কেবল।
হা নাথ! হা জীবন আধার
তোমা হারা এখনও জীবন ধরি।

(মূর্চ্ছা)

মালি। হায় কি হলো, হায় কি হলো?

প্রতিবা। কি গো? তোমরা হায় হায় কর্‌ছ কেন?

মালি। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, প্রভু কোথা চলে গেছেন।

প্রতিবা। অ্যাঁ, আমি যে বড় সাধ ক'রে তাঁর জন্য সামগ্রী এনেছি, প্রভু কি করলেন, এ আনন্দে কেন নিরানন্দ করলেন?

মালি। ওগো তুই ঠাকরুণের কাছে যা, আমি শচী মা কোথায় গেলেন দেখি গে। আহা! বুড়ী একেবারে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

পথ।

(শচী, বক্রেশ্বর ও ভক্তগণের প্রবেশ।)

শচী। বাবা বিশ্বম্ভর কোথায় তুমি! তোমার দুঃখিনী মা মরে, একবার দেখে যাও, আমার হারাধন অঞ্চলের নিধি! আমার আর কে আছে, তুমি আমায় কাতর দেখলে অস্থির হও, আমি মরি, তুমি কোথায় রইলে, কোথায় ভুলে আছ? বাবা আমার কে আছে? এস বিশ্বম্ভর এস আমায় সান্ত্বনা করে যাও।

ভক্ত। মা আপনি না স্থির হ'লে আমরা প্রভুর সন্ধানে যেতে পার্‌ছি নে, বক্রেশ্বর! তোমার কথায় মার সম্পূর্ণ প্রত্যয়, তুমি বুঝাও।

বক্রে। মাগো! আপনি গৃহে যান, আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি যেথায় পাব, প্রভুকে ধরে নিয়ে আস্‌ব, আপনি না ধৈর্য্যাবলম্বন কর্‌লে, আমরা যেতে পার্‌ছি না।

শচী। বাবা, আমি পাষাণ নইলে আমার সোণার চাঁদ চ'লে গেল, আমি কি ক'রে জীবিত আছি, যাও আমার নিমাইকে এনে দাও।

বক্রে। ঠাকুর! আপনি মাকে বাড়ী নিয়ে যান্।

ভক্ত। মা! এসো।

শচী। হা নিমাই! তুমি কোথায়?

[শচী ও ভক্তের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কেশব ভারতীর বাটীর সম্মুখ।

(নিমাই, নিতাই, কেশবভারতী ও বৈষ্ণবগণ।)

সকলে — গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

রাধে! যাই বিকায়ে প্রেমের দায়।
প্রেমময়ী রাধ রাধ রাঙ্গা পায়॥

তোমার প্রেম তরঙ্গে ডুবে মরি,
এসেছি তাই দেহ ধরি,
হরি ব'লে ঘরে ঘরে ফিরি কিশোরী ;—
আমি খত লিখেছি আপন হাতে,
অষ্ট সখী সাক্ষী তায়।
আমার কি ধন আছে আর,
সুধব তোমার ধার,
তোমার প্রেমের ঋণে চন্দ্রাননে
দিই হে নয়ন ধার ;—
আমায় দাস-খতে পার কর এবার
নাও হে প্রাণ মন কায়।
রাধে! কৃপা ক'রে রাখ ঋণের দায় ॥

নিমাই। আমি সকলের কাছে দন্তে তৃণ ধ'রে বল্‌ছি আমায় দাসত্বে মুক্তি দাও, দাও আমায় দাসত্বে মুক্তি দাও, রাধে রাধে মানদণ্ডে যোগী ক'রে কি সাধ তোর পূরে নি।

রাধে! কতদিন রাখিবি বাঁধিয়ে পায়,
দেখ দেখ আঁখিধারা বয়ে যায়
বৃন্দাবনে মম অদর্শনে,
যত তুমি কেঁদেছ কিশোরী
দেখ প্যারী কেঁদে মরি,
হয় নি কি প্রতিশোধ তার?
রাধে! তোর প্রেম অকূল পাথার
আমি লো রাখাল,
সে প্রেমের ধার কেমনে সুধিব বল?
শুন কুঞ্জসখি তোর
বিহঙ্গিনী দিতেছে গঞ্জনা,
ছি, ছি, ছি, ছি ছি ছি হে গোপাল!
প্রেম তো জাননা ;
সমীরণ বলে
প্রেম নীরে রাধারে ভাসালে,
অবলায় কাঁদালে রাখাল,
বহি প্রেমভার সহে না লো আর,
কর হে উদ্ধার সুধাংশুবদনী রাই!
মরি মরি শুন ব্রজেশ্বরী
লাঞ্ছনা সহিতে আর নারি,
ত্রিসংসার শ্রীমতী তোমার
সবে বার বার করে তিরস্কার,
বলে ওই ওই শ্রীমতীর প্রেমদাস।
রাধে কোথা যাব পরাণ জুড়াব,
এস প্রাণেশ্বরী তোরে হৃদে ধরি
নিভাব, নিভাব দাবানল।

কেশ। একি হেরি অদ্ভুত প্রলাপ,
নবীন বয়সে
ভাবাবেশে অঙ্গ ঢল ঢল,
যেন,
সোণার কমল পবন-হিল্লোলে দোলে!
যিনি শতদল বদনমণ্ডল
নয়ন যুগল তরুণ অরুণসম,
সাধ হয় এ সোণার চাঁদে
রাখি হৃদে,
স্নিগ্ধ করি কঠোর সন্ন্যাসী হিয়ে।
আহা! আহা! কি দিব ইহারে,
মরি মরি অকূল সাগরে
ভাসাইয়ে কারে প্রেমের পাগল এল ;
হায় কার আঁধার সংসার,
এ কুমার নিভায়েছে গৃহ আল!
বৎস! বল, বল,
কে তুমি কি ভাবে এসেছ কুটিরে মম?

নিমাই। প্রভু! প্রভু এ দুস্তার ভবার্ণবে আমায় চরণ-তরী দিন, তুমি পিতা, নব জীবনদাতা আমায় শিক্ষা দাও, কৃষ্ণ-পদে যেন আমার মতি হয়।

কেশ। বাপ! আমি সন্ন্যাসী তুমি গৃহী, আমি তোমায় উপদেশ দেবার যোগ্য নই, এ কঠোর পন্থা গৃহীর নয়।

নিমাই। প্রভু!
কৃষ্ণ প্রেমে হইব সন্ন্যাসী,
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান
কৃষ্ণ মম প্রাণনাথ,
শাস্ত্রে অজ্ঞ আমি, অতি দীন
কৃষ্ণ প্রেমাধীন,
কোথা যাব কোথা কৃষ্ণ পাব;
প্রাণনাথে কে আমারে দেবে
তুমি প্রভু নিদয় হইলে।
দেহ গুরু দেহ মোরে বলে
মম প্রাণধন পাইব কেমনে?
কর হে করুণা
প্রতারণা করো না, করো না;
কৃষ্ণ বিনা রহিতে না পারি,
দুরূহ বিরহে জ্বলে মরি
পিপাসীরে বারি কর দান;
প্রেমতত্ত্ব শিখাও আমায়
যাহে কৃষ্ণ রাখে পায়,
কৃপায় তোমার। প্রাণধন হৃদয়েতে ধরি
দেখ প্রভু! দেখ জ্বলে মরি,
কোথা কৃষ্ণ কোথা বাঁকাশ্যাম!
কোথা গুণধাম! বাঁশরী-বয়ান
বলে দাও, বলে দাও গুরুদেব।
হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর।

কেশ। বৎস! হেরে তোর সুধাংশুঅধর,
কম্পিত অন্তর মম,
একে তব নবীন বয়স;
কভু ক্লেশ সহে নি কোমল কায়—
বৎসহারা গাভী সম জননী তোমার
করে হাহাকার;
আহা বাছা! কার তুই অঞ্চলের
নিধি?
কারে বাম বিধি,
হারায়েছে তোমা ধনে,
কঠিন আশ্রম
পদব্রজে ভুবন ভ্রমণ
এ পথে কেমনে করি পথি;
ফাটে বুক হেরি তোর মুখ
কাঙ্গালিনী কেরে অভাগিনী পত্নী
তোর,
যাও বৎস! গৃহে যাও ফিরি,
হের—
তোরে হেরে ভাসি আঁখি-নীরে,
কেমনে রে দিব এ কঠিন ব্রত;
আছে শাস্ত্রের নিয়ম—
বয়ঃক্রম পঞ্চাশত বর্ষ যবে,
সন্ন্যাস-আশ্রম
গ্রহণ উচিত সেই কালে,
তব জননীর অনুমতি বিনে
এ কঠিন কার্য্য করি কেমনে সমাধা?

নিমাই। প্রভু! ধরি ভঙ্গুর শরীর
পলে পলে কাল হরে পরমায়ু,
বিলম্বে যদ্যপি এই দেহ ভগ্ন হয়
পেয়ে ভয় পদাশ্রয় ক'রেছি গ্রহণ
কৃষ্ণধন করি আকিঞ্চন;
বঞ্চনা করো না দাসে
আমি অকিঞ্চন—
কৃপায় তোমার, পাব নিরঞ্জন
বড় আশে ল'য়েছি আশ্রয়;
নৈরাশ করো না দয়াময়!
জিনি প্রভু শর সমীরণ
কালের গমন,
কৃষ্ণনাম সাধন করিব কবে আর?
প্রাণ মম হয়েছে আকুল;
তুমি দেব অকূলকাণ্ডারী!
হয়ে অনুকূল দেহ কূল দীনজনে
পাথারে সাঁতার নাহি জানি,
শ্রীপদ-তরণী কভু না ছাড়িব।

যদি মোরে ডুবাইবে ভবে
প্রভু তব কলঙ্ক রটিবে,
কবে সবে,—
"এসেছিল অভাজন লইতে শরণ
বারি বিনে মরেছে পিপাসী।"

কেশ। বৎস! অধিক না বল
ভুবনের কর্ণধার তুমি সারাৎসার,
তপ, জপ, সাধন আমার
সফল হইল এত দিনে;
তুমি জগৎ গুরু,
আমি তব গুরুযোগ্য নহি।
লোক শিখাবারে,
গুরু বলে আদর আমারে,
তুমি ইচ্ছাময় ভক্তির আধার,
মহিমা অপার
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে ভবে,
মম কীর্ত্তি রবে দীক্ষাগুরু হয়ে তোর,
কিন্তু বৎস! তবু কাঁদে প্রাণ,
হেরে তোর চন্দ্রমা-বয়ান,
আহা! কোন্ প্রাণে হেরিব নয়নে
মুড়াইবি চাঁচর চিকুর,
সন্ন্যাসীর বেশে হেরে তোরে,
কার প্রাণে বল ধৈর্য্য ধরে?
কঠিন প্রস্তরে বহিবে প্রবল স্রোত,
কঠোর তাপস-হিয়ে হয় রে চঞ্চল,
এস বৎস! করি গঙ্গাস্নান,
কার্য্য তব করি সমাধান।

নিমা। আমার কালাচাঁদ, আমার কালাচাঁদ,
আমার কালাচাঁদ আজ আমার হবে,
প্রাণধন কৃষ্ণসনে বিবাহ আমার,
আনন্দ অপার—
উলুধ্বনি আনন্দে সকলে দেহ,
কত মনে ওঠে গো আমার
শূন্য হৃদাগার পূর্ণ হবে কালশশী ধরি,
যত্ন করি পেতেছি আসন
কৃষ্ণধন পাব আশে,
তুলি প্রেম কলি নানারাগে
অনুরাগে গেথেঁ দিব মালা গলে,
কারে না কহিব
গুপ্তনিধি গোপনে রাখিব,
আমি যাঁর আজ তাঁর হব,
কৃষ্ণ বিনে রাধা আর কার?

(নিতাই চৈতন্য ও বৈষ্ণবগণের গীত।)

লুম-খাম্বাজ—একতালা।

আজ ধরবো লো সই মনচোরা আমার।
নয়ন-জলে গেঁথে মালা বঁধুর গলায় দিব হার॥
সইলো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণমন দিছি সাধে,
আমার চিকণকালা ভালবাসি
কালা রাধার প্রাণাধার॥
কথা কইব লো কত, বলবো তারে কেঁদেছি যত,
দেখবো যদি হ'তে পারি তাঁর মনের মত;
সে আমার হয় বা না হয়,
আমিতো সই হব তাঁর।
আমার আমি রব কি সই আর?

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজপথ।

(নাগরীকগণ।)

১ম না। ভাই! আমি নবদ্বীপ গিয়েছিলুম, নিমাইটাকে কত ঠাট্টা ক'রে এসেছি, আজ আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, আহা! ওর বৃদ্ধ বিধবা মা—যুবতী স্ত্রী—তাদের উপায় কি হবে? আহা! এ সোনার চাঁদকে বিদায় দিয়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধরবে!

২য় না। ভাই! আমি এই নবদ্বীপ থেকে আস্‌ছি, কেউ মালা নে, কেউ চেলির কাপড় নে, কেউ খাবার নে, দেখ্‌লুম নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। একটু পরে দেখি গ্রামশুদ্ধ লোক হাহা ক'রে চীৎকার কর্‌ছে, "নিমাই কোথা গেলি রে,—নিমাই কোথা গেলি রে?" দেখতে দেখতে স্ত্রী পুরুষ চারদিক থেকে ভেঙ্গে এল, কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ চুল ছিঁড়ছে, কেউ গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর বলছে "হা নিমাই! তুমি কোথা গেলে?" এই শব্দ ভিন্ন কিছুই নাই।

১ম না। এই ঐশ্বর্য্যটা ছেড়ে এল হে? এই লোককে ভাবতুম ভণ্ড? এ যে সাক্ষাৎ বিষ্ণু-অবতার!

(স্ত্রীলোকদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম স্ত্রী। ওলো! আয় এ পথে আয়, এ পথ দিয়ে সোনারচাঁদ যাবে, ওরে প্রাণ ফেটে যায় রে, প্রাণ ফেটে যায়, কোন্ প্রাণে নাপিত মাথা মুড়িয়ে দেবে।

২য় স্ত্রী। গীত।

কাফি-বারোঁয়া—একতালা।

সই লো কার ভেঙ্গেছে কপাল,
কেমন করে প্রাণ বাঁধে।
আহা! কোন্ অভাগী বিদায় দেছে
এ সোনারচাঁদে॥
মরি শূন্যঘরে কেমন ক'রে রয়,
না জানি লো অনাথিনীর প্রাণে কত সয়,
দিয়ে বিধি, নেছে নিধি,
এমন কি কার হয়?
কার সাধে সই বিবাদ ওঠে
দিবানিশি প্রাণ কাঁদে।
দেখ লো চেয়ে মত্ত গোরা ঢলে ঢলে যায়,
হরি ব'লে পড়ে গ'লে ধূলায় ধূসর কায়,
অরুণ নয়ন শত ধারা ধায়;
পায়ে পায়ে পদ্ম ফোটে ভ্রমর ঘোটে তায়,
পাগলপারা দিশেহারা বলে রাধে শ্রীরাধে,
এ পাগল কে রে পাগল করে,
প্রাণ পড়ে বিকায় সাধে॥

(নিমাই ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।)

নিমাই। জয়রাধে, শ্রীরাধে!
ব্রজেশ্বরী আমায় ঋণে মুক্ত দেও।

[সকলের প্রস্থান।

(নাগরীগণের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম না। ওগো কোন্ দিকে গেল, ওগো কোন্ দিকে গেল?

২য় না অন্ধ। বাবা! আমায় নিয়ে চল, আমি দেখতে না পাই দুট কথা শুনবো; এই যে গৌরাঙ্গ,—এই যে গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশব ভারতীর আশ্রম।

(কেশব ভারতী ও নিমাই।)

কেশ। বৎস! তোমার উপদেশ মত তোমায় দীক্ষা দিলাম, সন্ন্যাসীর নাম চাই।

নিমাই। গুরুদেব! আপনার যা অভিরুচি, আমি মন্ত্র পেয়েছিলেম, আপনাকে দেখালেম, আর আমি তো কিছুই জানি না।

দৈববাণী। ভাগ্যবান্ কেশব ভারতি! ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কেশ। বৎস! দেবাদেশে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দিলাম।

(নিমাই নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত।)

যোগল-মিশ্র—একতালা।

বৈষ্ণবগণ।—

প্রেম সাগরে গৌরহরি ভেসে যায়
অকূল প্রেম-পাথার।
আয় রে রঙ্গেভঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
সবাই মিলে দিই সাঁতার॥

নিমা-নিতা।

এ সময় কোথায় রাই আমার।
নে রে চূড়া নে, নে রে ধড়া নে
নে রে ফিরে বাঁশরী।
ননী খাব না, আর তো যাব না,
ব্রজে মান ক'রেছে কিশোরী॥
রাধার প্রেমাবেশে যোগীবেশে
ফির্‌বো দেশে দেশে,
গৃহবাসে কাজ কি আর?

সকলে।—

কেঁদে কেঁদে যায়,
সোণার গোরারায়,
হরি ব'লে ধূলাতে লোটায়।
গোরা প্রেম বিলায়,
প্রেম কে নিবি আয়,
হরি শোধে রাধার প্রেমের ধার॥

নিমা-নিতা। হের নয়নধার
কোথ, রাই আমার,
কিশোরী বল না, শোধ কি হল'না
তোমার প্রেম সাগরে কিসে হব পার।

নিমা। ভাই! তোমার সকলে ঘরে ফিরে যাও, আমায় বিদায় দেও, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার প্রাণনাথকে আমি পাই।

চন্দ্র। প্রভু আমার কে আছে, আমি কোথায় যাব? আমায় সঙ্গে নাও।

নিমা। তুমি আমার পিতার স্বরূপ, যেথানে তুমি সেইখানেই আমি, সর্ব্বদা বিরাজমান—আমি মহাব্রতে ব্রতি হ'য়েছি,আর এখানে থাক্‌তে পারি না—সকলে আমায় বিদায় দাও—আমি আমার প্রাণেশ্বরের কাছে চললুম—ওই শোন, ওই শোন, ওই শোন আমার প্রাণনাথ বাঁশী বাজিয়ে ডাক্‌ছে,—যাই যাই প্রাণনাথ আর অধীর করো না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—*—

পথ।

(প্রতিবাসীদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম প্র। ওহে! বড় মজা হ'য়েছে, নিমাইটে সট্‌কেছে।

২য় প্র। কারু মেয়ে নিয়ে পালিয়েছে নাকি?

১ম প্র। নাহে শুন্‌ছি, সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছে।

২য় প্র। আরে না—সে অমন ঢং করে, নদে জ্বালাবে, তবে যাবে, ও বোষ্টম বেটাদেরও সর্দ্দীটুকু আছে, কোনো ব্যাটা যাবার নয়, মরবারও নয়।

১ম প্র। না হে সত্যি, বোষ্টম ব্যাটারা বুক চাপড়াচ্ছিল, আর ভুঁয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

২য় প্র। ও ব্যাটারা অমন হাসন-হোসন খেলে, ধাড়ি দাগাবাজ।

১ম প্র। না, না, ওর মা মাগী যে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গেল দেখলুম।

২য় প্র। সত্যি নাকি?

(তৃতীয়ের প্রবেশ।)

৩য় প্র। কি হে, কি হে?

১ম প্র। নিমাই পণ্ডিতটা সরেছে, নেড়া বেটাদের ছাতুর হাঁড়িতে ঘা পড়েছে।

৩য় প্র। রকমটা কি?

২য় প্র। শুনছি নিমাই পণ্ডিতটে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, মনটাতে কিছু ধোঁকা হল। না, ফিরবে এখন,—তুমিও যেমন, এই মজা ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়?

১ম প্র। না হে, যারা নিমাইকে দেবার জন্যে জিনিস পত্র নিয়ে এসেছিল, তারা সে সব গঙ্গায় ফেলে দিলে, বাড়ীতে মড়া কান্না উঠেছে শুনে এলেম।

৩য় প্র। বটে, বটে, তবে আমার ওষুধ ধরেছে।

২য় প্র। আরে রসো না, তোমার আবার কি টিপ্‌নি ঝাড়্‌চো।

৩য় প্র। তোমরা কি জান্‌বে বল, কাজির আমার এখানে যাওয়া আসা আছে কি না, আমি কাজিকে টিপে দিয়ে ছিলুম।

২য় প্র। হাঁ হাঁ কাজির সঙ্গে তোমার কুটুম্বিতে আছে আমি জানি। বলি হাঁ হে সত্যি বেরিয়ে গেছে?

১ম প্র। বলি তোমার কাছে হলপ করবো না কি হে? রাত্রে উঠে চলে গিয়েছে।

৩য় প্র। তোমরা তো আমার কথা শুন্‌বে না, সত্যি না তো কি মিছে কথা, বেরিয়ে গেল তাই রক্ষে, নইলে কাজি আজ বাড়ী ঘেরাও কর্‌তো; আরি আমিও টিপে দিলুম, গ্রামের লোকটা বাঁধা যাবে, বাঁধা আর যেত না, নবাবকে চিঠি লিখে খালাশ করে আন্‌তুম।

২য় প্র। চিঠি লিখবে কেন? তোমার বাড়ীতে যখন কাট কাটতে আস্‌বে, অমনি বলে দিলেই চলতো, তুমি যে বেয়াড়া বেল্লিক হে? কথাটার খপর নিচ্ছি, না নবাব, কাজি, মোল্লা, মুন্সী, বায়াত্তর পুরুষের খপর দিচ্ছ।

৩য় প্র। তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল,—

২য় প্র। এবার কাজি এলে আমার বাড়ী ঘেরাও করে দিও আর কি? একটু চুপ কর না। (প্রথম প্রতিবাসীর প্রতি) দেখ নিমাইটে বড় এক গুঁয়ে ওর ভক্তি হয়েছে, নইলে বাড়ী থেকে বেরুত না।

১ম প্র। আজ যে তোমারো ভাব লাগে দেখি।

২য় প্র। বলি এই বোঝ না কেন, চূড়া বেঁধে চেলীর কাপড় পরে, ফুলের মালা গলায় দিতে কি আমরা নারাজ, ঘর বাড়ী ছাড়া কিছু মুস্কিল; আস্‌বে এখন,— না বাবা, কিছু ঠাউরে উঠতে পাচ্ছিনি।

৩য় প্র। কি বল্‌লে আস্‌বে? আমি ফিরিয়ে আনাব।

২য় প্র। এবার কি বাদ্‌সাকে চিঠি লিখ্‌বে, তোমার ঘরের জলের ভারি। দেখ, নিমাইটা ভণ্ড নয়।

১ম প্র। বোষ্টম ব্যাটারা ধর্‌তে গিয়েছে।

২য় প্র। ও বুঝেছি, বুঝেছি; বুজরুকিটা কিছু বেশী রকম জাহির করবে। কোথা মাঠে ঘাটে ব'সে আছে, বোষ্টম

ব্যাটারা টানাটানি করে আনবে, প্রভু এস, এস, ঐ বীর বলাই আছেন, না গেছেন? ঐ ভটে ব্যাটা?

১ম প্র। সেও সরেছে।

২য় প্র। তবে কার কি চুরি করেছে?

৩য় প্র। হ্যাঁ তো আমার সেই কাশ্মীরি জোড়াটা?

২য় প্র। বাপ্ চৌদ্দ পুরুষে ভেড়ার রেঁা গাছটী দেখনি, কাশ্মীরি কাশ্মীরি ঝাড়চ্ছো কেন? দেখ সন্ধান নাও, যদি গিয়ে থাকে তা'হলে কথাটা বড় সোজা নয়, এস দেখতে হল।

৩য় প্র। এবার আট পোণ কড়ি হ'লেই ফাঁড়িদারকে ঘুশ দিয়ে ব্যাটাদের জব্দ কর্‌বো, শালারা বড় শক্ত শক্ত বলে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর সম্মুখ।

(নিমাই।)

নিমা। হারে আরে কে এলো এ ব্রজে
বধিতে গোপীর প্রাণ!
রাধা কৃষ্ণ-প্রাণা
কৃষ্ণ বিনে জানে না,
আরে ক্রূর কেন রে অক্রূর
ব্রজে এলি নিয়ে রথ?
নারী বধে ভয় নাহি তোর
সে আমার, যেতে সাধ ছিল না রে তার
জীবন-আধার, কেন তুই নিলি হ'রে?
আহা! বঁধু যায় রে যখন,
আমি তো রে জানি তাঁর মন
সে তো যেতে চায় নাই সই
বঁধু রথে আমি পথে,
যেতে যেতে কি কথা বলিতে ছিল,
কথা না সরিল,
নয়ন জলে ভেসে গেল পীত ধটী,
আহা! আঁখি দুটী আঁকা আছে প্রাণে,
আমার সে মদনমোহন
নাহি জানি কে করে যতন;
গেল দিন আশা-পথ চেয়ে
কই ফিরে এল, রাধা প্রাণে মলো!
কালা কই, কই লো আমার শ্যাম,
ওই কানু ওই বাজে বেণু,
চল ত্বরা ত্বরি ধরিগে মুরারী
গহন কাননে,
নাম ধরে শুন বাজে বাঁশী
যাই যাই যাই কালশশী
ফিরে চাও, ফিরে চাও,
কোথা যাও কালাচাঁদ।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্ম। বুঝি প্রভু এতক্ষণ উঠেছেন, আহা আমার ভাগ্যের পরিসীমা নাই, আমি সচ্চিদানন্দ অতিথি ঘরে পেয়েছি, আমি কাঙ্গাল বিধাতা নিধি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।

মুকুন্দ। কই, কই প্রভু কোথা গেল?

(নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ)

নিত্যা। মশাই প্রভু কোথা?

ব্রাহ্ম। প্রভু যে আপনাদের সঙ্গে ছিলেন।

মুকু। কই প্রভুকে যে দেখ্‌তে পাই নে।

নিত্যা। হাঁ রে আমার সঙ্গে এত ছল,
এই কিরে এই কি তোর দাদা বলা;
যুগে যুগে সাধি

যুগে যুগে পদে ধরে কাঁদি,
তথাপি নির্দ্দয় সদয় না হও মোরে
ভাব লুকাইয়ে ফাঁকি দেবে
ফাঁকি দিতে আমারে নারিবে
প্রাণ দিয়ে ধরিয়ে আনিব তোরে ;
আরে কানু বাজাও রে বেণু
প্রাণ যায় তোমা অদর্শনে !

ব্রাহ্ম। হায়! আমি কাঙ্গাল, এ রত্ন কি আমার ঘরে থাকে ?

সকলে। হায় প্রভু কোথায় গেলে ?

মুকু। চল চল চতুর্দ্দিকে প্রভুর অন্বেষণ করিগে।

নিত্যা। চতুর্দ্দিকে কোথায় যাবে ? গগণ-ভেদী হরিধ্বনি করতে করতে চল যাই, হরিনাম শুনে থাকতে পারবেন না।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

নিমা। কৃষ্ণ হে কোথায় তুমি ? দেখে যাও, প্রাণ যায়, হা কৃষ্ণ ! হা নিঠুর !

(নিতাই ও মুকুন্দ প্রভৃতির প্রবেশ।)

নিত্যা। ওই শোন, সকরুণ রোদন শোন, আহা! কানাই আমার একা ব'সে রোদন করছে চল, শীঘ্র চল।

নিমা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, তুমি কোথায় ? তুমি কি আমায় ভুলে গেছ, আমি জ্বলে মরি আর সয় না, প্রাণধন কোথায় তুমি, কই রে আমার কৃষ্ণ কই রে, ওরে আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল।

মুকু। প্রভু ! প্রভু ! শান্ত হন্।

নিমা। আমার কৃষ্ণ এনেছ ? কই এক বার দেখাও, জানতো আমি কৃষ্ণ অদর্শনে রইতে পারি না, কৃষ্ণ কোথায় আছেন বল ? আহা তুমিও কৃষ্ণ অদর্শনে কাঁদ্‌চো, এস তোমার গলা ধরে কাঁদি. আমিও কৃষ্ণ বিনা অধীর, কই কৃষ্ণ কই, একবার কৃষ্ণকে দেখাও, তোমার কৃষ্ণ তোমারি থাক্‌বে, আমি নেবনা একবার মাত্র দেখবো, আমি না দেখে বাঁচি না, কৃষ্ণ কি রাগ করেছেন, কেন রাগ ক'রেছেন ? যাও তাঁরে আন, আমার ওপর রাগ করা তাঁর সাজে না, আমি আর মান করবো না, হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! কে আমায় কৃষ্ণ এনে দেবে ? তুমি জান আমার কৃষ্ণ কোথায় ? তোমার পায়ে ধরি, আর আমাকে দুঃখ দিও না, আমার কৃষ্ণকে না দেখে বাঁচবো না।

মুকু। প্রভু ! তোমার এ অবস্থা দেখলে প্রাণ ফেটে যায়, আপনি ধৈর্য্য হউন।

নিমা। কৃষ্ণ হারা হ'য়ে আমি কেমন করে ধৈর্য্য হব, আমার দেহ প্রাণ সকলি আমার কৃষ্ণ,আমার কৃষ্ণকে কি এ পথে কেউ দেখেছ ? দেখ আমি কৃষ্ণকে দেখতে বড় ভালবাসি, কৃষ্ণ কোথায়, আমার কৃষ্ণ কোথায় ? সখি আমার সে মনচোরা রাখাল কোথায়, নইলে প্রাণ যায়, কৃষ্ণ হে মরি একবার দেখা দাও।

নিতাই। গীত।

গৌড়-মিশ্র—একতালা।

একি তব রীতি আরে রে নিদয়,
নাহি কি মাধব নারী বধে ভয়,
তোমা বিনে হরি হের ব্রজেশ্বরী,
কণক নলিনী ধূলাতে লোটায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ঝরে দুনয়ন,
ক্ষণেক চেতন ক্ষণে অচেতন,
না জানি কেমন তব আচরণ,

দয়াময় বলে কি গুণে তোমায়!
ব্রজে আর নাহি বিনা হাহা রব,
পিক্ শুক সারী সকলে নীরব,
শূন্য প্রাণে ধেনু শূন্য পানে চায়,
হাম্বা রবে ডাকে আঁখি ভেসে যায়,
ভেদিয়ে গগনে উঠেছে রোদন,
গোপ গোপী বহে প্রাণশূন্য কায়॥
পাগলের প্রায় কৃষ্ণ ব'লে ধায়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে পড়ে হে ধরায়,
বলে দেখ দেখ প্রাণ রাখ রাখ,
এ সময়ে কৃষ্ণ রহিলে কোথায়॥

নিমা। এসেছে কি এসেছে মাধব,
কেন কৃষ্ণ নাম রব কর আজ কুঞ্জবনে,
কই কানু রাধা বলে কই বাজে বেণু,
কই সই প্রাণনাথ মোর,
কই সখি কুঞ্জে ফোটে কলি,
কই মত্ত অলি ধায় মধু লোভে,
আসিলে কেশব, হত পিক রব
হাহা রব কেন তবে শুনি,
নীলকান্তমণি কই দেও হৃদয়ে
আমার,
মরি ক্ষতি নাই
দেখে যাই শ্যাম আমার এনে দাও,
বল বল বাজাতে বাঁশরী
মরে লো কিশোরী,
সে নয় নিদয় কে তাঁরে রেখেছে ধরে;
সে আমারে তিলেক না হেরে,
রহিতে না পারে শতধারে ভাসে
সদা;
শ্যাম আমার রাধাময়-প্রাণ,
করে রাধানাম গান,
রাধা ধ্যান রাধা জ্ঞান তাঁর।
হাঁ রে হাঁ রে আন রে আন রে
কালা কত কাঁদে আমা বিনে,
জেনে শুনে কি কর কি কর,
শ্যাম নটবর আন রে আমার কাছে।
আমা বিনে সে কি আর সে আছে
সজনী,
গুণমণি বুঝি কেঁদে কেঁদে ফেরে
দেশে দেশে;
যোগীবেশে রাধানাম গায়।
প্রাণ যায়,
দেখাও আমায় মম শ্যামরায়,
ঐ বুঝি বাঁশরী বাজায়,
মানে ছাই আর কাজ নাই,
মরে রাই রাধানাথ বিনে,
কে রে, কে রে চিতচোরে আন ধরে.
কই কৃষ্ণ কোথা প্রাণনাথ।

সকলে। গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

চল চল সখি চল ত্বরা করি,
চল মধুপুরি চিতচোরে ধরি,
যাব আর তায় আন্‌বো বেঁধে।
সে তো নয় তো কারু রাইয়ের কালা,
ধর্‌তো পায়ে কেঁদে কেঁদে॥
প্রেম-পণে রাধা নেছে কিনে,
সে তো জানে না সজনী রাধা বিনে
দেছে খত লিখে সই যেদিনে;—
শ্যাম আর কার,—শ্যাম গোপীকার,
রাধার কোটালী করেছে সেধে॥

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

ময়দান।

(রাখাল-বালকগণ।)

১ম বালক। হৈ যা, গোরুটা উদিকে গ্যাল হে।

২য় বালক। উড়িই তো তোকে বলি একটা তল্‌তা বাঁশ নিয়ায়।

১ম বাল। একটা তলতা বাঁশে তুই মাঠ ঘেরাও কর্‌বি নাকি?

২য় বাল। তা কেন একটা ফুটো ক'রে একটা বাঁশী কর্‌বো, এক জন রাখাল কানাই ছেলো বাঁশী বাজালে নাকি গোরু পালাতে নারে, ওই কানাইটা বাঁশী বাজাতো, মাঠের গোরু মাঠেই থাক্‌তো।

১ম বাল। তুই ছোঁড়া যেমন বাদাড়ে, কোথাকারের মিছে কথা আন্‌লি।

২য় বাল। আরে হ্যাঁরে দিদিমার কাছে শুনুনু, সে কানাইয়ের আর একটা কি নাম আছে, বেশ নাম, আমি ভুলে যাচ্ছি, দেখ্‌ ভাই দেখ্‌, কে আস্‌ছে, বুঝি বামন ঠাকুর, প্রণাম করি আয়, দেখ্‌ছিস্‌ আমাদের দেখে হাস্‌ছে।

(নিমাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ।)

নিমাই। কেও নিতাই? তুমি কোথা হতে, তুমি কি বৃন্দাবনে যাবে? বলতে পার বৃন্দাবন কত দূর, আমি সেই ব্রজে একবার গড়াগড়ি দেব। নিতাই একবার হরিধ্বনি কর, বহুকাল হরিধ্বনি শুনি নাই।

২য় বাল। ও ভাই সে কানায়ের নাম, হরি, হরি হরি।

বালকগণ। হরি, হরি, হরি, হরি।

নিমাই। দেখ দেখ দেখরে নিতাই
এই মোর মধু বৃন্দাবন,
ধেয়ে আয় শ্রীদাম সুদাম,
বোল হরিবোল আয় রে সুবল,
কোল দেরে বহুদিন পরে দেখা;
যাও রে সুবল যাও পুনঃ আয়ানের ঘরে,
আন কিশোরীরে প্রাণ মম যে করে
কি কব তোমারে মম প্রাণেশ্বরী রাই,
বহু দিন
দেখি নাই, কত কাঁদি বিরহে তাঁহার।
রাধা বিনে সংসার আঁধার,
হেরি যদি চম্পকের কলি
কিশোরীর চম্পক বরণ পড়ে মনে;
হেরি কুন্দফুল হই রে আকুল
হাস্যাধরা রাধার দশন ভাবি;
হেরি কিশলয়
জ্ঞান হয় কিশোরীর রঞ্জিত অধর,
কাল কাদম্বিনী
হেরি প্রাণ ব্যাকুল অমনি,
মনে পড়ে রাধার চাঁচর কেশ;
ব্যথিত অন্তরে হেরি সুধাকরে
সুধাংশুবদনী রাধা বিনা,
বিমল কমল করে ঢল ঢল
জ্ঞান হয় রাধার নয়ন দুটী,
শুন শুন গঞ্জনা দিতেছে বনপাখী
আমা বিনে প্যারি মোর কাঁদে রে একাকী,
বারেক নিরখি
আন তারে আন রে সুবল,
করে ধরি বাঁশী,
রাধা বলে তাই ভালবাসি,
শিরে শিখি-পাখা রাধানাম আঁকা,
রাধা নাম অঙ্গের ভূষণ,
রাধানাম করি রে কীর্ত্তন;
রাধা রাধা,
দেখা দাও কেন বাম হও,
ফিরে চাও আমি সদা বাঁধা তোর পায়;

রাখ রাধে নহে প্রাণ যায়।
মরি মরি কোথায় কিশোরী
দেখ যোগী আমি তোর প্রেমে।

বালকগণ। হরি, হরি, হরি, হরি।

নিমাই। কে রে হরি ব'লে তাপিত অন্তরে
কে অমৃত দিলে,
আমি হরিঅভিলাষী,
হরিনাম সুধার প্রয়াসী,
কোলে আয় রাখাল বালক,
আয় আয় যাব যমুনায়।

নিতা। প্রভু! যদি হও ভকতবৎসল,
লয়ে তব ছল তোমারে ভুলাব আজি,
কাঁদে ভক্তবৃন্দ আনন্দ করিছ একা,
দেখি হে ভক্তের সখা
মম ছলে ভোল কি না ভোল।
কাঁদে শচী মাতা,
হাহা রবে কাঁদিছে অনাথা বিষ্ণুপ্রিয়া,
সমাচার দিয়া জুড়াব সবার হিয়া,
ভক্তদল বিকল সকল।
কপট নির্দ্দয় নাহি তব দয়া লেশ,
দেখি হরি পারি কি হে হারি,
শান্তিপুরে ভুলাইয়ে লয়ে যাব,
আশান্ত বৈষ্ণবগণে করিব সান্ত্বনা,
দেখি রাখ বা না রাখ প্রভু ভক্তের
সম্মান।

প্রভু ও দিকে কোথা যাচ্ছেন, যমুনা যে এ দিকে।

নিমা। এঁ্যা এদিকে যমুনা?

নিতা। হাঁ প্রভু—(বালকের প্রতি) না ভাই রাখাল?

১ম বা। যমুনা কি?

নিতা। শোন না—তোমরা বল না।

২য় বা। ওরে হারে যমুনা এই দিকে ঠাকুর বলছেন।

বালকগণ। গীত।

বিভাস-মিশ্র—একতালা।

বাজিয়ে বেণু গোঠে যায় কানাই।
বনফুল নেরে তুলে রাখালরাজে চল সাজাই॥
ধটী ভরে নেরে বনফল,
শোন ঐ ডাকছে কানাই চল রে নেচে চল,
ওরে নাচবে কানাই কদমতলায়
নয়ন ভ'রে দেখব ভাই॥

[নিতাই ও নিমায়ের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।)

বালকগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

মুকু। প্রভু এই পথে অবশ্য এসেছেন, নইলে রাখাল বালক হরিনাম কোথায় পেলে,বাপু বলতে পার এ পথে কারুকে যেতে দেখেছ?

২য় বা। দেখবো না কেন? এ পথ দে গোঁসাই ঠাকুর গিয়েছে, দুজন গোঁসাই ঠাকুর, আমরা নাচলুম, সেই গোরা গোঁসাই ঠাকুর কেমন ঢলে ঢলে নাচে।

মুকু। কোন্ দিকে গেল বাপু?

২য় বা। এই দিকে গেল যমুনায়।

মুকু। যমুনায়?

২য় বা। হাঁ যমুনায়। সেই যে সঙ্গের গোঁসাই ঠাকুর বললে, হাঁ ঠাকুর, তোমরাও তো গোঁসাই, হরিবোলে নাচ দিকিন, হরিবোল, হরিবোল,হরিবোল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

মুকু। সত্যই প্রভু যমুনায় গিয়াছেন, তোমরা ব্রজের বালক সন্দেহ নাই, তোমরা যে স্থানে সেই স্থানই বৃন্দাবন, সেই স্থানেই যমুনা বিরাজমানা। প্রভু কি এই পথে গেলেন?

২য় বা। চল গোঁসাই তোমাদের দেখিয়ে দেই, আয় রে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

(নিতাই ও নিমাই।)

নিতা। এ ব্রাহ্মণ কি অদ্বৈতকে সংবাদ দিলে না, প্রভু যদি জান্‌তে পারেন, আমি ছল ক’রে শান্তিপুরে এনেছি, মত্ত সিংহের ন্যায় কোন্ দিকে চলে যাবেন তার নিশ্চয় নাই, বোধ করি ঐ অদ্বৈত আস্‌ছে?

নিমা। নিতাই! এই কি সেই বংশীবট?

নিতা। হাঁ প্রভু।

নিমা। এই যমুনা পুলিন?

নিতা। প্রভু দেখুন, তরঙ্গিনী আপনার চরণ দর্শনে নৃত্য কর্‌ছে।

(অদ্বৈত ও ভক্তবৃন্দের প্রবেশ।

নিমা। দে রে দে রে বাঁশরী আমায়,
রাধা ব’লে বাজাব আবার;
এই তরঙ্গিনী-তটে এই বংশীবটে
খেলেছি রাখাল বেশে,
এই তো যমুনা তটে আসি ব্রজবালা
কালা ব’লে দিত বনমালা,
বংশি-রবে ঐ বহে উজান যমুনা,
আয় ব্রজাঙ্গনা
দেখ্ তোর রাধাকৃষ্ণ করে কেলি,
কালরূপ ঢেকেছি অন্তরে
রাধারূপ দেখ রে বাহিরে,
দেখ দেখ চম্পকবরণি রাই,
ভিন্ন কায় তৃপ্ত নহে প্রাণ
এক অঙ্গে হের অধিষ্ঠান;
যুগল হেরিয়ে
গোপীভাবে যুড়াও রে হিয়ে,
প্রেমময়ী রাধা প্রেম লহরে আসিয়ে,
নে রে শাখী পাখী প্রেম নারে ডাকি
প্রেম দিব শ্রীরাধার প্রেমদাস আমি,
কিশোরীর অপার ভাণ্ডার
প্রেম পারাবার
যত চাও নিয়ে যাও প্রেম না ফুরায়,
আমি যার প্রেমে ভ্রমি ধরাধামে
যে প্রেমের নাহি হয় শোধ
লহ আসি কল্পতরু কিশোরীর দান,
প্রেমের নয়নে
উচ্চ নীচ সকলি সমান
যার যত চায় প্রাণ
কর পান নব অনুরাগে,
পিয়াসা বাড়িবে তত ঢেলে দিব প্রেম
বারি;
আরে আরে কলির মানব!
কিশোরীর প্রেমের উৎসব
এ বৈভব পায় নাই কেহ কোন যুগে,
প্রেমের উৎসবে রোগ শোক নাই
প্রেমার্ণব উথলে সদাই,
নিত্যানন্দ বিরাজে হৃদয়ে,
সংশয় ঘুচায়ে দেখ চেয়ে
প্রেমে অবতীর্ণ আমি,
পুণ্যভূমি মেদিনী কৃপায় মম;
নাহি তপ জপ যজ্ঞ প্রয়োজন
অহেতু এ প্রেম বিতরণ,
দীন জন দেখ তোর দীননাথ।

নিতাই গীত।

বিভাস-মিশ্র একতালা।

দীনের সখা দিয়ে দেখা
দীন বেশে আজ প্রেম বিলায়।
রাধা কৃষ্ণ নব-প্রেম লীলায়॥
এ ভাব হয় নি রে আর, পূর্ণ প্রচার
প্রেম পারাবার উজান ধায়,
প্রেমে মত্ত গোরা পাগল পারা,
প্রেম নে দ্বারে দ্বারে যায়।
গোরা জীবের তরে কেঁদে ফেরে,
প্রেমের ধারে দেশ ভাসায়।
রাধা-কৃষ্ণ যুগলমিলন দেখবি যদি আয়।

নিমা। হে শ্যাম যমুনা পুলিনে তোমার
মুরলীমোহন বাজাত বাঁশী।
আদরে হৃদয়ে ধরি যার ছবি
উথলিত তব লহর রাশি॥
শ্যামবসনা তুমি কি জান না,
মাধবে ধরিতে আমি উদাসী।
দেখ না দেখ না প্রাণ রহে না,
বিরহে ব্যাকুলা অকূলে ভাসি॥
বিরহ-বিধুরা আসি ব্রজবালা,
মনেরি বেদনা জানাতো তোরে।
জানতো সজনি বলে দেহ মোরে,
কোথা গেলে পাব সে চিতচোরে?
তব কাল জলে পূজি কাত্যায়নী
কালাচাঁদে পেলে ব্রজের নারী।
কাল ভালবাসি এসেছি গো তাই,
সে বিনে আমি তো রহিতে নারি।
কৃষ্ণ-প্রদায়িনী তুমি তরঙ্গিনী,
প্রাণকৃষ্ণ ধনে দাও গো দাও।
দেহ লো মাধবে হৃদে ধরি সাধে,
প্রাণ মন কায় নাও গো নাও॥
তান তরঙ্গিনী মুরলীর ধ্বনি,
শুনি উন্মাদিনী ফিরি গো কেঁদে।
এনে দে এনে দে নবীন নীরদে,
মম শ্যামচাঁদে দেরে এনে দে॥

অদ্বৈ। হায় প্রভু! কেন ভক্তের হৃদয়ে শেলাঘাত করে শিখা মুণ্ডন করলেন? ভক্তের হৃদয়ানন্দ নাগর বেশ কেন লুকালেন? হায় এত অদৃষ্টে ছিল, এ দীন বেশে তোমায় দেখতে হ'ল? হায়! গৌরহরি তুমি কি করলে?

সকলে। হায় প্রভু! এ সর্ব্বনাশ কেন করলে?

নিমা। কেও অদ্বৈত? আমি বৃন্দাবনে এসেছি, তুমি কেমন করে জানলে?

অদ্বৈ। প্রভু! ওপারে আমার বাস, আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন?

নিমা। কি মথুরায়? আমার কৃষ্ণ কেমন আছেন? কৃষ্ণ কি দেখে এলে?

অদ্বৈ। প্রভু, এ যে জাহ্নবী এত যমুনা নয়।

নিমা। জাহ্নবী!
ভাই রে নিতাই
এত ছিল মনে তোর,
জাহ্নবী দেখায়ে
যমুনা বলিয়ে ভুলায়ে আনিলে,
কেন রে কেন রে
ব্রজে যেতে দিলেনা আমারে,
ব্রজে গেছে প্রাণ মন,
শূন্যদেহ লয়ে কিবা তব ফল বল,
হায় হায় ব্রজে যাওয়া হ'ল না আমার,
কৃষ্ণ ব'লে লুটা'ব ধূলায়;
বড় সাধ ছিল মনে
কেন তাহে সাধিলে হে বাদ?
ত্যজে ব্রজপুরী রহিতে কি পারি
আমার সে ব্রজধাম;

ব্রজে গেছে সকলি আমার
তুমি ছলে রাখিলে ভুলায়ে।

নিতা। প্রভু! তুমি যথায় বিরাজমান,
ব্রজধাম তথায় উদয়,
বংশীধর তুমি ব্রজেশ্বর
ব্রজের রাখাল-রাজ তুই,
ছল বল সকলি তোমার
তোমারে ভুলাতে কেবা পারে;
তুমি যবে ডাকিলে যমুনা ব'লে
যমুনা কি ছিল আর ব্রজে।
তব পদ নিয়ত কামনা
করিছে যমুনা
পুণ্য নীর তার পরশে তোমার,
ব্রজেশ্বর ভুলাইও অন্যজনে,
নিতায়েরে ভুলাতে নারিবে।

অদ্বৈ। প্রভু! যদি কৃপা করে এ দিকে এলেন, আমার আবাস পবিত্র করুন।

নিতা। প্রভু! শীঘ্র চল, তোমার তো ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই, তিন দিন অনাহারে আছি আমাদের দুটি অন্ন দাও।

নিমা। চল চল সকলে চল আজ সংকীর্ত্তন কর্‌বো, তোমরা সকলে ভক্তচূড়ামণি, আমার গুণমণি তোমাদের প্রেমে বাঁধা, চল চল, তোমাদের কৃপায় আমার প্রাণনাথ পাব।

সকলে। গীত।

ভৈরো-ঝিল্লার—একতালা।

কর পার নেয়ে এবার
তুফান ভারি যমুনায়।
না হেরি কুল কিনারা
ঢেউ দেখে সই প্রাণ শুকায়॥
তরঙ্গ রঙ্গ করে, আতঙ্কে প্রাণ শিহরে,
বুঝি সই কপট নেয়ে
পাথারে ভাসায়।
এসে সই পরের কথায়
কুল ত্যজে কি হ'ল দায়॥

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

নবদ্বীপ।

(প্রতিবাসীগণ ও নিতাই।)

১ম প্রতি। শুনেছি মাথা মুড়িয়ে ভেক নিয়েছে।

২য় প্রতি। না ভাই ওর সঙ্গে ঠাট্টা ঠট্টি করে বড় ভাল করি নাই ও মহাপুরুষ

১ম প্রতি। আমি বলি ও বড় ভাল কর্‌লে না, বুড় মা—যদি সন্ন্যাসীই হবে, তবে ফের বিয়ে করাই বা কেন?

২য় প্র। তুমি বুঝি বল, যে ব্যাটার সাত কুলে কেউ নাই সেই সন্ন্যাসী হ'লেই তার বাহার? মনের জোর বোঝ দেখি, এই আধিপত্যটা ছেড়ে চলে গেল, রাজারও তবু খাজনা সাধ্‌তে হয়, এর ভারে ভারে সামগ্রী যোগান দিচ্ছে, পরিবাররূপে গুণে লক্ষ্মী বল, সরস্বতীই বল এ সব ছেড়ে চলে গেল, ইস্, এই লোক্‌টাকে অসাধু বল্‌তেম হে।

১ম প্র। তোমারও দেখ্‌ছি যে ভক্তির ঢেউ উথলে উঠ্‌ছে।

২য় প্র। না বাবা! প্রাণেধোকা খেয়েছে, এর ভাবটা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, অমন জগা মাধা দেখ হয় তো ফিরল, ঐ এক ঢেউ তুলে আস্‌ছে, কিন্তু রকম খানা কেমন ঠেক্‌ছে।

(তৃতীয় প্রতিবাসীর প্রবেশ)

৩য় প্র। কালী করালবদনী! কালী করালবদনী!

২য় প্র। দেখ দেখ এ আবার এক ঢেউ দেখ। রামধনমুখুয্যে তিলক পুঁছে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা কেটেছে, বলি ও মুখুয্যে, তোমার তেলোক গেল কোথা?

৩য় প্র। তুমিও যেমন, বেটার নেড়া নেড়ীর কারখানায় গিয়েছিলুম, থালি মোচার ঘণ্ট—লাউয়ের বাকলা—তন্ত্রে লিখেছে মদ পাঁঠা না খেলে উদ্ধার নেই।

২য় প্র। মুকুয্যে মশায়ের তন্ত্রের খোলসা জ্ঞান্টা হয়েছে।

৩য় প্র। তন্ত্রের খোলসা লেখা।

২য় প্র। রাগই কর আর যাই কর, আমাদের যদি দশ বেত হয় তোমার যে পঁচিশ, এর পক্ষে আর সন্দেহ নাই, ভোল ফিরালে কেন বল দেখি?

৩য় প্র। তুমিও যেমন ব্যাটাদের ভণ্ডামি; ব্যাটারা টিপ্ টিপ্ করে পড়ে, আমিও একদিন দাঁতকামটী ক'রে পড়লুম, অমনি কোন ব্যাটা পায়ে ধরে, কোন ব্যাটা কোলে ক'রে নোনাজলে গাটা ভাসিয়ে দিলে গঙ্গায় গা ধুয়ে তবে বাড়ী আসি, ব্যাটাদের কি প্রেমের ঢেউ গো! কালী করালবদনী! জননী রমণি শক্তিরূপা সনাতনী, তন্ত্রের ব্যাখ্যা মদ পাঁঠা দে পূজা দিতে হবে; চল্লেম রাজবাড়ীতে হোম করতে হবে।

২য় প্র। রাজাকে নির্ব্বংশ করতে হবে বুঝি?

৩য় প্র। তোরা সব বেল্লিক, তোর বাড়ীতে যদি হোম করি, তোরও সদ্য বোলবালা হয়।

২য় প্র। কেন তুমি কি বেহ্মদত্যি? তা চন্দনের ফোঁটা কেটেছ বেশ করেছ, শ্মশানে যাও, তুমি যেমন কালভৈরব হয়েছ, কৈলাস থেকে ষাঁড় আসছে তোমায় নিতে।

৩য় প্র। আট পোণ কড়ি দাও না, বাজারটা করে নিয়ে যাই।

২য় প্র। একটা ছেলে নিয়ে ঘর করি, তোমায় দান দে কি নির্ব্বংশ হব ঠাকুর, পথ দেখ।

৩য় প্র। কালী করালবদনী, কালী করালবদনী।

[প্রস্থান।

(নিতায়ের প্রবেশ)

গীত।

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

আমার সাধ হয় সদা, যাই গো ভেসে,
কূলে আমায় কে আনে।
প্রাণের কথা প্রাণই জানে ॥
প্রাণের কথা প্রাণে সুধালে,
সে তো কিছু না বলে
আঁখি ভেসে যায় জলে;—
আমি ফির্‌বোনা আর মনে করি,
ডুবি ধ'রে কে টানে ॥
আমি প্রেম বিরাগে হলেম উদাসী,
কে পরালে ফাঁসি ভালতো বাসি,—
আমি প্রাণের টানে দেখ্‌তে আসি,
বুঝালে কি প্রাণ মানে ॥

১ম প্র। ঐ দেখ বাবা! ধ্বজা দেখা দিয়েছে, বীর বলাই ফিরেছে, এই সব ফেরে এই, আমি ত বলেছি ব্যাটারা ফের নদেয় এসে জ্বালাবে, বলি বলাইচাঁদ টান কিসের বুঝতে পারচো না? মালপোর টান,—ক্ষীর, সর নবীন ভোরে ঝুঁটকি বাঁধা যাবে কোথা? বলি বাবাজী কি একেবারে নেমে এলে? পূজা

আহ্নিক সব সেরে এলে—ভোগে বস্‌বে বুঝি ?

২য় প্র। বলি, তোমার কানুর গোঠে যে এত দেরি ?

১ম প্র। বাবা কত ঢংই জানো, এই বুড় বুড় মদ্দরা ব্রজের বালক সাজেন, কি বল হে আবার তার চেয়ে বাহার তোমার গোপীভাব, বলি এখন মহাপ্রভু! তোমার প্রাণ কানাই ;—

নিতাই। গীত

টোরীভৈরবী-মিশ্র—জৎ

আমি মত্ত থাকি মধুপানে
মনের কথা বলি তাই।
আর তো ফিরে আস্‌বে না কানাই ॥
আমি বুঝালেম যত, রইল নীরব সে তত,
নিঠুর কে আর আছে তার মত ;
কে কেমন আছে ব্রজে
এলেম যদি দেখে যাই ॥
কি ভাবে আছে কানাই কব কেমনে,
মনের কথা রাখে গোপনে,
কেবল দেখি ধারা নয়নে,
কানু রা বলে আর ধুলায় পড়ে
তেমন কানু আর ত নাই ॥

২য় প্র। বলি তোমার গানের ছটা একবার রাখ না,—ছট সাদা কথা কও না, শুনছি নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসী হয়ে গ্যাছে, কোথায় আছে জান কি ?

নিতা। শান্তিপুরে।

২য় প্র। নদেয় আস্‌বে না ?

নিতা। সন্ন্যাসীর দেশে আস্‌তে মানা।

২য় প্র। আচ্ছা বল্‌তে পার সন্ন্যাসী হ'ল কেন ?

১ম প্র। বুড় মা, যুবতী স্ত্রী ছেড়ে যাওয়া কি ভাল দেখায় ?

নিতা। নাহি জানি কি ভাবে সন্ন্যাসী,
দু'নয়নে বারি-ধারা বয়
কভু মৌন রয়,
কভু রাধা ব'লে পড়ে ধরাতলে।
কভু উচ্চহাস কভু বা হুঙ্কার
কি ভাব তাহার কেমনে বুঝিব বল;
কভু হরি ব'লে নাচে বাহু তুলে,
কভু ঝাঁপ দেয় জলে,
পাগলের মতি নহে স্থির—
যারে তারে ধেয়ে কোল দেয়,
কারু ধরে পায়,
কারে বলে দাসত্ব মোচন কর ;
কি ভাব গোরার প্রাণ জানে তাঁর,
পাগল যে নয়,—
পাগল-হৃদয় কেমনে বুঝিবে বল ?

১ম প্র। না বাবা! ঘাট হ'য়েছে, যদি গান থাম্‌ল ত ছড়া ধর্‌লে, খুব মাতলামোটা করে নিলে যা হোক, দেখ বুজ্‌রুকী বড় চলবে না হেথায় আর।

(চতুর্থ প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

৪র্থ প্র। না না বুজরুকি চল্‌বে না, আমি থাক্‌তে বুজরুকি চল্‌বে না, কাজীর কি হুকুম জান ?

২য় প্র। বাপু! তুমি আবার পাজির পাজি, বলি অবধূত ঠাকুর। চল্লে কেন ? কথাটার জবাব দিয়ে যাও না ? সোজা কথায় বল্‌তে পার ? আমি শান্তিপুর যাব, তার সঙ্গে দেখা হবে ?

নিতা। গীত।

টোরি-ভৈরবী—একতালা।

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী।
প্রেমের দ্বারী আছে দ্বারে
করে মোহন বাঁশরী॥
বাঁশী বলছে রে সদাই,
প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই ;—
ডাক্‌ছে দ্বারী আয় ভিখারী,
জয় রাধা নাম গান কার,
রাধা বলে নয়ন-জলে ভাসে প্রেমের প্রহরী॥

[নিতায়ের প্রস্থান।

২য় প্র। বাবা ! গান ধরে আরও প্রাণটা কেমন আন্‌চান্ ক'রে দেয়, আমি তো বাবা শান্তিপুরে যাচ্ছি, কি রাই ফাই কিশোরী ফিশোরী করে কিছু বুঝতে পারি নে, ভিতরে কিছু কথা আছে।

৪র্থ প্র। তুমি দাঁড়াও না, এ ব্যাটাকে শুদ্ধ গাঁ ছাড়া কর্‌ছি।

২য় প্র। বাবু! একটু মাপ কর্‌বে? তোমায় আর বল্‌তে হবে না,—আক্‌বর সা'র পিসে, জাহাঙ্গীরের প্রপৌত্র, নবাব তোমার জামাই, আর তোমার পক্ষী-রাজ ঘোড়া, ঢাল-পত্রের খাঁড়া ঘরে মজুত, এতেও বাবা যদি মন না ওঠে, একখানা ফর্দ্দ এনো, আমি সই ক'রে দেব।

৪র্থ প্র। না, না, তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌চো না, নবাবের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে নইলে কি বলি, নবাবও আমায় এমনি ক'রে ঠাট্টা করে!

২য় প্র। বাপু! ওকে না তাড়াও আমাদের তো তাড়ালে ; এস হে! এস!

৪র্থ প্র। ব্যাটারা তু একটা কথা ধরে ফেলে, চার পোণ কড়ি হ'লে মদো বামুনকে সাক্ষী করি, যাই ও পাড়ার মেজ গিন্নির সঙ্গে গপ্প করিগে, শালারা বিশ্বাস কর্ আর না কর্, শুন্‌তে কি তোদের বাবার মাথায় বাজ পড়ে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

শচীর বাটী

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া।)

শচী। কে রে নীলমণি এলি! আয় বাবা আয়, কোলে আয়, আমি নয়ন জলে অন্ধ হ'য়েছি, তোকে দেখ্‌তে পাইনে, গোপাল! আর তো তোরে গোঠে যেতে দেব না, আমি পথ পানে চেয়ে ক্ষীর সর নবনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আয় গোপাল আয়! হাঁরে! ঐতো হাম্বা-রবে গোধন ফিরে এল, আমার ঘর-আলো নীলমণি তো এল না? গোপাল দেখে যা, আমার পুরী শূন্য, প্রাণ শূন্য, শূন্য বৃন্দাবন, একবার দেখে যা, ধেনু তৃণ ছোঁয় না, গোঠে যায় না, নীলমণি আর একবার মা ব'লে যা, মা বলা ধন তো বই তো আর আমার নাই, নীল-মণি,আমার আঁধার ঘরের মণি, দেখ রে তোর দুঃখিনী জননী মরে। আয় ফেরে আয়, গোপাল! প্রাণ যায় একবার দেখে যা, নীলমণি বহুদিন আমায় মা ব'লে ডাক নি, বাছা রে! কে তোরে ভুলালে? তুমি তো মা বিনে আর জান না? কে রে ক্ষুধা পেলে তোর মুখে

নবনী তুলে দেয়, পীত ধটী কে তোরে পরায়? মোহন চূড়া বেঁধে দিয়ে কে তোরে সাজায়? ঐ শোন্ অবোধ ব্রজের বালকেরা তোমায় কানাই ব'লে ডাক্‌ছে, বাবা আর কি গোঠে যাবি না, আর কি ননী খাবে না, ওরে ননীর তরে বেঁধেছিলাম বলে কি রাগ ক'রেছ? আয় গোপাল! আর তো তোরে বাঁধবো না, কে রে গোপাল এলি—দেখ্ রে স্তনে ক্ষীর আর ধরে না, কেও নীলমণি? বাবা! মাকে ভুলে কোথায় ছিলি?

(নিতায়ের প্রবেশ।)

নিতা। মা! আশীর্ব্বাদ করুন।

শচী। কে রে! কে রে! গোপাল কি ঘরে এলি?

গীত।

আলেয়া—একতালা।

মাকে ভুলে কোথায় ছিলে
কোলে আয় রে নীলমণি।
শূন্য ধরা রতন হারা
কাঙ্গালিনী তোর জননী॥
মা পড়ে তোর ধরাসনে,
মা বলে ডাক্ চাঁদবদনে,
শূন্য ব্রজ দেখ্ রে নয়নে;—
দেখ্ রে গোপ গোপী ধরাতলে
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে—
দেখ্ রে গোপাল ব্যাকুল রাখাল
শুন হাহাকার ধ্বনি।

নিতা। মা আমি নিতাই, তোমার নিমায়ের সংবাদ এনেছি।

শচী। বল, বল নিতাই আমার,
কোথা আছে অঞ্চলের ধন?
দেখ রে দেখ রে
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন,
আছে প্রাণ পথপানে চেয়ে
অহো বাছা! না জানি কি করে,
কে রাখে আদরে
শূন্য ঘরে রহিতে না পারি আর,
কিছু তো রে বলি নাই তারে,
অভিমান ক'রে
তবে কেন ছেড়ে গেল মোরে?
মার প্রাণ বল কিসে বাঁচে
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তার?

নিতা। শান্তিপুরে অদ্বৈতের ভবনে প্রভুকে নিয়ে এসেছি, আপনার চরণদর্শন-প্রতীক্ষায় তিনি র'য়েছেন।

শচী। চল যাই, আর কেন বিলম্ব করি, নিতাই, নিতাই আমার নিমাইকে দেখ্‌তে পাব? বাবা হরি তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন, আমার তাপিত প্রাণে বারি দিলি, আমি বৌমাকে সঙ্গে নিই, তুই একটু দাঁড়া।

নিতা। মাগো তাঁর যেতে মানা, তিনি গেলে প্রভুর নামে কলঙ্ক হবে।

শচী। অ্যাঁ তবে কি হবে? আমার পাগলি মেয়েকে কে দেখ্‌বে, আহা পরের বাছা এনে আমি এত জ্বালা দিলুম।

নিতা। মা তুমি তাঁরে বলে এস, আমি দোলা প্রস্তুত করি গে। [প্রস্থান।

শচী। আহা! আমি কি ব'লে বোঝাব, কি বলে শান্ত কর্‌বো, আহা! বাছা আমার ছিন্ন কমলিনীর ন্যায় দিন দিন মলিন হ'য়ে যাচ্ছে। হা নিমাই! তোর মনে এই ছিল?

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।)

বিষ্ণু। মা, মা!

শচী। মা! তুমি অনেক সহ্য করেছো; কি

করবো মা? কঠিন সন্ন্যাস ব্রত;—তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবার যো নাই, তুমি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দাও, আমি তোমায় কি বুঝাবো, নিমাই আমার শান্তিপুরে এসেছে, আমি সেথায় যাব, তুমি ঘরে থাক, মাগো তুই চির-বিষাদিনী, আমি কি করবো সন্ন্যাসীর স্ত্রীদর্শন নিষেধ।

বিষ্ণু। যাও মা যাও, বিধাতা আমায় বাম আমি চিরদিন জানি।

শচী। মা তোরে কার কাছে রেখে যাব?

বিষ্ণু। জননি! তুমি ভেব না, আমার স্বামী আমায় সঙ্গিনী দিয়েছেন, এই মালা আমার সঙ্গিনী, আমার পতি সন্ন্যাসী আমি চিরসন্ন্যাসিনী, মা যাও যারে বিধাতা বিমুখ তুমি কি করবে?

শচী। বাছা রে তোর অদৃষ্টে এত ছিল? আহা! মা কমলা তোমায় অতল জলে আমি ফেলে দিলেম।

বিষ্ণু। মা তুমি যাও, পাগলের মন স্থির নয়, আবার যদি কোথায় চলে যান, সংবাদও পাব না, মাগো রোদনই আমার আনন্দ, প্রভু আমায় কাঁদতে রেখে গেছেন।

শচী। তবে যাই মা?

বিষ্ণু। মা এস।

শচীর প্রস্থান।

আরে পোড়া বিধি,
যদি নিধি নহে রে আমার,
কেন অভাগীরে দিলি;
কেন মজাইলি
কোললি রে অকূল-পাথারে?
হরিনাম বিলাবে সবারে
অভাগীরে দিয়ে গেলে কারে?
স্বপ্নে জাগরণে
তোমা বিনে কিছু কি হে জানি আর,
তুমি প্রভু ধ্যান, তুমি মম প্রাণ
তোমা হারা হ'য়ে রহিতে কি পারে নারী,
এ সংসারে আমিই কি অপরাধী?
গুণনিধি আমারে না দেবে দেখা,
হায় হায় পত্নী যদি না হতেম তব,
দাসী হ'য়ে সদা কাছে রয়ে
সেবিতাম চরণ দু'খানি,
দিয়া পদ-ছায়া
নৈরাশ করিলে অবলায়।
আরে রে নিঠুর!
কি বুঝিবে নারীর পরাণ?
আরে ভাগ্য নিদারুণ
পতি মম ভুবন-রঞ্জন
তাহে আমি হইনু বঞ্চিতা।

গীত।

সরফরদাঁর-মিশ্র—কাওয়ালী।

কি দোষে ঠেলিলে রাঙ্গা পায়।
তুমি তো নিদয় নহ প্রাণ সখা প্রাণ যায়॥
তব পদ অভিলাষী, কেনহে বঞ্চিতা দাসী,
একাকী অকূলে ভাসি, রাখ নাথ অবলায়।
বাড়ালে বাড়িল আশা, প্রবল হ'ল পিয়াসা,
গেছে আশা আছে তৃষা দহিতে এ প্রমদায়॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(অদ্বৈতের বাটী।)

(অদ্বৈত, হরিদাস, নিমাই, নিতাই মুকুন্দ ও বৈষ্ণবগণ।)

অদ্বৈ। একি রঙ্গ গৌরাঙ্গ তোমার,
প্রেম ভক্তি সার

করিলে প্রচার, কেন তবে হলে
যোগী
বল মোরে, খণ্ডাও সংশয়
জ্ঞানমার্গে কি হেতু হে গমন
তোমার ?
তুমি বৈষ্ণবের পতি,
কহ প্রভু! কি হইবে বৈষ্ণবের গতি ?
কবে এবে পাষণ্ড দুর্জ্জন
জ্ঞানপথে পথি বিশ্বম্ভর,
প্রেমপন্থা ধরিয়াছে বৈষ্ণব বর্ব্বর !
নিরুত্তর করিবে সবারে।

নিমা। শুন শুন বিলম্ব নাহিক কিছু আর,
ধরা মাঝে কৃষ্ণ প্রেম করিবে প্রচার
কৃষ্ণ অনুরাগী,
কৃষ্ণপ্রেমে যোগী দেখাইব ত্রিভুবনে,
দ্বারে দ্বারে যাব, গৃহে গৃহে কব—
কৃষ্ণ প্রেমবিনা তুচ্ছ সকলি সংসার,
এহেতু সন্ন্যাস ব্রত মোর ;
তন্ত্র মন্ত্র যাগ যজ্ঞ সকলি বিফল
কৃষ্ণ প্রেম নাহি যাহে ;
সেই যোগী কৃষ্ণ প্রেম-অনুরাগী যেই,
জ্ঞান-মার্গ সার্থক তাহার
কৃষ্ণ প্রেম যে ভেবেছে সার,
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ তপ জপ,
অসার সে শাস্ত্র যাহে কৃষ্ণভক্তি নাই,
কৃষ্ণের দোহাই
সত্য সত্য সত্য এই কথা।
সেই শুচি কৃষ্ণপদে সদা যার রুচি
সেই শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত যেই জন,
যাহে কৃষ্ণ-প্রেম নাই
যত্ন করে ত্যজিবে সদাই,
তপ যপ বৃথা পরিশ্রম
কৃষ্ণ-প্রেমে মূল্য ব্যাকুলতা ;
ত্যজ ভ্রম,
কৃষ্ণ-পদে মাগি লব প্রেমের লালসা,
পূর্ণ হবে জীবের পিপাসা ;
ত্যজিবে সংশয়
হৃদে ধর অভয়চরণ,
হৃদিমাঝে হেরিবে ব্রজের লীলা,
আর কভু প্রাণ না টলিবে,
সখিভাবে মনোবৃত্তি চরিতার্থ হবে,
প্রাণে প্রাণে আপনি বুঝিবে
শমনের অধিকার নাহি আর ;
কৃষ্ণ প্রেমে বল হরি! হরি!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

(শচী ও ভক্তবৃন্দের প্রবেশ।)

নিমা। মা মা, আমায় কৃপা কর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

শচী। বাবা, তোমাকে লোকে কত বলে, কিন্তু বাবা তুমি আমার সেই দুধের ছেলে নিমাই।

নিমা। মা আমি তোমার কুসন্তান, আজীবন দুঃখ দিয়েছি, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, আমি সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ ক'রেছি, কিন্তু তুমি যেখানে থাক্‌তে বলবে, আমি সেইখানেই থাক্‌বো, কেবল দেশে যাওয়া, গৃহিণীর দর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ, আর তোমার সকল আজ্ঞা পালন কর্‌বো, অবুঝ সন্তান ব'লে মনকে প্রবোধ দাও, তুমি কাঁদ্‌লে আমার সন্ন্যাস-ব্রত বিফল হবে, আমি কৃষ্ণ পাব না, আমার কলঙ্ক রটিবে, প্রসন্নময়ী জননি! আমায় প্রসন্ন হও।

শচী। বাবা! তুমি যাতে সুখী হও তাই কর, একটী কথা রাখ, বিশ্বরূপের মত আমায় ভুলে থেক না, এক এক বার দেখা দিও, আর আমি অধিক চাই নে।

নিমা। মা! আমি বৃন্দাবনে যাত্রা কর্‌বো তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা ক'রে রয়েছি।

শচী। বাবা! বৃন্দাবনে তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পার্‌বো না, বৃন্দাবন গেলে আর তুমি আস্‌বে না।

সকলে। প্রভু! প্রভু! আমরা জাহ্নবীতে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, তোমায় বৃন্দাবনে যেতে দেব না।

নিমা। হে বৈষ্ণবগণ! কেন আমায় অপরাধী কর্‌বে আমি সংসার ত্যাগ করেছি, আর কেন আমায় বন্ধন দাও, তোমরা মুক্তি না দিলে আমি মুক্ত হতে পার্‌বো না। মা তোমার পুত্র সন্ন্যাসব্রতে কলঙ্ক অর্পণ কর্‌বে, এই কি তোমার ইচ্ছা? মা কৃপা কর, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।

শচী। বাবা! তুমি নীলাচলে যাও, সেথাও ত ভগবান্ বিরাজমান, তোমার বৃন্দাবনে কাজ কি? হে ভক্তগণ! নীলাচলে থাক্‌লে তোমরাও গমনাগমন কর্‌তে পার্‌বে, আমিও আমার নিমায়ের সংবাদ পাব।

সকলে। প্রভু! আমরা কোথায় যাব?

নিমাই। সকলে সঙ্গে গেলে আমার কার্য্যলাভ হবে না, তোমরা গৃহে যাও, সংকীর্ত্তন ক'রে জীব উদ্ধার কর, বৎসর বৎসর নীলাচলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

মুকু। প্রভো! আমরা গৃহে যাব না, আমাদের তোমা বই আর কেউ নাই।

হরি। প্রভু, আমি অধম যবন, আমার দশা কি হবে?

নিমা। তুমি চিন্তা করো না, আমি নিশ্চয় বলছি, তোমার আশা পূর্ণ হবে।

নিতা। দেখ দেখ রে পতিত!
দীনবেশে দেখ ভগবান্,
গোলক ত্যজিয়ে ধরায় আসিয়ে
দেখ পাপভার বহে তোর নারায়ণ,
ওরে দীন! এ করুণা কোথা পাবি আর
পুত্র পরিবার
কেবা তোর আছে আপনার?
তোর দুঃখে তাপিত যে জন
হের নিরঞ্জন,
তাপিত তোমার দুঃখে,
তোর দুঃখে সন্ন্যাস-গ্রহণ
দীনবেশে ধরণী ভ্রমণ,
তোর তরে দ্বারে দ্বারে ফেরে হরি;
তুমি যার তরে
মত্ত আছ সংসার-সমরে,
দেখ রে, দেখ রে
সে তো তোর নহে রে আপন,
নিত্যধন আপনার তোর
যেই বিভু বহে তোর ভার।
আপন হইতে যেই আপনার,
রে পতিত! আপনার ভাব তাঁরে
হরি তোর, হও রে হরির;
দেখ দেখ পরম কাঙ্গাল
প্রেম যাচে দ্বারে দ্বারে,
এ প্রভুরে দিও না বেদনা
পাপে লিপ্ত র'য় না র'য় না,
নিত্যধনে কত দুখ দিবে আর?
আসি হরি
পাপী তোরে দেছেন নিস্তার,
ভাব মনে ক্লেশ হবে তাঁর
বার বার গতায়াতে,
হরির কৃপায় নাহি তোর শমনের ভয়,
রে পতিত! বাক্য মম ধর,
দয়াল ঠাকুরে

বার বার দিও না রে ক্লেশ,
দেখ দেখ নাগরের দেখ দীন বেশ,
গোলক-ঈশ্বরে কত বা যন্ত্রণা দিবি,
রে পতিত! কহি বার বার
পতিতপাবনে দুখ দিওনারে আর,
তোর পাপ তাপে
বার বার অবতার হরি;
ভালবাস ভাল যে তোমার,
যে তোমার বহে পাপ ভার
তাহে দেহ ভালবাসা,
তারি প্রেমে
পাপে রহ বিরত সর্ব্বদা,
ওরে ঈশ্বরের দীন বেশ
কতই দেখিবি আর?

২য় প্র। প্রভু! আমি তোমার নিন্দে করেছি—আমার কি উদ্ধার হবে? আমি কপটতা ভিন্ন কিছু জানি না। এ সংসারে সকলকে উদ্ধার কর্‌লে, আমিই পড়ে থাক্‌বো, না তা কখনই না' প্রভু! তুমি দীননাথ। যদি কেউ দীন থাকে তো আমি, তোমার চরণের যোগ্য আমি বই আর কেউ নাই।

নিমা। তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

২য় প্রতি। আমার মস্তকে চরণ দাও; গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ জগৎ গৌরাঙ্গময়, কই আমি, আম আর কোথায়!

নিমা। ওঠ সংকীর্ত্তন করি এস।

২য় প্রতি। প্রভু! প্রভু! কই আমি, গোরাচাঁদ, গোরাচাঁদ, গোরাচাঁদের মেলা!!

(জনৈক স্ত্রীর প্রবেশ)

নিমা। তুমি কি আমায় কিছু বল্‌বে?

স্ত্রী। প্রভু! তুমি অন্তর্যামী সকলি জান, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি আমায় বল্‌তে বলেছেন যে, এ সংসারে তিনিই কি অপরাধী? জীবের দুঃখভার মোচন কর্‌তে যে আপনি গোলক ত্যজে এসেছেন, তিনি কি জীব নন? তিনিই একমাত্র অভাগিণী, কেবল তাঁরে দুখ দেওয়াই কি আপনার সংকল্প,দয়াময়! তাঁর প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? তাঁর মনে এই খেদ যে, তাঁর জন্যই আপনাকে গৃহ ত্যাগ কর্‌তে হ'ল; যার স্ত্রী নাই সে গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী। তিনি অভাগিনী আপনার পত্নী হ'য়ে আপনাকে গৃহত্যাগ করালেন, তাঁর খেদ শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হলো, তিনি সজল নয়নে বল্‌লেন যে প্রভু যদি বলতেন, আমিই তাঁর কণ্টক, তা হ'লে আমি জাহ্নবীতে ঝাঁপ দিয়ে তাঁর কণ্টক মোচন কর্ত্তেম, আহা প্রভু! অবলার কি দুখ! শ্রীচরণে তাঁর আর একটি নিবেদন যে, আপনার পত্নী হয়ে জগতে তাঁকে ভাগ্যবতী বলে, কিন্তু তাঁর অদৃষ্ট গুণে তাঁর সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য হ'ল; এ জন্মে আর আপনার দর্শন পাবেন না, প্রভু অবলার কে আছে দুখিনী কার মুখ চেয়ে জীবন যাপন কর্‌বে, আহা প্রভু তাঁর দুখের কথা আপনাকে অধিক কি বল্‌বো আপনি যে মালাটি তাঁরে দিয়েছিলেন, সেই মালা জপ করেন, আর এক একটী অন্ন রাখেন, জপ সাঙ্গে যে কটী অন্ন হয়, তাইতে তাঁর সেবা হয়, ধরাতলে শয়ন, দিবা রাত্তির রোদন, অভাগিনীর দশা দেখ্‌লে পাষাণ বিদীর্ণ হয়, প্রভু! আমি হীনমতি নারী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর

দুঃখের কথা আর অধিক কি বল্‌বো, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, তোমায় দয়াময় কি গুণে বলে? যে তোমার নিতান্ত অধিনী, যে তোমা বই কিছুই জানে না যুগে যুগে তাঁরেই তুমি কাঁদাও। প্রভু! আর যে বলে বলুক, যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দেখেছে, সে তোমায় কখনো দয়াময় বল্‌বে না, আহা অবলা পতি-প্রাণা তাঁর অদৃষ্টে কি এই ছিল!

নিমা। আমার দশা দেখে যাও আমিও সুখী নই, আমিও ধরাসনে, আমিও অনশনে, আমিও রোদনে কালযাপন কর্‌চ্ছি, জীবের দুখে আমি অতি কাতর, এ দুঃখের অংশ জগতে আর আমি কা'কে দিব? আমার প্রাণপ্রিয়ার নিমিত্ত আমারো প্রাণ যে ব্যাকুল, তা কেবল তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌বেন আর আমি কা'কে বলে জানাব? আমার জগতে তিনি ভিন্ন কে আছে? জীবের দুঃখে আমার সহিত সমদুঃখী আর কে আছে? যে কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, যদি সফল হয়, যদি জীবের উদ্ধার করিতে পারি সে কেবল তাঁরই কৃপায়, জীবের ভার সম্পূর্ণ তাঁর—অধিক আর কি বলবো, এই আমার পাদুকা নেও, আমার পাদুকা নিয়ে তাঁকে কাল হরণ করতে বল, আমি জানি তিনি অতি দুখিনী, দেখে যাও আমিও অতি দুঃখী।

স্ত্রী। প্রভু! বর দিন যতক্ষণ না আমি দেবীর হাতে দিই, ততক্ষণ এই পাদুকা মস্তকে ধারণ করিতে পারি।

নিমা। তুমি হরিবল, কৃষ্ণ তোমার কৃপা ক'রেছেন।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ—লহআড়া।

আমার প্রাণ বঁধুয়া নাচে রে হিমাচলে।
আমার প্রাণে প্রাণে ডাক্‌ছে বঁধু,
প্রাণ টানে তাই যাই চলে॥
প্রেমে বঁধুর ভাসে চাঁদবয়ান,
আমি ভাসিয়ে দিব কুল শীল মান,
হেরে বধুর বয়ান জুড়াইব প্রাণ;—
আমায় যে যা বলে সকল সব,
বঁধু বিনে প্রাণ জ্বলে॥
আমার বঁধূ যেমন তেমন নয়,
প্রেমের সাগর, নবীন নাগর;
এমন কি কারো হয়;—
আমার সদয় হৃদয় হৃদয়নিধি কত কথা কয়—
আমার প্রাণেশ্বরে পেলে পরে
মান করে বস্‌বো ছলে।
দেখবো লো সই বঁধু কি বলে॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ঘাট।

(ধোপা ও ধোপানী)

ধোপা। ধোপানী কাপড়গুলো কি করে সিদ্ধ করেছিস্?

ধোপানী। কাচ্‌তে জানে না "সিদ্ধ করে-ছিস্ কি করে?" আর ওকি কাপড়, বাঙ্গালা ছেড়ে উড়ে মেড়ার দেশে এসে গোমড়া গোমড়া কাপড় বয়ে

প্রাণ গেল, দাও ভাল করে আছাড় দাও।

ধোপা। আছড়াবো, তবে দেখ্ যদি কাপড় ফাটে, তবে এক চড়ে তোর গাল ফাটিয়ে দেব।

ধোপানী। ও কাপড় ফরসা হবে না—ওগুণ চট্—অমনি থাক্‌বে।

ধোপা। যদি ফরসা হবে না তো তোমার কুঁড়ে পাথরটী যোগাব কেমন করে?

ধোপানী। তা ফরসা কর গে যাও আমি আর বক্‌তে পারি নে—ঘুটে কুড়ুই গে, কি আমার—ধোপা গো! উড়ে মেড়ার কাপড় সাফ কর্‌বেন।

ধোপা। আগে কাপড় ফাটাই, তার পর ওর গাল ফাটাবো।

[ধোপানীর প্রস্থান।

(নিমায়ের প্রবেশ)

নিমা। ও বাপু বহুকাল হরির নাম শুনিনি, একবার হরি বল।

ধোপা। ঠাকুর সর, গায়ে জল লাগ্‌বে—তখন আবার বলবে।

নিমা। বাবা একবার কৃপা করে হরি বল, আমি হরির নাম না শুনে ব্যাকুল হ'য়েছি।

ধোপা। বলি যাও না, একটা ভট্‌চাজি ধরে বলাও না, আমরা মুরুক্ষুর মানুষ, আমরা কি অত পারি।

নিমা। বাবা হরি বলো চতুর্ব্বর্গ পাবে।

ধোপা। আর বর্গে কাজ নেই, কাপড় যার বাগাতে পাচ্ছিনি, তোমার কথা শুনি, আর আমার কাপড় কাচা পড়ে থাকুক।

নিমা। আমি তোমার হয়ে কাপড় কাচি, তুমি হরি বল।

ধোপা। তুমি যে বেশ বাবাজী, না বাবাজি! তোমার কাপড় কেচে কাজ নাই, কি বল্‌বো বলো? আমি কিছু ভিক্ষে টিক্ষে দিতে পার্‌বো না।

নিমা। হরি বল, বল হরিবোল।

ধোপা। হরিবোল।

নিমা। হরিবোল, হরিবোল।

ধোপা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল; বাবাজী তুমি কে বাবাজী? তুমি আমার ধর, বাবাজি! হরি বল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল (পতন) বাবাজি! বাবাজি! তুমি কে? হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল; বাবাজি! তোমার পা দেও, আমি তোমার পা বুকে রাখ্‌বো; (পা লইয়া) বাবাজি, বাবাজি! হরিবোল।

(স্ত্রী পুরুষগণের প্রবেশ।)

১ম স্ত্রী। ওলো আন্ আন্ ভিক্ষে আন, ঠাকুর এখানে দাঁড়িয়ে আছে, আহা বাছা রে তোর কি কেউ নাই, এ সোণার চাঁদ কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিয়েছে, আহা! কোন্ ভাগ্যমানী তোরে পেটে ধরেছিল, বাবা এ নবীন বয়সে কেন তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

২য় স্ত্রী। তোমার কি মা বাপ নাই?

নিমা। মাগো! একা আমি
কেহ নাহি আর,
নাহি পিতা মাতা, নাহি পুত্র ভ্রাতা
দুহিতা বা প্রণয়িনী,
নাহি বন্ধু;—
সিন্ধু-মাঝে সদা ভাসি,
পিতা বলি পরের পিতায়,
মাতা মম যথায় তথায়,
কেহ ভ্রাতা কেহ পুত্র,

কেহ বা দুহিতা—
কেহ সখা কেহ সখি,
নাহিক বিকার, আমি যার তার,
শত্রু কেহ নহি ত্রিভুবনে।
ভেদাভেদ প্রাণে মম নাই,
যথা তথা যাই
কেহ রুষ্ট তুষ্ট কেহ মম প্রতি,
যেই রুষ্ট বলে নিই তারে কোলে,
তুষ্ট যেই সে করে আদর,
মত্ত প্রাণ থাকে মা বিভোর।
কেহ মোরে বাঁধে করে করে,
দ্বারী আমি হই কারু দ্বারে,
কারু ধরি পায়
নিত্য মত্ত থাকি, মা খেলায়
খেলিতেছি চিরকাল।
যত দিন রবি শশী রবে
এ খেলার অন্ত নাহি হবে,
নিত্য সত্য আনন্দের খেলা
খেলা মম আদি-অন্ত-হীন।

১ম স্ত্রী। আহা! মরি মরি বাছা বুঝি নবীন বয়সে পাগল হ'য়েছে, আহা কোন্ অভাগীকে ফাঁকি দে চলে এ'সছে গো। বাছার মুখ দেখে বুক ফেটে যায়, কথা গুলি যেন মধু ঢেলে দেয়?—

নিমা। মা'গো! আমি সাধে কি পাগল,
পাগল করেছে মোরে
দিবা নশি কাঁদি যার তরে,
সে তো ফিরে নাহি চায়!
আমি যার তরে যুগে যুগে আসি,
যার প্রেমে হ'য়েছে উদাসী
কোথা সে আমার!
কোথা চন্দ্রাননি কনক-নলিনী
মৃগাক্ষী গজিনী,
কুঞ্জসখী গোপিনী কোথায়?
প্রেমদায় আসিয়া ধরায়
পথে পথে কেঁদে কেঁদে ফিরি,
কোথা প্রাণেশ্বরি!
দেখা দাও—
দেখ দেখ হয়েছি আকুল,
দেহ কূল গোপীকুলরাণী
কমলিনী প্রাণ প্রিয়ে,
কোথা রাধা?
মম প্রাণ বাঁধা সদা তাবি পায়।
রাধে, রাধে! হওনা নিদয়
প্রাণ যায় দেখা দাও;—

২য় স্ত্রী। একি একি কে এ সন্ন্যাসী?

১ম স্ত্রী। দেখ, দেখ কিরূপ দেখ, বৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ রাধা ব'লে কেঁদেছিল, কে রে গোরাচাঁদ রাধা ব'লে এল, রাধা-প্রেমে মাতুয়ারা কে রে তুই? শত জন্ম রূপ দেখ্‌লে সাধ মেটে না, আহা! বিধাতা সহস্র লোচন দিলে প্রাণ ভ'রে রূপ দেখ্‌তেম।

নিমা। আনন্দে সকলে মিলে বল হরি হরি,
ঋণে আমি তরি,
ব্রজেশ্বরী
দিয়েছেন প্রেমের পশরা শিরে;
হরিবোল বল রে, বল রে,
পদে রাখিবেন রাই,
রাধা-প্রেম বিনে গতি নাই।
রাধা-প্রেমে বাঁধা আছে হরি
তাই নাম নিয়ে ফিরি,
হরি বল কেনা রবে রাধা-শ্যাম,
হরিনাম বিনা নাহি ধন,
হরিগুণ কর রে কীর্ত্তন,
হরিনাম কর বিতরণ,
গোলোক পাইবে হৃদিমাঝে,
হবে এ জীবন ফুল্ল নিধুবন

হৃদি ফুল্ল কমল-আসন ;
ওহে বাঁকা হয়ে মুরলীবদন,
রাধা অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়ে
চোকে চোকে চেয়ে
করিব রে প্রেম-বিনিময়,
সে কৌতুক হেরি মত্ত হবে প্রাণ,
আত্মদামে অমৃত করিবে প্রাণ,
মনোবৃত্তি আনন্দে নাচিবে,
যুগলে হেরিবে
মধুলীলা হবে ধরাতলে ;
গোপীভাবে গোপীপ্রেমে বল
হরি হরি।

সক। হরিবোল, হরিবোল, এই যে হরি, এই যে হরি, গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি।

১ম স্ত্রী। হরি কৃপা ক'রে ভিক্ষা নাও।

নিমা। মা! আমি অধম জীব, আমায় হরি ব'ল না, হরিবোল শুনে আমি হরি-প্রেম পাব।

সক। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি।

(নিতাই ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।)

নিমা। আমি জীবাধম, আমায় হরি বোল না ?

নিতা। দেখ, দেখ প্রভু বড় দায়ে ঠেকে-ছেন।

২য় স্ত্রী। প্রভু! ভিক্ষা নাও।

নিমা। মা! ঢের হয়েছে, আর নেব কি, আর দিও না মা, কত দিন বেঁধে রাখ্‌বে ?

সক। গৌরহরি, গৌরহরি।

নিমা। নিতাই, নিতাই! বারণ কর, আমার অপরাধ হবে।

নিতা। প্রভু! আমি কি কর্‌বো, আমরা কি শিখিয়ে দিয়েছি, তুমি অন্তরে বলিয়ে বাহিরে লুকাতে চাও।

সক। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি।

নিমা। মানা করবে না, এই নাও ভিক্ষা নাও, আমি চল্লেম।

সক। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি।

[প্রস্থান।

ধোপা। আহা প্রভু নৃত্য কর, আমি কর-তালি দেই, আহা! কি মধুর নাম দিয়েছ, হরিবোল, হরিবোল।

(ধোপানীর পুনঃ প্রবেশ।)

ধোপানী। বলি এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কি কর্‌ছ, কাপড় কাঁড়ি করা পড়ে রয়েছে, আর তুমি হাততালি দিয়ে নাচ্‌ছ? পাগল হ'য়েছ নাকি ?

ধোপা। পাগ্‌লি দেখ্‌ দেখ্‌ ঐ প্রভু দাঁড়িয়ে নাচ্‌ছেন!

ধোপানী। ওকি বল গো!

ধোপা। দেখ্‌ দেখ্‌ রূপ দেখ্‌, চাঁদের আলো ঠিকরে পড়েছে।

ধোপানী। ওগো দেখ্‌সে গো, মিন্‌সেকে ভূতে পেয়েছে।

ধোপা। আহা! দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে ঐ যে নাচ্‌ছেন, হরিবোল, হরিবোল।

ধোপানী। ওগো তোমরা এস গো! মিন্‌সেকে পাগলা গুঁড় খাইয়েছে গো।

ধোপা। শোন্‌ শোন্‌, তোকে নাম বলে দিই শোন্‌, তুইও দেখ্‌তে পাবি।

ধোপানী। মাগো! গেলেম গো! কি দেখাবে গো!

ধোপা। হরিবোল, ঐ যে দেখ না, ঐ যে প্রভু দাঁড়িয়ে নাচ্‌ছেন।

ধোপানী। ওরে গেলেম রে! ধর্‌লে রে!

ঘাড় ভাঙলে রে! ওরে এল রে! বাবা রে!

[প্রস্থান।

ধোপা। ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, প্রভু তোকে কৃপা করবেন, ঐ প্রভু যাচ্ছেন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ দূরে শ্রীমন্দির।

(নিমাই ও নিতাই।)

নিমা। হা নির্দ্দয়! হা নির্দ্দয়!

নিতা। প্রভু! শ্রীমন্দিরের শোভা দেখুন।

নিমা। আহা! দেখ দেখ চূড়ার উপর কে দাঁড়িয়েছে দেখ, ঐ প্রাণধন বংশী-বদন, দেখ দেখ মোহন চূড়া দেখ, গল বিলম্বিত বনমালা দেখ, দেখ দেখ নয়-নের ভাব দেখ, আমায় ডাক্‌ছেন—যাই—যাই।

(মূর্চ্ছা)

সকলে। গীত।

পরজ-মিশ্র—কাওয়ালী।

দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ঐ।
ইঙ্গিত অঙ্গুলি চম্পক কলি খেলিছে লো,
আমি চল্‌তে নারি ধর আমারে সই॥
রাধা রাধা বলে মুরলী,
ওঠে তান তরঙ্গিনী উথলি,
ধীর মধুর রোল, প্রাণ উতরোল,
মোরা যামিনী কামিনী সাধে কি কাননে চলি,
আকুলা মুরলী, রাধা রাধা বলি,
ধর'লো ধর'লো, পড়িলো ঢলি,
মুরলী ডাকিছে বারে বার কই রসময়ি॥

(দুইজন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

নিমা। ঐ যে, ঐ যে, আমার বংশীবদন।

[নিমাই ও বৈষ্ণবগণের প্রস্থান।

১ম পু। বাবা! গ্রাম ছেড়ে তিথি বাস করতে এলুম তাতেও নিস্তার নেই, এ বাবা কি এক গৌরাংই ঢং এলো।

২য় পু। গেছে, গেছে।

১ম পু। গেছে কোথা? চল ভাই রাজার কাছে গে নালিশ করি, এ যে মেয়ে ছেলে আট্‌কে রাখা ভার।

২য় পু। সে কথায় আর কাজ নেই, ওই উত্তর পাড়ার ধোপা ধোপানীকে খেপি-য়েছে, দু'বেটা বেটীতে কাপড় ফেলে দে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌চে।

১ম পু। ভাই! আমি তো এ দেশ ত্যাগ করছি, আমি কাশী গিয়ে বাস করি গে, আমার যুবতী স্ত্রী ঘরে, শেষে কি জাত খোয়াব, ভায়া বল্‌ব কি, দোরে কি খিল দে রাখ্‌তে পারি, আমি আবাগীর বেটীকে যত বলি যে নেড়া সন্ন্যাসী আর দেখ্‌বি কি? বেটী তত বুক চাপড়ায়, বলে গৌরাং প্রাণ মজিয়ে গেলে কোথায়?

২য় পু। বলি তোমার তো এক স্ত্রী, আমার শাশুড়ী, শালী, খুড়ী, জেঠাই, সব গড়াগড়ি দিচ্ছেন, বাবা রথ দেখ্‌তে এসে বুঝি পথে পথে কেঁদে বেড়াই, আর একি এক বালাই বুঝ্‌তে পারি নে, চাটুয্যেদের বুড় বুড় মদ্দ গুলো খেপেছে; একি ঢং,মেয়ে মদ্দে কেবলি বল্‌ছেন,—"প্রাণনাথ! প্রাণনাথ!"

১ম পু। ঐ সন্ন্যাসী ব্যাটা কি যাদু জানে, হ্যাঁ দেখ কথা ভাল নয়, চলো পোট্‌লা পুট্‌লি নে বেটীদের পাত কুওর দড়িতে

বেঁধে চল গরুর গাড়ী ক'রে বেরিয়ে পড়ি, রাস্তায় কথা শুনেই এই চোক-চোকী হ'লে আর জাত থাকবে না।

২য় পু। জাতের দফা গয়া, শুনেছিলে জগন্নাথের ডুরির টান, এ প্রেমের ডুরিতে টান প'ড়েছে তোমায় দুঃখের কথা বল্‌বো কি, আমার জেঠাই মাগী ষাট বৎসর পেরিয়েছে, তাঁর আর গুপী ভাব ধর্‌লো, আর আমার স্ত্রীতে শালীতে কুঞ্জবন ক'রে ব'সে আছে।

(প্রথম লোকের স্ত্রীর প্রবেশ)

প্র স্ত্রী। হা প্রভু! তুমি কোথায় গেলে?

১ম পু। ও আবাগীর বেটী মাথা খেয়ে বেরিয়ে এলি কেন? জগন্নাথের বায়ানা নিলি তাই নে, আবার প্রেমের সন্ন্যাসীর বায়ানা নিলি কেন?

প্র স্ত্রী। ! প্রভু দেখা দাও নইলে আত্মহত্যা হ'ব।

১ম পু। আরে না, না, না, অমন কাজ ক'র না, তোমায় বলি শোন, কাশীতে তোমায় ওর চেয়ে ছোঁড়া সন্ন্যাসী দেখাবো।

(জেঠায়ের প্রবেশ)

জেঠা। হা প্রভু! তুমি কোথায় গেলে?

২য় পু। ও আবাগীর বেটী তুমি যে কবে মর্‌তে যাও? মড়ী পোড়ার বায়ানা নাও না?

১ম পু। আরে টেন না, টেন না, আমি প'ড়ে যাব।

প্র স্ত্রী। দেখ্‌বে এস! মদন-মোহন রূপ দেখ্‌বে এস, গৌরহরি গৌরহরি।

১ম পু। ও আবাগীর ব্যাটা গৌরহরি দেশে কি আর লোক পেলে না, আমি দেশের লোকের জ্বালায় পালিয়ে এলাম, এখানে শুধু হরি নয় গৌরহরি।

স্ত্রীগণ। গৌরহরি, গৌরহরি।

[প্রস্থান।

২য় পু। ও বুড়ী বেটী গেল গেল, আমি মাগ বেটীদের সামলাই।

নেপথ্যে। গৌরহরি! গৌরহরি!

২য় পু। ঐ বুঝি রণমুখী হ'য়ে আস্‌ছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জগন্নাথের মন্দির।

(নিমাই, নিতাই ও দেবদর্শনার্থী ইত্যাদি।)

নিমা। রে নির্দ্দয়! তুমি কি জান না
জগৎ শূন্য হেরি তোমা বিনা,
আরে বনমালী!
চতুরালী না জানি কেমন তোর?
তোমা বিনা পলকে প্রলয়,
দিক্ তমোময়,
শূন্য দেহে প্রাণ নাহি রয়।
তবু চিতচোর একি রীতি তোর,
প্রাণ মম মজায়ে লুকাও?
আর তোরে ছেড়ে নাহি দিব
ভুজ-পাশে বাঁধিয়ে রাখিব;
হৃদি-মাঝে রাখিব রে কালাচাঁদ;
আরে তোর সনে ছিল কি বিবাদ?
আয় আয় রে নির্দ্দয়!
প্রাণ যায় তব আছ দূরে।

(মূর্চ্ছা)

সকলে। গীত।

হিন্দোল-বাহার, তেওরা।

কুলনারী দিয়েছি কুলে কালী।
তবু কেন ছল কর বনমালী॥

নারীর প্রাণেতে বাজে,
একান্ত তোমায় কি সাজে,
তোমার তরে জলাঞ্জলি দিয়েছি লাজে,
প্রাণ মন সকল নিয়ে কেমন এ চাতুরালী

নিমা। নয়নের জলে গেঁথেছি মালা।
ধর ধর ধর ধর হে কালা ॥
আছে কি রতন আমি কাঙ্গালিনী।
পদ-অভিলাষী দাসী প্রেমাধিনী ॥
চাও কালশশি! চাও ফিরে চাও।
সকলি তোমার সকলি নাও ॥
ওহে প্রাণনাথ! এস হে প্রাণে।
নাথ বিনে নারী বল কি জানে।
তুমি পতি গতি তুমি হে আশা।
দাবানল সম দহে পিয়াসা ॥
দেহ প্রেমবারি প্রেমিক বর।
ধর প্রাণনাথ মিনতি ধর।

সকলে। গীত।

লুম-মিশ্র. লোফা।

পুরুষগণ—
দারুহরি সিংহাসনে নরহরি ভূতলে।

স্ত্রীগণ—
শ্যাম হরি আর গোরহরি
রূপ হেরি সই! প্রাণ গলে ॥

সকলে—
প্রেম-সাগরে উঠ্‌লো রে তুফান;

পুরুষগণ—
আপনি হরি হরি বলে হরি নাম বিলায়,

স্ত্রীগণ—
হরি চায় হরির পানে নারীর মন মজায়,

পুরুগগণ—
রাজ রাজেশ্বর শ্যাম।

স্ত্রীগণ—
যোগী আমার গোরা গুণধাম ॥

পুরুষগণ—
হরির তত্ত্বে মত্ত হরি ডাক রে হরিবোলে।

স্ত্রীগণ—
রাধার প্রেমের পাগল
বয়ান ভাসে নয়নের জলে ॥

সকলে—
প্রেম সাগরে উঠ্‌লো রে তুফান।

নিমা। তোমরা কেন আমায় অপরাধী কর, অধম জীবের সহিত ঈশ্বরের তুলনা করো না। সকলে হরি বল, আমি শুনি।

সকলে। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি!

নিমা। নিতাই, নিতাই, আর আমি হেথা থাক্‌বো না। হরি, দীনবন্ধু হরি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, করুণাময়! তোমার মনে এই ছিল? আমায় শ্রীমন্দিরে এনে অপরাধী কর্‌লে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

সার্ব্বভৌমের বাটী।

(দুইজন শিষ্য, সার্ব্বভৌম, জামাই ইত্যাদি।)

১ম শিষ্য। আর তুমিও যেমন,—গোঁড়া ব্যাটাদের সঙ্গে তর্ক কর, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই। শাস্ত্রের বচন "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং" লাঠী ব্যতীত দোরস্ত হ'বে না।

২য় শি। দেখ্‌না ব্যাটাদের মজা দেখ না, যারে অবতার বল্‌ছে, সে বল্‌ছে আমি অবতার নই ও ব্যাটারা দশচক্রে তারে ঘটাবে।

১ম শি। সে দিন বড় মজা হ'য়ে গিয়েছে, গোপীনাথ এসেছেন, ভট্টাচাৰ্য্যি মশায়ের

সঙ্গে তর্ক করতে দু'এক বাক্যেতেই রেগে ঘেমে টেনে দৌড়। ওঁর নাম "সার্ব্বভৌম"। দেখ না ব্যাটাদের কথা শুনে গা জ্বলে যায়, আরে ব্যাটারা এ কথা বুঝিস্ নি দশ অবতারের ভেতর কি গৌর আছে?

২য় শি। ব্যাটাদের বিট্‌লেপনা দেখ না, কোথায় অবতার বেদ উদ্ধার কর্‌বে, না বেদ লোপ! তন্ত্র, মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞ, সব গোল্লায় যাক্, ওঁর এক "হরি বল" তুমি বলেছ ঐ গৌরাংটা, ওটা ভক্ত-বিটেল, লোক-দেখানে বলে যে, আমি অবতার নই—ঘরের ভেতর ব্যাটা দিগ্বিজয় অবতার হয়—হরি বলে যদি তরে তবে হরি কি কেউ বলে না? শঙ্করাচার্য্য বলে গিয়েছেন,—যোগ সাধনের দ্বারা দেহ রাখি, তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম হবে—বাবা! কুকি দিয়ে যদি কাঁদ্‌লে হ'তে তো খুব খানিক বুক চাপড়ে কাঁদা যেত।

১ম শি। তুমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিদ্যা-শিক্ষার বিষয় গল্প কর্‌ছিলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এলেন আর হলো না।

২য় শি। হাঁ হাঁ, সে অতি আশ্চর্য্য কথা, উনি তো ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে, ত্রিহুট যান, তখন তো আর অন্য চতুষ্পাঠী ছিল না, ভারতবর্ষে ঐ একমাত্র ন্যায়ের চতুষ্পাঠী ছিল, ওর এমনি প্রখর মেধা, ওঁর অধ্যাপক ওঁর প্রশ্নের উত্তর করতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং উনি প্রশ্ন করলেই নানাবিধ তিরস্কার কর্ত্তেন।

১ম শি। বটে বটে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসামান্য ব্যক্তি, তার পর।

২য় শি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন ক্রোধপরবশ হয়ে অধ্যাপকের নিধন বাসনায় খড়্গ লয়ে তাঁর বাটীতে উপস্থিত হন্।

১ম শি। উচিৎ তো, উচিৎ তো।

২য় শি। তার পর শোন, দেখেন গুরু আর গুর্ব্বাঙ্গনা প্রাসাদোপরি পূর্ণ চন্দ্রোদয় পত্নী পতিকে সম্বোধন করে বল্‌ছেন,—"দেখ পূর্ণচন্দ্রের কি অপরূপ শোভা! অধ্যাপক বল্‌লেন যে, পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা আমার ছাত্রের বুদ্ধি-শক্তি মনোহর।

১ম শি। বটে বটে, অধ্যাপক বিচক্ষণ ছিলেন তার পর?

২য় শি। তার পর সার্ব্বভৌম মহাশয় গুরুর চরণ স্পর্শ ক'রে বল্‌লেন, "প্রভু! আমায় বধ করুন, আমি কৃতঘ্ন; আপনার নিধন-কামনায় খড়্গ ল'য়ে আমি গমন করেছিলেম, অধ্যাপক শান্ত করে বল্‌লেন—"বাপ্! তোমার অপরাধ নেই।" গুরু শিষ্যে পরম প্রীতি হলো, কালে সার্ব্বভৌম মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে পরম পারদর্শী হলেন, অন্যস্থলে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী হ'বার আশঙ্কায় ত্রিহুটের অধ্যাপকেরা কোন পুস্তক আন্‌তে দিতেন না। সার্ব্বভৌম মহাশয় সকল পুস্তক কণ্ঠস্থ ক'রে ন্যায়শাস্ত্র বিস্তার ক'রেছেন, ন্যায়শাস্ত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই।

১ম শি। গোপীনাথ আসেন ওঁর সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে।

(জামায়ের প্রবেশ)

জামা। শিবোহং, শিবোহং।

১ম শি। তুমি বলছিলে কলিতে অবতার নাই, এই জামাই-অবতার সাক্ষাৎ।

জামা। বরং ক্রমি বর নাও, তোমরাই আমার যথার্থ ভক্ত; কি জান? আমি সাক্ষাৎ—মহাদেব, গৌরীহারা হোয়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছি, শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

১ম শি। বলি বাট্‌টী গৌরীর তো মাথা খেয়েছেন?

জামা। আর দেড়শটী নিয়ে অন্তঃর্ধ্যান হবো, শিবোহং, শিবোহং, শিবোহং—বর নাও, তুমি আমার কালভৈরব, আর তুমি আমার পঞ্চানন্দ।

২য় শি। আহা! সার্ব্বভৌম মহাশয় কি সুপাত্রেই কন্যাদান করেছেন।

জামা। নন্দী যথার্থই ব'লেছে, সার্ব্বভৌম আমার দক্ষরাজ; নন্দী আমার বলদ আন, আমি ভিক্ষায় যাব।

১ম শি। যাও যাও, এখন পাঠের সময়, এখন ত্যক্ত করো না।

জামা। ক্যান্‌বা শালারা, তোম শালারা শিবোহং কর্‌সেক্তা, আর হাম কর্‌সেক্তা নেই।

২য় শি। বামুনের ঘরে বলদ আর কি?

জামা। বামুনের ঘরে জম্ভাসুরের বেটা মহিষাসুর, এই যে স্বয়ং দক্ষরাজ এদিকে উপস্থিত।

[প্রস্থান।

(সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।)

১ম শি। মহাশয়! আপনার জামতা তো বড় ত্যক্ত ক'রেছে, কটু কাটব্য করে গালাগাল দেন।

সার্ব্ব। ও দুরাত্মাকে এ স্থানে প্রবেশ কর্‌তে দিও না।

(গোপীনাথের প্রবেশ।)

সার্ব্ব। কি হে গোপীনাথ! কৃষ্ণ চৈতন্য কোথায়?

গোপী। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে আর আপনার বাধা কি?

সার্ব্ব। ও আমার সন্তানের তুল্য, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, আমারো দৌহিত্রের স্বরূপ, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, বিশেষ সম্মান কর্‌তে পার্‌বো না।

গোপী। দেখুন, আপনি দীগগজ ভট্টাচার্য্যই বটেন, অমন অমানুষিক রূপলাবণ্য দেখে কি আপনার অন্তঃকরণ বিগলিত হয় না।

সার্ব্ব। ভায়া! আমার যদি চৈতন্যকে দেখে স্নেহ না হবে, তবে তাঁকে উপনিষধ পড়া'বার জন্য কি হেতু এত ব্যগ্র হয়েছি।

গোপী। ভট্টাচার্য্য! তোমার নিতান্ত ভ্রম, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেখে তোমার কি জ্ঞানোদয় হ'ল না?

সার্ব্ব। ভাল ভাল, তোমার নিকট জ্ঞানের ব্যাখ্যা শুন্‌লেম, তোমার বলা উচিত ছিল যে, প্রেম-ভক্তির উদ্রেক হ'ল না।

গোপী। ভট্টাচার্য্য! আমি সত্য সত্যই বল্‌চি তোমার ন্যায় পণ্ডিত-মূর্খ আমি দেখিনি।

সার্ব্ব। আর ভায়া! অতি সুপণ্ডিত জ্ঞানহীন হতে চান, তা সে ভাল ক'রেছেন জ্ঞান পরিত্যাগ করিলেই কৃষিদের কর্ম্মের উপযোগী হ'বেন।

গোপী। সত্য সত্যই ভট্টাচার্য্য তোমায় জিজ্ঞাসা করচি বিধাতার কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা, সাক্ষাৎ বিষ্ণু-অবতার দেখেও কি তোমার ভ্রম দূর হ'ল না?

সার্ব্ব। ভ্রম,—প্রেমিকের একি কথা? ভ্রম তো মায়াবাদীর মতে। ভায়া! বল্‌তে কি? গৌরাঙ্গ অবতার তো শাস্ত্রে দেখিনি, অশাস্ত্রীয় কথা ধোপা নাপ্‌তে মান্‌তে পারে, ব্রাহ্মণ—বিদ্যাচর্চ্চা করে থাকি, সাধনের নাম উন্মত্ততা কি ক'রে বল্‌বো। নৃত্য, গীত, বয়েস অধিক হলো, এসবে এখন আর রুচি নাই, এখন দাও তোমার অবতারকে পাঠিয়ে দাও, একটু উপনিষদ শোনাই, আহা নবীন বয়সে সন্ন্যাস-গ্রহণ ক'রেছে, যাতে ধর্ম্ম রক্ষা হয় তার একটা উপায় করি, চৈতন্য পরম ধার্ম্মিক, আমি তাকে অদ্বৈতমার্গে নিয়ে আস্‌বোই।

গোপী। বুঝ্‌লেম ঈশ্বরের কৃপা বিনা বিদ্যা বুদ্ধি বিড়ম্বনা মাত্র।

সার্ব্ব। এ কথা একশত বার, মূর্খের সহিত শাস্ত্রালাপ এ হতে বিড়ম্বনা আর কি অধিক হইতে পারে? ভায়া! নিশ্চয় জেনো জ্ঞান ব্যতীত সকলি বিফল। ভক্তি জ্ঞানের অংশ মাত্র, আহা! চৈতন্য বালক, তোমরা পাঁচ জনে মিলে দেখ্‌ছি খারাপ ক'রে তুল্‌বে, আমার শঙ্কা হচ্ছে একে ভারতী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত।

গোপী। দেখ তোমার বুড় বয়সে মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে।

সার্ব্ব। ভাল ভাই! আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার সুমতি হোক্।

(নিমায়ের প্রবেশ।)

সার্ব্ব। এস বাপু এস আজ এত বিলম্ব হ'ল কেন? চল উপনিষধ শুন্‌বে চল।

নিমা। অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন, দেব-দর্শনে বিলম্ব হ'য়েছে।

সার্ব্ব। সন্ন্যাসীর উপনিষধ শ্রবণ অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই, তুমি সুবোধ, ক্রমে সকলি বুঝ্‌তে পার্‌বে। চল, পাঠ করিগে।

নিমা। আপনার উপদেশে কৃষ্ণভক্তি পাব আমার সম্পূর্ণ আশা।

[সার্ব্বভৌম ও নিমায়ের প্রস্থান।

গোপী। প্রভুর একি লীলা?

১ম শি। উপনিষধ পাঠ-লীলা, আর কি? মহাশয় তর্ক করুন দেখি, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা কোন মার্গ উত্তম?

গোপী। বাপু! তোমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের ছাত্র, গজের ওপর গজ।

১ম শি। দেখুন, আপনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, তেমনি এই জগৎভ্রম, জ্ঞান-খড়্গের দ্বারা এই সর্পকে ছেদন কর্‌তে হবে, তবে এই অদ্বৈতজ্ঞানলাভ হবে—যেমন লোহার দ্বারা লোহাকে ঘষে—ক্ষয় কর্‌তে হয়, তেমনি মনের দ্বারা মনকে ক্ষয় কর্‌তে হয়, তবেই চৈতন্যলাভ হয়।

গোপী। বাপু! এখানে র'য়েছি একটু থাকি না, কেন বিরক্ত কর্‌ছো?

২য় শি। কি জানেন সোহং মায়ামুক্ত শিব, মায়াবদ্ধ জীব।

গোপী। এমন কটা শিব বাপু তোমরা?

২য় শি। শিব? এক মাত্র শিব, আপনিও শিব—তবে বদ্ধ আর মুক্ত।

গোপী। বলি—শিবের এখন কত খানি মুক্ত হ'ল?

২য় শি। শিব চিরকালই মুক্ত—জীব বদ্ধ—এক শিব বিরাজমান, কর্ম্মক্ষয় দ্বারা জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

গোপী। বাপু! তুমি কতটা শিব, কতটা জীব?

১ম শি। সোঽহং আমিই শিব—তবে ভ্রম মায়া অনাদি অবিদ্যা।

গোপী। বাপু! তুমি তোমার অবিদ্যা নিয়ে থাক, আমি তবে চল্লুম। প্রভু! যদি ঐ বুড়কে নিয়ে নাচাও—তবেই তোমার যথার্থ মহিমা।—ভক্তবৎসল! তবেই মনের খেদ যাবে—নইলে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করবো, তোমার নিন্দা সহ্য করতে পারবো না।

[প্রস্থান।

১ম শি। অর্ব্বাচিন!

২য় শি। নাস্তিক—ও জ্ঞানতত্ত্ব সোঽহং ও কি যে সে বুঝতে পারে? চল টীকে টীপ্পনী দেখা যাক্ গে।

১ম শি। তোমার মেধা কিছু থব, আমার মেধা কিছু মাদা, বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিও, কি বল? শিব তো আমরা উভয়েই।

২য় শি। তার আর সন্দেহ কি?

(জামায়ের প্রবেশ।)

জামা। ওরে শালারা শিব যদি সব শালা হোঙ্গা- তো নন্দী কোন্ শালা হোঙ্গা।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

সার্ব্বভৌমের গৃহ।

(সার্ব্বভৌম ও নিমাই।)

সার্ব্ব। মহা শাস্ত্র এ উপনিষদ,
কি নিমিত্ত নাহি কর মন সন্নিবেশ?
একি চমৎকার—
ভাল মন্দ কিছু নাহি কহ,
যথা জ্ঞান ব্যাখ্যা করি তব বোধহেতু,
কি কারণ রয়েছ নীরব?
বুঝিতে না পারি,
বোধগম্য হয় বা না হয়।
অথবা কি সংশয় উদয় তব প্রাণে,
কহ বৎস! একি তব অদ্ভুত ব্যাপার?

নিমা। হে আচার্য্য! মূর্খ আমি,
শাস্ত্রে মম নাহি অধিকার,
তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ় আমি—
তব আজ্ঞামতে
সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অনুরোধে
কয়দিন ক'রেছি শ্রবণ।

সার্ব্ব। নাহি মম মানা,
জিজ্ঞাসহ পুনঃ পুনঃ সংশয় যথায়।
কহি শুন ব্যাখ্যা-মর্ম্ম মম
নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর
অদ্বিতীয় চেতনস্বরূপ,
অনাদি অবিদ্যাযোগে জগৎকল্পনা,
ভ্রমমাত্র নাহি কিছু আর;
ভ্রম এ সংসার,
ভ্রমবশে ভাব আমি জীব।
জ্ঞানালোকে ভ্রম কর দূর,
অনাদি অবিদ্যা কর নাশ,
দ্বৈতবাদ নাহি রবে;
ভ্রমে ভাব তুমি আমি ভেদ,
এই বৃক্ষ, এই গৃহ, অসত্য এ কথা!
এক—নাহি বহু—
বহুবাদ ভ্রমাত্মক জেন সার—
ভ্রমযুক্ত জীব, ভ্রমযুক্ত শিব,
ভ্রমে শক্তি আকার কল্পনা—
ভ্রমযুক্ত মনের ধারণা,
সেই মন দুঃখের কারণ
হ'লে মন চৈতন্যে বিলীন
সিদ্ধত্ব হইবে লাভ।
যেই মার্গে কর বিচরণ,
বৃথা পরিশ্রম,

প্রশস্ত অদ্বৈত পথাশ্রেয়,
জন্মে যাহে নিরাকার জ্ঞান।

নিমা। মূলসূত্র-অর্থে মম নাহিক সংশয়।
কিন্তু—
ব্যাখ্যা শুনি হয় মম বিকলহৃদয়,
সূর্য্যের কিরণ যথা আবরণ মেঘে,
তব ব্যাখ্যা-সূত্র-অর্থ করিছে গোপন;
যেই বিভু ব্রহ্মসনাতন,
বিশ্বাধার উৎপত্তি-কারণ,
যাহাতে স্থাপন লয়—যেই ইচ্ছাময়
বহুরূপে হইলা প্রকাশ,
তাঁরে তুমি কহ নিরাকার;
সৎ চিৎ আনন্দ আলয়
ষড়ৈশ্বর্য্য বিরাজিত যাহে,
নির্গুণ কেমনে কহ তাঁরে?
মায়ার অতীত প্রভু পরাৎপর—
অতুলনা অব্যক্ত মহিমা যাঁর
মায়াধীন জীব সনে তুলনা তাঁহার?
কিরূপে সম্ভবপর,
ইচ্ছা যাঁর নাহি তাঁর মন,
করে বিলোকন—নাহিক নয়ন,
কহ হেন কেমনে ধারণা করি?
সৃষ্টবস্তুমাত্রে আছে যেই বিশেষণ,
মহাবস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ—
বিভিন্ন অবশ্য মানি,
কিন্তু কিরূপে না জানি,
কহ তাঁরে নির্ব্বিশেষ?
হ্লাদিনী সঙ্গিনী সংবিত,
শক্তিত্রয় যাহে বিরাজিত,
নিরাকার নির্গুণ সেজন
ধারণা করিতে নারে মন,
যেই তত্ত্ব লোকে অপ্রকাশ,
শ্রুতি তাহা করিছে প্রকাশ;
শ্রুতি কহে সবিশেষ ভগবান্,
কহিছে পুরাণ,—
পূর্ণানন্দ বিগ্রহ সে সনাতন,
কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রে সপ্রমাণ,
হে আচার্য্য!
হয় মম বিচলিত প্রাণ,
নিত্যানন্দধাম বাঁশরী-বয়ান!
লীলা যাঁর ব্যাসদেব করেন প্রচার,
নিরাকার কেমনে সে শ্যাম?
দেখ, দেখ—
ওই বংশীধারী নিকুঞ্জবিহারী,
দেখ দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ—
সম্মুখে তোমার বিরাজিত ভগবান।
দেখ দেখ সাকার ঈশ্বর,
বিভু পরাৎপর,
জ্ঞানগর্ব্ব কর দূর।
ত্যজ অভিমান, কর প্রেমপূর্ণ প্রাণ,
অনায়াসে দেখিবে গোলক-লীলা।
প্রত্যক্ষ করহ দরশন,
নহি নিরাকার,
হের আমি সাকার ঈশ্বর।

সার্ব্ব। একি সত্য না স্বপ্ন! আমি কোথায়? গোলোকে না ধরায়? এই যে দেবতা আমার সম্মুখে, ধনুর্ব্বাণ মোহন মুরলীদণ্ড কমণ্ডলু, সাক্ষাৎ ভগবান্ গোলকপতি।
প্রভু! ধন্য ধন্য মহিমা তোমার
লৌহপিণ্ড গলিল কৃপায়,
প্রভু! প্রাণ মম কুতর্কে জড়িত
জ্ঞানগর্ব্ব নরকে পতিত,
হায় প্রভু!
কি হ'তো আমার
অপার করুণা বিনা,
প্রেমভক্তি করিতে প্রচার
অপ্রকটে তব অবতার;

শক্তি দেহ করি স্তবস্তুতি,
প্রেমহীন কঠিন হৃদয়
কি দিব তোমায়,
প্রেমময়! দেহ প্রেম মোরে।
দিব হে তোমারে—
পাষাণ অন্তর
নিরন্তর কঠোর কুতন্ত্রে রত,
বিদ্যা-অভিমানী
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানি,
ওহে হৃদয়ের চাঁদ!
দেহ দেহ প্রেমের আস্বাদ,
ওহে নিরঞ্জন!
যত জীব করেছ তারণ,
যত জন তরিবে কৃপায়
মম সম মূঢ় কেহ নয়;
পাষাণ পাষাণ কর বারিদান
হীন কেহ নাহি মম সম।
তব রূপ সম্মুখে দেখিয়ে
না গলিল হিয়ে,
বল ওহে কেমনে মিটিবে খেদ?
দেহ শক্তি সর্ব্বশক্তিমান!
করি তব প্রেম-কীর্ত্তি গান
প্রেমে মত্ত নৃত্য করি উন্মত্ত হইয়ে;
প্রেমে লুটি চরণ-পঙ্কজে,
কয়ে তব নাম উচ্চারণে
কণ্ঠ হবে অবরোধ,
তব ধ্যানে কবে অঙ্গ হবে কণ্টকিত,
কবে শতধার নয়নে আমার
বহিবে তোমার প্রেমে?
প্রভু! প্রভু! কি আনন্দ মম,
কি আনন্দ মম—কি আনন্দ মম!
এ ক্ষুদ্র অন্তরে আর নাহি ধরে,
কি আনন্দ! হে আনন্দময়!
গৌরাঙ্গসুন্দর, গৌরাঙ্গসুন্দর!
সকলি গৌরাঙ্গময়,—
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(রাজা, নিমাই, নিতাই, বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।)

সভা। মহারাজ! করেন কি—করেন কি?

রাজা। তুমি জান না, প্রভু এই পথে সংকীর্ত্তন কর্‌বেন, আমি কত কোটী জন্ম তপস্যা ক'রেছি, তাই এই পথ মার্জ্জনা কর্‌চ্চি। হায়! আমার অদৃষ্টে কি হবে? প্রভুর পাদস্পর্শ কর্‌তে পার্‌ব, ভাল এ জন্মে না পারি জন্ম-জন্মান্তরে করবো, দয়াময় গৌরচন্দ্র, তোমার নামে না কলঙ্ক হয়, আমি পাপাশয় তোমার কৃপার পাত্র।

সকলে গীত।

দেশমিশ্র—রূপক-ধামার।

চাঁদের কিরণ শ্যাম-অঙ্গে মদনমোহন বিরাজে।
আমার প্রাণনাথ ঐ রথ-মাঝে॥
নটবর নবীন নীরদকায়,
সেজেছে শ্যাম মালতী-মালায়,
এইরূপ সই! মজায় অবলায়
ঐ আড় নয়নে চায় গো।
সখি! দেখ্‌বি আয় রসরাজে॥

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মিশ্রের অন্তঃপুর।

(বিষ্ণুপ্রিয়া।)

বিষ্ণু। লো পাদুকা!
তুমি মম জীবন সঙ্গিনী,
ভাগ্যবতী তুমি সতি

আদরে তোমার
শ্রীচরণ দেন পতি মোর,
বল সে আমার আর কি গো হবে,
সুধাকর সে অধর আর কি হেরিবে,
হেরি বঙ্কিম নয়ন
লাজে সই! নয়ন ফিরাব,
লাজ ভুলি পুন ফিরে চাব,
হব লো আপন-হারা,
সখি! সে কি ভুলে আছে,
বল লো কিসে ধৈর্য্য ধরি,
মরি মরি যোগীবেশে গেছে চ'লে,
কি বল কি বল!
আসিবে সে রমণীরঞ্জন,
পুনঃ মধুভাষে সম্ভাষিবে প্রিয়া বলি?
দেখ সখি! তোরে মোর কিবে,
ভুলাও না-ভুলাও না আশা দিয়ে।
সত্য তবে সত্য কি আসিবে বধু?
বল সখি!
কি সাজে ভুলাব রসরাজে?
এ সাজে কি ভুলিবে তাঁহার মন,
দেখ, দেখ বিনায়েছি বেণী,
ফুল-সাজে সেজেছি সজনি!—
পরেছি লো চিকণ বসন
যা লো যা লো সখি!
আন তুলে ফুল—মালতী, বকুল
গাঁথিব চিকণ মালা
বলে গেছে
আসিবে আসিবে প্রাণনাথ।
থরে থরে অগুরু চন্দন
রাখ সখি! করিয়া যতন
শ্রীঅঙ্গে লেপিব, সাধ পূরাইব
দেখ সখি! ফুলে যেন বৃন্ত নাহি রহে
কুসুম জিনিয়ে কমনীয় কায়ে
দেখ যেন নাহি বাজে;
দেখ দেখ নয়ন আমার
হও না রে বন্দী;
যবে গুণনিধি
হাসি হাসি আসিবে দাসীর পাশে
ধারা তব কর সম্বরণ
ওগো আমি দরশন-অভিলাষী
কেঁদো আঁখি! যত পারো
প্রাণপতি চলে গেলে;
হও না রে মলিন বদন,
হাসিমুখে নিরখিব প্রাণনাথে।

গীত।

বাগেশ্রী-মিশ্র—কাওয়ালী।

যখন আস্‌বে লো সে মান ক'রে সই
ঢাক্‌বো লো বয়াণ।
বধু আদর ক'রে চিবুক ধ'রে অধর-সুধা
কর্‌বে পান॥
চাব না রব গরবে, আগে সে কথা কবে,
কথা কইব লো তবে;—
আমি তার আদরে আদরিণী
তাই তো লো সই করবো মান;
নয়তো লো মান ক'র্‌বো প্রেমের ভাণ॥

কই সই! কই এল প্রাণনাথ?
কই কই প্রাণ-বঁধু!
কই সই! সে আমার?
আশা দিয়ে গেল ভুলাইয়ে
কই কই এল সে নির্দ্দয়?
নিশির শিশির ঝরে লো সজনি।
শুনি মৃদুধ্বনি চমকি অমনি;
ভাবি বুঝি মম গুণমণি আসে।
সচকিতে চাই, আঁখি দুটী ভাসে;
ফুল-কলি চুমি আদরে সমীর।
মম বঁধু বিনে হই লো অধীর॥

কুহুরবে ঐ ডাকে লো কোকিল।
প্রাণে সাধ মম নাহি আর তিল॥
শুনলো সজনি! বিহঙ্গিনী গণে
সে নাই আমার কেঁদে ওঠে প্রাণে?
সে চাঁদ-বদন না হেরি নয়নে।
উহু মরি মরি চাঁদের কিরণে॥
কই সে আমার কই সই এল?
নিশি পোহাইল, শশী অস্ত গেল॥

গীত।

সিন্ধুড়-ভৈরবী—যৎ।

শুকাল মালতী-মালা প্রাণনাথ এল না।
রজনী পোহাল সখি! প্রাণ কেন গেল না?
বাসর সাজায়ে সাধে, না হেরিনু হৃদি-চাঁদে,
কে বাদ সাধিল সখি কাঁদাইতে ললনা?
বায়স কর্কশ স্বরে, গঞ্জনা দিতেছে মোরে,
শুন লো বলিছে ছলে ঘরে ফিরে চল না!
বাসর সাজায়ে আছ কার আশে বল না॥
ধিক প্রাণে কিবা প্রয়োজন?
নিজ হস্তে জ্বালিব রে চিতা
পতি পদে ঠেলে যারে
তার আর কি কাজ সংসারে?
ছি ছি! আর কেন সব?
জ্বালা যুড়াইব প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন
হা নির্দ্দয়! দেখে যাও যায় প্রাণ।
(মূর্চ্ছা)

(নিমায়ের আবির্ভাব)

নিমা। ওঠো ওঠো চন্দ্রাননি!
তোমা বিনে আমি আর কার?
দেব-দেহে শতত রহিব কাছে;
নরদেহে ফিরি আমি জীবের উদ্ধারে।

(দেব-দেবীগণের প্রবেশ।)

জনৈক দেব। স্বর্গে আর কিবা প্রয়োজন?
এস করি সার্থক নয়ন
যুগল-মিলন হের আজি ধরাতলে।

গীত।

বাহার-মিশ্র—একতালা।

দেবগণ—
জয় জয় জয় যুগল ঠাম জয় জয় গৌরাঙ্গ!
দেবিগণ—
চাঁদে চাঁদে কিরণ ঠিকরে চাঁদে চাঁদে রঙ্গ॥
উভয়ে—
আমরা যুগল-ভাঙ্গা দেখ্‌তে নারি।
দেবগণ—
কলুষনাশন দীনতারণ কনক বরণধারী?
দেবিগণ—
চূড়া ঝলমল বেণী দলদল
শোভিত কুসুমসারি
দেবগণ—
গৌরচন্দ্র চরণ বন্দ প্রেমানন্দ-মেলা।
দেবিগণ—
আদরে বাঁধি ভুজ মৃণালে
নয়নে নয়নে খেলা,
দেবগণ—
চিত্ত বিভোর নেহার নেহার
মাধবী মাধব সঙ্গ,
দেবীগণ—
রাসরসে রসিক রসিকা মাধুরী তরঙ্গ,
উভয়ে—
আমরা যুগল-ভাঙ্গা দেখ্‌তে নারি।

যবনিকা পতন।

কবিতাবলী।

কল্পনা।

১

ব্যাকুল বাসনা যবে শূন্যময় প্রাণ,
জ্ঞান হয় সংসার শ্মশান ;
ললিত তোমার গীত, শুনি বিমোহিত চিত,
ভয়ার্ত্ত জনেরে কর অভয় প্রদান,
প্রবাসে প্রবাসী হেরে প্রিয়ার বয়ান।

২

বিজনে বান্ধবহীন মুমূর্ষু যখন,
করিলে গো তোমার স্মরণ ;
সুধামুখে মৃদু হাসি, তখনি উদয় আসি,
শয্যাপাশে বসি তার মুছাও নয়ন,
কারাগারে পশি কর শৃঙ্খল ছেদন।

৩

আঁখিবারি-পারাবারে তরঙ্গের মেলা,
আশা তায় একমাত্র ভেলা,
তোমার মধুর বায়, সুখে ভেলা ভেসে যায়,
উন্মত্ত তরঙ্গদলে ক'রে অবহেলা,
নিরানন্দ ভবধামে আনন্দের খেলা।

৪

বিরামদায়িনী নিদ্রা তোমার সঙ্গিনী,
মনোহরা স্বপন-রঙ্গিণী,
মাতৃ-কোল পরিহরি, বিচিত্র বসন ধরি,
সুপ্ত-শিশু হাসে তোমা হেরি হেমাঙ্গিনী,
শান্ত হ'য়ে শুনে তব মধুর কিঙ্কিণী।

৫

দিবানিশি ধরা ঘেরি ভ্রমে গ্রহগণ,
অন্তর না হয় কি কারণ ?
অজ্ঞ নর কি প্রকার, জানিত সে সমাচার,
তুমি না দেখালে সেই অদৃশ্য বন্ধন,
যাহার বিহনে হ'ত বিশ্বের পতন।

৬

তব বলে নভঃস্থলে করি বিচরণ,
হেরি গো অলক্ষ্য গ্রহগণ ;
সৃষ্টি হ'তে যার কর, ছুটিতেছে নিরন্তর,
তথাপি ধরণী'পর হয়নি পতন,
জীবনের স্রোত চন্দ্রে করিগো শ্রবণ।

৭

হিমাদ্রি-শিখরে শুনি ত্রিদিব বাদন,
নিতম্বিনী অপ্সরি-নর্ত্তন ;
দিবানিশি ভূতগণ, শূন্যে করে বিচরণ,
সূক্ষ্মদেহ স্থূলচক্ষু অতীতদর্শন,
কে দেখিত কৃপাময়ী, না দিলে লোচন !

৮

সৃজিয়ে অপূর্ব্ব রেখা বিজ্ঞান-জননী,
ভেদিয়াছ এ জড় ধরণী ;
কৌতুক দেখিল নরে, সেই মায়া-রেখা'পরে,
অচলা সচলা হয়ে চলিল অমনি,
অকস্মাৎ গতিহীন হ'ল দিনমণি।

৯

প্রশান্ত সাগর, মহাকালের দর্পণ,
হেরি তায় কালের বদন;
বিশ্বসীমা অবসান, পরমায়ু ঘূর্ণ্যমান,
নিত্য নব বিশ্ব মহাকালের গঠন;
তব সঙ্গে হেরে রঙ্গে মানব-নয়ন।

১০

অসীম অনন্ত স্থান ব্যাপি আয়তন,
তম গর্ত্তে অর্ণব যখন,
ফুটে নব দিনকর, গ্রহ, তারা, শশধর,
ক্রমে জলে ভেসে উঠে অন্য ভূতগণ,
মধুর লহরী কহ কথা পুরাতন।

১১

অনন্ত অশান্ত শক্তি বিহরে লীলায়,
নিমগন পুরুষ নিদ্রায়,
লজ্জা পরিহরি সতী, বিকট অরীত রতি,
অগণন ব্রহ্মাডিম্ব টুটে আশঙ্কায়,
বিশ্ব-অণু পরমাণু বিশ্বরূপে ধায়।

১২

বরাহ।

কুহকিনী কাম্যদৃশ্য কর বিরচন,
গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে সম্মিলন,
জলে উঠে ভীমকায়, দশন ধরণী গায়,
বিমল শ্যামলকান্তি কুসুম-ভূষণ,
চন্দ্রচূড়-ভালে শিশু চন্দ্রমা-কিরণ।

১৩

নরক।

হেরি ভয়ঙ্করী পুরী নাহি বয় বায়,
ছায়া কায়া ছায়া পুনরায়;
শূন্য পূর্ণ ছায়াদেহ, আছে বা না আছে কেহ,
এই এই, এই নেই, কোথায় মিশায়,
তমসা গোধূলি আজ জড় জড়িমায়।

১৪

মমতা বৰ্জ্জিত স্থান শ্মশানের প্রায়,
গণ্ডগোল কি যেন কোথায়;
বহে বিলাপের রোল, শুন পুনঃ হাহিগোল,
নৈরাশ বিকট হাস লক্ষ্যশূন্য চায়,
শঙ্কা-আতঙ্কিত-মতি পিরিহা পলায়।

১৫

স্বর্গ।

উজ্জ্বল বিমল ইন্দ্রধনুর গঠন,
নভ নীল নলিনী-আসন,
হেমকান্তি শান্ত রবি, ছানিত কিরণ-ছবি,
উজ্জ্বল কিরণদেহী আনন্দে মগন,
জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী নিত্য জ্যোতি-নিকেতন

১৬

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে কত জীবন-নির্ঝর,
বয়ে যায় করুণা-লহর,
কলনাদে কল্লোলিনী, আশা হেম-বিহঙ্গিনী,
না পলায় সুখে গায় তীরে তরু'পর;
দোলে প্রেমামৃতপূর্ণ ফল মনোহর।

১৭

সুখে ভাসি পুন আসি পরশে মেদিনী,
উপবন মানস-মোহিনী,
বিকচ বসন্ততনু, মদন লইয়া ধনু,
কোকিল কুহরে, শশী হাসায় যামিনী,
কুমুদ কুন্তলা সর সোহাগে মোদিনী।

১৮

নগনা ললনা রাগরঞ্জিত বদন,
ঢুলু ঢুলু আবেশে নয়ন,
চলিতে নিতম্ব হেলে, পবন কুন্তলে খেলে,
অধরে ঈষৎ হাসি কলিকা দশন,
পত্র ভেদি চন্দ্র করে বদন চুম্বন

১৯

মানব-হৃদয়স্থল বিশাল ভুবন,
তথা তব গমনাগমন,
তোমার প্রসাদে কবি, চিত্রে সে বিচিত্র ছবি,
কোথা মরুভূমি কোথা রম্য উপবন;
আলোক উজ্জল কোথা তিমির ভীষণ।

২০

প্রেম।

পবন আসন ফুল্ল কান্তি কিশলয়,
সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধা পক্ষদ্বয়,
পীযূষ-পূরিত স্বর, আঁখি বারি ঝর ঝর,
নিয়ত আপন ভাবে মগন হৃদয়,
যে দিকে ফিরায় আঁখি সেই মধুময়।

২১

ধ্যান।

হৃদয়ে সতত উচ্চ ভাবের উচ্ছ্বাস
জ্যোতির্ম্ময় বদন-বিকাশ,
শান্তমূর্ত্তি শিলাসন, নিমীলিত দু'নয়ন,
করে কর, ঊর্দ্ধদৃষ্টি বর্জ্জিত বিলাস,
বক্ষে বহে অশ্রুধারা গদ গদ ভাষ।

২২

দয়া।

এলোকেশী মুখে হাসি জীর্ণপত্রাসনা,
নিম্নদৃষ্টি প্রসন্ন নয়না,
মৃগশিশু ফুল্লমনে, কোলে শু'য়ে সিংহসনে,
অন্ন করে বীণাস্বরে ক্ষরে মধুকণা,
কমলা কনক-কান্তি বল্কল-বসনা।

২৩

ন্যায়।

সিংহাসনে শুভ্র জ্যোতি বিশদ বসন,
যেন শ্বেত প্রস্তর গঠন,
অন্তর্ভেদী দু'নয়নে, সমদৃষ্টি সর্ব্বজনে,
অলঙ্কার নাহি ভাসে ভালে স্বর্ণ-ঘন,
গম্ভীর বদন তবু নয়নরঞ্জন।

২৪

কাম।

জীর্ণ, শীর্ণ ক্ষত অঙ্গ কালিমা বদন,
শিহরণ, অধর-দংশন;
দেহে বিকারের বল, হৃদে জ্বলে দাবানল,
ঘন ঘন বহে শ্বাস, প্রলয়-পবন,
নীল চক্রমাঝে অর্দ্ধ মিলিত নয়ন।

২৫

ক্রোধ।

কর পদ কম্পিত, কম্পিত ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষে নিরন্তর,
ঘূর্ণ্যমান রক্ত অক্ষ, বদ্ধ কক্ষ শিলাবক্ষ,
অঙ্গে অনলের তাপ মুষ্টিবদ্ধ কর,
বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র অতি কটুস্বর।

২৬

লোভ।

টিপ্ টিপ্ অহি চক্ষু দৃষ্টি সচঞ্চল,
লক্ লক্ জিহ্বা ঝরে জল;
ব্যাদান কুৎসিত মুখ, সর্ব্বগ্রাস সর্ব্বভুক্,
থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস বহিছে প্রবল,
অহরহ অঙ্গ দগ্ধ করে তুষানল।

২৭

মোহ।

হীনবেশ, শুভ্র কেশ, মলিন বদন,
দিবানিশি ধরণী শয়ন;
মার্জ্জার লইয়া কোলে, কাঁদে অতি মৃদুরোলে,
ঝর্ ঝর্ ঝরি জল অর্দ্ধ দু'নয়ন,
শিরে কর হানি কহে দেবে কুবচন।

২৮

মদ।

বক্রগ্রীবা, দ্রুত পদ দোলে দুই কর,
মিলিত নিয়ত ওষ্ঠাধর;
সতত কুৎসিত গন্ধ, প্রবেশিছে নাসারন্ধ্র,
কুৎসিত ক্রমির দায় ঝাড়ে কলেবর,
না হেরে মেদিনী, ভাবে তুচ্ছ চরাচর।

২৯

মাৎসর্য্য।

অন্ধ চক্ষু, বায়ুপুষ্ট দীর্ঘকলেবর,
তম মাঝে বসে একেশ্বর;
নেহালে আপন পানে, মগ্ন নিজ গুণগানে,
উড়িতে বাসনা সদা ভেদিয়া অম্বর,
শূন্যে উড়ে পুন পড়ে ধরণী উপর।

৩০

নীরস ঘটনাবলী বদ্ধ ইতিহাসে,
তোমার পরশে রসে ভাসে;
মোহিনী মায়াতে তার, সুধা উথলিয়ে যায়,
পান করি সে লহরি অন্তর বিকাশে,
সরস মানস-নেত্রে কত চিত্র হাসে!

৩১

সুন্দরী নগরী পরি অট্টালিকা-হার,
নদী-বক্ষে প্রতিবিম্ব তার;
ধন ধান্য পূর্ণ পুরী, আনন্দ-উৎসব ভূরি,
আনিছে অর্ণব-যান রতন-ভাণ্ডার,
মূর্ত্তিমতী শান্তি করে সতত বিহার।

৩২

অকস্মাৎ একি শব্দ উথলিল আর,
সিংহনাদ ভেরীর ঝঙ্কার;
ভৈরব জৃম্ভন ঘন, কালানল উদ্গীরণ,
আসোয়ার ধায় উঠে পড়ে তরবার,
ছিন্ন-শীর্ষ দেহ রক্ত ধনুর আকার।

(অসম্পূর্ণ)

গোলেনা।

—*—

মেঘাচ্ছন্ন শশধর, ধূসর তিমির,
নীরব পুলিনে মৃদুরবে খেলে নীর।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, কূলে অর্দ্ধকায়,
পরম শয্যায় দ্বিজবর;
শিয়রে বসিয়ে যুবা মুখপানে চায়,
নেত্র জল ঝরে ঝর ঝর।
তরঙ্গে তরঙ্গ খেলে, প্রাচীন নয়ন মেলে,
ধীরে ধীরে কহে কথা গভীর নিশায়—
"সময়, সমীর, নীর, দেখ বৎস নহে স্থির,
কে জানে কোথায় যায় কোথা শান্তি পায়,
শান্তিলুব্ধ, অশান্ত জীবন-স্রোত ধায়!

২

"শোক নাহি কর বৎস! ফিরাওনা আর,
যেতে হবে এবে মহা পারাবার পার।
ত্বরায় ভাতিবে ঊষা কাঞ্চন-বরণ,
নব রাগে জাগিবে অবনী,
গঙ্গাজলে এ জীবন করি সমর্পণ,
পাব রাঙ্গা চরণ তরণী।
জীবন মরণ-ভ্রম, কর বৎস অতিক্রম,
কার্য্যক্ষেত্রে রহ, যথা পদ্মপত্রে নীর,
কার্য্য মম অবসান, কার্য্যক্ষেত্রে নাহি স্থান,
গতজীব হেতু শোক না কর সুধীর!"
নীরব ব্রাহ্মণ, বহে মৃদুরবে নীর।

পূর্ব্বভাগে নানা রাগে অরুণ উদয়,
পিতৃহীন যুবা, ধরা হেরে শূন্যময়।
শব-কোলে চলে যুবা অদূরে শ্মশান,
মুখ পানে চায় বার বার;

মহা নিদ্রাগত হেরে প্রশান্ত বয়ান
স্নেহময় কথা নাহি আর।
প্রজ্বলিত চিতানল, পরশিল নভঃস্থল,
হৃদিমাঝে শোকানল দহিল প্রবল।
শুভদিন পৌর্ণমাসী, পূত অঙ্গ ভস্মরাশি,
চিতানল নিভাইল ঢালি গঙ্গাজল,
প্রবল অনল,হৃদে না হ'ল শীতল।

৪

ধীরে ধীরে ফিরে ঘরে দ্বিজের কুমার,
অকূল পাথার আজি নেহারে সংসার।
পিতৃসেবা, অধ্যয়ন বিনা নাহি জানে,
ফুরায়েছে সে কার্য্য এখন,
শূন্যদৃষ্টি, ধীরে ধীরে চলে শূন্য প্রাণে,
যথা পথ দেখায় নয়ন।
সুকোমল স্বর্ণকায়, শ্রমবারি বয়ে যায়;
মধ্যাহ্ন তপন করে আরক্ত বদন।
চলে যুবা নাহি ক্লেশ, ক্রমে ক্রমে দিন শেষ,
ক্রমে চন্দ্রোদয়, বহে সন্ধ্যা সমীরণ;
মুগ্ধপ্রায় তরুতলে বসিল ব্রাহ্মণ।

৫

কুতূহলে লতা দোলে, ফুটে ফুল কলি,
কোকিল কুহরে কুঞ্জে, গুঞ্জে ধায় অলি।
শূন্যমনে, শূন্য প্রাণে, শূন্যদৃষ্টে চায়,
ফুটে তারা নীরব গগণ;
কত কথা উঠে মনে স্বপনের প্রায়,
মৃদু মৃদু বাজিল কঙ্কণ,—
কুসুম কানন মাঝে, বিকচ কুসুম সাজে,
কামিনী বদন খানি চন্দ্রমা বিকাশ;
কাকপক্ষ কৃষ্ণ আঁখি, যুবার বদনে রাখি,
কিশু প্রায় কে বা বামা না বুঝে আভাস,
যুবক ত্যজিল দীর্ঘ মর্ম্মভেদী শ্বাস।

৬

শুনিল, কোমল প্রাণে বাজিল বেদনা,
সলাজ মধুর ভাষে সম্ভাষে ললনা;—
"কে তুমি কোথায় যাও কিবা প্রয়োজন,
কেন কেন মলিন বদনে?
সুখের সংসার ভার বল কি কারণ?
কি বেদনা রম্য উপবনে?"
নন্দন কানন-মাঝে, বীণা-ধ্বনি যেন বাজে,
সুধাকর মধুস্বর মোহিল শ্রবণ!
হৃদিমাঝে ছবি রাখি, কামিনী ফিরায় আঁখি,
অনিমেষ নেত্রে যুবা করে দরশন,
দেখেছে কুসুম, নহে সুন্দর এমন।

৭

তিমির যামিনী-শেষে ঊষার প্রকাশ;
মানব-হৃদয়ে যথা আশার বিকাশ,
মরুভূমে নির্ঝর-শোভিত উপবন,
পিককণ্ঠে সরে কুহুস্বর,
সন্তাপিত হৃদিমাঝে ভাতিল তেমন—
বনদেবী ছবি মনোহর!
যেন পরিচিত স্বর, পরিচিত সে অধর,
যেন জানি, অজানিত ভাবের উদয়;
যেন কোন সুস্বপন, স্মৃতি করে অন্বেষণ,
পরিচয় সনে হয় জড়িত বিস্ময়,
'আমার আমার কেবা প্রাণে প্রাণে কয়'!

৮

ধীরে ধীরে পরিচয় যুবক কহিল,
কুসুম কাননে যেন অনিল বহিল,—
"গঙ্গার অনতিদূরে কুটীরে নিবাস,
নাহি জানি সংসার কেমন;
অধ্যয়ন বিনা আর ছিল না প্রয়াস,
দ্বিজপুত্র, নাম নিরঞ্জন।

শৈশবে জননীগত, পিতৃসেবা ছিল ব্রত,
একাধারে পিতা মাতা জনক আমার ;
সে ব্রত হয়েছে পূর্ণ, জীবন কামনাশূন্য,
ফুরায়েছে পিতা বলা, পিতা নাহি আর,
দিছি আজি বিসর্জ্জন, সংসার আঁধার।"

৯

ছল ছল আঁখিজল, কথা না সরিল,
অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাস আবার বহিল।
নীরব কামিনী শুনি শোকের কাহিনী,
বচনহীন রহে নিরঞ্জন ;
নীরবে চন্দ্রমা সনে নেহারে যামিনী,
প্রাণে প্রাণ বাঁধিল মদন।
কামিনী পুত্তলীপ্রায়, যুবার বদনে চায়,
চখে কথা মন ব্যথা করিল হরণ।
নীহারে কুসুম যেন, সরস হৃদয় হেন,
নব নব শোভা নেত্রে করে বিলোকন,
সংসার আঁধার নয় ভাবে মনে মন।

১০

অকস্মাৎ আঁধার হইল দিশা মেঘে,
তড়িৎ চমকে বায়ু বহে মহাবেগে,
কঠোর অশনি নাদে কাঁপায় অবনি,
স্থূল ধারা ঝরে তড় তড় ;
"ঘরে এস," যুবকেরে কহিল রমণী,
"উদয় বাদল মহাঝড়।"
দ্রুতপদে বামা ধায়, যুবা পাছু পাছু যায়,
প্রবেশে উভয়ে অতি সুন্দর আগারে।
বিচিত্র আসন কত, শোভা পায় নানামত,
অনুরোধ রমণী করিল বসিবারে,
ঘোর নাদে বরিষণ মুষলের ধারে।

১১

যুবক জিজ্ঞাসে, বালা দিল পরিচয়,—
"নবাব আমার পিতা অতি সদাশয়,
গোলেনা আমার নাম, ফুল ভালবাসি,
আমার এ ক্রীড়া-উপবন ;
প্রভাতে প্রদোষে নিত্য ভ্রমিবারে আসি,
তুলে পরি কুসুম-ভূষণ।
নিত্য একা আসি যাই, ফুল বিনা সখি নাই,
একা বসি ফুল কলি করি সম্ভাষণ।
ফুল তুলি ভরি ডালা, তোড়া বাঁধি গাঁথি মালা
জননীরে উপহার করি সমর্পণ,
কে হাসে মধুর হাসি কুসুম যেমন।

১২

কথায় কথায় ক্রমে বহিল সময়,
মেঘ-অস্তে হ'ল পুন চন্দ্রমা উদয়।
আচম্বিতে গৃহদ্বারে অস্ত্র ঝন ঝন,
চমকিয়া গোলেনা চাহিল,
গৃহে প্রবেশিল ক্লীব অস্ত্রধারীগণ,
দৃঢ়পাশে ব্রাহ্মণে বাঁধিল।
কি করিস আরে আরে, উন্মাদিনী বালা মরে,
নির্দ্দয় প্রহরীগণ না শুনে বারণ,
দ্রুতপদে লয়ে যায়, উন্মাদিনী পাছে ধায়,
অন্ধকার হেরে ভূমে হয় অচেতন,
নিরাশ নয়নে ফিরে হেরে নিরঞ্জন।

১৩

দ্রুত হয়ে, বন্দি লয়ে প্রহরী চলিল,
যুবক আচ্ছন্ন প্রায়, কথা না সরিল ;
স্বপ্নপ্রায়ে মনে পড়ে সকল বারতা,
মনে পড়ে জনকেরমুখ ;
ধায় প্রাণ বিজন কুটীর খানি যথা,
বেদনার সম দুঃখ সুখ।
ভূমিগর্ভে কারাগার, আশাশূন্য-অন্ধকার,
রাখে তার হাতে পায়ে বাঁধিয়ে শৃঙ্খল ;
একক ভীষণ স্থানে, রহে যুবা শূন্যপ্রাণে,
নাহি কথা, নাহি ব্যথা, চ'খে নাহি জল,
কদাচিৎ দীর্ঘশ্বাস বহিল কেবল।

১৪

ছায়া কায়া মহামায়া বিরামদায়িনী,
স্বপনসঙ্গিনী শ্যামা ভুবনমোহিনী,
দুখহরা অঙ্কে নিদ্রা লন যুবকেরে ;
তবু মন রহে সচেতন ;
অগ্নিময় রথযান স্বপ্নে যুবা হেরে,
বহে অগ্নিময় অশ্বগণ ;
রথ পরে পিতা তার, বদন মণ্ডল ভারি,
তিরস্কার করি কহে "আরে রে দুর্ব্বল !"
অধ্যয়ন উপদেশ, এই কি তাহার শেষ,
'অপবিত্রা যবনীরে হৃদে দিলি স্থল,
সেই অপরাধে পর দারুণ শৃঙ্খল।

১৫

"আয় তোরে লয়ে যাই," জনক কহিল,
অকস্মাৎ যেন তার শৃঙ্খল খসিল।
কাঁদিয়ে জাগিল যুবা, আলোক দেখিল ;
সবিস্ময়ে হেরে গোলেনায় ;
"এস সাথে,"ধীরে ধীরে কামিনী কহিল,
দেখিল শৃঙ্খল নাহি পায় ;
ক্ষুদ্র দ্বার মৃত্তিকায়, অকস্মাৎ খুলে যায়,
দীপ-করে আগে আগে চলিল কামিনী।
সুড়ঙ্গে চলিল ধীরে, উঠে দোঁহে গঙ্গাতীরে,
হেরে শশী অস্তগামী, প্রভাত যামিনী ;
কলনাদে দুলে চলে সুরতরঙ্গিণী।

১৬

কাতরে কামিনী কহে নীরব পুলিনে,
"নিরঞ্জন! তোমাসনে দেখা মন্দ দিনে,
সয়েছ বিস্তর তার আমিই কারণ,
নিজ গুণে কর হে মার্জ্জনা।"
জানিতাম শুশ্রূষার বালিকা যখন,
আঁখিজল মুছিল ললনা।

প্রহরী তোমারে ধরি, লয়ে গেল বন্দী করি,
পড়িলাম ভূমিতলে হয়ে অচেতন।
চেতন পাইয়া পরে, দেখি পালঙ্কের পরে,
ধাত্রীমাত্র কাছে আর নাহি অন্যজন,
কহিলাম বিবরণ ধরিয়া চরণ।

১৭

কৃপাময়ী ধাত্রীমাতা, কৌশলে তাঁহার,
জানিলাম কোন্ স্থানে তব কারাগার।
পশিলাম কারাগারে তাঁহার কৃপায়,
পুন আর দেখা নাহি হবে;
যাও যুবা নিজ স্থানে মাগি হে বিদায়,
অভাগীরে মনে কি হে রবে ?
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠস্বর, নেত্রবারি ঝর ঝর,
সতৃষ্ণ-নয়নে বালা মুখপানে চায়,
দেখিল বদন ভাব, কি বিকার আবির্ভাব,
বুঝিতে না পারে কিছু অন্তর শুকায়,
ফিরে যায় মমতায় অন্তরে দাঁড়ায়।

১৮

পুত্তলীর প্রায় যুবা স্থির রহে তীরে,
জীবন মমতাশূন্য কহে ধীরে ধীরে,
"জাহ্নবি! জানি না মাগো শৈশব যখন,
কারাগার ভীষণ সংসার ;
তব অঙ্কে জনকে দিয়েছি বিসর্জ্জন,
দেহ ভার সহে না মা আর।"
কল্পনা বিকারে হেরে, ছায়াদেহী প্রাণীফেরে
কেহ আসে, কেহ যায় কেহ বলে'আয়,'
কেহ করে উপহাস, কেহ করে স্নেহভাষ,
কত দেখে কত শুনে আচ্ছন্নের প্রায়,
মমতা-বিহীন প্রাণ শূন্যে শূন্যে ধায়।

১৯

চলিল শ্মশানভূমে যথা দগ্ধ পিতা,
সেই থানে গড়ে যুবা আপনার চিতা।

ধূমভেদী চিতানল জ্বলিল প্রবল,
অগ্নিমাঝে হেরে দিব্যরথ ;
নেহারে পিতারে, কান্তি জিনিয়া অনল,
বহে রথ অশ্ব অগ্নিবৎ।
"প্রত্যক্ষ স্বপন নয়," উচ্চৈঃস্বরে যুবা কয়,
"যাই পিতঃ," বলে চিতা করে আরোহণ,
কুসুম-শয্যায় যেন, অগ্নি মাঝে পড়ে হেন,
লক্ লক্ জিহ্বা অগ্নি পরশে গগণ,
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ অদূরে ভীষণ।

২০

হাহারবে চিতা-পাশে পড়িল যুবতী,
প্রেমব্রতে প্রাণাহুতি দিল গুণবতী।
জীবলীলা ফুরাল, মিশাল প্রাণে প্রাণ,
অবিচ্ছেদ প্রেমের বিহার ;
সমীর গাইল গান. শুনিল শ্মশান,
রুদ্ধ হ'ল অন্তরের দ্বার।
কবর নির্ম্মিত তথা, পথিক জানায় কথা,—
'এই স্থানে মহানিদ্রাগত দুই জন,
নাহি দুখ সুখ ভ্রান্তি, হৃদয়ে বিহরে শান্তি,
কামনারহিত প্রাণ প্রাণে বিসর্জ্জন,
শুনহে প্রেমিক ! ক্ষুদ্র প্রেম-বিবরণ'

বন-বিহারিণী।

১

মেদিনী পাষাণী, খর তপন-কিরণে,
তুঙ্গশৃঙ্গ পশে ঘন, শ্বাপদসঙ্কুল বন,
কে রমণী একাকিনী বসিয়া বিজনে,—
আশার স্বপন যথা মানব-জীবনে,—
বিদায় নয়ন বারি বিরহী-স্মরণে।

২

ঢেকেছে অলকাবলী বিমল বদনে,
বিমলিন পরিচ্ছদ, সশৈবাল কোকনদ,
শূন্য কা'র হৃদি-হ্রদ করেছ ললনে?
সন্ধ্যার প্রদীপ কা'র নিভিছে ভবনে ?
আঁধার সংসার কোন অভাগার নয়নে ?

৩

আনন্দদায়িনী হেরি আনন্দ-অন্তরে,
মরুভূমে পিপাসায়, যে জন মুমূর্ষু প্রায়,
পুলকিত চিত যথা শুনিয়ে নির্ঝরে,
প্রবাসে প্রবাসী চির পরিচিত স্বরে,
অদূরে হেরিয়ে দীপ পথিক প্রান্তরে।

৪

একাকিনী প্রতিধ্বনি এ বনে বিষাদে,
নীরব ভীষণ স্থল, নাহি বিহঙ্গমকুল,
কদাচিৎ বন্যপশু গভীর নিনাদে,
থেকে থেকে সমীরণ শাখীশিরে কাঁদে,
কে নহে কাতর হেরি ঘন ঢাকা চাঁদে ?

৫

শূন্যমনা উদাসিনী, উন্মাদিনী প্রায়,
কলঙ্ক সোণার গায়, ধূলায় ধূসরকায়,
ধূলায় ধূসর কেশ পবন উড়ায় ;
বিপিনবাসিনী কেন বল না আমায়,
আমিও বিজনে কেন বলিব তোমায়।

৬

না জেনে প্রণয়দানে যদি অপরাধী,
পরিতে কুসুমহার, ফণিনী-দংশন সার,
কেবল স্মরণ আছে জীবন আচ্ছাদি,
নবীন প্রাণের সাধে বিধি যদি বাদী,
এস গো দুজনে বসি এ বিরলে কাঁদি।

অতীত।

অতীত শৈশবকাল আগত যৌবন,
ক্রমে ধারা পরিসর, সিন্ধুমুখে অগ্রসর,
ক্রমে তরঙ্গের মালা দিল দরশন।

২

ফুরাইল ধূলা-খেলা ধূলার-ভূষণ,
ধূলায় ধূসরকায়, অরি হেসে ফিরে চায়,
চন্দন চর্চ্চিয়ে গায় হবে কি তেমন ?

৩

ফুরাইল মৃদু হাসি চন্দ্রমা-বিকাশ,
যেই মধুময় হাসি, দেবতা নিরখে আসি,
প্রস্তর হৃদয়ে হয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

৪

ফুরাইল কলকণ্ঠে সুধা বরিষণ,
নীরব হইল বীণে, ফুরাইল এত দিনে,
মা ব'লে লহর তুলে চুম্বন গ্রহণ।

ফুরাইল সরলতা স্বর্গীয় ভূষণ,
জড়িত হীরক-মালে, মুকুট পরিয়ে ভালে,
পাব কি প্রফুল্ল আঁখি অন্তর দর্পণ।

অতীত শৈশব কাল আগত যৌবন,
সলিল কর্দ্দমময়, খর সমীরণ বয়,
ভীষণ তরঙ্গ মালা দিল দরশন।

গিরি।

দিবানিশি জাগরণে ভূষা তরুদল,
এ প্রান্তরে একেশ্বর, ঊর্দ্ধশিরে নিরন্তর,
কার তরে শৃঙ্গধর হ'য়েছ অচল,
সয় সহ তাপ, হিম, বজ্র, বাত্যা, জল।

কি অসুখে মনোদুখে হ'য়েছ পাথর ?
সুধি তোমা হে পাষাণ, পাষাণ কি তব প্রাণ,
কিশোরে ছিল না কি হে কোমল অন্তর,
উন্মত্ত কি তত্ত্বে যাও ভেদিয়া অম্বর ?

একার্ণবে পূর্ণ যবে এ বিপুল স্থান,
তখন ছিল না ভূমি, কোথায় আছিলে তুমি,
ঢল ঢল জল কিসে হইল পাষাণ ?
তরল তরঙ্গ-মালা শিলার সোপান।

ক্ষিপ্তপ্রায় জ্বাল শিরে দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলন্ত নিদাঘ রবি, তব সদানন্দ ছবি,
রজনীতে ভয় বাসি ভীষণ দর্শন,—
বিশাল শ্মশান-ভূমে ভৈরব যেমন।

অটল অশনি-পাতে নিবাস গহন,
তোমায় সুধাই গিরি, কি কারণে ধীরি ধীরি,
অবিরল আঁখিজল—নির্ঝর পতন,—
তোমারো কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন ?

তোমার হৃদয়ে কারু জাগে কি অধর,
মধুর শিশুর বোল, নূপুর কিঙ্কিনী রোল,
কখনো কি শুনিয়াছ নারীকণ্ঠ-স্বর ?
তাই কি পাথর তব অন্তর কাতর ?

সুরঙ্গ কুরঙ্গ হেম-অঙ্গ পাখিগণে,
ঋক্ষ ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর, জীবঘাতী বনচর,
শরণ লইয়া আছে তব আলিঙ্গনে ;
আশ্রয় কি দাও গিরি ভাগ্যহীন জনে ?

আজি।

—*—

তিন দশ পূর্ণকায় অতীত যৌবন।
তিন-দশ পূর্ণকায়,
জীবন-প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।

২

প্রেম ময় প্রাণ আশা ভরসা এখন।
কমনীয় কান্তি কায়,
আর কি রহিবে হায়,
আর কি মিলাবে নারী নয়নে নয়ন?

৩

করুক রূপের নিন্দা রূপ নাই যার;
বিদ্যা বুদ্ধি মান ধন,
সংসারের আভরণ,
সৌন্দর্য্যে কেবল হেরি কর বিধাতার

৪

মাতৃকোলে স্তনপান, পিতৃ-আলিঙ্গন,
সহোদর সহোদরা,
মুখ যার দুঃখহরা,
শৈশব-সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন!

৫

শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,—
যৌবনে ঢালিয়ে কায়,
পেয়েছিনু প্রমদায়,
ম'লে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন!

৬

কেহ কহে এ প্রণয় চাতুরী কেবল।
হৃদয়ে হৃদয় মিলি,
নয়নে নয়ন খেলি,
ব্রহ্মানন্দ বিনা নাহি উপমার স্থল।

৭

কেহ কহে চিরস্থায়ী নহে এ যৌবন,
স্থায়ী নহে যেই ধন,
তাহে কিবা প্রয়োজন,
রাখ হে প্রবীণ তব প্রবোধ বচন।

৮

একদিন পূর্ণশশী ছায়ায় গগণ,
ক্ষণমাত্র ফুলরাশি,
বিকাশে মধুর হাসি,
তবে কেন ফুল, শশী আদর-ভাজন?

৯

অতীত যৌবন, হায় অতীত যৌবন!
কাজ কি বিন্যাস কেশে,
কাজ কি বিনোদ বেশে,
কাঞ্চন ত্যজিয়ে কাচে কিবা প্রয়োজন?

শৈশব বান্ধব।

—*—

১

থাক রে অন্তরে তুমি চিরদিন তরে,
শৈশব-বান্ধব!
ভালবাস এস এস শূন্যময় ঘরে,
শবসম সকলি নীরব।
আনন্দের উপহাস, আশার চঞ্চলভাব,
অভিলাষ প্রেমোচ্ছ্বাস কিছু নাই আর;
হ'য়েছে হ'য়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ঘোর,
গিয়েছে গিয়েছে চলে স্বপন সোণার।

২

তুমি আমি দুই জনে বসিয়ে বিরলে
তটিনীর তীরে,
কেঁদে কেঁদে ধারাগুলি যাবে ধীরে চলে
ঢেলে দিতে আপন শরীরে;

ব'সে রব মগ্নমনে, কাঁদিব না কার' সনে,
অনেক কেঁদেছি আমি কাঁদিব না আর,
সেই দিন হ'তে কত, কাঁদিয়াছি ক্রমাগত,
দেখিলাম যেই দিন প্রথম সংসার।

৩

তুমি আমি দুইজনে পর্ব্বত-শিখরে,
বিজন প্রদেশ,
নাহি পাখী, নাহি শাখী, অলি না বিহরে,
কেবল তুষার শুভ্র বেশ;
বিচিত্র বরণ-ঘটা, ইন্দ্রধনু সম ছটা,
অকস্মাৎ খসে পড়ে, কোথা চ'লে যায়,
খসিবে ভৈরবরবে, সলিল সলিল হবে,
নীরবে হেরিব বসি তোমায় আমায়।

৪

বালির উপরে ব'সি হেরিব সাগর,
নীলিমা বিশাল,
উঠিবে, ডুবিবে, দুলে চলিবে লহর,
জটা ঘটা হেরিব করাল;
গৌরবের সমাধান, পবমায়ু অবসান,
জলে ঝাঁপ দিতে হেথা আসিবে মিহির,
কত ছায়া রবি তায়, নীরবে ডাকিবে 'আয়',
অবিরল দুলে যাবে স্বচ্ছ নীলনীর।

৫

গোধূলি গ্রাসিয়ে মুখে আসিবে তিমির,
লট পট কেশ,
একাকিনী উলঙ্গিনী গতি অতি ধীর,
বিভাবরী ভয়ঙ্করী বেশ;
পাগলিনী পুলকিত, নীরবে গাইবে গীত,
নীরব বিকট হাস, নৃত্য ধেই ধেই,
সঙ্গীত বাড়িবে যত, আনাগোনা হবে কত,
নীরব ভৈরব তাল তাথেই তাথেই।

৬

ঝিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝম্ ঝন্ রণ ঝন্,
ত্রিযামা গভীর,
অযুত অযুত মেঘ আঁধার বরণ,
গজ গতি দলিয়া শরীর;
রণমত্ত বজ্রমুখে, রঙ্গিনী খেলিবে বুকে,
নলকে দলকে চক্ চমকে চপলা,
রঙ্গে ভঙ্গে বায়ুঘূর্ণ, উচ্চ শাখী-শির চূর্ণ,
শ্রীহীনা প্রকৃতি প'রি তিমির মেখলা।

৭

বিজন বিপিনে যথা বিহরে বিষাদ,
প্রতি বায়ু সনে,
নীলিমায় ভেসে যায় আধ-খানি চাঁদ,
পাণ্ডুবর্ণ মলিন-কিরণে,
সেই ক্ষীণ-রশ্মি ধরি, প্রেতকুল ধরাপ'রি,
নাবিবে, ভ্রমিবে কেঁদে হেরিব দু'জনে।
একে একে সঙ্গীহারা, জাগিয়া দেখিবে তারা,
কেহ বা পড়িবে খসি' জীর্ণ পত্র সনে।

৮

তুমি আমি দুই জনে হেরিব শ্মশান,
বিভূতি-ভূষিত,
ধক্ ধক্ চিতানল ভালে দীপ্যমান,
গণ্ডগোল শিবার সঙ্গীত;
বিবশা ভূতলে সতী, চিতানলে জ্বলে পতি,
পিতা মাতা মৃত-পুত্রমুখ পানে চায়,
বিচ্ছিন্ন লতিকা প্রায়, ধূলায় ঢালিয়া কায়,
যুবক চাহিয়া দেখে প্রাণ-প্রতিমায়।

৯

তুমি আমি মরুভূমে করিব গমন,
বালুময় দেশ,
কেবল অনলভার বহে সমীরণ,
দিনকর প্রাণহর বেশ;

বালির তুফান উঠে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটে,
প্রাণীশূন্য তবু যেন সদা হাহাকার,
ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ ধূঃ—কার, দূর চক্র সীমা তার,
উপমার স্থল মাত্র হৃদয় আমার।

আঁধার।

১

তরুলতা ফুলমুঞ্জ, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ,
অলির ঝঙ্কার প্রাণ না চাহে আমার,
রবি শশি তারাহার, হাসি মুখ ললনার,
কেবল তোমারে ভালবাসি হে আঁধার;
অসীম অনন্ত তুমি সম চিরদিন,
না হাস, না কাঁদ, নহ কালের অধীন।

২

তোমায় জানে না নরে, তাই ত তোমারে ডরে,
অদময় তুমি সখা কেহ নাহি আর,
একক বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার;
জ্বলে শুধু স্মৃতি চিতে চিতানল প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।

৩

শুইয়ে তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে,
ঘুমায় জাগে না আর দেখে না স্বপন,
অনলে সলিল পড়ে, আর নাহি ঝড়ে নড়ে,
সংসার সাগর রোল করে না শ্রবণ;
কারো অধিকার নাই তব অঙ্কোপরে,
ঘৃণা, হিংসা, উপহাস স্পর্শ নাহি করে।

৪

গৃহ-মাঝে দীপ প্রায়, রবি আকাশের গায়,
কালের ফুৎকারে নিভে যাবে একদিন,
তুমি তম নিরুপম, শান্ত ভীম পরাক্রম,
ক্ষুদ্র নর ভাবে ক্ষুদ্র রবির অধীন;
ব্যাপিয়ে অসীম স্থান তব আয়তন,
অদ্যাবধি নাহি যণা কালের গঠন।

৫

পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ বিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলা প্রায়,
একত্র যখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায় কোথায় মিশায়,
একত্র হইলে ভাবে রহিবে আলোকে,
বিপরীত দেখে কিন্তু পলকে পলকে।

৬

পাইয়ে নশ্বর দৃষ্টি, হেরে সৃষ্টি করে সৃষ্টি,
আলোক যথায় তব নাহিক গমন,
একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে,
ক্রমে মহাকাল যবে খুলিবে বন্ধন;
তোমার উদরে থেকে তোমায় ডরায়,
শিহরিয়ে উঠে হেরি আপন ছায়ায়।

আমি না বুঝিতে পারি, সৃজে কত নর নারী,
তবু ভাবে তথা নাহি রবে প্রতারণা,
দুঃখ সুখ মাঝে দোলে, না জানি কেমনে ভোলে
নাহি সুখ যতদিন সুখের বাসনা;
উন্মাদ সতত সাদ যেন না ঘুমায়,
বিস্মৃতি বিমল বারি বারেক না চায়।

বাঁশরি।

১

সন্ধ্যার বরণ-ঘটা ধূসর অঞ্চলে
ক্রমে ক্রমে ঢাকিলে তিমির,
সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর ;
মধুর তোমারি তান, শুনিলে উথলে প্রাণ,
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি,
এ হ'তে মধুর স্বর শুনিতাম বাঁশি !

২

স্বভাব নীরব যবে গভীরা যামিনী,
শিশু হেরে সোণার স্বপন,
চন্দ্রমা চকোরে কথা শুনে বিরহিনী
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন—
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ,
এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন,
ছি ছি বলি সে আমার ফিরাত বদন।

৩

ফুল-ভূষা হাসে উষা দুকূল বসনা,
সরোবরে সন্তাষে নলিনী,
বিদায় চুম্বন নাহি পূরিল বাসনা
পতি মুখ নেহারে কামিনী ;
তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত,
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরী,
যবে ধীরে সে আমারে জাগা'ত বাঁশরী।

৪

প্রখর নিদাঘ তাপে তাপিতা মেদিনী,
ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাথে গায়,
কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী,
জাগি যামি যুবতী ঘুমায় ;
আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধাদান,
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ ?

৫

প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়,
প্রিয় মুখ মনে কত উঠে,
অনিমেষ নেত্রে হেরে চন্দ্রমা উদয়,
একে একে দেখে তারা ফুটে ;
বিরহ বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
মৃদু পূর্ব্ব স্মৃতি জাগে শীতল মাধুরী,
আশে আঁখি নীরে ভাসে প্রিয়জনে স্মরি।

চাতক।

এমন দারুণ পণ পেয়েছ কোথায় ?
যেখানে সেখানে যাও, সুশীতল জল পাও,
আপন প্রাণের দোষে মর পিপাসায়,
চাহিয়ে ফটিক জল রয়েছ আশায়।

চিরদিন পিপাসায় পরাণ বিকল !
দারুণ নিদাঘ-তাপে, মেদিনী বিদরে দাপে,
কাতর না হও সও প্রবল অনল,
কেবল তোমার বোল—'দে ফটিক জল।'

যে নয় তোমার তুমি ভাব তার তরে,
সুধালে না কথা কও, শূন্যপানে চেয়ে রও,
যবে প্রাণ কাঁদে পাখী কাতর-অন্তরে
'দে ফটিক জল' বলি সকরুণ স্বরে।

মুক্তবেণী কাদম্বিনী ঢাকিলে অম্বরে,
পশু পক্ষী কলরবে, নিবাসে প্রবেশে সবে,
তোমার হৃদয়ে আর আনন্দ না ধরে,
দে ফটিক জল ব'লে উঠ পক্ষভরে।

ভীষণ অশনি নাদে মেদিনী কম্পিত,
ক্ষুদ্র পাখী নাহি ডর, বক্ষ পাতি বজ্রধর,
বজ্রমাঝে নৃত্য কর, চিত্ত পুলকিত,
'দে ফটিক জল' শুনি উন্মাদ সঙ্গীত।

কাদম্বিনী।

১

বল কাদম্বিনী,
দামিনীহাসিনী,
কে তুমি কামিনী,
বিমানচারী।
ভুবন ভ্রমণ
কর কি কারণ,
কি ভাবে কথন,
বুঝিতে নারি॥

২

কভু ঘোরাননা,
আঁধার বরণা,
সাজ বিভীষণা,
সমর সাজে।
দশনে দশন,
কঠোর ঘর্ষণ,
ত্রাহি ত্রিভুবন,
উগার বাজে॥

৩

তখনি ভামিনী
সরস মেদিনী,
জীবন দায়িনী,
বরষি বারি।
নাহি বুঝি গতি
নাহি বুঝি মতি,
কিবা রসবতী,
ভাব তোমারি॥

৪

কভু ভয়ঙ্করী,
কভু শুভঙ্করী,
তুমি কৃপা করি,
বাঁচাও জীবে।
নাই ডর বুকে,
অনলের মুখে,
থাক বা কি সুখে,
এ খেলা কিবে॥

৫

লতা-লগ্নাঙ্গিনী,
তরু-সোহাগিনী,
সাজাও রঙ্গিনী,
হাসাও ফুলে।
দুকূল বসনে,
সোণার ভূষণে,
হাস উষা সনে,
মানস ভুলে

৬

পাগলিনী প্রায়,
ধূলা মাথ গায়,
ছিন্ন-ভিন্ন কায়,
শুইয়ে থাক।
কখন উতলা,
গমন চপলা,
ধরি বায়ু গলা,
সলিলে ডাক

৭

সদা সুখ মনে,
থাক গিরি সনে,
প্রেম আলিঙ্গনে,
বেড়িয়ে কটী।
তরল সলিলে,
গড় তুমি শিলে,
একি নাট-লীলে,
দেখাও নটী॥

৮

লোক অগোচরে,
তিমির গহ্বরে,
স্নেহে কোলে করে,
পাল গো নদী।
সাগরে শয়ন,
বিমানে ভ্রমণ,
মজে ত্রিভুবন,
লুকাও যদি॥

৯

খচিত্ত রতনে,
ইন্দ্র শরাশনে,
পর সযতনে,
নিবিড় কেশে।
রবি শশধরে,
ঘেরিলে আদরে,
হেরে সভা করে,
দেবতা এসে॥

১০

কেন চাতকিনী,
হয় কুতুকিনী,
মিহিরমোহিনী,
তোমায় দেখে।
ছুটে তারা ত্রাসে,
পড়ে তব গ্রাসে,
উঠিলে আকাশে,
সাগর থেকে॥

শশী।

১

পাতার আড়েতে বসি, মৃদু মৃদু হাস শশী,
হেরে মম মনে হয় সে বিধুবদন;
ওই রূপ সে বদন, কেশ অর্দ্ধ আবরণ,
দোলাতো উড়াতো তায় প্রফুল্ল পবন,
পাতাগুলি দোলায় যেমন।
জাগিয়ে এখন সে কি দেখিছে তোমায়,
আমার হৃদয়-শশী রয়েছে কোথায়?

২

ধূসর নীরদ-মাঝে, ভ্রমিছ,উন্মাদ সাজে,
শিলাসনে দুই জনে হেরেছি তোমায়;
আজি সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি এ বীজন দেশে,
দেখেছ সে দিন, আজি দেখ কি দশায়,
আছে মাত্র প্রাণশূন্য কায়,
তারে কি এখন তুমি দেখিতেছ শশি!
আছে কি সে বিনোদিনী শিলাতলেবসি?

৩

যামিনী কামিনীসনে, নভোনীলসিংহাসনে,
প্রেমিকের সুখে তুমি সুখী শশধর;
যখন নীরব সবে, বিরহী আসিয়ে তবে,
নীরবে বিরলে হেরে তোমার অধর,
খুলে বলে তোমারে অন্তর;
জুড়াও প্রাণের জ্বালা বল না আমায়,
কখন কি কোন কথা বলে নি তোমায়?

৪

তোমারে হেরিয়ে চাঁদ, কত মনে হয় সাধ,
তার (ই) ভাবে মগ্ন রয়ে তারে যেন ভুলি;
স্বপ্নসম জ্ঞান হয়, কে যেন কি কথা কয়,
চমকি তখনি পুনঃ পরাণ আকুলি—
নাহি হেরি প্রাণের পুতলী!
মেদিনী রজত হেরি স্বভাব নীরব।
তারাদল জাগে, জাগ' কুমুদ-বান্ধব!

কোকিল।

১

না জানি মোহিনী কিবা আছে তোর স্বরে,
গাও প্রাণ ভ'রে;
কুহু কুহু কুহু তান, কেমন কেমন প্রাণ,
কি যেন হ'য়েছি হারা জনমের তরে;
ধীরে ধীরে বয়ান বহিয়ে বারি ঝরে।

২

কামরূপী কালপাখী কি কুহক বলে,
এ পাষাণ গলে;
এই ছিল, এই নাই, ধরি ধরি নাহি পাই,
কি চাই সুধাই তাই কে যেন কি বলে,
সুধায় গলায় প্রাণ তবু কেন জ্বলে?

৩

নাহিক সে দিন নাহি নাহি সেই প্রাণ,
শুনে তোর তান;
প্রমোদিত—বিমোহিত, তম্ভিত সরল চিত,
ভাবে ভুলে প্রাণ খুলে করিয়াছি গান,
সেই আমি, সেই প্রাণ, আজি রে শ্মশান!

৪

সুন্দর বসন্তে বসি সুন্দর কাননে,
সুন্দর গগনে—
সুন্দর চন্দ্রমা ভাসে, সুন্দর কুসুম হাসে,
সুন্দর সঙ্গীত দোলে সুন্দর পবনে;
কি সুন্দর প্রেম তোর সুন্দরের সনে!

৫

নাহিক সে দিন হায়! নাহিক সে দিন,
কালে দিন লীন,
সুন্দরের অনুরাগে, কিবা না করেছি আগে,
এখন হৃদয়াগার সুন্দরবিহীন;
তোর স্বরে জাগে আজ পূর্ব্ব স্মৃতি ক্ষীণ।

৬

বসন্ত-বান্ধব ফের বসন্ত যথায়,
বসন্ত সহায়;
নিঃসহায় বরিষায়, কঠোর করকা ঘায়,
দামিনী খেলায় ছলে, আঁধার বাড়ায়,
প্রাণের সুসার ভায় কার না শুকায়!

৭

মাতাও উধাও প্রাণ, গাও মাতোয়ারা,
হই জ্ঞানহারা;
কুহু কুহু কুহু কুহু, উহু উহু হুহুহুহু,
ঝরুক শ্মশানভূমে অমৃতের ঝারা,
উজান বহিয়ে যাক সময়ের ধারা।

নির্ঝরিণী।

(বাউলের সুর।)

গান ক'বে মধুর স্বরে।
বয়ে যাও নির্ঝরিণী, কার রমণী,
প্রভাতে এ প্রান্তরে?
ছি'লে মগ্নমনে, গহন বনে,
উদাসিনী কার তরে?
তুমি বিমলবারি, সুধার ধারী,
জন্ম কেন পাথরে?
দোলা হেলা, লীলা-খেলা,
চলেছ প্রমোদ ভরে;
নিয়ে সোণার ভূষণ, রবির কিরণ,
পরেছ থরে থরে।
ফলেফুলে তরুদলে,
দু'ধারে নয়ন ঝরে;—
ছেড়ে জন্মভূমি, যাও গো তুমি,
ডেকে কারে অন্তরে?
দিচ্চৈ আপন শরীর, অমৃত নীর,
তোষ তৃষা-কাতরে;—
পাব সীমা, কার মহিমা,
করুণা দেখাও নরে।

ধুতূরা।

—•—

১

কেন গো সেজেছ তুমি যৌবনে যোগিনী,
কার ধ্যানে মগ্নপ্রাণে, চেয়ে আছ শূন্যপানে,
কি মনবিরাগে বল শ্মশান-বাসিনী?

২

ত্যজিয়ে সংসার সার ক'রেছ শ্মশান,
যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান?

৩

যোগিনী দেখিয়া ভয়ে অলি না সম্ভাষে;
দারুণ তোমার মন, কঠিন তোমার পণ,
অভিলাষ বিসর্জ্জন দেছ অনায়াসে।

৪

পরিমল নাই, তুমি তাই কি কাতর,
অযতনে অভিমানে, এসেছ কি এই স্থানে,
এ ভীষণ ভূমে তোমা' কে করে আদর?

৫

কভু কি কোমল প্রাণে পেয়েছ যন্ত্রণা,
কার সনে কয়ে কথা, জুড়াও মরম-ব্যথা,
কাঁদিলে পরাণ তব কে করে শান্ত্বনা?

৬

গোপনে ফুটেছ তুমি গোপনে শুকাবে,
জীবন যৌবন মন, যার তরে সমর্পণ,
আসন্ন সময়ে তারে দেখিতে কি পাবে?

হল্‌দি-ঘাটের যুদ্ধ।

১

গভীর আরাবে ভেরী ভেদিল গগনে,
বাহিরিল কুলনারী, ধরি হাত সারি সারি,
গাইল মঙ্গলগীত মলিন বদনে;
কথা না সরিল কার, না ঝরিল অশ্রুধার,
কেবল বহিল শ্বাস, মিশাল পবনে,
নীরবে বিদায় দিল নয়নে নয়নে।

কাতার কাতার সেনা আনত আননে,
রাখি প্রাণ কায়া চলে, ফিরিল রমণীদলে,
নূপুর-কিঙ্কিণী-রোল ভাসে সমীরণে,
অধীর হৃদয়বীর, শ্বাসহীন রহে স্থির,
অধীর ডাকিল ভেরী গভীর গর্জ্জনে,
নড়িল চলিল ঠাট হল্‌দিঘাট রণে।

৩

ঝন্ ঝন্ চলে সেনা কাতার কাতার,
মরমে দারুণ ব্যথা, কেহ না কহিল কথা,
রয়েছে কিঙ্কিণী-ধ্বনি শ্রবণে সবার,
রক্ত আঁখি বিঘূর্ণিত, দীর্ঘশ্বাস কদাচিত,
কদাচিৎ কেহ করে স্পর্শ তরবার,
পশ্চাৎ ফিরিয়া কেহ না চাহিল আর!

৪

ভৈরব ভেরীর রব আবার অম্বরে,
কাঁপাইয়ে ধরাধর, ডাকে ঘন "অগ্রসর"
চমকিল প্রতিধ্বনি সে ভীষণ স্বরে!
মত্ত তনু বীরমদে, চলে সেনা দ্রুতপদে,
অস্ত্রের ফলক ঝকে নব দিনকরে,
সঘনে কাঁপিল ধরা বীর-পদভরে।

৫

শত মুখে নদ যথা প্রবেশে সাগরে,
শত মুখে বহি ঠাট, প্রবেশিল হল্‌দিঘাট,
অদূরে যবন-ধ্বজ ভাতিল অম্বরে;
প্রতাপ সমরে ধীর, চৈতক-আরোহী বীর,
কহিল সম্বোধি সেনা সুগভীর স্বরে,—
"হের দেখ উপনীত যবন সমরে।"

৬

নীরব হইল বীর শ্বাস না বহিল,
নীরব সলিল স্থল, নীরব অচল চল,
নীরব গগনে স্থির সমীর হইল;
নীরব রবির কর, পড়িল ধরণী' পর,
নীরব বাহিনী, তাপে মরম দহিল,
বারেক নিরখি রবি নীরব রহিল।

৭

হেন কালে অদূরে উঠিল সিংহনাদ,
সাগর যেমতি ঝড়ে, যবন-কটক নড়ে,
সাগর-কল্লোল জিনি দুন্দুভি-নিনাদ,
প্রাণে জাগে অপমান, মানসিংহ আগুয়ান,
বেষ্টিত শিক্ষিত সেনা হৃদে রণ-সাধ,
উল্লাসে উন্মত্ত সবে আসন্ন বিবাদ।

গভীরে কহিল রাণা, "বিলম্ব কি আর"?
করি মহা গণ্ডগোল, সমরে বাজিল ঢোল,
"অগ্রসর" ভেরীরব গর্জ্জিল আবার;
প্রলয় কল্লোল উঠে, বদ্ধ বায়ু যেন ছুটে,
রণরঙ্গে ধায় সেনা ধূলায় আঁধার,
জলদ-গর্জ্জন জিনি ঘন হুহুঙ্কার।

৯

বারিতে সৈন্যের স্রোত সতর্ক যবন,
শ্রেণীবদ্ধ দৃঢ়মত, বিস্তৃত প্রাচীরবত,
সহস্র কামান করে অনল জৃম্ভন;
মুখেতে শমন বসে, নাদে গিরি-শির খসে,
ধূলা সহ মিলি ধূম ছাইল গগন,
ঘোর রোল রণ-ঢোল জীমূত গর্জ্জন।

১০

পুনঃ পুনঃ কালানল চপলা-কিরণ,
পুনঃ পুনঃ ভীমনাদ, বাড়িল সমর-সাধ,
সিংহনাদ করে রণে রাজপুতগণ;
ধূলায় দিবস নিশা, প্রকাশ না পায় দিশা,
বীর দাপে এক চাপে করে আক্রমণ,
বারিতে যবন যত্ন করে প্রাণপণ।

১১

সংগ্রামে প্রবেশে রাণা চৈতক-বাহন
তীর তারা উল্কা প্রায়, বলবান বাজী ধায়,
যথায় বারণ-পৃষ্ঠে আকবর-নন্দন;
করিবারে রিপুক্ষয়, সমর দীক্ষিত হয়,
করি-করে পদদ্বয় করে উত্তোলন,
রাণা হানে ভল্ল জিনি দামিনী-গমন।

১২

কাঁপের হইল রণে আকবরনন্দন,
মুখে হাহাকার রব, ধাইল যবন সব,
প্রাণ উপেক্ষিয়ে করে রাণারে বেষ্টন;
রাণা করে ঘোর রণ, ধূমহীন হুতাশন,
শত শত পড়ে, ধরা করিয়ে ছাদন,
চারি দিকে ক্ষত্রিয় করিল আক্রমণ।

১৩

ঘোর রণে মিশামিশি ক্ষত্রিয় যবন,
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, ঝাঁকে ঝাঁকে তরবার,
উঠে পড়ে মেঘে যেন দামিনী কিরণ;
অসংখ্য যবনগণ, অনেক করিল রণ,
ক্ষত্রিয়-বিক্রম নারে করিতে বারণ;
কে বারে সাগরে, বদ্ধ করে সমীরণ?

১৪

মানসিংহ কহে সেনা সম্বোধি তখন,
"হের দেখ রণরঙ্গ, যবন হইল ভঙ্গ,
দেখ না সমরে রাণা সাক্ষাৎ শমন;
কি দেখ কি দেখ আর, রণে হও আগুসার,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব যুদ্ধে দাও মন,
বীর্য্যবান রাখ মান, রাখ সিংহাসন।"

১৫

"জয় মানসিংহ"!—শব্দ উঠিল গগণে,
রক্তধারা বহে গায়, প্রতাপ ফিরিয়ে চায়,
গভীরে কহিল বীর সম্বোধি স্বগণে;—
"হে সেনা সমরদক্ষ, দেখ না বিপক্ষপক্ষ,
কুলাঙ্গার রাজপুত মানসিংহ সনে,
সচল প্রাচীর সম প্রবেশিছে রণে।"

১৬

গভীরে কহিল রাণা, রহিল না আর,
জ্বলন্ত অনল প্রায়, ক্রোধে রাণা-সেনা ধায়,
চারিদিকে রণসিন্ধু উথলে আবার;
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনাৎকার, ঘন ঘন হুহুঙ্কার,
রুধিরপ্রয়াসী অসি মণ্ডল আকার,
ছিন্নশির ধনুর আকার রক্তধার।

১৭

পুনঃ পুনঃ রাণা-সেনা করে আক্রমণ,
মানসিংহ রণ-ধীর, সসৈন্য রহিল স্থির,
না হেলিল, না টলিল একটি চরণ;
ভাবিল প্রতাপ রায়, রণে বিসর্জ্জিব কায়,
প্রবেশিল অরিমাঝে ভেদি সৈন্যগণ,
মেঘমালা-মাঝে যেন মধ্যাহ্ন তপন।

১৮

পূর্ণচন্দ্র-ছটা—শিরে ছত্র শোভা পায়,
সেই ছত্র লক্ষ্য করি, অসংখ্য অসংখ্য অরি,
অস্ত্র বরষিল যেন বারি বরিষায়;
অরি করি তৃণজ্ঞান, ফিরে রাণা বীর্য্যবান্,
ঝলকে দলকে অসি দামিনীর প্রায়,
হস্ত পদ মুণ্ড স্কন্ধ ধরণী লুটায়।

১৯

সংগ্রাম হেরিল দূরে, ঝাল্লার সর্দ্দার,
একা রাণা নাহি পক্ষ, অসংখ্য সমরদক্ষ,
বিপক্ষ-বেষ্টিত, অঙ্গে বহে রক্তধার;
রক্ষিতে প্রতাপ রাজে, প্রবেশিল অরিমাঝে;
শীঘ্র ছত্র লয়ে ধরে শিরে আপনার,
রাণা জ্ঞানে সেনা তারে বেড়িল অপার।

২০

অমিত-বিক্রম বীর, ঝাল্লার সর্দ্দার,
পলকেতে শতবার, উঠে পড়ে তরবার,
শত হস্তে চালে যেন ভল্ল তীক্ষ্ণধার ;
অসংখ্য অরির ঘায়, ক্রমে অবসন্নকায়,
পড়িল সংগ্রাম স্থলে করি মহামার,
বীরসাজে বৈরিমাঝে বীর অবতার।

২১

জ্বলে জ্বলে ভস্মরাশি হয় দাবানল,
বেগবান্ ঘূর্ণবায়, নিজ বেগে লয় পায়,
সমুদ্র মন্থন করি ফণীন্দ্র বিকল ;
ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে,
অভাগী ভারতভাগ্যে যবন প্রবল,
হলদিঘাট ইতিহাসে রহিল কেবল।

দেওয়ানা তাতার বালকের গীত।

—•—

কার তরে প্রাণ উধাও উধাও
প্রাণ খুলে বল চাঁদে ?
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
কেন দেওয়ানা কাঁদে ?
দিন বহিল, আশ রহিল,
প্রাণ পড়িল ফাঁদে॥
দেখিয়া মোহিনু, সোহিনু দোহিনু,
ভোজিনু, মোজিনু, নিশি দিন পূজিনু,
প্রাণ গলা'যে সুখ বিলা'য়ে
নারিনু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে॥

হিয়া হিয়া মিলি, চ'খে চ'খে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাশরি,
প্রেম নিমগন, প্রাণ বিসর্জ্জন,
পতি মতি, পতি পদ
গৌরব সম্পদ,
মঞ্জু-লতিকা-তমাল বিহারী।
ঘোর আঁধারে, দুঃখ পারাবারে,
ঢাকিলে আশা হৃদয়-তারা।
ভৈরব গর্জ্জন, তরঙ্গ নর্ত্তন,
জীবন-পথে দিশেহারা॥
দুর্গমে রণে বনে,
প্রণয়িণী, পতি সনে,
দেহে প্রাণ ছেদ, তবু নয় বিচ্ছেদ,
হাসি কুতূহলে,
ঘোর চিতানলে
প্রাণ ঢালে সতী নারি।

বারাঙ্গনা।

১

বারাঙ্গনা নারী মম অন্তর পাষাণ ;
প্রেম কোথা পাবে স্থান,
শ্মশান আমার প্রাণ,
রমণী হৃদয় আমি দিছি বলিদান।

২

ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কোমল ;
ছিল অকপট হাস,
ছিল প্রেম-অভিলাষ,
সে কথা স্মরিলে হায় চ'খে আসে জল।

৩

অতীত বালিকা-কাল কলিকা যৌবন ;
নবীন বিপিন সম,
ছিল এ হৃদয় মম,
জানি নি জননী জেলে দিবে হুতাশন !

৪

বিকচ কলিকা ক্রমে আঁখি বিনোদন ;
টল টল ঢল ঢল,
কলেবর বিচঞ্চল,
ঈষদ হাসিয়ে হেরি দর্পণে বদন।

৫

হেরিলাম অকস্মাৎ পুরুষ-রতন ;
কুসুম-নির্ম্মিত তনু,
কেশে ব'সে ফুলধনু,
শুভ্র রেখা মাঝে রাখি ফুল শরাসন !

৬

ফিরায়ে বদন তুলি যুবক চাহিল ;
অমনি নয়ন ভুলি,
কহিল অন্তর খুলি,
নয়নে নয়ন তার মন প্রকাশিল।

৭

ফুরা'ল প্রেমের কথা জ্বলিল অনল ;
পণে তনু বিতরণ,
অন্ধ খঞ্জ আকিঞ্চন,
পুড়েছে সকলি আছে রমণীর ছল !

নবমী

১

বহুদিন পরে পুনঃ উঠে আজি মনে,
প্রিয়াসনে চন্দ্রমা কিরণে ;
এই নবমীর নিশি, পরাণ গলায়ে হাসি,
গিয়েছে সে দিন ভাসি, মিশেছে স্বপনে,
সে স্বপন ফুরা'ল জীবনে।

২

উন্মত্ত মধুর আশে ললনা আননে,
ভ্রান্ত মন মোহিনী কাননে ;
নারীর হাসির আশে, এক মনে রুদ্ধশ্বাসে,
রমণীয় নিশি কত বঞ্চেছি রোদনে,
গিয়েছে সে দিন আজ মিশেছে স্বপনে !

৩

বিগত বান্ধবগণে পড়ে আজি মনে,
কত কথা দূর স্মৃতি সনে,
শতদ্বারে মুক্তদ্বারে, প্রীতি বারি ধারা ঝরে,
এই নবমীর নিশি মিশাবে স্বপনে,
উৎসব নীরব যথা দেবী-বিসর্জ্জনে।

৪

নবমী যামিনীকোলে জাগে আজি মনে,
চিত্তহরা প্রতিমা বদনে,
দেখেছি দেখেছি হাসি, সে হাসি মা ভালবাসি,
অভয়া গো ! অভাগারে রেখো মা চরণে,
পুনঃ যেন যায় দিন কিশোর স্বপনে।

বিজয়া।

১

মাতুয়ারা জ্ঞান-হারা পরাণ আমার,
টলে ঢলে দোলে অনিবার ;—
হর্ষ শোক সম্মিলনে, কি ভাব উদয় মনে,
কখন কি ছিল প্রাণে মমতার ধার,
আজি কেন অজচ্ছল বহে অশ্রুধার।

২

দিন যায়, দিন নাই রয়,
কত ভাবে কত কথা কত লোকে কয় ;
সংসার-সাগরে ভাসে, মত্ত মন অভিলাষে,
নাহি জানে অভিলাষ সকলি ফুরায়,
কে তুমি কোথায় যাও,কিবা আকাঙ্ক্ষায়।

৩

শক্তির প্রভাবে চলে সংসার প্রবীণ,
কে জানে এ প্রবীণ বা ক্ষীণ ;
আমি মত্ত তুমি মত্ত না জানি কি আছে তত্ত্ব,
তত্ত্বহীন সাধ নহে, তত্ত্বেবি বিহীন
বহে কাল, বয়ে যায় দিন।

৪

কত কথা আজ মম উদয় স্মরণে,
সে স্মরণ ভাসে মাত্র মনে ;
পুলকে প্রমদা সঙ্গে, ছিনু কভু রস-রঙ্গে,
না রবে সে দিন, কেবা ভেবেছিল ক্ষণে,
যত্নের রতন ফেলে যাও অযতনে।

৫

উদয় এ ভাব আজি দশমীর দিনে,
মত্ত প্রাণ কার ঋণে ;
দেখ চেয়ে একবার. ভূচর সংসার ভার,
চর্চ্চার সময়ে চর্চ্চা শোভিত প্রবাণে,
আজি অসহায় তুমি 'শক্তি'-বিহীনে।

মেঘনাদ অভিনয়ের প্রস্তাবনা।

—*—

যদি ধন প্রয়োজন, না হইত কদাচন,
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন।
বিমল কবিত্ব আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন.
আসি এই রঙ্গস্থলে, কত লোক কত বলে,
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন।
কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার,
অকপটে কহে করে মস্তকে ধারণ ॥
সুধীজন পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর দোষ বারণ কারণ।
এন্‌কোর ক্ল্যাপে যার, আছে মাত্র অধিকার,
তার(ও) অদ্য করি আমি চরণ বন্দন
সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন।
রুনু ঝুনু নাহি আর, কঙ্কনের ঝনাৎকার;
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনি পতন ॥
ভুলিয়া গভীর তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু।
শেষাক্ষরে মিল নাই, পদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায় জ্যোতি বিভাগের হেতু ॥
হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে জ্যোতি করিব বর্জ্জন।
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ,সে জ্যোতিরে বলিদান,
নাহি দিব হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য্য আমি করিব এখন ॥

ডিসিয়াল সম্মিলনসঙ্গীত।*

আজি পুনঃ মনে জাগে কিশোর সময়।
নবলতা-ফুল্ল-প্রাণ শৈশব-প্রণয়॥
কু নবলতা, আজি পুনঃ কহে কথা,
আনন্দ হিল্লোল বহি দোলায় হৃদয়।
র নব অনুরাগে, দূর স্মৃতি হেসে জাগে,
নব আশা, নব ভাষা, নব কথা কয়॥
র সংসার ভুলি, আজি পুনঃ কোলাকুলি,
চারিদিকে হাসি সুখ সব মধুময়॥

স্মরণার্থ কবিতা।

নীয় ৺ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব।

আমি সাধে কাঁদি।
হৃদয় রঞ্জনে, না হেরে নয়নে,
কেমনে প্রাণ বাঁধি॥
। দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
ফুল্ল ফুলহারে সাজাইব কারে,
পোড়া বিধি হলো বাদী।
ভোরা মাতুয়ারা, দুনয়নে বহে ধারা;
ঢলে ঢলে ঢলে, নাচ কুতূহলে,
এস গুণনিধি সাধি॥
চলে গেলে আর এলেনা,
জীবন্তো হরিনাম পেলেনা;
পার পাবেনা প্রাণে, যদি দীন হীনে,
কর পদে অপরাধী॥

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতো দিনে॥
কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণাকমলে, মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে; বীররসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে।
বীরনাদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলাসনে, কেলি বিপিনে।

৺ কৃষ্ণদাস পাল।

শুয়েছ পুরুষ-সিংহ অনন্ত-শয়নে!
নিদ্রা যাও বৃন্তহীন কুসুম-শয্যায়,
নিদ্রা যাও ভারতের গৌরব-স্বপনে,
জাগিয়াছ আজীবন জন্মভূমি দায়!
নিদ্রা যাও কুসুম-শয্যায়!!
অবিশ্রান্ত রণে ক্লান্ত ঢলিয়াছ কায়!
নিদ্রা যাও দৃঢ়ব্রত স্বদেশ-বৎসল,
বিশ্রাম করহে স্বীয় কীর্ত্তি গরিমায়,
আছে ত ভারত ভাগ্যে রোদন কেবল!
নিদ্রা যাও স্বদেশ-বৎসল!!
কর্ম্মক্ষেত্রে মহা কৃতী আদর্শ মানব!
সহায় সম্পদ মাত্র আত্মবলিদান,
মাতৃকোলে শুয়ে শিশু শুনিবে গৌরব,
ভবে ভীত উত্তেজিত হবে কত প্রাণ
আদর্শ এ আত্ম-বলিদান!!
সুখে দুঃখে অটল নির্ভীক মৃত্যু দ্বারে!
জন্মভূমি অনুরাগ, কার্য্য উচ্চ আশ,
প্রত্যয় না করে বঙ্গ সুধে বারে বারে,
সত্য কি নাহিক আর নাহি কৃষ্ণদাস!
"নাহি কৃষ্ণদাস" কহে কঠোর নৈরাশ!!

* সদর আলার ও মুনসবদিগের সম্মিলন
র জন্য প্রণয়ন।

৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়

১

কোথা হে অনাথ-বন্ধু ডাকিছে অনাথ,
ঐ শুন বিধবা-রোদন!
ধরাসনে ছাত্রগণে করে অশ্রুপাত—
দীননাথ কেন অদর্শন!
হুতাশ হুতাশে কার হেরিব বদন!

২

ভাষার জীবনদাতা অবোধ বান্ধব,
গুরুবর বিদ্যার সাগর!
নিষ্কাম নিরহঙ্কার আদর্শ মানব—
কার্য্য হেতু কার্য্যের আদর
কার্য্যে শিখায়েছ, কৃতকার্য্য নরবর!

৩

বঙ্গ সম কোথা হেন তোমার অভাব,
কোথা হেন অজ্ঞ দীনগণ!
কোথায় বিলাবে তব অতুল প্রভাব—
কাতরে কে করেছে স্মরণ!
শূন্য-প্রাণে বঙ্গ হেরে তব শূন্যাসন!

নটের উক্তি।

লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।
পরের বেদনা হায়, পরে [illegible] বুঝিবে [illegible]
হায় রে ব্যথার ব্যথী আছে [illegible]
অন্য পরে যার তরে, [illegible] করে;
অভিনেতা অনাদর-দেয় [illegible]।
যার ধন প্রাণ মান, [illegible] সান;
পরের প্রীতির তরে আত্মসমর্পণ!
সদা পর আরাধনা, [illegible] রাঙ্গনা,
কে কোথায় রাখে তার মান।
অনুগ্রহ পাত্রীজন, কে কোথায় পায় ধন
রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ!
তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার,
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ।
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।

